রাতি দদাতীতি তৎ ; অতস্তদ্বিষয়িণী মে বুদ্ধিঃ কেনাপ্যাবৃতা মাস্তিতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
পঞ্চমে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সবিতুর্দেবস্য ভর্গঃ'—(সর্ব্ব-প্রসবয়িতা দেবের) সূর্য্যমণ্ডল মধ্যস্থিত ভর্গ অর্থাৎ তেজ। 'ধ্যেয়ঃ সদা', অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী কমলাসনে সমাসীন শ্রীনারায়ণ সর্ব্বদা ধ্যেয়—ইত্যাদি মন্ত্রবাচ্য তেজের (তেজোময় পদার্থের) 'ইমঃ'—আমরা শরণাগত হইতেছি। কি প্রকার সেই তেজ ? তাহাতে বলিতেছেন—'পরোরজঃ'—যাহা প্রকৃতির পর অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বাত্মক। জাত বলিতে উৎপন্ন হয়, বেদ অর্থাৎ ভক্তজনের অভীষ্টরূপ ধন যাহা হইতে, সেই তেজ। 'যদ্ ভর্গঃ'—যে তেজ (কর্ত্তা), সঙ্কল্পমাত্রেই এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। 'স্বরেতসা'—নিজ চিচ্ছক্তিরূপ তেজের দ্বারা, 'পুনরাবিশ্য'—পুনরায় ঐ জগতে অন্তর্য্যামিরূপে প্রবেশ করিয়া, 'গৃধ্রাণং হংসং'—দুর্ব্বিষয়রূপ সুখের আকাঙ্ক্ষাকারী (কামনাযুক্ত) আমার ন্যায় জীবকে, 'বিচষ্টে'—দেখেন, অর্থাৎ কৃপাপূর্ব্বক পালন করেন—এই অর্থ। কি প্রকারে ? ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—(জীবে) বুদ্ধি-প্রেরণার দ্বারাই। 'নৃষদ্‌রিঙ্গিরাম্'—নৃষদ্ বলিতে প্রাণিতে উপাধিরূপে যাহা থাকে, অর্থাৎ বুদ্ধি, তাহার রিঙ্গি বলিতে নিজেতেই (শ্রীভগবানেই) যে গতি, তাহা প্রদান করে যাহা, (অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপক বুদ্ধির প্রেরণার দ্বারাই ভক্তগণকে পালন করিতেছেন)। অতএব ভগবদ্বিষয়িণী আমার বুদ্ধি কোন কিছুর দ্বারাই আবৃত না হউক—এই ভাব। [ক্রমসন্দর্ভে উক্ত হইয়াছে—ইহা গায়ত্রী-সহোদর অর্থাৎ গায়ত্রীমন্ত্রের অনুরূপ মন্ত্র।] ॥ ১৪ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার পঞ্চম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্‌ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫।৭ ॥

মধ্ব—

পরোরজা রজস্কত্বাত্রয়ীত্বাত্রয়ীসুতঃ ।
গুণাত্যয়াৎ তুরীয়শ্চ জাতবেদাশ্চ সর্ব্ববিৎ ॥
হংসো দুঃখাদিহানেন জীবেশত্বাচ্চ গৃধ্ররাট্ ।
কালঃ সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাৎ পরমাত্মা প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
ইতি তন্ত্রনিরুক্তে ॥ ১৪ ॥

ইতি অন্বয়ঃ, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য ও বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-পঞ্চম স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ের গৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

একদা তু মহানদ্যাং কৃতাভিষেকনৈয়মিকাবশ্যকো ব্রহ্মাক্ষরমভিগৃণানো মুহূর্ত্তত্রয়মুদকান্ত উপবিবেশ ॥১॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

অষ্টম অধ্যায়ের কথাসার –

এই অধ্যায়ে, মহারাজ ভরতের শ্রীবিষ্ণু-আরাধনা-কালে তাহার অন্তরায়স্বরূপ মৃগরক্ষায় আসক্তি-বশতঃ মৃগত্ব-প্রাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে।

একদা মহারাজ ভরত মহানদীতে স্নানাদি নিত্য-কৃত্যসমাপন করিয়া প্রণব জপ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন,—একটি পূর্ণগর্ভা পিপাসাতুরা হরিণী জলপানে রত হইয়া, সহসা সিংহগর্জনে বিষম-ভয়বিহ্বলা হইয়া উঠিল ; সে তৎক্ষণাৎ প্রাণভয়ে লম্ফ প্রদান করিয়া নদী উল্লঙ্ঘন করিল ; ঐ সময় তাহার গর্ভ-পাত-হেতু গর্ভস্থ শিশুটি জলে পতিত হইল এবং হরিণীও তীরে গিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। মহারাজ দয়া-পরবশ হইয়া ঐ মাতৃহারা অসহায় মৃগশিশুকে

আশ্রমে আনিয়া অতিযত্নে লালন পালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাহার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত আসক্তি জন্মিল। তখন তিনি সমস্ত সাধন ভজন ভুলিয়া তাহারই তোষণ-পোষণ-পরিচর্য্যায় সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত হইলেন। সকল সময় সেই মৃগই তাহার সঙ্গী, সেবার বস্তু ও চিন্তার বিষয় হইল। ধ্যানকালেও তাঁহার নেত্রাদি সেই সুকুমার মৃগশিশুতেই আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে চঞ্চল করিতে লাগিল। এইরূপে, অচিরে তিনি আপন আরব্ধ-কর্ম্মদোষেই আত্মধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন। দুস্ত্যাজ্য সংসার ত্যাগ করিয়া আসিয়াও, সামান্য একটা মৃগশিশুতে আসক্ত হইয়া তিনি যোগ হইতে ভ্রষ্ট হইলেন। অবশেষে তিনি সেই মৃগবালকের অকস্মাৎ অদর্শনে তাহার বিরহে অত্যন্ত শোকবিহ্বল হইয়া, 'হা মৃগ', 'হা মৃগ', করিতে করিতেই কালবশে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। মৃগচিন্তায় মগ্ন থাকিয়া প্রাণত্যাগ করায়, তিনি পর-জন্মে মৃগত্ব প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু পূর্ব্ব সুকৃতিফলে তাহার পূর্ব্বস্মৃতি বিলুপ্ত হইল না। তিনি আত্মকৃত বিকর্ম্ম ও তজ্জনিত এই অধঃপতনের জন্য বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং মৃগমাতাকে ত্যাগ করিয়া আবার সেই মুনিগণ-সেবিত সদা হরিনাম-মুখরিত পুলস্ত্যাশ্রমে প্রস্থান করিলেন। কর্ম্মক্ষয়ে যথাসময়ে সেই স্থলেই তিনি সেই মৃগকলেবর হইতে মুক্ত হইলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে রাজন্) একদা, তু (কর্হিচিৎ) মহানদ্যাং গণ্ডক্যাং সঃ ভরতঃ কৃতাভি-ষেকনৈয়মিকাবশ্যকঃ (অভিষেকঃ স্নানং, নৈয়মিকং নিত্যনৈমিত্তিকং কর্ম্ম, আবশ্যকং মূত্রপুরীষোৎসর্জ্জ-নাদি কৃতম্ অভিষেকাদিকং যেন সঃ তথাভূতঃ সন্) ব্রহ্মাক্ষরং (প্রণবম্) অভিগৃণানঃ (জপন্) মুহূর্ত্তত্রয়ম্ উদকান্তে (নদ্যান্তীরে) উপবিবেশ (তস্থৌ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—(হে মহারাজ,) একদিন ভরত মহানদীতে নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া, আবশ্যক কৃত্য ও স্নানাদি সমাপনপূর্ব্বক প্রণব জপ করিতে করিতে মুহূর্ত্তত্রয়মাত্র নদীতীরে উপবেশন করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

অষ্টমে ভরতশ্চক্রে মৃগপালন-লালনে।
তদ্বিয়োগেন তচ্চেতাঃ প্রাপ তদ্দেহতামপি ॥
দয়ামপি ত্যজেদ্ভক্তিবাধিনীমিতি দর্শয়ন্।
তং মৃগং পোষয়ামাস কৃষ্ণশ্চতুরিমাম্বুধিঃ ॥
অনুতাপাম্বুধৌ ক্ষিপ্ত্বা স্বপ্রেমাব্ধৌ নিমজ্জয়ন্।
তমেনং পোষয়ন্ ভক্তবাৎসল্যঞ্চাপ্যদীদৃশৎ ॥০॥

নৈয়মিকং নিত্যনিয়মপ্রাপ্তমাবশ্যকং মূত্রোৎসর্গা-দিকম্ অভিষেকস্নাতঞ্চ কৃতং যেন সঃ। অত্রা-জাদিত্বাদল্পাচ্তরত্বাচ্চ অভিষেকশব্দস্য পূর্ব্বনিপাতঃ। অক্ষরমক্ষরাত্মকং ব্রহ্ম কৃষ্ণমন্ত্রম্। অভিগৃণানো জপন্ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই অষ্টম অধ্যায়ে মহারাজ ভরত একটি মৃগশিশুর লালন-পালন করেন এবং তাহার বিরহে তদ্‌গতচিত্ত হইয়া (দেহান্তে) মৃগদেহ প্রাপ্ত হন ॥

ভক্তির বাধক হইলে (জীবের প্রতি) দয়াকেও পরিত্যাগ করা উচিত—ইহা প্রদর্শন করাইতে চতুর-নিধি শ্রীকৃষ্ণ সেই মৃগকে পালন করেন ॥

নিজ প্রেমসমুদ্রে নিমজ্জিত করাইবার নিমিত্ত অনুতাপ-সমুদ্রে ক্ষেপণপূর্ব্বক সেই মৃগরূপী ভরতকে পোষণ করতঃ স্বীয় ভক্তবাৎসল্যও জানাইলেন ॥ ০ ॥

'কৃতাভিষেক'—ইত্যাদি, 'নৈয়মিক' বলিতে নিত্য নিয়মপ্রাপ্ত (সন্ধ্যোপাসনা তর্পণাদি), আবশ্যকীয় মূত্রোৎসর্গাদি এবং অভিষেক বলিতে স্নান সমাপন করিয়াছেন, যিনি। এখানে অজাদিগণীয় এবং অল্প স্বর-হেতু অভিষেক শব্দের পূর্ব্বনিপাত হইয়াছে। 'ব্রহ্মাক্ষরম্'—অক্ষর বলিতে অক্ষরাত্মক ব্রহ্ম, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র। 'অভিগৃণানঃ'—জপ করিতে করিতে ॥১॥

তত্র তদা রাজন্ হরিণী পিপাসয়া জলাশয়া-ভ্যাসমেকৈবোপজগাম ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, তত্র (তস্মিন্ তীরে) তদা (ভরতাবস্থান-সময়ে) এব একা হরিণী পিপাসয়া জলাশয়াভ্যাসং (জলসমীপম্) উপজগাম (আগতবতী) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, সেই সময় সেই স্থানে একটি হরিণী পিপাসায় কাতর হইয়া একাকিনী সেই জলাশয়ের সমীপে আগমন করিল ॥ ২ ॥

তয়া পেপীয়মান উদকে তাবদেবাবিদূরেণ নদতো মৃগপতেরুন্নাদো লোকভয়ঙ্কর উদপতৎ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—তয়া (হরিণ্যা) উদকে পেপীয়মানে (অত্যাসক্ত্যা জলং পীয়মানে সতি) তাবদেব (তৎক্ষণম্ এব) অবিদূরেণ (সন্নিধৌ এব) নদতঃ (শব্দায়মানস্য ধ্বনিং কুর্ব্বতঃ) মৃগপতেঃ (সিংহস্য) লোকভয়ঙ্করঃ (লোকানাং ভয়প্রদঃ) উন্নাদঃ (মহান্ শব্দঃ) উদপতৎ (উদ্গতঃ বভূব) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—সেই হরিণী যেমন অত্যাসক্তির সহিত জল পান করিতে আরম্ভ করিল, অমনি অনতিদূরে একটি পশুরাজ সিংহ গর্জ্জন করিয়া উঠিল, তাহাতে লোকভয়ঙ্কর ভীমনাদ উত্থিত হইল। (হরিণীর কর্ণেও তাহা প্রবিষ্ট হইয়া তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত করিল) ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—পেপীয়মানে অত্যাসক্ত্যা পীয়মানে। মৃগপতেঃ সিংহস্য ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পেপীয়মানে'—(হরিণী) অতিশয় আগ্রহের সহিত জল পান করিতে থাকিলে, 'মৃগপতেঃ'—পশুরাজ সিংহের (গর্জ্জন উত্থিত হইল) ॥ ৩ ॥

তমুপশ্রুত্য সা মৃগবধূঃ প্রকৃতিবিক্লবা চকিতনিরীক্ষণা সুতরামপি হরিভয়াভিনিবেশব্যগ্রহৃদয়া পরিপ্লবদৃষ্টিরগততৃষা ভয়াৎ সহসৈবোচ্চক্রাম ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—তং (নিনাদম্) উপশ্রুত্য (আর্কণ্য) প্রকৃতিবিক্লবা (প্রকৃত্যা স্বভাবতঃ এব বিক্লবা ব্যাকুলা) চকিতনিরীক্ষণা (চঞ্চলনয়না) সুতরাম্ অপি হরিভয়াভিনিবেশব্যগ্রহৃদয়া (হরিভয়স্য সিংহভয়স্য অভিনিবেশেন ব্যগ্রং ব্যাকুলং হৃদয়ং যস্যাঃ সা অতিব্যাকুলচিত্তা) পরিপ্লবদৃষ্টিঃ (পরিভ্রান্তনেত্রা) অগততৃষা (ন গতা তৃষা তৃট্ যস্যাঃ সা তথাভূতৈব) সা মৃগবধূঃ (মৃগস্য বধূঃ হরিণী) ভয়াৎ সহসা (আশু) এব উচ্চক্রাম (নদীম্ উল্লঙ্ঘিতবতী) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হরিণী একে স্বভাবতঃই ব্যাকুলা ও চকিতনয়না, তাহাতে আবার সেই ভীষণ সিংহ-গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া মহদ্ভয় উপস্থিত হওয়ায় উহার হৃদয়কে অতীব ব্যাকুল করিয়া তুলিল। সেই মৃগবধূ ইতস্ততঃ ভয়চকিতদৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক পিপাসা নিবৃত্তি না হইলেও ভয়ে হঠাৎ লম্ফ প্রদান করিয়া নদী পার হইল ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—সহসা নাদ-সমকালমেব ; ভয়াৎ ত্রাসাৎ ; উচ্চক্রাম নদ্যা ধারাম্ উল্লঙ্ঘ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সহসা'—বলিতে সিংহনাদ শ্রবণকালেই। 'ভয়াৎ'—ত্রাসহেতু। 'উচ্চক্রাম'—নদীর স্রোত অতিক্রম করিয়াছিল ॥ ৪ ॥

তস্যা উৎপতন্ত্যা অন্তর্বত্ন্যা উরুভয়বিগলিতো যোনিনির্গতো গর্ভঃ স্রোতসি নিপপাত ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—(তদা) অন্তর্বত্ন্যাঃ (পূর্ণ-গর্ভিণ্যাঃ) তস্যাঃ (হরিণ্যাঃ) উৎপতন্ত্যাঃ উরুভয়বিগলিতঃ (উরুভয়েন মহাভয়েন স্থানাৎ স্বস্থানাৎ বিগলিতঃ প্রচ্যুতঃ) গর্ভঃ (গর্ভস্থঃ সন্তানঃ) যোনিনির্গতঃ (যোনেঃ নির্গতঃ সন্) স্রোতসি (নদ্যাঃ প্রবাহে) নিপপাত (নিপতিতঃ অভূৎ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—ঐ হরিণী পূর্ণ-গর্ভবতী ছিল ; সুতরাং নদী উল্লঙ্ঘন-জনিত বেগ এবং ভয়াতিশয্য-হেতু তাহার গর্ভস্থ সন্তান যোনি-নির্গত হইয়া স্রোতস্বিনীর প্রবাহে পতিত হইল ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—অন্তর্বত্ন্যা গর্ভবত্যাঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অন্তর্বত্ন্যাঃ'—গর্ভিণী (হরিণীর) ॥ ৫ ॥

উৎপ্রসবোৎসর্পণ-ভয়খেদাতুরা স্বগণেন বিযুজ্যমানা কস্যাঞ্চিদ্দর্য্যাংকৃষ্ণসারসতী নিপপাতাথ চ মমার ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—স্বগণেন (স্বযূথেন) বিযুজ্যমানা (বিযুক্তা ভ্রষ্টা) কৃষ্ণসার-সতী (সা কৃষ্ণমৃগবধূঃ) উৎপ্রসবোৎসর্পণভয়খেদাতুরা (উৎপ্রসবঃ গর্ভপাতঃ উৎসর্পণম্ উল্লঙ্ঘনং ভয়ঞ্চ এতৈঃ খেদেন ক্লেশেন আতুরা পীড়িতা সতী) কস্যাংচিৎ দর্য্যাং (পর্ব্বতগুহায়াং) নিপপাত, অথ (অনন্তরং) মমার (মৃতবতী) চ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—স্বযূথভ্রষ্টা সেই কৃষ্ণমৃগবধূ স্বীয় গর্ভপাত, উল্লঙ্ঘন ও ভয়জনিত ক্লেশে পীড়িতা হইয়া

একটি পর্ব্বতগুহায় পতিতা হইবামাত্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—উৎপ্রসব উচ্চাকাশাদেব গর্ভপাতঃ ॥৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উৎপ্রসব'—উচ্চ স্থান হইতেই গর্ভপাত হইয়াছিল ॥ ৬ ॥

তত্ত্বেণকুণকং কৃপণং স্রোতসানূহ্যমানমভিবীক্ষ্যাপবিদ্ধং বন্ধুরিবানুকম্পয়া রাজর্ষিভরত আদায় মৃতমাতরমিত্যাশ্রমপদমনয়ৎ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—রাজর্ষিঃ ভরতঃ স্রোতসা (প্রবাহেন) অনূহ্যমানং (ভাসমানম্) অপবিদ্ধং (বন্ধুভিঃ স্বপিত্রাদিভিঃ ত্যক্তং) তং কৃপণং (কাতরম্) এণকুণকং (হরিণবালকম্) অভিবীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) অনুকম্পয়া (কৃপয়া) বন্ধুঃ ইব আদায় (হস্তে গৃহীত্বা) মৃতমাতরম্ (মৃতা মাতা যস্য তং তাদৃশং চ জ্ঞাত্বা) ইতি (হেতোঃ) আশ্রমপদং (নিজাশ্রমম্) অনয়ৎ (নীতবান্) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—রাজর্ষি ভরত নদীতীরে বসিয়া দেখিতে পাইলেন, সেই স্বজনবিরহিত দীন হরিণশিশু স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। ইহা দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল। তিনি বন্ধুর ন্যায় ঐ মৃগশিশুকে স্রোত হইতে উত্তোলন করিলেন এবং উহাকে মাতৃহারা জানিয়া নিজ-আশ্রমে লইয়া আসিলেন ॥৭॥

বিশ্বনাথ—এণকুণকং হরিণবালকম্ অপবিদ্ধং বন্ধুভিস্ত্যক্তম্ ইতি এতৈঃ কুণকত্বাদি-হেতুভির্যা অনুকম্পা তয়া ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এণ-কুণকং'—হরিণবালককে, 'অপবিদ্ধং'—আত্মীয়-স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত। 'ইতি'—একে সদ্যোজাত শিশু, তাহাতে আবার স্বজন-পরিত্যক্ত ও মাতৃহারা ইত্যাদি কারণে যে অনুকম্পা, সেই নিমিত্ত (নিজ আশ্রমে লইয়া আসিলেন।) ॥৭॥

তস্য হ বা এণকুণক উচ্চৈরেতস্মিন্ কৃতনিজাভিমানস্যাহরহস্তৎপোষণ-পালন-প্রীণন-লালনানুধ্যানেনাত্মনিয়মাঃ সহযমাঃ পুরুষপরিচর্য্যাদয় একৈকশঃ কতিপয়েনাহর্গণেন বিযুজ্যমানাঃ কিল সর্ব্ব এবোদবসন্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—এতস্মিন্ এণকুণকে (হরিণশিশৌ) উচ্চৈঃ (অতিশয়েন) কৃতনিজাভিমানস্য (কৃতঃ নিজঃ আত্মীয়ত্বেন অভিমানঃ যেন তস্য, মমায়ম্ ইতি প্রেমযুক্তস্য) তস্য হ বা (রাজর্ষেঃ ভরতস্য) অহরহঃ (প্রতিদিনং) তৎপোষণপালন-প্রীণনলালনানুধ্যানেন (তৎ তস্য হরিণশিশোঃ তৃণাদিনা পোষণং, পালনং বৃকাদিভ্যঃ রক্ষণং, কণ্ডূয়নাদিনা প্রীণনং চুম্বনাদিনা লালনম্ এতৈঃ যৎ অনুধ্যানম্ আসক্তিঃ তেনৈব) আত্মনিয়মাঃ (আত্মনঃ নিয়মাঃ স্নানাদয়ঃ) সহ-যমাঃ (যমাঃ অহিংসাদয়ঃ তৎসহিতাঃ) পুরুষপরিচর্য্যাদয়ঃ (ঈশ্বরপরিচর্য্যাদয়ঃ) একৈকশঃ (প্রত্যহং) বিযুজ্যমানাঃ (সন্তঃ) কতিপয়েনাহর্গণেন (কিয়তা কালেন) সর্ব্বে এব (ধর্ম্মাঃ) কিল উদবসন্ (উৎসন্নাঃ বভূবুঃ) ॥৮॥

অনুবাদ—এই হরিণশিশুতে ভরতের অতিশয় আত্মীয়াভিমান জন্মিল, সুতরাং তিনি ঐ হরিণশিশুকে অহরহঃ তৃণাদির দ্বারা পোষণ, বৃকাদি হইতে রক্ষণ, কণ্ডূয়নাদির দ্বারা প্রীতি-সম্পাদন এবং চুম্বনাদির দ্বারা লালন প্রভৃতি ব্যাপারেই আসক্ত হইয়া পড়িলেন। তাহাতে তাঁহার নিজের স্নানাদি-নিয়ম, অহিংসাদি আচরণ ও তৎসহিত ভগবৎপরিচর্য্যাদি কৃত্য প্রতিদিন ভ্রষ্ট হইতে থাকায় কতিপয় দিবসমধ্যেই সমস্ত ধর্ম্মাচরণই একেবারে উৎসন্ন হইল ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—পোষণং তৃণাদিনা, পালনং বৃকাদিভ্যঃ, প্রীণনং কণ্ডূয়নাদিনা, লালনং চুম্বনাদিনা, এতৈর্যদনুধ্যানমাসক্তিস্তেন ; উদবসন্ উৎসন্না বভূবুঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তৎপোষণ-পালন'-ইত্যাদি—তৃণাদির দ্বারা পোষণ, বৃকাদি হইতে পালন (রক্ষণ), গাত্র কণ্ডূয়নাদির দ্বারা প্রীণন (প্রীতি উৎপাদন), চুম্বনাদির দ্বারা লালন—ইত্যাদির দ্বারা যে 'অনুধ্যান,' অর্থাৎ আসক্তি, তাহার ফলে। 'উদবসন্'—(যম, নিয়মাদি, ভগবৎসেবা প্রভৃতি ক্রিয়াসমূহ কয়েক দিনের মধ্যেই) উৎসন্ন (লুপ্ত) হইয়া গেল ॥ ৮ ॥

অহো বতায়ং হরিণকুণকঃ কৃপণ ঈশ্বর-রথচরণপরিভ্রমণরয়েন স্বগণসুহৃদ্বন্ধুভ্যঃ পরিবর্জ্জিতঃ শরণঞ্চোপসাদিতো মামেব মাতাপিতরৌ ভ্রাতৃজ্ঞাতীন্

যৌথিকাংশ্চৈবোপেয়ায় নান্যং কঞ্চন বেদ ময্যতিবিশ্রব্ধশ্চাতএব ময়া মৎপরায়ণস্য পোষণপালনপ্রীণনলালনমনসূয়ূনানুষ্ঠেয়ং শরণ্যোপেক্ষাদোষবিদুষা ॥৯॥

অন্বয়ঃ—অহো বত, অয়ং হরিণকুণকঃ (হরিণবালকঃ) ঈশ্বর-রথচরণ-পরিভ্রমণ-রয়েন (ঈশ্বররথচরণঃ কাল-চক্রং তস্য পরিভ্রমণ-বেগেন) স্বগণসুহৃদ্বন্ধুভ্যঃ পরিবর্জ্জিতঃ (বিভ্রংসিতঃ সন্) কৃপণঃ (কাতরঃ ভূত্বা) মা (মাং চ) শরণম্ (আশ্রয়ম্) উপসাদিতঃ (প্রাপিতঃ; যতঃ) মাম্ এব মাতাপিতরৌ ভ্রাতৃজ্ঞাতীন্ (মত্বা মাতাপিত্রাদিবুদ্ধ্যা) যৌথিকান্ এব চ (যূথসংঘাতিনঃ চ) উপেয়ায় (প্রাপ্তঃ সন্) ময়ি অতি বিশ্রব্ধঃ (কৃতাতিবিশ্বাসঃ) অন্যং কঞ্চন (আত্মীয়তয়া মদন্যং কমপি গোপ্তারং) ন বেদ (জানাতি); অতএব ময়া মৎপরায়ণস্য (শরণাগতস্য মদেকাশ্রয়স্য) পোষণপালন প্রীণনলালনম্ অনসূয়ুনা (এতৎ নিমিত্তং মম স্বার্থঃ ভ্রশ্যতি ইতি অসূয়ারহিতেন দোষদৃষ্টিম্ অকুর্ব্বতা) অনুষ্ঠেয়ং (করণীয়ং, যতঃ) শরণ্যোপেক্ষাদোষবিদুষা (শরণ্যস্য শরণাগতস্য উপেক্ষা শরণাগতানাদরঃ দোষঃ প্রত্যবায়করঃ ভবতি, ইতি বিদুষা জানতা) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—(ভরত মনে মনে চিন্তা করিতেন,) "আহা! এই নিরাশ্রয় হরিণশিশু কালচক্রের পরিভ্রমণবেগে স্বজন, সুহৃৎ ও বন্ধুগণ হইতে বিচ্যুত হইয়া আমাকেই আশ্রয়রূপে প্রাপ্ত হইয়াছে। আমাকেই মাতাপিতা, ভ্রাতা, জ্ঞাতি ও সহচর বোধ করিতেছে। আমার প্রতিই ইহার ঐকান্তিক বিশ্বাস আছে। এ আমা-ভিন্ন আর অন্যকে জানে না। অতএব 'ইহার নিমিত্ত আমার স্বার্থহানি হইবে'—এইরূপ অসূয়াযুক্ত বুদ্ধি না করিয়া আমাকে অবশ্যই ইহার লালন, পালন, পোষণ ও তোষণ করা কর্ত্তব্য। এই মৃগশিশু একমাত্র আমারই শরণাগত। শরণাগতের প্রতি অনাদর প্রকাশ করিলে যে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়, তাহা আমি জানি; সুতরাং এই আশ্রিত মৃগশিশুকে উপেক্ষা করা আমার উচিত নহে ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—আসক্তিং প্রপঞ্চয়তি—অহো ইত্যাদিনা ইতি কৃতানুষঙ্গ ইত্যেতৎপর্য্যন্তেন। ঈশ্বরস্য রথচরণঃ কালচক্রং তস্য পরিভ্রমণবেগেন। পরিবর্জ্জিতঃ বিযোজিতঃ। মা মাম্। অনসূয়ুনা এতন্নিমিত্তং মম স্বার্থো ভ্রশ্যতীতি দোষদৃষ্টিমকুর্ব্বতা শরণ্যকর্ত্তৃকোপেক্ষায়াং দোষং জানতা ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মহারাজ ভরতের হরিণশিশুর প্রতি আসক্তি দেখাইতেছেন—'অহো' ইত্যাদি হইতে 'ইতি কৃতানুষঙ্গঃ' (১১ অনুঃ) পর্য্যন্ত বাক্যের দ্বারা। 'ঈশ্বর-রথচরণ'-ইত্যাদি—ঈশ্বরের বলিতে কালের যে চক্র, তাহার পরিভ্রমণের (গতির) বেগে, 'পরিবর্জ্জিতঃ'—আত্মীয়-স্বজন হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। 'মা'—মাম্—আমাকে। 'অনসূয়ুনা'—ইহার জন্যই আমার স্বার্থ (ভজনাদি ক্রিয়া) ভ্রষ্ট হইতেছে, এইরূপ দোষদৃষ্টি না করিয়া (আমা কর্ত্তৃক ইহার লালন-পালনাদি করা উচিত), যেহেতু শরণাগতকে উপেক্ষা করিলে যে দোষ হয়, তাহা আমি জানি ॥ ৯ ॥

নূনং হ্যার্য্যাঃ সাধব উপশমশীলাঃ কৃপণসুহৃদ এবংবিধার্থে স্বার্থানপি গুরুতরানুপেক্ষন্তে ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—উপশমশীলাঃ (সর্ব্বতঃ বিরক্তাঃ অপি) কৃপণসুহৃদঃ (দীনজনবান্ধবাঃ পরোপকারশীলাঃ) আর্য্যাঃ (শিষ্টাঃ) সধবঃ (সজ্জনাঃ) নূনং হি (নিশ্চিতমেব) এবংবিধার্থে (এবম্বিধশরণাগত-রক্ষার্থে) গুরুতরান্ অপি স্বার্থান্ (স্বপ্রয়োজনানি) উপেক্ষন্তে (স্বপ্রয়োজনমনাদৃত্য এবম্বিধশরণাগতরক্ষণং কুর্ব্বন্তি ইত্যর্থঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বতোভাবে বাহ্যবিষয়ে বিরক্ত হইলেও, দীনজনবান্ধব শিষ্ট সজ্জনগণ নিশ্চয়ই এইরূপ শরণাগত-রক্ষার্থে গুরুতর স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—যত এষ এব মে বস্তুতঃ স্বার্থ ইত্যাহ—নূনমিতি ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই শরণাগত রক্ষণই আমার প্রকৃত স্বার্থ—ইহা বলিতেছেন—'নূনম্' ইত্যাদির দ্বারা ॥ ১০ ॥

ইতি কৃতানুসঙ্গ আসনশয়নাটনস্নানাশনাদিষু সহ মৃগজহ্না স্নেহানুবন্ধহৃদয় আসীৎ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—ইতি কৃতানুষঙ্গঃ (ইত্যেবং কৃতঃ অনুষঙ্গঃ আসক্তিঃ যেন সঃ অত্যাসক্তঃ ভরতঃ) আসনশয়নাটনস্নানাশনাদিষু (আসনমুপবেশনম্ অটনং সঞ্চরণম্ অশনং ভোজনং কন্দমূলাদীনাম্ এষু আসনাদিষু) মৃগজহ্নুনা (মৃগাপত্যেন) সহ স্নেহানুবদ্ধহৃদয়ঃ (স্নেহেন অনুবদ্ধং হৃদয়ং যেন সঃ তাদৃশঃ প্রেমাবদ্ধচিত্তঃ) আসীৎ (বভূব) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—এইরূপে অত্যাসক্ত ভরত উপবেশন, শয়ন, ভ্রমণ, স্নান ও ভোজনাদি প্রত্যেক কার্য্যেই মৃগশিশুর প্রেমে আবদ্ধচিত্ত হইয়া পড়িলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—অনুষঙ্গ আসক্তিঃ, মৃগজহ্নুনা মৃগাপত্যেন ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনুষঙ্গ'—বলিতে আসক্তি। 'মৃগজহ্নুনা'—মৃগশিশুর সহিত (নিবিড় স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন।) ॥ ১১ ॥

কুশ-কুসুম-সমিৎ-পলাশ-ফলমূলোদকান্যাহরিষ্যমাণো বৃকশালাবৃকাদিভ্যো ভয়মাশংসমানো যদা সহ হরিণকুণকেন বনং সমাবিশতি ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—কুশকুসুমসমিৎপলাশফলমূলোদকান্যাহরিষ্যমাণঃ (কুশাদীন্ সংগ্রহীতুম্ ইচ্ছন্ সঃ ভরতঃ) যদা (যস্মিন্ কালে) বৃকশালাবৃকাদিভ্যঃ (যদি মৃগেণ বিনা গচ্ছামি, তর্হি এনং বৃকাদয়ঃ ভক্ষয়িষ্যন্তি ইতি বুদ্ধ্যা বৃকশ্বানপ্রভৃতিভ্যঃ) ভয়ম্ আশংসমানঃ (তস্য মৃগবালকস্য ভয়ং শঙ্কমানঃ ভবতি, তদা তেন) হরিণকুণকেন (হরিণশিশুনা) সহ বনং সমাবিশতি (প্রবিশতি) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—ভরত যখন কুশ, কুসুম, সমিধ্, পত্র, ফল, মূল ও জলাদি আহরণ করিবার অভিপ্রায়ে বনমধ্যে গমন করিতেন, তখন পাছে শৃগাল-কুক্কুরাদি হিংস্র জন্তুসকল আসিয়া মৃগশাবকের প্রাণবিনাশ করে, এই আশঙ্কায় ঐ শিশুটীকে সঙ্গে করিয়াই বনে প্রবেশ করিতেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—স্নেহানুবন্ধমেব প্রপঞ্চয়তি—কুশকুসুমেতি। শালাবৃকাঃ কপিক্রোষ্টুশ্বানঃ তদাদিভ্যঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্নেহানুবন্ধই বিবৃত করিতেছেন—'কুশ-কুসুম'-ইত্যাদি। 'শালাবৃকাঃ'—বানর, শৃগাল, কুক্কুর প্রভৃতি হইতে (ভয়ের আশঙ্কা করিয়া হরিণশিশুটিকে সঙ্গে লইয়াই বনে প্রবেশ করিলেন।) ॥ ১২ ॥

পথিষু চ মুগ্ধভাবেন তত্র তত্র বিষক্তমতিপ্রণয়ভরহৃদয়ঃ কার্পণ্যাৎ স্কন্ধেনোদ্বহতি। এবমুৎসঙ্গ উরসি চাধায়োপলালয়ন্ মুদং পরমামবাপ ॥১৩

অন্বয়ঃ—(যদা চ) মুগ্ধভাবেন (বাল্যস্বভাবেন (সৌকুমার্য্যেণ সঃ রাজা ভরতঃ) পথিষু তত্র তত্র (মার্গে) বিষক্তমতিঃ (আকৃষ্টচিত্তঃ বভূব, তদা) অতিপ্রণয়-ভরহৃদয়ঃ (তস্মিন্ মৃগশিশৌ অতিশয়েন প্রণয়স্য স্নেহস্য ভরঃ পূর্ণঃ যস্য তথাভূতং হৃদয়ং যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্) কার্পণ্যাৎ (স্নেহবাৎসল্যেন তং হরিণশিশুং) স্কন্ধেন উদ্বহতি; (স্কন্ধয়োঃ আরূহ্য গচ্ছতি); এবম্ (আসন-সময়ে) উৎসঙ্গে (ক্রোড়ে শয়ন-সময়ে চ) উরসি চ (বক্ষসঃ উপরি চ) আধায় (নিধায়) উপলালয়ন্ পরমাং মুদং (পরমানন্দম্) অবাপ (প্রাপ্তবান্) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—তখন পথে যাইতে যাইতে ঐ হরিণবালকের বাল্য-সৌকুমার্য্যে মুগ্ধ হইয়া মহারাজ ভরত বড়ই আকৃষ্টচিত্ত ও স্নেহবিহ্বল হইয়া পড়িতেন এবং ঐরূপ স্নেহবাৎসল্য-নিবন্ধন সেই হরিণশিশুকে কখনও স্কন্ধে উঠাইতেন, কখনও বা ক্রোড়ে স্থাপন করিতেন, কখনও বক্ষোপরি রাখিয়া অত্যন্ত আদরের সহিত লালন করিতে করিতে পরমানন্দ লাভ করিতেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র তত্র মহাকর্দ্দমোপরিতনে কোমলতৃণাদৌ মুগ্ধভাবেন কর্দ্দমমধ্যে নিমঙ্ক্ষ্যামীতি জ্ঞানরাহিত্যেন বিষক্তমাসক্তম্ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তত্র তত্র'—পথে চলিতে চলিতে নানাস্থানে মহাকর্দ্দমের উপর কোমল তৃণাদিতে, 'মুগ্ধভাবেন'—কর্দ্দমমধ্যে নিমজ্জিত হইব, এইরূপ জ্ঞান না থাকায়, 'বিষক্তম্'—তাহাতে আসক্ত (হরিণশিশুকে উঠাইয়া ভরত স্কন্ধে লইয়াই গমন করিতেন)। [এখানে 'বিষক্তমতি-রতিপ্রণয়ভর-হৃদয়ঃ'—এই পাঠে 'বিষক্তমতিঃ', অর্থাৎ আসক্ত-

চিত্ত হইয়া, ইহা ভরতের বিশেষণ, আর, 'বিষক্তমতি-প্রণয়ভরহৃদয়ঃ'—এই পাঠ শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে 'বিষক্তম্'—বলিতে তৃণাদির লোভে আসক্ত হরিণশিশুকে, ইহা হরিণশিশুর বিশেষণ।]॥ ১৩ ॥

ক্রিয়ায়ামনির্বর্ত্ত্যমানায়ামন্তরালেঽপ্যুত্থায়োত্থায় যদৈনমভিচক্ষীত তর্হি বাব স বর্ষপতিঃ প্রকৃতিস্থেন মনসা তস্মা আশিষ আশাস্তে স্বস্তি স্তাদ্বৎস তে সর্ব্বত ইতি ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—ক্রিয়ায়াং (দেবপূজাদিলক্ষণায়াং নিত্য-নৈমিত্তিকাদিক্রিয়ায়াং ভগবৎপরিচর্য্যায়াম্) অনির্বর্ত্ত্য-মানায়াম্ (অসমাপ্তায়াম্ এব) অন্তরালেঽপি (মধ্যেঽপি ক্ষণে ক্ষণে হরিণকুমারঃ ক্ব গতঃ ইতি তদ্দর্শনার্থম্) উত্থায় উত্থায় যদা এনং (মৃগপোতম্) অভিচক্ষীত (সমাক্ পশ্যতি) তর্হি বাব (তদৈব) বর্ষপতিঃ (ভরতঃ) প্রকৃতিস্থেন (তদ্দর্শনানন্দপ্রাপ্ত্যা সুস্থেন) মনসা (চিত্তেন) হে বৎস, তে (তব) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বস্মিন্ দেশে কালে চ) স্বস্তি (মঙ্গলং) স্তাৎ (ভবতু) ইতি (ইত্যেবম্) আশিষঃ, তস্মৈ আশাস্তে (প্রার্থয়তে) ॥১৪'।

অনুবাদ—আরব্ধ দেবপূজাদি-লক্ষণা নিত্য-নৈমিত্তিকাদি ক্রিয়া সমাপ্ত হইতে না হইতেই তিনি মধ্যে মধ্যে গাত্রোত্থান করিয়া ঐ হরিণশিশুটী কোথায় গিয়াছে, ইহা নিরীক্ষণ করিতেন। যদি শিশুটিকে ভালরূপে দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলেই বর্ষপতি ভরতের চিত্ত তদ্দর্শনানন্দপ্রাপ্তিতে সুস্থ হইত এবং তিনি মনে মনে "হে বৎস, তোমার সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল হউক্'—এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিতেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—ক্রিয়ায়াং ভগবৎপরিচর্য্যায়ামপি অন্তরালে মধ্যেঽপি অভিচক্ষীত ন জানে ক্ব গতো মে হরিণবালক ইতি উত্থায় পশ্যেৎ প্রকৃতিস্থেন তদ্দর্শনানন্দপ্রাপ্ত্যেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্রিয়ায়াং'—ভগবৎ-পরিচর্য্যাদি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই, 'অন্তরালে'—মধ্যে মধ্যে, 'অভিচক্ষীত'—'না জানি, আমার হরিণশিশু কোথায় গেল, এইরূপ চিন্তায় উঠিয়া দেখিতেন। 'প্রকৃতিস্থেন'—হরিণশিশুর দর্শনজনিত আনন্দপ্রাপ্তিতে, (ভরতের চিত্ত সুস্থ হইত)—এই অর্থ ॥ ১৪ ॥

অন্যদা ভৃশমুদ্বিগ্নমনা নষ্টদ্রবিণ ইব কৃপণঃ সকরুণমতিতর্ষেণ হরিণকুণকবিরহবিহ্বলহৃদয়সন্তাপস্তমেবানুশোচন্ কিল কশ্মলং মহদভিরম্ভিত ইতি হোবাচ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—(সঃ ভরতঃ) অন্যদা (দৈবাৎ যদা তস্য অদর্শনো ভবতি তদা) নষ্টদ্রবিণঃ কৃপণঃ ইব (যথা কৃপণঃ ধনং প্রাপ্য পুনঃ তস্মিন্ বিনষ্টে মোহং প্রাপ্নোতি, তদ্বৎ) সকরুণং (সকরুণং যথা ভবতি, তথা) ভৃশম্ উদ্বিগ্নমনাঃ (উদ্বিগ্নং ব্যাকুলং মনঃ যস্য সঃ তথাভূতঃ চঞ্চলচিত্তঃ সন্) অতিতর্ষেণ (অত্যৌৎসুক্যেন) হরিণকুণকবিরহবিহ্বলহৃদয়সন্তাপঃ (হরিণকুণকবিরহেণ বিহ্বলে কাতরে হৃদয়ে সন্তাপঃ যস্য তথাভূতঃ ভূত্বা) তম্ এব (হরিণশিশুম্) অনুশোচন্ কিল মহৎ কশ্মলং (মোহম্) অভিরম্ভিতঃ (প্রাপিতঃ সন্) ইতি হোবাচ (এবং বিললাপ) ॥ ১৫॥

অনুবাদ—কিন্তু যদি উহাকে দৈবাৎ দেখিতে না পাইতেন, তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া পড়িতেন। যেরূপ ধনাপগমে কৃপণ ব্যক্তি মোহগ্রস্ত হইয়া পড়ে, হরিণবালকের অদর্শনে তাঁহার চিত্তও সেইরূপ ব্যাকুল হইয়া পড়িত। তিনি অতিশয় ঔৎসুক্যবশতঃ হরিণবালকের বিরহে বিহ্বল-হৃদয়ে সন্তাপগ্রস্ত হইয়া সেই হরিণশিশুর জন্য শোক করিতে করিতে মোহ প্রাপ্ত হইতেন এবং এইরূপভাবে বিলাপ করিতেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—অন্যদা দৈবাদদর্শনে সতীত্যর্থঃ। অতিতর্ষেণ তদ্দর্শনাতিতৃষ্ণয়া কশ্মলং মোহঃ অভিরম্ভিতঃ প্রাপিতঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অন্যদা'—অন্য সময়, অর্থাৎ দৈববশতঃ অদর্শন হইলে—এই অর্থ। 'অতিতর্ষেণ'—সেই মৃগশিশুর দর্শনের জন্য অতিশয় তৃষ্ণা-(ঔৎসুক্য) বশতঃ, 'কশ্মলং'—মোহ প্রাপ্ত হইতেন ॥ ১৫ ॥

অপি বত স বৈ কৃপণ এণবালকো মৃতহরিণী-সুতোঽহো মমানার্য্যস্য শঠকিরাতমতেরকৃতসুকৃতস্য কৃতবিশ্রম্ভ আত্মপ্রত্যয়েন তদবিগণয়ন্ সুজন ইবাগমিষ্যতি ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—অহো বত সঃ বৈ মৃতহরিণীসুতঃ এণবালকঃ (মৃগশাবকঃ) কৃপণঃ (কাতরঃ) শঠ-কিরাত-মতেঃ (শঠকিরাতয়োঃ ইব বঞ্চনপরা ক্রূরা চ মতিঃ যস্য তস্য তাদৃশস্য) অনার্য্যস্য অকৃত-সুকৃতস্য (অকৃতং সুকৃতং যেন তাদৃশস্য মন্দভাগ্যস্য) মম (ময়ি অবিশ্বাস্যে) কৃতবিশ্রম্ভঃ (কৃতবিশ্বাসঃ সন্) আত্মপ্রত্যয়েন (স্বচিত্তশুদ্ধ্যা মাং প্রতি একান্তবিশ্বাসেন) তদবিগণয়ন্ (তৎ মম শাঠ্যাদিকম্ অগণয়ন্ অচিন্তয়ন্) সুজনঃ ইব (যথা সুজনঃ স্বান্তঃকরণবিশুদ্ধ্যা কৃতবিশ্বাসঃ দুর্জ্জনকৃতাপরাধম্ অচিন্তয়ন্ তদ্‌গৃহম্ আগচ্ছতি, তদ্বৎ) আগমিষ্যতি অপি ? (কিং পুনঃ আগমিষ্যতি, ন বা ?)

অনুবাদ—আহা, সেই মৃত হরিণীর পুত্র মৃগ-বালক নিশ্চয়ই নিরাশ্রয়। যদিও আমি অতিশয় অভদ্র, হতভাগ্য, এবং আমার মতি—শঠ ও ব্যাধের ন্যায় অতীব বঞ্চনপরা ও ক্রূরা, তথাপি সে আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে। সুজন ব্যক্তি যেরূপ স্বীয় অন্তঃকরণের বিশুদ্ধ ভাবদ্বারা দুর্জ্জন ব্যক্তির কৃতাপরাধ ভুলিয়া গিয়া পুনরায় তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন-পূর্ব্বক তদ্‌গৃহে আগমন করিয়া থাকে, তদ্রূপ এই হরিণবালকও কি তাহার নিজ-চিত্তের সরলতা-গুণে আমার শাঠ্যাদি অপরাধসমূহকে গণনা না করিয়া পুনরায় আমার নিকট প্রত্যাগমন করিবে না ? ১৬॥

বিশ্বনাথ—অপীতি সম্ভাবনায়াং বতেত্যনুকম্পায়াম্ অহো ইতি খেদোত্থে আশ্চর্য্যে। অনার্য্যস্য তৎপালন-পোষণাদাবসাবধানত্বান্নির্দ্দয়স্যাত এব শঠকিরাতয়োরিব ক্রূরা মতির্যস্য, তত্র হেতুরকৃতসুকৃতস্য ভাগ্য-হীনস্য মম তন্নির্দ্দয়ত্বাদিকমপরাধমগণয়ন্ আগমিষ্যতি কিম্ ? অপরাধাগণনে হেতুঃ—আত্মপ্রত্যয়েন "আত্মবন্মন্যতে জগৎ" ইতি ন্যায়েন স্বস্য শুদ্ধচিত্তত্বান্মামপি শুদ্ধচিত্তং প্রতি যন্নিত্যর্থঃ। অতএব কৃত-বিশ্রম্ভঃ অবিশ্বাস্যোঽপি ময়ি বিশ্বস্তঃ সন্ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অপি'—শব্দ সম্ভাবনা অর্থে, 'বত'—অনুকম্পায়, এবং 'অহো'—ইহা খেদোত্থ আশ্চর্য্য অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। 'অনার্য্যস্য'—তাহার পালন, পোষণাদিতে অসাবধানহেতু নির্দ্দয় আমার, অতএব শঠ (প্রতারক) ও ব্যাধের ন্যায় ক্রূরমতি যাহার, সেই আমি। তাহাতে কারণ—'অকৃত-সুকৃতস্য'-ভাগ্যহীন আমার সেই সকল নির্দ্দয়তা প্রভৃতি অপরাধ গণনা না করিয়া আবার কি ফিরিয়া আসিবে ? অপরাধ গণ্য না করার হেতু—'আত্ম-প্রত্যয়েন', আত্মবিশ্বাসের দ্বারা, অর্থাৎ লোকে নিজের মত জগতের সকলকেই মনে করে—এই নীতি অনু-সারে, সেই হরিণশিশু নিজে নির্ম্মলচিত্ত বলিয়া আমাকেও তদ্রূপ শুদ্ধচিত্ত মনে করিয়া আমার নিকট ফিরিয়া আসিবে কি ?—এই অর্থ। অতএব 'কৃত-বিশ্রম্ভঃ' - বিশ্বাসের অযোগ্য হইলেও আমার প্রতি বিশ্বস্ত হইয়া (প্রত্যাগমন করিবে কি ?) ॥ ১৬ ॥

অপি ক্ষেমেণাস্মিন্নাশ্রমোপবনে শষ্পাণি চরন্তং দেবগুপ্তং দ্রক্ষ্যামি ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—অস্মিন্ আশ্রমোপবনে (মমাশ্রমসমীপ-বনে) ক্ষেমেণ (নির্ভয়েন বৃকাদিবাধা-রাহিত্যেন) শষ্পাণি চরন্তং (কোমলতৃণানি ভক্ষয়ন্তং) দেবগুপ্তং (দেবেন ভগবতা গুপ্তং সুরক্ষিতং তং হরিণীশিশুং পুনঃ) অপি (কিং) দ্রক্ষ্যামি ? (অহং পশ্যামি) ? ১৭॥

অনুবাদ—আহা ! আমি কি আর দেখিতে পাইব যে, সে দেবতাকর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া পুনরায় নির্ভয়ে কোমল তৃণ ভক্ষণ করিতে করিতে এই আশ্রমের উপবনে চরিয়া বেড়াইতেছে ? ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—দেবেন কৃপালুনা মদিষ্টদেবেনৈব রক্ষিতম্ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দেবেন'—কৃপালু মদীয় ইষ্টদেব কর্ত্তৃক রক্ষিত (সেই হরিণশিশুকে এই আশ্রমে তৃণ ভক্ষণ করিতে আর কি দেখিতে পাইব ?) ॥ ১৭ ॥

অপি চ ন বৃকঃ শালাবৃকোঽন্যতমো বা নৈকচরো একচরো বা ভক্ষয়তি ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—অপি চ (অথবা তং) বৃকঃ শালাবৃকঃ

(কুক্কুরঃ) বা অন্যতমঃ নৈকচরঃ (যূথাচরঃ শূকরাদিঃ) একচরঃ বা (যদ্বা, একঃ এব চরিত যঃ ক্রূরস্বভাবঃ ব্যাঘ্রাদিঃ সঃ) অপি ন ভক্ষয়তি ? (ন অশ্নাতি কিম্ ?) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—কি জানি, কোন বৃক অথবা কুক্কুর কিংবা যূথচর শূকরাদি অথবা কোনও একচর ব্যাঘ্রাদি তাহাকে ভক্ষণ করে নাই ত' ? ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—নৈকচরো যূথচরঃ শূকরাদিঃ এক এব চরতি যঃ ক্রূরো ব্যাঘ্রাদির্ন ভক্ষয়তি কিম্ ? ॥১৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নৈকচরঃ'—যূথবদ্ধ শূকরাদি, কিম্বা একাকী বিচরণকারী ক্রূর ব্যাঘ্রাদি জন্তু তাহাকে ভক্ষণ করে নাই ত ? ॥ ১৮ ॥

নিম্লোচতি হ ভগবান্ সকলজগৎক্ষেমোদয়স্ত্রয্যাত্মাদ্যাপি ন মম মৃগবধূন্যাস আগচ্ছতি ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—(অহো,) সকলজগৎক্ষেমোদয়ঃ (সকলজগতঃ সকললোকস্য ক্ষেমঃ যস্মাৎ স উদয়ঃ যস্য সঃ, কেবলং মমৈব দুর্ভগস্যাক্ষেমমিতি ভাবঃ) ত্রয্যাত্মা (ত্রয়ী বেদত্রয়ী আত্মা স্বরূপং যস্য সঃ (বেদস্বরূপো বেদপ্রবর্ত্তকো বা কেবলমহমেব বেদোক্ত-দয়াধর্ম্ম-বিমুখঃ) ভগবান্ (সূর্য্যঃ) নিম্লোচতি হ (অস্তং যাতি এব) ; অদ্যাপি মম মৃগবধূন্যাসঃ (মৃগবধ্বা হরিণ্যা ন্যাসঃ নিক্ষেপীভূতঃ সঃ মৃগশিশুঃ) ন আগচ্ছতি ? (অয়ং ভাবঃ—মৃগবধূঃ কিল মৎসমীপে এব গর্ভং ত্যক্ত্বা মমৈব হস্তে তৎ ন্যস্য মৃতা, অতঃ সঃ মৃগশিশুঃ অধুনাপি কথং মৎসকাশে ন আগচ্ছতি ?) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—অহো, যাঁহার উদয়ে নিখিল লোকের মঙ্গলোদয় হয়, (কেবল আমারই মঙ্গলোদয় হইল না !) সেই বেদস্বরূপ (কেবল আমিই বেদোক্ত-দয়াধর্ম্মবিমুখ !) সূর্য্যদেব ঐ অস্তাচলে গমন করিতেছেন ; কিন্তু সেই যে মৃগবধূ আমার নিকট যাহাকে গচ্ছিত ধনস্বরূপ রাখিয়া গিয়াছে, সে ত' অদ্যাপি প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে না ? ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—নিম্লোচতি সংপ্রত্যস্তং যাতি, সকলজগতামপিক্ষেমমুদয়াদেব যস্য সঃ, কেবলং মমৈব দুর্ভগস্যা ক্ষেমমিতি ভাবঃ। ত্রয্যাত্মা বেদস্বরূপো বেদপ্রবর্ত্তকো বা ; কেবলমহমেব বেদোক্ত-দয়াধর্ম্ম-বিমুখ ইতি ভাবঃ। মৃগবধ্বা ন্যাসো নিক্ষেপভূতঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিম্লোচতি'—সম্প্রতি সূর্য্যদেব অস্তগমন করিতেছেন, যাঁহার উদয়ে সমস্ত জগতেরই কল্যাণ, কিন্তু কেবল ভাগ্যহীন আমারই অমঙ্গল—এই ভাব। 'ত্রয্যাত্মা'—তিন বেদ যাঁহার স্বরূপ, অথবা যিনি বেদ-প্রবর্ত্তক, কেবল আমিই বেদোক্ত দয়াধর্ম্ম হইতে বিমুখ - এই ভাব। 'মৃগবধূ--ন্যাসঃ'—মৃতা হরিণীর গচ্ছিত ধন (সেই মৃগশিশু এখনও আমার নিকট ফিরিয়া আসিতেছে না।) ॥ ১৯ ॥

অপি স্বিদকৃতসুকৃতমাগত্য মাং সুখয়তি হরিণরাজকুমারো বিবিধ-রুচির-দর্শনীয়-নিজ-মৃগ-দারক-বিনোদৈরসন্তোষং স্বানামপনুদন্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(সঃ) হরিণরাজকুমারঃ (অত্যাদরেণ তং রাজপুত্রবৎ পশ্যতি ইতি হরিণঃ এব রাজকুমারঃ) আগত্য বিবিধরুচিরদর্শনীয়নিজমৃগদারকবিনোদৈঃ (বিবিধাঃ রুচিরাঃ অতএব দর্শনীয়াঃ যে নিজাঃ স্বীয় মৃগদারকাঃ বিনোদঃ তৈঃ) স্বানাম্ (স্বীয়ানাম্) অসন্তোষং (খেদম্) অপনুদন্ অকৃতসুকৃতম্ (অকৃতপুণ্যং) মাং সুখয়তি অপিস্বিৎ ? (কিং সুখয়িষ্যতি ?) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—সেই হরিণরাজকুমার (অত্যাদর বশতঃ মৃগবালককে রাজপুত্রের ন্যায় দর্শন করিতেছেন) প্রত্যাগমনপূর্ব্বক মৃগশিশুগণের স্বভাবসুলভ বিবিধ মনোহর দর্শনীয় ক্রীড়াবিলাস দ্বারা আমাদের অসন্তোষ অপনোদন করিয়া এই অকৃতপুণ্য হতভাগ্য আমার কি সুখবিধান করিবে ? ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—প্রেম্নৈব তদ্‌গুণমুৎকীর্ত্তয়ন্ বিলপতি—অপি স্বিদিত্যাদিনা। সুখয়তি সুখয়িষ্যতি ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রীতিবশতঃই তাহার গুণ-উল্লেখ করিয়া বিলাপ করিতেছেন—'অপি স্বিদ্' ইত্যাদির দ্বারা। 'সুখয়তি'—আমাকে সুখী করিবে কি ? ॥ ২০ ॥

ক্ষ্বেলিকায়াং মাং মৃষা সমাধিনামীলিতদৃশং প্রেম-সংরম্ভেণ চকিতচকিত আগত্য পৃষদপরুষবিষাণাগ্রেণ লুঠতি ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—(অহো,) ক্ষ্বেলিকায়াং (ক্রীড়ায়াং) মৃষা সমাধিনা (মৃষা যঃ সমাধিঃ তেন) আমীলিত-দৃশম্ (আমীলিতে দৃশৌ যেন তং তাদৃশং) মাং প্রেমসংরম্ভেণ (প্রণয়কোপেন) চকিত চকিতঃ (ভীতঃ ভীতঃ) আগত্য (চতুর্দ্দিক্ষু পরিভ্রমন্) পৃষদপরুষ-বিষাণাগ্রেণ (পৃষৎ জলবিন্দুঃ তদ্বৎ অপরুষেণ মৃদুনা বিষাণাগ্রেণ) লুঠতি (সংঘট্টয়তি) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—(অহো !) উহার ক্রীড়ার সময় আমি যখন অলীক সমাধি অবলম্বন করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিতাম, তখন সে প্রণয়-কোপ-বশতঃ সচকিত হইয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে জল-বিন্দুর ন্যায়, কোমল শৃঙ্গাগ্রদ্বারা আমাকে স্পর্শ করিত ! ২১ ॥

বিশ্বনাথ—ক্ষ্বেলিকায়াং ক্রীড়ায়াং মৃষা সমাধিনেতি। রে মূঢ়, ত্বাং পুষ্যতো মে স্মরণকীর্ত্তনাদি-নিত্যকৃত্যং ন নির্ব্বহতি তত্ত্বং ময়া ত্যক্তো যথেষ্টমিতো যাহীতি মৃষৈবাক্রুশ্য মৃষা সমাধিনেতি তচ্চেষ্টিত-দিদৃক্ষায়াঃ প্রাবল্যাৎ. প্রেমসংরম্ভেণ প্রণয়-কোপেন পৃষৎ জলবিন্দুস্তদ্বদপরুষেণ মৃদুনা বিষাণাগ্রে লুঠতি সংঘট্টয়তি ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্ষ্বেলিকায়াং'—খেলার সময়, 'মৃষা সমাধিনা'—মিথ্যা সমাধির দ্বারা (অর্থাৎ সমাধির অভিনয় করিয়া), ইত্যাদি। রে মূঢ় ! তোমার লালন-পালনের জন্য আমার স্মরণ, কীর্ত্ত-নাদি নিত্যকৃত্য সম্পন্ন হইতেছে না, অতএব তোমাকে আমি ত্যাগ করিলাম, এখান হইতে যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাও—এইরূপ কপট ভৎর্সনা করিয়া, তাহার ক্রীড়া দেখিবার প্রাবল্যবশতঃ অলীক সমাধির অভি-নয়ে আমি নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিয়া রাখিলে, 'প্রেম-সংরম্ভেন'—প্রণয়কোপ-হেতু (চকিত চকিত ভাবে নিকটে আসিয়া সেই মৃগশিশু), 'পৃষদপরুষ'-ইত্যাদি পৃষৎ বলিতে জলবিন্দু, তাহার ন্যায় অপরুষ অর্থাৎ মৃদু বিষাণের অগ্রদ্বারা (অর্থাৎ জলকণার ন্যায় সুকোমল শৃঙ্গাগ্রদ্বারা) আমাকে স্পর্শ করিত ॥ ২১ ॥

আসাদিতহবিষি বর্হিষি দূষিতে ময়োপলব্ধো ভীতভীতঃ সপদ্যুপরতরাস ঋষিকুমারবদবহিতকরণ-কলাপ আস্তে ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—আসাদিতহবিষি (আসাদিতং স্থাপিতং হবিঃ যস্মিন্ তস্মিন্) বর্হিষি (দর্ভে) দূষিতে (দন্তাকর্ষণাদিনা চাপলেন বিদূষিতে সতি) ময়া উপ-লব্ধঃ (অধিক্ষিপ্তঃ সন্) ভীতভীতঃ অতীবভয়যুক্তঃ) সপদি (তৎক্ষণমেব) উপরতরাসঃ (ত্যক্তক্রীড়ঃ সন্ সঃ মৃগপোতঃ) অবহিতঃ-করণ-কলাপঃ (অবহিতঃ সংযতঃ করণকলাপঃ ইন্দ্রিয়সমূহঃ যেন সঃ তথাভূতঃ সন্) ঋষিকুমারবৎ (মুনিবালকবৎ) আস্তে (তিষ্ঠতি) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—কুশোপরি আমি যজ্ঞীয়দ্রব্য স্থাপন করিলে, সেই মৃগবালক ক্রীড়া করিতে করিতে চাপল্য-প্রযুক্ত দন্তদ্বারা কুশ আকর্ষণ-পূর্ব্বক যজ্ঞীয়দ্রব্যকে দূষিত করিত ; তখন যদি আমি তাহাকে তিরস্কার করিতাম, তাহাতে সে অত্যন্ত ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎই ক্রীড়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংযতেন্দ্রিয় মুনিবালকের ন্যায় অবস্থান করিত ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—আসাদিতং হবির্যস্মিন্ তস্মিন্ বর্হিষি দর্ভে দন্তস্পর্শেন দূষিতে সতি, দূষিত্বেতি পাঠে বর্হিষি বিষয়ে দূষণং কৃত্বা স্থিতবতীত্যর্থঃ। ময়োপালব্ধঃ—আঃ কিমরে করোষীত্যধিক্ষিপ্তঃ। উপরতক্রীড়ঃ অবহিতকরণকলাপঃ নিশ্চলীকৃতসর্ব্বেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আসাদিত-হবিষি'—আসা-দিত, অর্থাৎ স্থাপিত হইয়াছে হোমোপযোগী ঘৃত যেখানে, সেইরূপ কুশরাশি দন্তস্পর্শে দূষিত হইলে, এই স্থলে 'দূষিত্বা'—এইরূপ পাঠান্তরে কুশসমূহ দূষিত (অপবিত্র) করিয়া অবস্থান করিলে—এই অর্থ। 'ময়া উপালব্ধঃ'—'আঃ, অরে ! তুই এসব কি করছিস্'—এইরূপে আমা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া। 'উপরতক্রীড়ঃ' ইত্যাদি—খেলা ছাড়িয়া ঋষিকুমারের ন্যায় সংযতেন্দ্রিয় হইয়া থাকিত ॥২২॥

কিংবা অরে আচরিতং তপস্তপস্বিন্যানয়া যদিয়-মবনিঃ সবিনয়-কৃষ্ণসার-তনয়-তনুতর-সুভগ-শিব-তমাখর-খুর-পদ-পঙ্ক্তিভির্দ্রবিণবিধুরাতুরস্য কৃপণস্য

মম দ্রবীণপদবীং সূচয়ন্ত্যাত্মানঞ্চ সর্ব্বতঃ কৃত-কৌতুকং দ্বিজানাং স্বর্গাপবর্গকামাণাং দেবযজনং করোতি ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—(ইতি বহুধা প্রলপ্য উত্থায় বহিঃ নির্গতং সন্ তস্য পদচিহ্নং দৃষ্ট্বা প্রাহ—) অরে, (অহো,) তপস্বিন্যা (সভাগ্যয়া) অনয়া (পৃথিব্যা) কিম্বা তপঃ আচরিতং (কৃতং তৎ নাহং জানে); যৎ (যস্মাৎ) ইয়ম্ অবনিঃ (পৃথিবী) সবিনয়-কৃষ্ণসারতনয়-তনুতর সুভগ-শিবতমাখরখুরপঙ্‌ক্তিভিঃ (সবিনয়স্য কৃষ্ণসারতনয়স্য তনুতরাঃ সুভগাঃ শিব-তমাঃ অখরাশ্চ খুরাঃ যেষু তেষাং পদানাং তত্র তত্রাঙ্কিতানাং পঙ্‌ক্তিভিঃ) দ্রবিণবিধুরাতুরস্য (দ্রবিণং মৃগঃ তেন বিরহিতস্য অতএব আতুরস্য) কৃপণস্য (দুঃখিতস্য) মম দ্রবিণপদবীং (দ্রবিণমার্গং হরিণ-শিশোঃ গমনমার্গং) সূচয়ন্তী (প্রদর্শয়ন্তী সতী) আত্মানঞ্চ (স্বাত্মানং) সর্ব্বতঃ কৃতকৌতুকং (তাভিঃ কৃতমণ্ডনং) স্বর্গাপবর্গকামানাং দ্বিজানাং দেবযজনং (যজ্ঞভূমিং) করোতি (সম্পাদয়তি—"যস্মিন্ দেশে মৃগঃ কৃষ্ণঃ তস্মিন্ ধর্ম্মান্ নিবোধত" ইতি স্মৃতেঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—(এইরূপ বহুভাবে প্রলাপ করিয়া রাজর্ষি ভরত গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক বহির্দ্দেশে আগমন করিলেন এবং মৃগশাবকের পদচিহ্ন-দর্শনে এইরূপ বলিতে লাগিলেন,) (অহো,) জানি না, এই ভাগ্য-বতী বসুন্ধরা কি তপস্যাই করিয়াছিলেন ! যেহেতু এই ধরিত্রী বিনীত কৃষ্ণসার-সুতের সূক্ষ্ম, সুন্দর ও পরম-মঙ্গলস্বরূপ কোমল খুরচিহ্ন দ্বারা মৃগধন-বিরহকাতর শোকগ্রস্ত আমার নিকট হরিণ-ধন-গমন-মার্গ প্রদর্শন করিয়া দিতেছে এবং তদ্দ্বারা আপনাকেও অলঙ্কৃত করিয়া স্বর্গাপবর্গকামী দ্বিজগণের যজ্ঞভূমি-রূপে নির্দ্দেশ করিতেছে ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—ইতি বহুধা প্রলপ্যোত্থায় বহির্নির্গত্য তৎখুরখাত-ভূভাগোপলক্ষ্যা প্রেম্নৈবারোপিতেন তত্র মাহাত্ম্যেন স্বং সাধিক্ষেপং সম্বোধ্য বিলপতি—অরে মন্দভাগ্য ভরত, বৃথা-তপস্বিন্, অনয়া অবন্যা কিং তপ আচরিতং, তত্তপস্ত্বয়া ন তপ্তমিতি ভাবঃ ; যদ্বা, বিশেষানুক্ত্যা অরে চতুর্দ্দশলোকাঃ শ্রুত রে শ্রুত, যুষ্মাসু মধ্যে অনয়েতি—যুষ্মাকমীদৃশং তপো নাস্তীতি ভাবঃ। তনুতরেত্যাদিবিশেষণৈস্তন্মাধুর্য্যাস্বাদঃ স্বস্য ব্যঞ্জিতঃ। দ্রবিণপদবীং সূচয়ন্তীতি—ভো দুঃখিন্ ভরত, কিং রোদিষি ? অনয়ৈব খুরখুন্নয়া পদব্যা বনং প্রবিশন্তং মৃগবালকং স্বপ্রাণধনং প্রাপ্স্যসীতি কৃপয়া মামাশ্বাসয়তীত্যর্থঃ। আত্মানং সঞ্চরতাভিঃ পদপঙ্‌ক্তিভির্মণ্ডিতত্বাৎ কৃতকৌতুকং দেবযজনং যজ্ঞ-স্থলং করোতি,—"যস্মিন্ দেশে মৃগঃ কৃষ্ণস্তস্মিন্ ধর্ম্মান্নিবোধত" ইতি স্মৃতেঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপে অনেক বিলাপ করিয়া উত্থানপূর্ব্বক বাহিরে আসিয়া সেই হরিণ-শিশুর খুরচিহ্নযুক্ত ভূমিভাগ দর্শন করতঃ, প্রীতি-বশতঃই সেখানে আরোপিত মাহাত্ম্যের দ্বারা নিজেকে ধিক্কার-সহকারে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—অরে মন্দভাগ্য ভরত ! বৃথা তপস্বিন্ ! এই পৃথিবী কি তপস্যাই করিয়াছেন, যে তপস্যার তুমি আচরণ কর নাই—এই ভাব। অথবা—বিশেষ অনুক্তিহেতু, ওহে চতুর্দ্দশ ভুবনের জনগণ ! বল, বল, তোমাদের মধ্যে পৃথিবীর ন্যায় এমন তপস্যা কে করিয়াছে ? অর্থাৎ তোমাদের এরূপ তপস্যা নাই—এই ভাব। তনুতর (সূক্ষ্মতম) ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা স্বকীয় তন্মাধুর্য্যের আস্বাদ ব্যক্ত হইয়াছে। মৃগরূপ ধনের পথ সূচনা করিতেছেন—ওহে দুঃখিন্ ভরত ! কিজন্য রোদন করিতেছ ? এই খুরযুক্ত পদচিহ্নের পথে বনে প্রবেশকারী মৃগবালকরূপ নিজের প্রাণধনকে তুমি পাইবে—এইরূপ কৃপাপূর্ব্বক (পৃথিবী) আমাকে আশ্বাস দিতেছেন—এই অর্থ। 'আত্মানং'—এই ধরিত্রী নিজেকেও ঐ সঞ্চরণশীল পদচিহ্নের দ্বারা অলঙ্কৃত করায়, 'কৃতকৌতুকং দেবযজনং'—কৃত-মঙ্গল যজ্ঞস্থলরূপে পরিণত করিতেছেন। স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত আছে—"যে দেশে কৃষ্ণসার মৃগ বিচরণ করে, সেখানে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, অর্থাৎ ঐ স্থান যজ্ঞের উপযোগী" ॥ ২৩ ॥

অপিস্বিদসৌ ভগবানুড়ুপতিরেনং মৃগপতিভয়া-ন্মৃতমাতরং মৃগবালকং স্বাশ্রমপরিভ্রষ্টমনুকম্পয়া কৃপণজনবৎসলঃ পরিপাতি ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—তদা উদিতে চন্দ্রে সতি, তস্মিন্ মৃগ-

চিহ্নং দৃষ্ট্বা তং স্বমৃগং ভাবয়ন্ ভরতঃ আহ—) ভগবান্ কৃপণজনবৎসলঃ (দয়াবান্) অসৌ উড়ুপতিঃ (চন্দ্রঃ) স্বাশ্রমপরিভ্রষ্টম্ (আশ্রমচ্যুতং) মৃতমাতরং (মাতৃবিহীনম্) এনং মৃগবালকং (হরিণশিশুং) মৃগপতিভয়াৎ (মৃগপতেঃ সিংহস্য ভয়াৎ) অনুকম্পয়া (কৃপয়া) পরিপাতি (রক্ষতি) অপিস্বিৎ ? ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—(অনন্তর চন্দ্র উদিত হইলে চন্দ্রে মৃগাঙ্ক দর্শন করিয়া ভরত উহাকেই স্বীয় মৃগ ভাবিয়া বলিতে লাগিলেন,—) দীনজনবৎসল ভগবান্ সোমদেব আশ্রমচ্যুত মৃতমাতৃক এই মৃগবালককে বুঝি কৃপাপরবশ হইয়া মৃগপতি সিংহের ভয়ে আপনার সমীপে রক্ষা করিতেছেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—ঊর্দ্ধমবলোক্য তত্রোপলব্ধে চন্দ্রে স্বমৃগং সংভাবয়ন্নাহ—অপি স্বিদিতি। স্বাশ্রমাৎ পরিভ্রষ্টমিতি মমৈব পাপিষ্ঠস্যানবধানাদিতি ভাবঃ। ভগবানিতি ভগবত্ত্বং বিনা ঈদৃশং ভাগ্যং ন সম্ভবেদিতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—উপরের দিকে তাকাইয়া চন্দ্রমণ্ডলে মৃগচিহ্ন দেখিয়া উহাকে নিজ মৃগশিশু মনে করিয়া বলিতে লাগিলেন—'অপি স্বিদ্' ইত্যাদি। 'স্বাশ্রম-পরিভ্রষ্টম্'—পাপিষ্ঠ আমারই অনবধানবশতঃ ঐ মৃগশিশু আশ্রম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছে—এই ভাব। 'ভগবান্' ইতি—(ভগবান্ চন্দ্রদেব কি ঐ মৃগশিশুকে স্বয়ং রক্ষা করিতেছেন ?), ভগবত্ত্বা ব্যতীত এপ্রকার ভাগ্য সম্ভব হয় না—এই ভাব ॥২৪॥

কিংবাত্মজবিশ্লেষ-জ্বর-দব-দহন-শিখাভিরুপতপ্যমানহৃদয়-স্থলনলিনীকং মামুপসৃত-মৃগীতনয়ং শিশির-শান্তানুরাগ-গুণিত-নিজবদনসলিলামৃতময় - গভস্তিভিঃ সুধয়তীতি চ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—(চন্দ্ররশ্মিস্পর্শসুখং প্রাপ্যাহ—) কিম্বা (অয়ং চন্দ্রঃ) আত্মজবিশ্লেষজ্বর-দব-দহন-শিখাভিঃ (আত্মজঃ পুত্রত্বেন এব অঙ্গীকৃতঃ যঃ মৃগপোতঃ তস্য বিশ্লেষেণ বিয়োগেন যঃ জ্বরঃ তাপঃ স এব দবদহনঃ বনবহ্নিঃ তস্য শিখাভিঃ জ্বালাভিঃ) উপতপ্যমানহৃদয়স্থলনলিনীকম্ (উপতপ্যমানা হৃদয়রূপা স্থলনলিনী যস্য তং সন্তপ্তহৃদয়স্থলপদ্মম্) উপসৃতমৃগীতনয়ম্ (উপসৃতঃ অনুগতঃ মৃগীতনয়ঃ যেন তং তাদৃশং মৃগবিরহসন্তপ্তং) মাম্ (অয়ং চন্দ্রঃ) শিশিরশান্তানুরাগগুণিত - নিজবদনসলিলামৃতময়গভস্তিভিঃ (শিশিরঞ্চ তৎ শান্তঞ্চ ময়ি অনুরাগেণ গুণিতঞ্চ আবর্ত্তিতং পুনঃ পুনঃ স্রবৎ যদ্বদনসলিলং তদেব অমৃতময়াঃ গভস্তয়ঃ কিরণাঃ তৈঃ) সুধয়তীতি চ (সুখয়িষ্যতি এব কিম্ ?) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—(অতঃপর চন্দ্ররশ্মির অনুভব করিয়া কহিতে লাগিলেন,—) ঐ মৃগবধূতনয়—আমার একান্ত অনুগত, আমি তাহাকে পুত্ররূপেই অঙ্গীকার করিয়াছি, তাহার বিরহ-জ্বর-দাবানলশিখায় আমার হৃদয়-স্থলপদ্ম বিশীর্ণ হইতেছিল, তদ্দর্শনে তারানাথ বুঝি আমার প্রতি অনুরাগবশতঃই পুনঃ পুনঃ স্বীয় শান্ত সুশীতল বদন-সলিল-(কুল্‌কুচা) রূপ অমৃতময় রশ্মিদ্বারা আমার সুখ উৎপাদন করিবার চেষ্টা করিতেছেন ! ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—চন্দ্রকিরণানাং দাহকত্বমনুভূয়াহো মদাত্মজবিরহে শীতকিরণোঽপ্যয়মুষ্ণকিরণীভবতি ; হন্ত, হন্ত, স কিং মে সময়ো ভবিষ্যতি—যত্র স মৃগীতনয়ো ভূয়োঽপি মামুপৈষ্যতি, চন্দ্রোঽপ্যয়ং মাং শিশিরয়িষ্যতীত্যভিলষন্নাহ—কিম্বেতি। উপসৃতো মৃগীতনয়ো যং তথাবিধং মাং চন্দ্রোঽয়ং সুধয়তি—বিরহসন্তপ্তস্যাঙ্গস্য সুধাপ্লুতীকরণাৎ সুধাবন্তং কিং নু করিষ্যতীতি বিন্মতোর্লুগিতি মতুপলুকা রূপম্ ; কৈঃ ? —শিশিরঞ্চ তৎ শান্তমনুগ্রঞ্চ ময্যনুরাগেণ গুণিতঞ্চ যদ্বদনসলিলং পুনঃ পুনঃ স্রবৎ তদেবামৃতময়া গভস্তয়স্তৈঃ। লোকে হি মাত্রিকা যথা বদনসলিলৈস্তাপং শময়ন্তি, তথৈবায়মপীত্যর্থঃ। উপসৃতো মৃগীতনয় ইতি পাঠে—স এব মদ্‌গাত্রেষু প্রেম্না নিজমুখস্পর্শেনেত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—চন্দ্রকিরণের দাহকত্ব অনুভব করিয়া, অহো ! আমার পুত্রের বিরহে স্বাভাবিক শীতল-কিরণ এই চন্দ্রও উষ্ণকিরণবিশিষ্ট হইয়াছে, হায় ! হায় ! আমার কি সেই সময় হইবে, যখন সেই মৃগীতনয় আবারও আমার নিকট আসিবে, আর এই চন্দ্রও শীতলতা দান করিবে—এইরূপ অভিলাষ করতঃ বলিতেছেন—'কিম্বা' ইত্যাদি' আমি হরিণ-

শিশুর অনুসরণ করায়, এই চন্দ্রদেব আমাকে 'সুধয়তি'—শান্তি-প্রদান করিবেন কি ? অর্থাৎ বিরহসন্তপ্ত আমার এই দেহকে সুধাপ্লুত করিয়া অমৃতময় করিবেন কি ? 'সুধয়তি'—ইহা 'বিন্মতোর্লুক্'—এই সূত্রে মতুপ্ অলুকের রূপ। কিসের দ্বারা সুধাযুক্ত করিবে ? তাহাতে বলিতেছেন—'শিশির' ইত্যাদি, শিশির ও শান্ত (অনুগ্র, সুখকর) এবং আমার প্রতি অনুরাগবশতঃ গুণিত (আবর্ত্তিত) যে বদনসলিল পুনঃ পুনঃ ক্ষরিত হইতেছে, তাহাই অমৃতময় কিরণসমূহ, তাহার দ্বারা, (অর্থাৎ চন্দ্রদেব আমার প্রতি অনুরাগহেতু অজস্রধারায় বিগলিত, শান্ত ও সুশীতল নিজ মুখ-সলিলরূপ সুধাময় কিরণমালার স্পর্শ-দ্বারা আমাকে সুখদান করিতেছেন।) লোকেও মান্ত্রিকগণ (ওঝা প্রভৃতি) বদনসলিলের (কুল্‌কুচার) দ্বারা যে-প্রকারে তাপ উপশম করে, তদ্রূপ এই চন্দ্রও আমার তাপ অপনোদন করিতেছেন—এই অর্থ। 'উপসৃতো মৃগীতনয়ঃ'—এই পাঠে, হরিণশিশুই আমার গাত্রে প্রেমে নিজ মুখস্পর্শের দ্বারা সুখদান করিতেছে—এই অর্থ ॥ ২৫ ॥

———

শ্রীশুক উবাচ—

এবমঘটমানমনোরথাকুলহৃদয়ো মৃগদারকাভাসেন স্বারব্ধকর্ম্মণা যোগারম্ভণতো বিভ্রংশিতঃ স যোগতাপসো ভগবদারাধনলক্ষণাচ্চ। কথমিতরথা জাত্যন্তর এণকুণক আসঙ্গঃ সাক্ষান্নিঃশ্রেয়সপ্রতিপক্ষতয়া প্রাক্ পরিত্যক্তদুস্ত্যজহৃদয়াভিজাতস্য তস্যৈবমন্তরায়বিহতযোগারম্ভণস্য রাজর্ষের্ভরতস্য তাবন্মৃগার্ভক-পোষণপালনপ্রীণনলালনানুষঙ্গেণাবিগণয়ত আত্মানমহিরিবাখুবিলং দুরতিক্রমঃ কালঃ করালরভস আপদ্যত ॥২৬

অন্বয়ঃ—(হে রাজন্,) এবম্ (উক্তপ্রকারেণ) অঘটমানমনোরথাকুলহৃদয়ঃ (অঘটমানঃ দুঃসম্পাদ্যঃ যঃ মনোরথঃ তেন আকুলং হৃদয়ং যস্য সঃ অসম্ভববাসনাকুলচিত্তঃ) সঃ যোগতাপসঃ (যোগযুক্তঃ তাপসঃ ভরতঃ) মৃগদারকাভাসেন (মৃগশাবকবৎ আভাসমানেন মৃগপুত্রব্যাজেন বস্তুতস্তু) স্বারব্ধকর্ম্মণা (নিজাদৃষ্টেন হেতুনা) যোগারম্ভণতঃ (যোগানুষ্ঠানাৎ) ভগবদারাধনলক্ষণাচ্চ (ভগবদর্চনরূপাৎ ধর্ম্মাৎ) বিভ্রংশিতঃ (ভ্রংশিতঃ বভূব) ; ইতরথা (যদি যোগারম্ভভ্রংশকং প্রারব্ধকর্ম্ম ন স্যাৎ, তদা) প্রাক্‌পরিত্যক্তদুস্ত্যজহৃদয় ভিজাতস্য (পূর্ব্বং পরিত্যক্তাঃ দুস্ত্যজাঃ দুঃখেনাপিত্যক্তুম্ অশক্যাঃ হৃদয়াভিজাতাঃ ঔরসাঃ পুত্রাদয়ঃ যেন তস্য তাদৃশস্য ভরতস্য) নিঃশ্রেয়সপ্রতিপক্ষতয়া (নিঃশ্রেয়স্য মোক্ষস্য প্রতিপক্ষতয়া বাধকতয়া) জাত্যন্তরে (বিজাতীয়ে) এণকুণকে (হরিণশিশৌ) সাক্ষাৎ (স্বপুত্রবৎ) কথম্ আসঙ্গঃ (অত্যাসক্তিঃ স্যাৎ ?) এবম্ (প্রকারেণ) উক্ত প্রকারেণ তাবৎ মৃগার্ভকপোষণপালনপ্রীণননালনানুষঙ্গেণ (মৃগার্ভকস্য পোষণাদ্যনুষঙ্গেণ তত্র অভিনিবেশেন চ) আত্মানম্ অবিগণয়তঃ (আত্মচিন্তাম্ অকুর্ব্বতঃ) অন্তরায়বিহতযোগারম্ভণস্য (অন্তরায়েণ মৃগবালকাসক্তিরূপেণ বিহতং বিঘ্নিতং যোগারম্ভণং যস্য তস্য তাদৃশস্য ভ্রষ্ট-যোগস্য প্রমত্তস্য) রাজর্ষেঃ ভরতস্য অহিঃ আখুবিলম্ ইব (সর্পঃ যথা মূষিকগর্ত্তং প্রবিশতি, তথা তদ্বৎ) করালরভসঃ (তীব্রবেগঃ) দুরতিক্রমঃ (দুরত্যয়ঃ) কালঃ (মৃত্যুকালঃ) আপদ্যত (সমুপস্থিতঃ অভবৎ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—(শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্,) এইরূপ অসম্ভব-বাসনাকুলচিত্ত মৃগবালকরূপে প্রকাশমান, বস্তুতঃ স্বীয় আরব্ধ কর্ম্মদোষেই যোগানুষ্ঠান ও ভগবদর্চ্চনরূপ স্বধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন ; তাহা না হইলে পূর্ব্বে সুদুস্ত্যজ ঔরসজাত আত্মজদিগকেও মোক্ষমার্গের প্রতিবন্ধকজ্ঞানে পরিত্যাগপূর্ব্বক অবশেষে বিজাতীয় হরিণকুণপে তাঁহার সাক্ষাৎ নিজপুত্রের ন্যায় কেনই বা এইরূপ অত্যাসক্তি জন্মিল ? ঐ মৃগশিশুর পোষণ, তোষণ, লালন, পালনে অভিনিবেশ বশতঃ তিনি আত্মহিত-চিন্তায় উদাসীন হইয়া পড়িলেন, এবং মৃগবালকাসক্তিরূপ বিঘ্নে পড়িয়া যোগানুষ্ঠান হইতে ভ্রষ্ট হইলেন। এমন সময়, যেরূপ সর্প মূষিকবিবরে প্রবেশ করে, তদ্রূপ দুরত্যয় কালসর্প আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—মৃগদারকমাভাসয়তি প্রকাশয়তি যত্নেন স্বারব্ধকর্ম্মণেতি। প্রারব্ধং হি দ্বিবিধং—শোভনমশোভনঞ্চ ; তত্রাদ্যং ভক্তপ্রিয়েণাপি নয়নতীব্রাঞ্জনদাননায়েন স্বভক্ত্যুৎকণ্ঠাবর্দ্ধনবিদগ্ধেন ভগবতৈব

স্বেচ্ছয়ৈব প্রারব্ধতুলাত্বাৎ প্রারব্ধমুপপাদ্যতে যদুদর্কো ভক্ত্যুদ্রেক এব স্যাত্তৎ খলূৎপন্নবতীনামপি সম্ভবেদেব; দ্বিতীয়স্তু প্রাচীনপ্রাকৃতকর্ম্মময়মেব, যদুদর্কো বিষয়াভিনিবেশ এব স্যাৎ। অত্র তু শোভনেনারব্ধেনেতি সাক্ষাৎ সুশব্দ এবোপন্যস্তঃ। ভক্তিযোগেনৈব হেতুনা তাপসঃ সর্ব্ববিষয়ত্যাগরূপং তপঃ কুর্ব্বাণঃ; অপ্যর্থে চ-কারঃ। যদ্যপি ভক্তিযোগো বহুবিঘ্নাকুলো ন ভবতি, তদপি ভগবদিচ্ছয়া ভগবদারাধনাদ্বিভ্রংসিত ইত্যর্থঃ, ইতরথেতি ভগবদিচ্ছাময়ং প্রারব্ধং যদি ন স্যাদিত্যর্থঃ। হৃদয়াভিজাতাঃ স্বপুত্রাঃ; যদ্বা, মৃগদারক এবাভাসো যস্য তথাভূতেন স্বস্যারব্ধকর্ম্মণেতি প্রারব্ধকর্ম্মাভাসেনেত্যর্থঃ। যথা জীবন্মুক্তানামভিমানাভাবেঽপ্যভিমানাভাসস্তথৈব জাতরতিভক্তানাং প্রারব্ধাভাবেঽপি প্রারব্ধাভাসঃ; অথবা, মৃগদারকাভাসেন নিকৃষ্টমৃগদারকেণ বিভ্রংশিতঃ; কীদৃশেন? —শোভনমারব্ধং কর্ম্ম যস্য তেন। তস্য মৃগদারকস্য সুখপ্রারব্ধবশাদেব ভরতস্তং পালয়ামাস, ইতরথা যদি মৃগস্য সুখপ্রারব্ধং ন স্যাত্তদা তস্যাপি তৎপিপালয়িষা ন স্যাদিত্যর্থঃ। ভরতস্য বিভ্রংশস্তু "যথাধনো লব্ধধনে বিনষ্টে তচ্চিন্তয়ান্যন্নিভৃতো ন বেদেতি" ভগবদুক্তন্যায়েন মৃগজন্মনি ব্রাহ্মণজন্মনি চ ভক্ত্যুৎকণ্ঠাবর্দ্ধনার্থো ভগবতৈব নির্ম্মিতঃ। আত্মানমবিগণয়তঃ আত্মচিন্তামকুর্ব্বতঃ, আখুবিলমহিরিব তং ভরতং কালো মৃত্যুঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মৃগদারকাভাসেন স্বারব্ধকর্ম্মণা'—মৃগবালককে প্রকাশ করিতেছে যাহা (হরিণশাবকের ন্যায় প্রকাশমান, অর্থাৎ হরিণশিশুরূপী), সেই প্রারব্ধ কর্ম্মের দ্বারা। প্রারব্ধ দুই প্রকার—শোভন ও অশোভন। তন্মধ্যে যাহা আদ্য (শোভন), তাহা নয়নে তীব্র অঞ্জন প্রদানের রীতি অনুসারে নিজ ভক্তির উৎকণ্ঠাবর্দ্ধনে বিদগ্ধ (চতুর), ভক্তপ্রিয়, অর্থাৎ ভক্তজনের প্রিয় হইলেও শ্রীভগবানেই স্বেচ্ছাপূর্ব্বকই প্রারব্ধতুল্যের ন্যায় প্রারব্ধ উৎপন্ন করাইয়া থাকেন, যাহাতে উত্তরকালে ভক্তির উদ্রেকই হইয়া থাকে, ইহা জাতরতি প্রেয়সীগণেও সম্ভব। আর যাহা দ্বিতীয় (অশোভন), উহা প্রাচীন (পূর্ব্বজন্ম কৃত) প্রাকৃত কর্ম্মময়ই, যাহাতে পরবর্ত্তীকালে বিষয়ের প্রতি অভিনিবেশই হইয়া থাকে। এখানে কিন্তু শোভন আরব্ধবশতঃই বুঝিতে হইবে, যেহেতু সাক্ষাৎ সু-শব্দ উপন্যস্ত হইয়াছে (অর্থাৎ স্বারব্ধ বলিতে সু (শোভন) আরব্ধ)। 'যোগ-তাপসঃ'—যোগ বলিতে ভক্তিযোগ, তাহার কারণেই তাপস অর্থাৎ সর্ব্ববিষয় ত্যাগরূপ তপস্যার আচরণকারী। 'ভগবদারাধনা-লক্ষণাৎ চ'—ভগবানের আরাধনারূপ তপস্যা হইতেও, এখানে 'অপি'-শব্দের অর্থে 'চ'-কার প্রযুক্ত হইয়াছে। যদিও ভক্তিযোগ বহুবিঘ্নসমাকুল হয় না, তথাপি শ্রীভগবানের ইচ্ছাতেই ভগবদারাধনা হইতেও বিচ্যুত হইয়াছিলেন—এই অর্থ। 'ইতরথা'—এইরূপ না হইলে, অর্থাৎ ভগবদিচ্ছাময় প্রারব্ধ যদি না হইত—এই অর্থ। 'হৃদয়াভিজাতঃ'—নিজের ঔরস সন্তানগণকেও (ভজনের প্রতিকূল বলিয়া যিনি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহার আবার বিজাতীয় হরিণশিশুর প্রতি নিজপুত্রের মত আসক্তি হইবে কেন?)।

অথবা—মৃগদারকই (হরিণশিশুই) আভাস যাহার, তথাভূত নিজের আরব্ধ কর্ম্মের দ্বারা, অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্ম্মের আভাসের দ্বারা—এই অর্থ। যদ্রূপ জীবন্মুক্তগণের অভিমান না থাকিলেও অভিমানের আভাস, তদ্রূপই জাতরতি ভক্তদিগের প্রারব্ধ কর্ম্ম না থাকিলেও প্রারব্ধের আভাস—বুঝিতে হইবে। কিম্বা—ইহা মৃগদারকের বিশেষণ, মৃগদারকাভাস বলিতে নিকৃষ্ট মৃগশাবকের দ্বারা বিভ্রংসিত। কিরূপ মৃগদারক? তাহাতে বলিতেছেন—'স্বারব্ধকর্ম্মণা', শোভন আরব্ধ কর্ম্ম যাহার, সেইরূপ মৃগশাবকের দ্বারা। সেই হরিণবালকের সুখ-প্রারব্ধ-বশতঃই মহারাজ ভরত তাহাকে পালন করিয়াছিলেন, 'ইতরথা'—নতুবা যদি মৃগদারকের সুখপ্রারব্ধ না হইত, তবে ভরতেরও সেই মৃগশিশুর পালন করিবার ইচ্ছা হইত না—এই অর্থ। মহারাজ ভরতের সাধন হইতে বিচ্যুতি কিন্তু—"যথাধনো লব্ধধনে" (১০।৩২।২৪), অর্থাৎ যেমন ধনহীন ব্যক্তি লব্ধধন বিনষ্ট হইলে সেই ধনের চিন্তাতেই মগ্ন হইয়া থাকে, অন্য কিছুই জানিতে পারে না, সেইরূপ ভজনকারীদের নিরন্তর ধ্যান-প্রবৃত্তির নিমিত্ত, আমি তাহাদিগকেও ভজন করিয়া থাকি—ইত্যাদি গোপীগণের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি অনুসারে, মৃগজন্মে ও ব্রাহ্মণজন্মে

ভক্তির উৎকণ্ঠা বর্দ্ধনের নিমিত্ত শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃকই (বিচ্যুতি) নির্ম্মিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। 'আত্মানম্ অবিগণয়তঃ'—হরিণশিশুর চিন্তায় নিজের দেহ-বিষয়েও যাঁহার কোন চিন্তা ছিল না, এরূপ রাজর্ষি ভরতের নিকট, সর্প যেমন মূষিকের গর্ত্তে আসিয়া উপস্থিত হয়, সেইরূপ দুর্ল্লঙ্ঘ্য মৃত্যুকাল তীব্রবেগে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ২৬ ॥

তদানীমপি পার্শ্ববর্ত্তিনমাত্মজমিবানুশোচন্তমভিবীক্ষমাণো মৃগ এবাভিনিবেশিতমনা বিসৃজ্য লোকমিমং সহ মৃগেণ কলেবরং মৃতমনু ন মৃতজন্মানুস্মৃতিরিতরবন্মৃগশরীরমবাপ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—তদানীম্ অপি (মৃত্যুসময়ে অপি) পার্শ্ববর্ত্তিনম্ আত্মজম্ (স্বপুত্রম্) ইব অনুশোচন্তং (দুঃখং কুর্ব্বন্তং তং মৃগশাবকম্) অভিবীক্ষমাণঃ (পশ্যন্ তস্মিন্) মৃগে এব অভিনিবেশিতমনাঃ (আকৃষ্টচিত্তঃ সন্) মৃতমনু নমৃতজন্মানুস্মৃতিঃ (কলেবরং মৃতং কিন্তু অনু পশ্চাৎ ন মৃতা ন বিনষ্টা পূর্ব্বজন্মানুস্মৃতিঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ ভরতঃ) ইতরবৎ (প্রাকৃত-ভগবদ্‌বিমুখজীববৎ, তেন) মৃগেণ সহ ইমং লোকং (সংসারং) কলেবরং (মনুষ্যদেহং চ) বিসৃজ্য (ত্যক্ত্বা পরজন্মনি) মৃগশরীরম্ অবাপ (প্রাপ্তবান্ যতঃ —"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥" ইতি শ্রীগীতোক্তেঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—মৃত্যুসময়েও তিনি দেখিতে পাইলেন যেন, সেই মৃগশিশু তাঁহার নিজপুত্রের ন্যায় তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া শোক প্রকাশ করিতেছে। তাঁহার চিত্ত মৃগতেই অভিনিবিষ্ট ছিল, সুতরাং তিনি প্রাকৃত ভগবদ্বিমুখ পুরুষের ন্যায় মৃগের সহিত এই সংসার ও মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া পরজন্মে মৃগদেহ প্রাপ্ত হইলেন। ভরতের দেহ নষ্ট হইল, কিন্তু তৎপশ্চাৎ তাঁহার পূর্ব্বজন্মানুস্মৃতি বিনষ্ট হইল না ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—অনুশোচন্তং মৃগং লোকং দেহং মৃগেণ সহিতং বিসৃজ্য মৃগশরীরমবাপ। কলেবরং মৃতমনু ন মৃতা ন বিনষ্টা পূর্ব্বজন্মানুস্মৃতির্যস্য সঃ। ইতরবৎ ইতরঃ প্রাকৃতঃ কর্ম্মী, তদ্বদিতি। ভরতস্তু কর্ম্মাতীত ইত্যতএব তস্য প্রারব্ধাভাবঃ প্রাক্ সমর্থিতঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনুশোচন্তং মৃগং'—অনুশোচনাকারী মৃগকে (অর্থাৎ মৃত্যুকালে তিনি দেখিলেন ; হরিণশিশুটি পুত্রের ন্যায় পার্শ্বে থাকিয়া শোক করিতেছে)। 'লোকং'—মৃগের সহিত নিজ দেহকে পরিত্যাগ করিয়া মৃগদেহই প্রাপ্ত হইলেন। 'কলেবরং মৃতম্ অনু ন মৃতা'—তাঁহার পূর্ব্বদেহ বিনষ্ট হইলেও পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি নষ্ট হইল না। 'ইতরবৎ'—ইতর বলিতে প্রাকৃত কর্ম্মী, তাহার ন্যায়। কিন্তু মহারাজ ভরত কর্ম্মাতীত ছিলেন, এই নিমিত্তই তাঁহার প্রারব্ধ কর্ম্মের অভাব পূর্ব্ব শ্লোকে সমর্থিত হইয়াছে ॥ ২৭ ॥

তথ্য—গীঃ ৮।৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ২৭ ॥

তত্রাপি হ বা আত্মনো মৃগত্বকারণং ভগবদারাধনসমীহানুভাবেনানুস্মৃত্য ভৃশমনুতপ্যমান আহ ॥ ২৮

অন্বয়ঃ—তত্রাপি হ বা (তস্মিন্ মৃগজন্মনি অপি) ভগবদারাধন-সমীহানুভাবেন (ভগবতঃ আরাধনস্য য সমীহা অনুষ্ঠানং তস্য অনুভাবেন পৌর্ব্বভব-ভগবদারাধনানুষ্ঠানপ্রভাবেণ) আত্মনঃ (স্বস্য) মৃগত্বকারণং (পূর্ব্বজন্মনি মৃগাসক্তিরূপম্) অনুস্মৃত্য ভৃশম্ (বারং বারম্) অনুতপ্যমানঃ (দুঃখং কুর্ব্বন্) আহ (স্বচিত্তে চিন্তয়ামাস) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—অতএব সেই মৃগজন্মেও পূর্ব্বজন্মজাত ভগবদারাধনার অনুষ্ঠান-প্রভাবে তিনি স্বীয় মৃগত্ব-প্রাপ্তির কারণ অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের মৃগাসক্তিরূপ হরিবৈমুখ্যকে স্মরণ করিয়া বারম্বার অনুতাপ করিতে করিতে মনে মনে কহিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥

অহো কষ্টং, ভ্রষ্টোঽহমাত্মবতামনুপথাদ্ যদ্বিমুক্তসমস্তসঙ্গস্য বিবিক্তপুণ্যারণ্যশরণস্যাত্মবত আত্মনি সর্ব্বেষামাত্মনাং ভগবতি বাসুদেবে তদনুশ্রবণমননসংকীর্ত্তনারাধনানুস্মরণাভিযোগেনাশূন্যসকলযামেন কালেন সমাবেশিতং সমাহিতং কার্ৎস্ন্যেন মনস্তৎ তু পুনর্মমাবুধস্যারান্মৃগসুতমনু সুস্রাব ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—অহো, কষ্টম্ ! (আশ্চর্য্যং মম কষ্টং জাতং, যতঃ) অহম্ আত্মবতাম্ (ধীরাণাং মুনীনাম্) অনুপথাৎ (মার্গাৎ) ভ্রষ্টঃ (বিচ্যুতঃ অস্মি—অহো মে দুর্ভাগ্যমেতৎ)! যৎ (যস্মাৎ) বিমুক্তসমস্ত-সঙ্গস্য (বিমুক্তাঃ ত্যক্তাঃ সমস্তাঃ পুত্রাদিসঙ্গাঃ যেন তস্য) বিবিক্তপুণ্যারণ্যশরণস্য (বিবিক্তং জনসংঘর্ষ-রহিতং পুণ্যং পবিত্রম্ অরণ্যং শরণং স্থানং যস্য তস্য) আত্মবতঃ (ধীরস্য জিতেন্দ্রিয়স্য অপি মম) মনঃ সর্ব্বেষাম্ আত্মনাং (জীবানাম্) আত্মনি (অন্তর্য্যামিনি) ভগবতি বাসুদেবে তদনুশ্রবণমনন-সঙ্কীর্ত্তনারাধনানুস্মরণাভিযোগেন (তস্য ভগবতঃ অনু শ্রবণমননসঙ্কীর্ত্তনারাধনানুস্মরণে যঃ অভিযোগঃ অভিনিবেশঃ তেন তল্লক্ষণেন ভক্তিযোগেন) অশূন্য-সকলযামেন (অশূন্যাঃ সমৃদ্ধাঃ সকলাঃ যামাঃ যস্মিন্ তেন তাদৃশেন) কালেন সমাবেশিতং (স্থাপিতং) কার্ৎস্ন্যেন (সর্ব্বাংশেন) সমাহিতং (সম্যক্ নিশ্চল-তয়া সর্ব্ববিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহৃতম্) অবুধস্য (অজ্ঞস্য) মম তত্তু (তদেব মনঃ) পুনঃ (অধুনা) আরাৎ (দূরাৎ) মৃগসুতম্ অনু সুস্রাব (মৃগসুতমনুস্মৃত্য যোগাৎ সুস্রাব ভ্রংসিতম্) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—হায়, কি কষ্ট ! আমি ধীর-জনের পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছি ! কারণ, আমি স্ত্রীপুত্রা-দির সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন পুণ্যারণ্যে আশ্রয় গ্রহণ-পূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় হইয়াছিলাম এবং সর্ব্ব-জীবের আত্মস্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবের বিষয় শ্রবণ, মনন, সঙ্কীর্ত্তন, আরাধন ও অনুস্মরণাদি ভক্ত্যঙ্গে অভিনিবেশদ্বারা যামসকলের সফলতা সম্পাদনপূর্ব্বক বহুদিন অতিবাহিত করিয়া চিত্তকে তাঁহাতেই সম্যগ্-রূপে স্থাপিত ও সুস্থির করিয়াছিলাম ; কিন্তু পুনরায় সেই মনই মৃগবালকে অভিনিবিষ্ট হইয়া তাঁহা হইতে অতিদূরে নিঃসৃতঃ হইয়া পড়িয়াছে ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মবতো ধীরস্য আত্মনাং জীবানাং আত্মনি পরমাত্মনি তদনুশ্রবণাদীনামভিযোগোঽভি-গ্রহণং তেন সমাহিতং নিশ্চলং যন্মনস্তৎ সুস্রাব অধঃপপাত ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্মবতঃ'—ধীর অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় আমার (ভরতের)। 'আত্মনাং আত্মনি'—সকল জীবের যিনি আত্মা, অর্থাৎ পরমাত্মা ভগবান্ বাসুদেব, তাঁহাতে, 'তদনুশ্রবণ' ইত্যাদি—তদ্বিষয়ে অনুক্ষণ শ্রবণাদির যে অভিযোগ বলিতে অভিগ্রহণ, অর্থাৎ অভিনিবেশ, তাহার দ্বারা সমাহিত (নিশ্চল) যে মন, তাহা 'সুস্রাব'—অধঃপতিত হইল (অর্থাৎ আমার সেই চিত্ত ভগবানের আশ্রয় হইতে বিচ্যুত হইয়া অতি দূরে চলিয়া আসিয়াছে।) ॥ ২৯ ॥

ইত্যেবং নিগূঢ়নির্ব্বেদো বিসৃজ্য মৃগীং মাতরং পুনর্ভগবৎক্ষেত্রমুপশমশীলমুনিগণদয়িতং শালগ্রামং পুলস্ত্যপুলহাশ্রমং কালঞ্জরাৎ প্রত্যাজগাম ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—ইত্যেবং নিগূঢ়নির্ব্বেদঃ (নিগূঢ়ঃ অনা-বিষ্কৃতঃ আচ্ছন্নঃ নির্ব্বেদঃ যেন সঃ মৃগত্বপ্রাপ্তঃ ভরতঃ) মাতরং মৃগীং (হরিণীং) বিসৃজ্য (বিহায়ঃ) কালঞ্জরাৎ (যত্র মৃগরূপেণ জাতঃ তস্মাৎ কালঞ্জরা-খ্যাৎ পর্ব্বতাৎ) উপশমশীলমুনিগণদয়িতম্ (উপশম-শীলানাং ব্রহ্মনিষ্ঠা-পরায়ণানাং মুনিগণানাং দয়িতং প্রিয়ং) শালগ্রামং (শালবৃক্ষোপলক্ষিতং শালগ্রামাখ্যং ক্ষেত্রং) পুলস্ত্যপুলহাশ্রমং (ভগবৎক্ষেত্রং) পুনঃ প্রত্যাজগাম (প্রত্যাগতবান্) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—এই প্রকারে মৃগত্বপ্রাপ্ত সেই ভরতের মনে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল, কিন্তু তিনি তাহা অপ্রকা-শিত রাখিয়া স্বীয় মৃগী-মাতাকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যে কালঞ্জরপর্ব্বতে মৃগরূপে জন্মলাভ করিয়াছিলেন, সেই পর্ব্বত হইতে উপশমশীল মুনিগণপ্রিয় শালগ্রামাখ্য ভগবৎক্ষেত্র পুলস্ত্যপুলহাশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন ॥৩০

বিশ্বনাথ—কালঞ্জরাৎ স্বজন্মভূমিপর্ব্বতাৎ। শালগ্রামং শালগ্রামাখ্যং ক্ষেত্রম্ ॥ ৩০ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
পঞ্চমস্যাষ্টমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥৫।৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কালঞ্জরাৎ'—যে পর্ব্বতে মৃগরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন, সেই 'কালঞ্জর' নামক পর্ব্বত হইতে। 'শালগ্রামং'—শালবৃক্ষোপলক্ষিত 'শালগ্রাম' নামক গ্রামে (পুলস্ত্য পুলহাশ্রমে মৃগরূপী ভরত প্রত্যাগমন করিলেন।) ॥ ৩০ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার পঞ্চম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের সারার্থ-দর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫।৮ ॥

তস্মিন্নপি কালং প্রতীক্ষমাণঃ সঙ্গাচ্চ ভৃশমুদ্বিগ্ন আত্মসহচরঃ শুষ্কপর্ণবীরুধা বর্ত্তমানো মৃগত্বনিমিত্তাবসানমেব গণয়ন্ মৃগশরীরং তীর্থোদকক্লিন্নমুৎসসর্জ্জ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে আদি-ভরত-চরিতেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—তস্মিন্ অপি (পুলহাশ্রমে) আত্মসহচরঃ (আত্মৈব সহচরঃ সহায়ঃ যস্য সঃ একাকী সন্) কালং (মৃগদেহাবসানং) প্রতীক্ষমাণঃ (প্রতীক্ষাং কুর্ব্বন্) সঙ্গাৎ (কস্যচিদপি সঙ্গাৎ) চ ভৃশং (নিতরাম্) উদ্বিগ্নঃ (পুনঃ ভীতঃ সন্) শুষ্কপর্ণতৃণবীরুধা (শুষ্কপর্ণাদিনা আহারেণ) বর্ত্তমানঃ (কালং নয়ন্ সঃ ভরতঃ) মৃগত্বনিমিত্তাবসানমেব (আত্মনঃ মৃগত্বনিমিত্তস্য মৃগাসক্তিজন্য-দোষস্য অবসানং সমাপ্তিমেব) গণয়ন্ (চিন্তয়ন্ অন্তে) তীর্থোদকক্লিন্নং (তীর্থোদকে ক্লিন্নম্ আর্দ্রম্ অর্দ্ধোদকস্থিতং) মৃগশরীরম্ (তং মৃগদেহম্) উৎসসর্জ্জ (ত্যক্তবান্) ॥৩১॥

অনুবাদ—রাজর্ষি ভরত সেই আশ্রমে পুনরায় সঙ্গদোষ-ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া শুষ্কপত্রতৃণলতাদি আহার-পূর্ব্বক একাকী অবস্থান করিয়া মৃগদেহাবসান-কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর, মৃগাসক্তিজন্য দোষাবসানকাল উপস্থিত হইয়াছে, বিবেচনা করিয়া তত্রত্য তীর্থোদকে স্বীয় কলবরের অর্দ্ধাংশ নিমজ্জিত করিয়া ঐ মৃগশরীর পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৩১ ॥

ইতি অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য ও বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চম-স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

অথ কস্যচিদ্দ্বিজবরস্যাঙ্গিরসপ্রবরস্য শমদমতপঃস্বাধ্যায়াধ্যয়েন-ত্যাগ-সন্তোষ-তিতিক্ষা- প্রশ্রয়- বিদ্যানসূয়াত্মজ্ঞানানন্দযুক্তস্যাত্মসদৃশশ্রুতশীলাচাররূপৌদার্য্যগুণা নব সোদর্য্যা অঙ্গজা বভূবুঃ, মিথুনঞ্চ যবীয়স্যাং ভার্য্যায়াম্ যস্তু তত্র পুমাংস্তং পরমভাগবতং রাজর্ষিপ্রবরং ভরতমুৎসৃষ্ট-মৃগশরীরং চরমশরীরেণ বিপ্রত্বং গতমাহুঃ ॥ ১-২ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

নবম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে আরব্ধ-কর্ম্মবেশে ভরতের মৃগত্ব-প্রাপ্তির পর জড়বিপ্ররূপে জন্ম এবং ঐরূপে তাঁহার রাগাদিশূন্যতা, এমন কি, ভদ্রকালী-সম্মুখে বলিরূপে পশুবৎ নীত হইলেও নির্ব্বিকারত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

মৃগদেহ-মুক্ত হইয়া রাজর্ষি ভরত জনৈক সর্ব্বগুণসম্পন্ন ভক্তিমান্ ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। এইজন্মে ভরত, তাঁহার পূর্ব্ব-জন্ম কথা স্মরণ করিয়া, সঙ্গদোষে পাছে আবার পতন হয়—এই ভয়ে, আর কোনও ভগবদ্বিমুখ জনের সঙ্গেই মিশিলেন না, পরন্তু তাহা হইতে আত্মরক্ষার জন্য লোকচক্ষে উন্মত্ত ও জড়বৎ আচরণ দেখাইয়া, অন্তরে ভগবৎপাদপদ্মেই একান্ত অভিনিবিষ্ট হইয়া কাল হরণ করিতে লাগিলেন। ভরতের পিতা তাঁহাকে উপনয়নাদি সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া, স্বধর্ম্মোচিত শৌচাচার শিক্ষা দিতে এবং বেদাদি পাঠ করাইতে বিশেষ যত্নশীল হইলেও, তিনি (ভরত) সকল-বিষয়েই আপনাকে অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ দেখাইয়া, আত্মভাবেই মগ্ন রহিলেন। তাঁহাকে অপ্রকৃতস্থ ভাবিয়া, দ্বিপদ পশুর মত দেখিয়া, ব্যক্তি যে তাঁহার প্রতি

যেমন ব্যবহার করিত, বা যেরূপে কার্য্য করাইয়া লইতে চাহিত, তাহাতেই তিনি তুষ্ট হইয়া কাহারও প্রতিকূলাচরণ না করিয়া, জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার জনক-জননীর মৃত্যুর পর, তাঁহার বিমাতা ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা তাঁহার প্রতি কুৎসিত ব্যবহার এবং কদর্য্য কার্য্য ও আহার্য্যের ব্যবস্থা করিলেও তিনি কদাচ বিচলিত বা আত্মবিস্মৃত হইতেন না। তাঁহাদের দ্বারা নিযুক্ত হইয়া একদা গভীর রাত্রে তিনি শস্যক্ষেত্র রক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময় কোনও তস্কররাজের অনুচরেরা আসিয়া তাহাদের প্রভুর ভদ্রকালী-পূজায় তাঁহাকে বলি দিবার জন্য ধরিয়া লইয়া গেল। তস্করেরা দেবীপ্রতিমার সম্মুখে তাহাকে যখন বলি দিতে উদ্যত হইল, তখন দেবী ভগবদ্ভক্তের প্রতি এই আসুরিক অত্যাচারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিমা হইতে ভীষণ মূর্ত্তিতে বহির্গত হইলেন এবং তাহাদের খড়্গদ্বারা তাহাদিগকেই সংহার করিয়া ভক্তকে রক্ষা করিলেন। শ্রীভগবানের দ্বারা সতত সুরক্ষিত তদ্‌গতচিত্ত ভাগবতগণ এই জন্যই মহদ্‌ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলেও অণুমাত্র আত্মহারা হন না; আর তাঁহাদের অনিষ্ট-চেষ্টা যাহারা করে তাহাদেরই ঘোর অনিষ্টপাতও হইয়া থাকে।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে রাজন্,) অথ (মৃগশরীরত্যাগানন্তরম্) আঙ্গিরসপ্রবরস্য (আঙ্গিরসগোত্রজাতানাং মধ্যে প্রবরস্য শ্রেষ্ঠস্য) শমদমতপঃস্বাধ্যায়াধ্যয়নত্যাগসন্তোষতিতিক্ষাপ্রশ্রয়-বিদ্যানসূয়াত্ম-জ্ঞানানন্দযুক্তস্য (অত্র শমদমাবন্তর্বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহৌ, তপঃ অনশনাদি, স্বাধ্যায়াধ্যয়নং বেদাধ্যয়নং, ত্যাগঃ অতিথ্যাদিভ্যঃ অন্নদানাদিঃ, দৈবাল্পবেধন সন্তোষঃ, তিতিক্ষা, দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা, প্রশ্রয়ঃ, বিনয়ঃ, বিদ্যা কর্ম্মবিদ্যা, অনসূয়া পরেষু দোষানাবিষ্করণম্, আত্মজ্ঞানং দেহাদিব্যতিরিক্তভোক্তৃাত্মজ্ঞানম্ আনন্দঃ ধর্ম্মসম্পত্তিজঃ ভক্তিযোগঃ এভিঃ শমাদিভিঃ যুক্তস্য) কস্যচিৎ দ্বিজবরস্য (ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠস্য) আত্মসদৃশশ্রুতশীলাচাররূপৌদার্য্যগুণাঃ (আত্মনা স্বেন সদৃশাঃ শ্রুতাদয়ঃ গুণাঃ যেষাং তে তথাভূতাঃ) সোদর্য্যাঃ (সমানোদরাঃ একোদরসম্ভূতাঃ) নব অঙ্গজাঃ (পুত্রাঃ জ্যেষ্ঠায়াং ভার্য্যায়াং) বভূবুঃ (সংজাতাঃ), যবীয়স্যাং (কনিষ্ঠায়াং চ) ভার্য্যায়াং মিথুনং চ (স্ত্রীপুরুষযুগ্মং জাতম্)। অথ (মৃগশরীরত্যাগানন্তরং) তত্র (মিথুনে) যঃ তু পুমান্ (আসীৎ) তং পরমভাগবতং রাজর্ষিপ্রবরম্ উৎসৃষ্টমৃগশরীরম্ (উৎসৃষ্টং ত্যক্তং মৃগশরীরং যেন তং পরিত্যক্তমৃগদেহং) চরমশরীরেণ বিপ্রত্বং গতং (ব্রাহ্মণদেহপ্রাপ্তং) ভরতম্ আহুঃ (পণ্ডিতাঃ কীর্ত্তয়ন্তি যতঃ শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টঃ অভিজায়তে ইতি স্মৃতেঃ) ॥ ১-২ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্, অনন্তর আঙ্গিরস গোত্রসম্মত ব্রাহ্মণদিগের শ্রেষ্ঠ কোন এক শম, দম, বেদাধ্যয়ন, অধ্যয়ন, দান, সন্তোষ, সহিষ্ণুতা, বিনয়, বিদ্যা, অনসূয়া, আত্মজ্ঞান ও ভক্তিযোগ এবং সমাধিযুক্ত ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠা পত্নীর গর্ভে নয়টি পুত্র উৎপন্ন হইল। ঐ নয় সহোদর শাস্ত্রজ্ঞান, চরিত্র, আচার, রূপ, গুণ ও ঔদার্য্যে পিতার সমান হইলেন। ঐ ব্রাহ্মণের যে কনিষ্ঠা ভার্য্যা ছিলেন, তাঁহার গর্ভে এককালে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মিলেন। বিজ্ঞগণ বলেন,—তন্মধ্যে পুত্রসন্তানটি পরমভাগবত রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ ভরত—যিনি মৃগশরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক চরমে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥১-২॥

তত্রাপি স্বজনসঙ্গাচ্চ ভৃশমুদ্বিজমানো ভগবতঃ কর্ম্মবন্ধ-বিধ্বংসন-শ্রবণ-স্মরণ- গুণবিবরণ - চরণারবিন্দ-যুগলং মনসা বিদধদাত্মনঃ প্রতিঘাতমাশঙ্কমানো ভগবদনুগ্রহেণানুস্মৃত - স্বপূর্ব্ব - জন্মাবলিরাত্মানমুন্মত্তজড়ান্ধবধিরস্বরূপেণ দর্শয়ামাস লোকস্য ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(সঃ ভরতঃ) তত্রাপি (তস্মিন্ বিপ্রজন্মনি অপি) স্বজনসঙ্গাৎ (অন্যসঙ্গাৎ) ভৃশমুদ্বিজমানঃ আত্মনঃ প্রতিঘাতং (ভ্রংশম্) আশঙ্কমানঃ ভগবদনুগ্রহেণ (ভগবতঃ অনুগ্রহেণ এব) অনুস্মৃতস্বপূর্ব্বজন্মাবলিঃ (অনুস্মৃতা স্বীয়া স্বপূর্ব্বজন্মানাম্ আবলিঃ পরম্পরা যেন সঃ তাদৃশঃ সন্) ভগবতঃ কর্ম্মবন্ধবিধ্বংসন-শ্রবণ-স্মরণ-গুণবিবরণ-চরণারবিন্দ-যুগলং (কর্ম্মবন্ধবিধ্বংসনং শ্রবণং স্মরণং গুণানাং বিবরণং কথনঞ্চ যস্য তৎকর্ম্মবন্ধবিধ্বংসনসমর্থশ্রবণাদিযুক্তং ভগবতঃ চরণারবিন্দযুগলং) মনসা বিদধৎ (বিশেষেণ ধারয়ন্) আত্মানম্ উন্মত্তজড়ান্ধবধিরস্বরূপেণ (উন্মত্তাদিরূপেণ) লোকস্য (লোকং) দর্শয়ামাস ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—অতএব ভগবানের অনুগ্রহে ভরতের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের বিবরণসমূহ স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছিল। সেই ভরত ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াও পাছে (ভগবদ্বিমুখ) স্বজন গণের সঙ্গহেতু পুনরায় আপনার পতন হয়—ইহা আশঙ্কা করিয়া যে ভগবানের কীর্ত্তি শ্রবণ, স্মরণ ও কীর্ত্তনদ্বারা কর্ম্মজনিত বন্ধন বিধ্বংসিত হয়, মনোমধ্যে তাঁহার পাদপদ্মযুগল বিশেষরূপে ধারণ করিয়া আপনাকে লোকমধ্যে উন্মত্ত, জড়, অন্ধ ও বধিরের ন্যায় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—

নবমে জড়তা তস্য গায়ত্র্যা অপ্যশিক্ষণম্।
কেদারকর্ম্ম দেব্যা অপ্যুচ্চাটনমিতীর্য্যতে ॥ ০ ॥

কর্ম্মবন্ধবিধ্বংসনং শ্রবণাদিকং যস্য তথাভূতং চরণারবিন্দং বিশেষেণ দধৎ, লোকস্য লোকম্ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই নবম অধ্যায়ে ভরতের ব্রাহ্মণকুলে জন্ম, তথায় জড়ের ন্যায় আচরণ, গায়ত্রী শিক্ষাতেও অনিচ্ছা, কেদার কর্ম্ম এবং দেবী ভদ্রকালীর উচ্চাটনাদি বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'কর্ম্মবন্ধ-বিধ্বংসন'—ইত্যাদি, জীবের কর্ম্মবন্ধনবিনাশক শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি যাঁহার, শ্রীভগবানের তথাভূত শ্রীচরণকমল, 'মনসা বিদধৎ'—হৃদয়ে বিশেষরূপে ধারণ করতঃ। 'লোকস্য'—লোকসকলকে (উন্মত্ত, বধিরের ন্যায় দেখাইলেন।) ॥ ৩ ॥

তস্যাপি হ বা আত্মজস্য স বিপ্রঃ পুত্রস্নেহানুবদ্ধমনা আ-সমাবর্ত্তনাৎ সংস্কারান্ যথোপদেশং বিদধান উপনীতস্য চ পুনঃ শৌচাচমনাদীন্ কর্ম্মনিয়মানন্যভিপ্রেতানপি সমশিক্ষয়ৎ; অনুশিষ্টেন হি ভাব্যং পিতুঃ পুত্রেণেতি ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ বিপ্রঃ (আঙ্গিরসঃ) তস্যাপি হ বা (এবম্ভূতস্য উন্মত্তাদিবদ্ বর্ত্তমানস্য) আত্মজস্য (তনয়স্য) পুত্রস্নেহানুবদ্ধমনাঃ (পুত্রস্নেহেন অনুবদ্ধম্ আসক্তং মনঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্) আ সমাবর্ত্তনাৎ সংস্কারান্ (জড়স্য গার্হস্থ্যানধিকারাৎ সমাবর্ত্তনান্তান্ গর্ভাধানাদীন্ সংস্কারান্) যথোপদেশং (যথাবিধি) বিদধানঃ (কুর্ব্বীয়) উপনীতস্য (তস্য) চ পুনঃ অনভিপ্রেতান্ অপি পিতুঃ (সকাশাৎ) অনুশিষ্টেন (অনুশিক্ষিতেন বিবিচ্য জ্ঞাপিতেন এব) পুত্রেণ হি ভাব্যং (ভবিতব্যং) ইতি (অভিপ্রায়েণ) শৌচাচমনাদীন্ কর্ম্মনিয়মান্ (নিত্যনৈমিত্তিকাদিভেদেন নিয়তান্) সমশিক্ষয়ৎ (তং শিক্ষিতবান্ এব ন তু উপেক্ষিতবান্) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—সেই বিপ্রের চিত্ত পুত্রস্নেহে আসক্ত ছিল। সুতরাং তিনি ব্রহ্মচর্য্য সমাপন পর্য্যন্ত সমস্ত সংস্কার সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করিয়া তাঁহার উপনয়ন কার্য্য সমাধা করিলেন এবং পুনরায় ভরতের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি ভরতকে শৌচ ও আচমনাদি কর্ম্মনিয়মসমূহ বিশেষরূপে শিক্ষা দিলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—অনভিপ্রেতানিতি শশ্বদনুভূয়মান-ভগবৎস্বরূপত্বেন স্বস্য কর্ম্মানধিকারমননাৎ, পিতুঃ সকাশাৎ অনুশিষ্টেন ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনভিপ্রেতান্' — নিরন্তর ভগবৎস্বরূপ অনুভূত হওয়ায় নিজের কর্ম্মে অনধিকার বিবেচনা করায় (শৌচাচমনীয়াদি কর্ম্ম নিয়মসমূহ ভরতের অনভিপ্রেত ছিল)। 'অনুশিষ্টেন হি'—ইত্যাদি, পিতার নিকট হইতেই পুত্রের শিক্ষাগ্রহণ করিতে হয়—(এই হেতু পিতা ভরতের অনভিপ্রেত হইলেও তাঁহাকে শিক্ষা দিতেছিলেন।) ॥৪॥

স চাপি তদুহ পিতুসন্নিধাবেবাসধ্রীচীনমিব স্ম করোতি। ছন্দাংস্যধ্যাপয়িষ্যন্ সহ ব্যাহৃতিভিঃ সপ্রণবশিরস্ত্রিপদীং সাবিত্রীং গ্রৈষ্মবাসন্তিকান্ মাসানধীয়ানমপ্যসমবেতরূপং গ্রাহয়ামাস ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ চ অপি (ভরতঃ) তৎ উহ (পিত্রা কথিতং তৎ শৌচাচমনাদিকং) পিতুসন্নিধৌ (পিতুঃ অন্তিকে এব) অসধ্রীচীনমিব (পিতুঃ শিক্ষানির্বন্ধনিবৃত্তয়ে অসমীচীনমিব বিপরীতমিব) করোতি স্ম (আচরিতবান্)। ছন্দাংসি অধ্যাপয়িষ্যন্ (উপাকরণবেদব্রতাদ্যনন্তরং শ্রাবণাদিমাসেষুবেদান্ অধ্যাপয়িতুম্ ইচ্ছন্ সঃ আঙ্গিরসঃ আদৌ তাবৎ) ব্যাহৃতিভিঃ সপ্রণবশিরঃ (প্রণবসহিতাং) ত্রিপদীং সাবিত্রীং (গায়ত্রীং) গ্রৈষ্মবাসন্তিকান্ মাসান্ (চৈত্রাদিচতুরঃ মাসান্) অধীয়ানমপি (অধ্যয়নং কুর্ব্বাণমপি পুত্রম্)

অসমবেতরূপম্ (অসঙ্গতরূপং যথা ভবতি তথা) গ্রাহয়ামাস (তাবতা অপি কালেন স্বরানুপূর্ব্ব্যাদিযুক্তং ব্যবহার্য্যাদিকং তস্য ন অধিগতং অভূদিত্যর্থঃ) ॥৫॥

অনুবাদ—কিন্তু সেই ভরত পিতার শিক্ষানির্বন্ধ-নিবৃত্তির জন্য পিতার কথিত শৌচাচমনাদি বিষয়ে পিতৃসন্নিধানে অসমীচীনের ন্যায় আচরণ করিতেন অর্থাৎ যাহাতে তাঁহার পিতা তাঁহাকে অকর্ম্মণ্য জানিয়া তাঁহার শিক্ষাবিষয়ে আগ্রহ পরিত্যাগ করেন, তজ্জন্য তিনি মূত্রপুরীষাদি উৎসর্গের পূর্ব্বেই মৃত্তিকা-শৌচ ও আচমনাদি সমাধা করিতেন, কিন্তু মলমূত্রাদি পরিত্যাগের পরে শৌচাদি করিতেন না। ভরতের পিতা উত্তরকালে ভরতকে বেদাধ্যয়ন করাইতে ইচ্ছা করিয়া প্রথমতঃ বসন্ত ও গ্রীষ্মঋতুতে (চৈত্রাদি চারি-মাসে) প্রণব ও ব্যাহৃতির সহিত ত্রিপাদ গায়ত্রী শিক্ষা করাইতে চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু ঐ চারিমাসেও উহা ভরতকে আয়ত্ত করাইতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—স ভরতঃ পিতুঃ শিক্ষানির্ব্বন্ধনিবৃত্তয়ে তৎ শৌচাচমনাদিকং অসধ্রীচীনং বিপর্য্যস্তং মূত্রপুরীষোৎসর্গাদেঃ প্রাগেবাচমনমৃত্তিকাশৌচাদিকং করোতি নত্বনন্তরম। ইবেতি তস্য তদপি বস্তুতঃ সমীচীনমেবেতি। উপাকরণবেদগ্রহণাদ্যনন্তরং শ্রাবণাদিমাসেষু বেদানধ্যাপয়িষ্যামি সংপ্রতি তু জড়-মিমং গায়ত্রীন্তু শিক্ষয়ামীতি বিচার্য্য চৈত্রাদি-ভিশ্চতুর্ভিরপি মাসৈর্নিরন্তরমপি গায়ত্র্যাঃ পাদত্রয়ং পাঠয়ন্ সংপূর্ণাং তাং ধারয়িতুং ন শশাকেত্যাহ—ছন্দাংসীতি। অসমবেতরূপং যথা স্যাত্তথা ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স চ'—কিন্তু ভরত পিতার শিক্ষাদানের একাগ্রতার নিবৃত্তির নিমিত্ত সেই শৌচ আচমনাদি, 'অসধ্রীচীনম্ ইব'—বিপরীতের ন্যায় যেন, অর্থাৎ মূত্র, মল ত্যাগের পূর্ব্বেই আচমন ও মৃত্তিকাদির দ্বারা শৌচকার্য্য করিতেন, কিন্তু পরে নহে। এখানে 'ইব'—শব্দ প্রয়োগ করায়, বস্তুতঃ তাহাও ভরতের পক্ষে সমীচীনই। উপাকরণ, বেদ-গ্রহণাদির পরে শ্রাবণাদি মাসে বেদ অধ্যয়ন করাইব, সম্প্রতি জড় এই পুত্রকে গায়ত্রীই শিক্ষা প্রদান করি—এইরূপ বিচারপূর্ব্বক পিতা চৈত্র প্রভৃতি চারি-মাসেও নিয়মিতভাবে গায়ত্রীর পাদত্রয় পাঠ করাইয়াও তাহা সম্পূর্ণরূপে ধারণ করাইতে সমর্থ হইলেন না—ইহা বলিতেছেন—'ছন্দাংসি' ইত্যাদি। 'অসম-বেতরূপং'—যথাযথরূপে অভ্যাস করাইতে সমর্থ হইলেন না ॥ ৫ ॥

এবং স্বতনুজ আত্মন্যনুরাগাবেশিতচিত্তঃ শৌচাধ্যয়ন-ব্রত-নিয়ম-গুর্ব্বনল - শুশ্রূষণাদ্যোপ-কুর্ব্বাণক-কর্ম্মাণ্যনভিযুক্তান্যপি সমনুশিষ্টেন ভাব্যমিত্যসদা-গ্রহঃ পুত্রমনুশাস্য স্বয়ং তাবদনধিগতমনোরথঃ কালেনা-প্রমত্তেন স্বয়ংগৃহ এব প্রমত্ত উপসংহৃতঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—এবম্ আত্মনি (আত্মত্বেন অভিমতে) স্বতনুজে (নিজপুত্রে ভরতে) অনুরাগাবেশিতচিত্তঃ (অনুরাগেন আবেশিতং চিত্তং যেন সঃ ব্রাহ্মণঃ আঙ্গি-রসঃ) অনভিযুক্তান্যপি (তস্য পুত্রস্য অনভিমতান্যপি) শৌচাধ্যয়ন-ব্রত-নিয়ম-গুর্ব্বনল-শুশ্রূষণাদ্যোপকুর্ব্বা-ণককর্ম্মাণি (শৌচাদীনি যানি ঔপকুর্ব্বাণকস্য সাবধি-ব্রহ্মচর্য্যব্রতঃ তানি কর্ম্মাণি) সমনুশিষ্টেন (সম্যগনু-শিষ্টেন আচরিতেন পুত্রেণ) ভাব্যম্ ইতি (অবশ্যমেব শিক্ষণীয়ম্ ইতি) অসদাগ্রহঃ (অসন্ অযোগ্যঃ আগ্রহঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ দুরভিমানবান্ সন্) পুত্রং (ভরতম্) অনুশাস্য (শিক্ষিত্বাপি) তাবৎ অনধিগতমনোরথঃ (অনধিগতঃ অপ্রাপ্তঃ পুত্রপাণ্ডিত্যলক্ষণঃ মনোরথঃ যেন সঃ তাদৃশঃ) স্বয়ং প্রমত্তঃ (গৃহে আসক্তঃ সন্) অপ্রমত্তেন কালেন (মৃত্যুনা) স্বয়ংগৃহ এব উপসংহৃতঃ (মৃতঃ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—এইরূপে ঐ ব্রাহ্মণ নিজপুত্র ভরতকে আত্মস্বরূপ-জ্ঞান করাতে স্নেহাতিশয্য-নিবন্ধন তাঁহার চিত্ত পুত্রেই অভিনিবিষ্ট ছিল। আর 'পুত্রকে সুশি-ক্ষিত করা অবশ্য কর্ত্তব্য'—এই অসদাগ্রহে ব্যগ্র হইয়া পুত্রের অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিয়মিতকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্ম-চর্য্য, ব্রতচারীর শৌচ, অধ্যয়ন, ব্রত, নিয়ম এবং গুরু ও অগ্নিশুশ্রূষাদি কৃত্যসমূহ পুত্র ভরতকে শিক্ষাপ্রদান করাইবার যত্ন করিলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত আগ্রহই বিফল হইল। পুত্র পণ্ডিত হইবে বলিয়া তিনি হৃদয়ে যে আশা পোষণ করিতেছিলেন, তাহা পূর্ণ হইল না। এইরূপে তিনি গৃহে আসক্ত হইয়া আত্মবিস্মৃত হইলেন ; কিন্তু মৃত্যুর বিস্মৃতি নাই।

মৃত্যু যথাকালে আগমন করিয়া ব্রাহ্মণকে গ্রাস করিল ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—স্বতনুজে পুত্রে আত্মনি স্নেহাৎ স্বপ্রাণাদপ্যধিকে ইত্যর্থঃ। ঔপকুর্ব্বাণকস্য সাবধি ব্রহ্মচর্য্যবতঃ কর্ম্মাণি তেনানভিযুক্তানি অনাদৃতান্যপি তং পুত্রং প্রত্যনুশাস্য, অনুশাসননির্ব্বন্ধে পূর্ব্বোক্তমেব হেতুমাহ—সমন্বিতি। উপসংহৃতঃ মৃতঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্বতনুজে আত্মনি'—আত্মস্বরূপ, অর্থাৎ নিজ-প্রাণ হইতেও অধিক প্রিয় নিজ পুত্র ভরতের প্রতি—এই অর্থ। 'ঔপকুর্ব্বাণককর্ম্মাণি'—উপকুর্ব্বাণক বলিতে যে ব্রহ্মচারী বেদপাঠের পর পিতৃগৃহে গমনপূর্ব্বক গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম অবলম্বন করে, তাহার যে সকল কর্ম্ম, তাহা পুত্রের অনাদৃত হইলেও, সেই পুত্রকে শিক্ষাদান করিয়া (পিতার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না)। উপদেশপ্রদানের একাগ্রতা-বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত কারণই বলিতেছেন—'সমনুশিষ্টেন', ইত্যাদি, অর্থাৎ পিতার নিকট হইতেই পুত্রের শিক্ষাগ্রহণ করা কর্ত্তব্য। 'উপসংহৃতঃ'—(পিতা) মৃত হইলেন ॥ ৬ ॥

তথ্য—'নৈষ্ঠিক' ও 'উপকুর্ব্বাণ' ভেদে ব্রহ্মচারী দুই প্রকার। যাঁহারা যাবজ্জীবন গুরু-গৃহে থাকিয়া বেদ-অধ্যয়ন, গুরু-সেবা প্রভৃতি ব্রতাচারণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। 'উপকুর্ব্বাণ' ব্রহ্মচারিগণ নৈষ্ঠিকগণের ন্যায় যাবজ্জীবন গুরুগৃহে অবস্থান করেন না, তাঁহারা গুরুর আদেশে সমাবর্ত্তন করিয়া গৃহস্থ হন। (মনুসংহিতা, ২য় অধ্যায়, ২৪৩ শ্লোক) ॥ ৬ ॥

অথ যবীয়সী দ্বিজসতী স্বগর্ভজাতং মিথুনং সপত্ন্যা উপন্যস্য স্বয়মনুসংস্থয়া পতিলোকমগাৎ ॥৭॥

অন্বয়ঃ—অথ যবীয়সী (কনিষ্ঠা) দ্বিজসতী (তস্য ব্রাহ্মণস্য ভার্য্যা) স্বগর্ভজাতং মিথুনম্ (অপত্যদ্বয়ং) সপত্ন্যৈ উপন্যস্য (উপ সমীপে ন্যস্য সমর্প্য সপত্ন্যধীনং কৃত্বা ইত্যর্থঃ) স্বয়ম্ অনুসংস্থয়া (অনুমরণেন) পতিলোকম্ অগাৎ (পতিম্ অনুস্মৃতবতী) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর (ব্রাহ্মণের পরলোক-প্রাপ্তির পর) ব্রাহ্মণের পতিব্রতা কনিষ্ঠা পত্নী স্বীয় গর্ভসম্ভূত কন্যা ও পুত্রকে সপত্নীর হস্তে ন্যস্ত করিয়া সহমরণ-দ্বারা পতিলোকে গমন করিলেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—সপত্ন্যৈ উপন্যস্য সপত্ন্যামিতি সপ্তম্যন্তোঽপি পাঠঃ। অনুসংস্থয়া অনুমরণেন সপ্তম্যন্তপাঠেঽপ্যয়মেবার্থঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সপত্ন্যৈ'—সপত্নীর নিকট (নিজ কন্যা ও পুত্রকে) অর্পণ করিয়া, (কনিষ্ঠা পত্নী), 'অনুসংস্থয়া'—সহমরণ-দ্বারা (পতিলোকে গমন করিলেন)। এই স্থলে 'সপত্ন্যাম্'—এইরূপ সপ্তম্যন্ত পাঠেও একই অর্থ ॥ ৭ ॥

পিতুর্য্যুপরতে ভ্রাতর এনমতৎপ্রভাববিদস্ত্রয্যাং বিদ্যায়ামেব পর্য্যবসিতমতয়ো ন পরবিদ্যায়াং জড়মতিরিতি ভ্রাতুরনুশাসননির্বন্ধান্ন্যবৃৎসন্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—পিতরি উপরতে (মৃতে সতি) ত্রয্যাং (কর্ম্মকাণ্ডবিষয়ায়াং) বিদ্যায়াম্ এব পর্য্যবসিতমতয়ঃ (পর্য্যবসিতা নিশ্চয়ং গতা মতিঃ যেষাং তে তথাভূতাঃ) ন পরবিদ্যায়াম্ (আত্মবিদ্যায়াং ভগবদ্‌ভক্তিলক্ষণায়াম্ অনভিজ্ঞাঃ অতঃ) অতৎপ্রভাববিদঃ (ভরতস্য প্রভাবম্ আত্মারামত্বং ন বিদন্তি যে তে তথাভূতাঃ) ভ্রাতরঃ এনং (ভরতং) জড়মতিঃ (জড়া স্তব্ধা মতিঃ যস্য সঃ তথাভূতঃ অয়ম্) ইতি (মত্বা) ভ্রাতুঃ অনুশাসননির্ব্বন্ধাৎ (অস্য ভরতস্য অনুশাসনে শিক্ষণে যঃ পিতুঃ নির্ব্বন্ধঃ হঠঃ তস্মাৎ শিক্ষাপ্রদানাৎ) ন্যবৃৎসন্ (নিবৃত্তাঃ বভূবুঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—পিতার পরলোকপ্রাপ্তির পর ভরতের ভ্রাতৃবর্গ (নয়জন বৈমাত্রেয় ভ্রাতা) ভরতকে জড়মতি বলিয়া স্থির করিয়া ভ্রাতা ভরতের শিক্ষাদি বিষয়ে পিতার যে মহদাগ্রহ ছিল, তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলেন। ভরতের ভ্রাতৃগণের মতি ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদ-প্রতিপাদ্য কর্ম্মকাণ্ডেই আসক্ত ছিল। তাঁহাদের বুদ্ধি ভগবদ্ভক্তিলক্ষণা পরাবিদ্যায় প্রবিষ্ট হয় নাই, সুতরাং তাঁহারা ভরতের প্রভাব (আত্মারামত্ব) জানিতে পারিলেন না ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—অনুশিষ্টবতীতি শেষঃ এনমনুশিষ্টবতি পিতরি উপরতে সতীত্যন্বয়ঃ। ন্যবৃৎসন্ নিবর্ত্তিতুমৈচ্ছন্ লুড়ি বা রূপং, নিবৃত্তা ইত্যর্থঃ। উভয়থাপ্যার্ষ-

প্রয়োগঃ। ন তু পিতেব তস্মিন্নত্যাগ্রহবন্তঃ ইতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পিতরি উপরতে'—ভরতকে শিক্ষাপ্রদান করিতে করিতে পিতা মৃত হইলে—এই অন্বয়। 'ন্যবৃৎসন্'—নিবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করিলেন, ইহা 'লুড়ি বা'—এই সূত্রানুসারে লুটের আর্ষ-প্রয়োগ। ভ্রাতৃগণ তাঁহার শিক্ষাদানের আগ্রহ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু পিতার ন্যায় শিক্ষাদান বিষয়ে আগ্রহান্বিত হইলেন না—এই ভাব ॥ ৮ ॥

স চ প্রাকৃতৈদ্বিপদপশুভিরুন্মত্তজড়বধিরমূকেত্যভিভাষ্যমাণো যদা তদনুরূপাণি প্রভাষতে কর্ম্মাণি চ কার্য্যমাণঃ পরেচ্ছয়া করোতি। বিষ্টিতো বেতনতো বা যাচ্ঞয়া যদৃচ্ছয়াবোপসাদিতমল্পং বহু মৃষ্টং কদন্নং বাভ্যবহরতি পরং নেন্দ্রিয়প্রীতিনিমিত্তম্। নিত্যনিবৃত্ত-নিমিত্ত-স্বসিদ্ধবিশুদ্ধানুভবানন্দস্বাত্মলাভাধিগমঃ সুখদুঃখয়োর্দ্বন্দ্বনিমিত্তয়োরসম্ভাবিতদেহাভিমানঃ শীতোষ্ণবাতবর্ষেষু বৃষ ইবানাবৃতাঙ্গঃ পীনঃ সংহননাঙ্গঃ স্থণ্ডিলসংবেশনানুন্মর্দ্দনামজ্জনরজসা মহামণিরিবানভিব্যক্তব্রহ্মবর্চ্চসঃ কুপটাবৃতকটিরুপবীতেনোরুমসিনা দ্বিজাতিরিতি ব্রহ্মবন্ধুরিতি সংজ্ঞয়া তজ্জ্ঞজনাবমতো বিচচার ॥ ৯-১০ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ চ (জড়মতিঃ ভরতঃ) যদা প্রাকৃতৈঃ (নীচৈঃ) দ্বিপদপশুভিঃ (পশুতুল্যবিবেকশূন্যৈঃ দ্বিপদৈঃ মূর্খমনুষ্যৈঃ) উন্মত্তজড়বধিরমূকেত্যভিভাষ্যমাণঃ (হে উন্মত্ত, হে জড়, ইত্যেবং নির্দ্দিষ্টঃ ভবতি তদা) তদনুরূপাণি (উন্মত্তাদিযোগ্যান্যেব বচনানি) প্রভাষতে (কথয়তি)। (তৈঃ এব চ সঃ যদা) কর্ম্মাণি চ কার্য্যমাণঃ (ভবতি তদা) পরেচ্ছয়া (যঃ যস্মিন্ কর্ম্মণি নিযোজয়তি তস্যাজ্ঞয়া তদেব কর্ম্ম) বিষ্টিতঃ (মূল্যমন্তরেণ বলাৎ যৎ কর্ম্ম কার্য্যতে সা বিষ্টিঃ ততঃ তদনুসারতঃ) বেতনতঃ (বেতনং মূল্যসঙ্কেতঃ ততঃ তদনুসারতঃ) বা করোতি। যাচ্ঞয়া (প্রার্থনয়া) যদৃচ্ছয়া (যাচ্ঞাদিপ্রযত্নং বিনা দৈবাৎ এব) বা উপসাদিতং (প্রাপ্তং তৎ) অল্পং বহু (বা) মৃষ্টং (মধুরং) কদন্নং বা পরং (কেবলম্) অভ্যবহরতি (ভুঙ্‌ক্তে কিন্তু)। ইন্দ্রিয়প্রীতিনিমিত্তং ন (ন ইন্দ্রিয়প্রীতয়ে তদ্‌ভুঙ্‌ক্তে ইত্যর্থঃ)। যতঃ) নিত্যনিবৃত্ত-নিমিত্ত-স্বসিদ্ধবিশুদ্ধানুভবানন্দস্বাত্মলাভাধিগমঃ (সঃ ভরতঃ নিত্যং সদা নিবৃত্তং গতং নিমিত্তং সুখদুঃখনিমিত্তম্ আত্মস্বরূপতিরোধায়কং পুণ্যাপুণ্যাত্মকং কর্ম্ম যস্মাৎ সঃ উৎপাদকশূন্যঃ স্বসিদ্ধঃ অভিব্যঞ্জকশূন্যঃ নিত্যসিদ্ধঃ বিশুদ্ধঃ কেবলঃ রাগাদিরহিতঃ যঃ অনুভবঃ জ্ঞানং সঃ এব আনন্দরূপঃ স্বাত্মা, তস্য লাভঃ এবম্ভূতঃ অহমিতিজ্ঞানং, তস্য অধিগমঃ প্রাপ্তিঃ যাথাত্ম্যবিজ্ঞানম্ অস্তি যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্) দ্বন্দ্বনিমিত্তয়োঃ (দ্বন্দ্বানি শীতোষ্ণাদীনি সম্মানাবমানাদীনি নিমিত্তানি তদ্ধেতুকয়োঃ) সুখদুঃখয়োঃ অসম্ভাবিতদেহাভিমানঃ (অসম্ভাবিতঃ অনারোপিতঃ দেহাভিমানঃ যেন সঃ তাদৃশঃ আসীদিত্যর্থঃ। অতএব) বৃষঃ (বলীবর্দ্দঃ) ইব পীনঃ (পুষ্টঃ) সংহননাঙ্গঃ (সংহন্যন্তে নিবিড়ীভবন্তি অঙ্গানি যস্য সঃ তাদৃশঃ কঠিনাবয়বঃ ভরতঃ) শীতোষ্ণবাতবর্ষেষু অনাবৃতাঙ্গঃ (অনাবৃতম্ অনাচ্ছন্নম্ অঙ্গং যস্য সঃ বস্ত্রকম্বলাদিনা অনাচ্ছাদিতশরীরঃ) স্থণ্ডিলসংবেশনানুন্মর্দ্দনামজ্জনরজসা (স্থণ্ডিলসংবেশনং ভূমিশয়নম্ অনুন্মর্দ্দনং মর্দ্দনাভাবঃ, অমজ্জনং স্নানাভাবঃ তৈঃ যদ্রজঃ শরীরমালিন্যং তেন) অনভিব্যক্তব্রহ্মবর্চ্চসঃ (অনভিব্যক্তম্ অপ্রকটং ব্রহ্মবর্চ্চসং ব্রাহ্মং তেজঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ) মহামণিঃ ইব কুপটাবৃতকটিঃ (কুপটেন কুৎসিতেন মলিনেন পটেন আবৃতা আচ্ছাদিতা কটিঃ কটিদেশঃ যস্য সঃ কুৎসিতবস্ত্রাচ্ছাদিতকটিদেশঃ) উরুমসিনা (অতীবমলিনেন) উপবীতেন (যজ্ঞসূত্রেণ) দ্বিজাতিঃ ইতি ব্রহ্মবন্ধুঃ (ব্রাহ্মণাধমঃ) ইতি (চ) সংজ্ঞয়া অতজ্জ্ঞজনাবমতঃ (ন তত্ত্বতঃ তং জানন্তি যে তৈঃ অতত্ত্বজ্ঞজনৈঃ যোগীশ্বরচর্য্যানভিজ্ঞজনৈঃ অবমতঃ অবজ্ঞাতঃ নিন্দিতঃ সন্) বিচচার (বভ্রাম) ॥ ৯-১০ ॥

অনুবাদ—এদিকে নীচ-প্রকৃতি বিবেকশূন্য দ্বিপদ পশুতুল্য মনুষ্যগণ ভরতকে উন্মত্ত, জড়, বধির বা মূক বলিয়া সম্ভাষণ করিতে থাকিলে তিনিও তাহাদের সহিত তদনুরূপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন অর্থাৎ তাহাদিগের সম্ভাষণানুযায়ী তিনিও তাহাদিগের নিকট উন্মত্ত, বধির প্রভৃতির ন্যায় কথা বলিতে লাগিলেন। কেহ কোনও কর্ম্ম করাইতে ইচ্ছা করিলে তিনি তাহারই ইচ্ছায় কর্ম্ম করিতে

লাগিলেন। বিনা বেতনে কার্য্য করিয়া যে কিছু খাদ্য-দ্রব্য পাইতেন অথবা বেতন হইতে কিম্বা যাচ্ঞা দ্বারা বা দৈবাৎ যৎকিঞ্চিৎ কদর্য্য খাদ্য যাহা আসিয়া উপস্থিত হইত, তিনি তাহাই ভোজন মাত্র করিতেন, ইন্দ্রিয়প্রীতির নিমিত্ত তাহা গ্রহণ করিতেন না। যেহেতু, তিনি পূর্ব্বেই সখদুঃখোৎপাদক শুভাশুভ-কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বতঃসিদ্ধ অপ্রাকৃত অনুভবানন্দের সহিত নিজাভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণপ্রতীতি লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার সুখ-দুঃখাদির হেতু মানাপমানাদিদ্বন্দ্ব-জনিত দেহাভিমান ছিল না। তাঁহার শরীর বৃষের ন্যায় পুষ্ট ও অবয়বসকল সুদৃঢ় ছিল, তিনি শীত, উষ্ণ, বাত, বর্ষাদিতে বস্ত্রদ্বারা গাত্র আচ্ছাদন করিতেন না। ভূমি-শয়ন, তৈল-অমর্দ্দন এবং অস্নান জন্য তাঁহার দেহ মলিন হওয়ায় ব্রহ্মতেজ মহামণির ন্যায় প্রচ্ছন্ন থাকিত এবং কটীদেশে কুৎসিৎ বসন, বক্ষঃস্থলে মলিন যজ্ঞসূত্র থাকাতে অজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে ব্রাহ্মণাধম বলিয়া অবজ্ঞা করিত। তিনি সেই সকল অজ্ঞজনের দ্বারা এইরূপে অপমানিত হইয়া ভ্রমণ করিতেন ॥৯-১০॥

বিশ্বনাথ—মূল্যমন্তরেণ বলাৎ যৎ কার্য্যতে সা বিষ্টিঃ। নিত্যং সদৈব পূর্ব্বজন্মন্যপি নিবৃত্তং নিমিত্তং কর্ম্ম যস্য সঃ। স্বসিদ্ধেন স্বতএব সিদ্ধেন বিশুদ্ধেনাপ্রাকৃতেন অনুভবানন্দেন দৃষ্টেনৈব স্বাত্মনঃ স্বেষ্টদেবস্য কৃষ্ণস্য লাভাধিগমঃ লাভঃ প্রতীতির্যস্মিন্ স চ স চ সঃ। অতএব দ্বন্দ্বানি সম্মাননাবমানাদীনি তদ্ধেতুকয়োঃ সুখদুঃখয়োরকৃতদেহাভিমানঃ। অতএব নেন্দ্রিয়প্রীতিনিমিত্তমভ্যবহরতীত্যন্বয়ঃ। অপাবৃতাঙ্গঃ অনাবৃতাঙ্গঃ সংহননাঙ্গঃ অতিবলিষ্ঠগাত্রঃ স্থণ্ডিলসম্বেশনং ভূমিশয়নং অনুন্মর্দ্দনমভ্যঙ্গাদ্যভাবঃ অমজ্জনং স্নানাভাবস্তৈর্যদ্রজস্তেনানভিব্যক্তং ব্রহ্মবর্চ্চসং ব্রাহ্মং তেজো যস্য সঃ, উরুমসিনা অতিমলিনেন ॥ ৯-১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিষ্টিতঃ'—বিনা বেতনে বলপূর্ব্বক যে কার্য্য করান হয়, তাহাকে 'বিষ্টি' বলে, তাহার দ্বারা। 'নিত্য-নিবৃত্ত-নিমিত্ত'—ইত্যাদি, নিত্য অর্থাৎ সর্ব্বদাই পূর্ব্বজন্মেও যাঁহার নিমিত্ত কর্ম্ম নিবৃত্তই ছিল, সেই ভরত। 'স্বসিদ্ধ'—বলিতে স্বাভাবিকভাবেই বিশুদ্ধ অপ্রাকৃত অনুভবানন্দের সহিত নিজ ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রতীতি যাহাতে, তাহা তিনি লাভ করিয়াছিলেন। 'দ্বন্দ্ব-নিমিত্তয়োঃ' ইত্যাদি—অতএব দ্বন্দ্ব অর্থাৎ মান, অপমানাদি, তাহার হেতু যে সুখ-দুঃখাদি, তাহাতে তিনি দেহাভিমান করিতেন না। এইজন্যই ইন্দ্রিয়প্রীতির নিমিত্ত তিনি আহার গ্রহণ করিতেন না—এই অন্বয়। 'অপাবৃতাঙ্গঃ'—তাঁহার অঙ্গ সর্ব্বদা অনাবৃত থাকিত। 'সংহননাঙ্গঃ'—তাঁহার দেহ সুপুষ্ট ও অঙ্গসমূহ সুদৃঢ় ছিল। 'স্থণ্ডিল-সম্বেশন' ইত্যাদি—ভূমিতে শয়ন, এবং তৈলমর্দ্দন ও স্নানের অভাবে ধূলারাশির দ্বারা (আচ্ছন্ন মহামণির ন্যায়) তাঁহার ব্রহ্মতেজঃ আবৃত ছিল। 'উরুমসিনা'—অত্যন্ত মলিন (বস্ত্রে তাঁহার কটিদেশ আবৃত থাকিত।) ॥ ৯-১০ ॥

যদা তু পরত আহারং কর্ম্মবেতনত ঈহমানঃ স্বাভ্রাতৃভিরপি কেদারকর্ম্মণি নিরূপিতস্তদপি করোতি কিন্তু সমং বিষমং ন্যূনমধিকমিতি ন বেদ। কণপিণ্যাক ফলীকরণকুল্মাষস্থালীপুরীষাদীন্যপ্যমৃতবদভ্যবহরতি ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—যদা তু (যস্মিন্ কালে সঃ ভরতঃ) পরতঃ (পরেভ্যঃ) কর্ম্মবেতনতঃ) (কর্ম্মমূল্যেন আহারম্ (অন্নপানাদিকম্) ঈহমানঃ (অপেক্ষমানঃ ভবতি তদা) স্বভ্রাতৃভিঃ অপি (নিজভ্রাতৃভিঃ অপি আহারাদিলোভেন) কেদারকর্ম্মণি (শালিক্ষেত্রে কর্দ্দমবিলোড়নাদৌ) নিরূপিতঃ (নিযুক্তঃ সন্) তদপি করোতি (অনুতিষ্ঠতি) কিন্তু (অত্র কর্দ্দমস্য প্রক্ষেপে ক্ষেত্রং) সমং (স্যাৎ, ইতঃ অস্মাৎ স্থানাৎ কর্দ্দমস্য উদ্ধরণে) বিষমং (স্যাৎ উতঃ) ন্যূনম্ অধিকং (বা স্যাৎ) ইতি ন বেদ (ন জানাতি)। কণপিণ্যাকফলীকরণকুল্মাষস্থালীপুরীষাদীনি অপি (কণাঃ চূর্ণতণ্ডুলাঃ, পিণ্যাকং তৈলযন্ত্রোত্থিতং তিলকিট্টং, ফলীকরণং তুষাঃ, কুল্মাষাঃ, কীটদষ্টমাষাঃ স্থালীপুরীষং স্থালীলগ্নং দগ্ধান্নং তানি ভ্রাতৃভিঃ দত্তানি কণাদীনি চ) অমৃতবৎ অভ্যবহরতি (ভুঙ্‌ক্তে) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—যখন তিনি পরের নিকট হইতে কর্ম্মমূল্যস্বরূপে আহার মাত্র পাইবার অপেক্ষা করিতেন, তখন তাঁহার ভ্রাতারাও তাহাকে আহারের

লোভ দেখাইয়া শালীক্ষেত্রের কর্দ্দমবিলোড়নাদি কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। তিনিও তাহাই করিতেন। কিন্তু কিরূপে কর্দ্দম প্রক্ষেপ করিলে ক্ষেত্র সম, বিষম, নিম্ন বা উন্নত হইবে—ইহা তিনি জানিতেন না। তাঁহার ভ্রাতৃগণ তণ্ডুলকণা, পিণ্যাক (খইল), তুষ, কীটদষ্ট মাষ বা পাকস্থলীলগ্ন দগ্ধ অন্ন প্রভৃতি আহার করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে যাহা কিছু প্রদান করিতেন, তিনি তাহাই অমৃতের ন্যায় ভোজন করিতেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—কর্ম্মবেতনতঃ কর্ম্মমূল্যেন আহারমীহমনো যদা ভবতি তদা স্বভ্রাতৃভিরিতি সর্ব্বং দিনং কর্ম্ম কারয়িত্বা আহারমাত্রং চেদন্যে দদতি তর্হি বয়মেব তথা কারয়ামঃ অপ্রতিষ্ঠা চ ন-স্তাবতী ন ভবিষ্যতীতি মত্বেতি ভাবঃ। কর্দ্দমবিলোড়নাদিকর্ম্মণি অত্র কর্দ্দমস্য প্রক্ষেপে ক্ষেত্রং সমং ভবেদিত উদ্ধরণে বিষমং ভবেদিত্যাদি তু ন বেদ। পিণ্যাকং তৈলযন্ত্রোদ্ধৃতং তিলকিট্টং, ফলীকরণং তুষঃ, কুল্মাষাঃ কীটবিদ্ধমাষাঃ, স্থালীপূরীষং স্থালীলগ্নং দগ্ধান্নং, তদাদীনি ভ্রাতৃভির্দত্তানি ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কর্ম্মবেতনতঃ'—কর্ম্মের বেতনরূপে অপরের নিকট হইতে যখন আহারমাত্র লাভের ইচ্ছা করিতেন, তখন 'স্বভ্রাতৃভিঃ অপি'—সারাদিন কাজ করাইয়া আহারমাত্র যদি অপরে দেয়, তবে আমরাও সেইরূপ করাইব, ইহাতে আমাদের কোন অপ্রতিষ্ঠাও (দুর্নামও) হইবে না—এইরূপ মনে করিয়া নিজ ভ্রাতৃগণও তাঁহাকে ধান্যক্ষেত্রের কার্য্যে নিযুক্ত করিল। 'কর্দ্দম-বিলোড়নাদি-কর্ম্মণি'—এই স্থানে কর্দ্দম নিক্ষেপ করিলে ক্ষেত্র সমতল হইবে, এখান হইতে মৃত্তিকা উঠাইয়া লইলে উহা বিষম (অসমতল) হইবে, ইত্যাদি কিছুই তিনি জানিতেন না। 'পিণ্যাকং'—তিল প্রভৃতির খৈইল, 'ফলীকরণ' বলিতে তুষ, 'কুল্মাষ'—কীট-দূষিত কলাই, 'স্থালীপূরীষ'—পাকভাণ্ডে সংলগ্ন দগ্ধ অন্ন প্রভৃতি। 'তদাদীনি'—ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত সেই সকল খাদ্যবস্তু (তিনি অমৃতের ন্যায় ভোজন করিতেন।) ॥ ১১ ॥

অথ কদাচিৎ কশ্চিদ্ বৃষলপতির্ভদ্রকাল্যৈ পুরুষ পশুমালভতাপত্যকামঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরং) কদাচিৎ কশ্চিৎ বৃষলপতিঃ (শূদ্রসামন্তশ্চৌররাজঃ) অপত্যকামঃ (পুত্রার্থী সন্) ভদ্রকাল্যৈ (দেব্যৈ বলিং দাতুং) পুরুষপশুম্ আলভত (আলব্ধুং প্রবৃত্তঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর একদিন কোন এক শূদ্রসামন্ত-চৌররাজ পুত্রকামনায় ভদ্রকালীর নিকট নরপশু বলিদান করিতে উদ্যোগ করিল ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—বৃষলপতিঃ শূদ্রসামন্তশ্চৌররাজঃ। আলভত আলব্ধুং প্রবৃত্তঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বৃষলপতিঃ'—এক শূদ্র সামন্ত চৌররাজ। 'আলভত'—(নরপশু) বলি দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল ॥ ১২ ॥

তস্য হ দৈববিমুক্তস্য পশোঃ পদবীং তদনুচরাঃ পরিধাবন্তো নিশি নিশীথসময়ে তমসাবৃতায়ামনধিগতপশব আকস্মিকেন বিধিনা কেদারান্ বীরাসনেন মৃগবরাহাদিভ্যঃ সংরক্ষমাণমঙ্গিরঃপ্রবরসুতমপশ্যন্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(তদা) তস্য হ (এবং কৃতসঙ্কল্পস্য বৃষলপতেঃ) দৈববিমুক্তস্য (দৈবাৎ বন্ধনবিমুক্তস্য হস্তাৎ নির্গতস্য মরণভয়াৎ পলায়িতস্য) পশোঃ (পুরুষপশোঃ) পদবীং (মার্গং) পরিধাবন্তঃ (পরিতঃ ধাবন্তঃ অন্বেষমাণাঃ) তদনুচরাঃ (তস্য রাজ্ঞঃ অনুচরাঃ ভৃত্যাঃ) অনধিগতপশবঃ (পশুম্ অপ্রাপ্য) তমসাবৃতায়াং (তমসা ব্যাপ্তায়াং ঘোরান্ধকারাচ্ছন্নায়াং) নিশি (রাত্রৌ) নিশীথসময়ে (অর্দ্ধরাত্রাবসরে) আকস্মিকেন বিধিনা (আকস্মিকঃ দৈবনির্ম্মিতঃ বিধিঃ প্রকারঃ তেন সহসা) বীরাসনেন (ঊর্দ্ধাবস্থানেন) মৃগবরাহাদিভ্যঃ কেদারান্ (ধান্যক্ষেত্রাণি) সংরক্ষমাণম্ অঙ্গিরঃপ্রবরসূতং (ব্রাহ্মণতনয়ং তং তাদৃশং ভরতম্) অপশ্যন্ (দদৃশুঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—তাঁহার সেই পুরুষপশু দৈবক্রমে বন্ধনভ্রষ্ট হইয়া পলায়ন করিল। ঐ দস্যুরাজের অনুচরগণ সেই পশুর অনুসন্ধান করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইল। কিন্তু কোথাও পশু প্রাপ্ত হইল না। ভ্রমণ করিতে করিতে ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রি দ্বিপ্রহর সময়ে অকস্মাৎ এক ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া

দেখিতে পাইল যে আঙ্গিরসগোত্রোদ্ভূত ব্রাহ্মণতনয় কোন একটি উর্দ্ধস্থানে উপবেশন করিয়া মৃগ ও বরাহাদি পশুকুল হইতে ক্ষেত্র রক্ষা করিতেছেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—দৈবাদ্বন্ধনবিমুক্তস্য পলায়িতস্য পুরুষপশোঃ, বীরাসনেন উর্দ্ধাবস্থানেন ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দৈবাৎ'—দৈবক্রমে বন্ধন হইতে 'বিমুক্ত', অর্থাৎ পলায়িত নরপশুর (অনুসন্ধান করিতে করিতে ঐ দস্যুরাজের অনুচরগণ চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইয়া), 'বীরাসনেন'—উর্দ্ধাসনে উপবিষ্ট (ভরতকে দেখিতে পাইল।) ॥ ১৩ ॥

অথ ত এনমনবদ্যলক্ষণমবমৃষ্য ভর্ত্তৃকর্ম্মনিষ্পত্তিং মন্যমানা বদ্ধ্বা রশনয়া চণ্ডিকাগৃহমুপনিন্যুর্মুদা বিকসিতবদনাঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—অথ তে (রাজ্ঞঃ অনুচরাঃ) এনং (ভরতম্) অনবদ্যলক্ষণং (পশুলক্ষণযুক্তং স্থৌল্যাদিগুণসম্পন্নম্) অবমৃষ্য (জ্ঞাত্বা) ভর্ত্তৃকর্ম্মনিষ্পত্তিম্ মন্যমানাঃ (অনেনৈব ভর্ত্তুঃ প্রভোঃ কর্ম্মণঃ নিষ্পত্তিঃ ভবিষ্যতি ইতি নিশ্চিত্য) রশনয়া (রজ্জ্বা) বদ্ধ্বা মুদা (হর্ষেণ) বিকসিতবদনাঃ (প্রফুল্ল-বদনাঃ সন্তঃ) চণ্ডিকাগৃহং (চণ্ডিকাকায়াঃ ভদ্রকাল্যাঃ গৃহম্ উপনিন্যুঃ (তং ভরতং নীতবন্তঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তাহারা ঐ ভরতকে সমুদয় সুলক্ষণ-সম্পন্ন পুরুষ-পশু বিবেচনা করিয়া, ইহার দ্বারাই প্রভুর কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারিবে, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তাহাকে (ভরতকে) রজ্জুদ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক হর্ষোৎফুল্ল সহাস্যবদনে চণ্ডিকার মন্দিরে লইয়া গেল ॥ ১৪ ॥

অথ পণয়স্তং স্ববিধিনাভিষিচ্যাহতেন বাসসাচ্ছাদ্য ভূষণালেপস্রক্তিলকাদিভিরুপস্কৃতং ভুক্তবন্তং ধূপদীপ-মাল্য-লাজ - কিশলয়াঙ্কুর - ফলোপহারোপেতয়া বৈশসসংস্থয়া মহতা গীতস্তুতিমৃদঙ্গপণবঘোষেণ চ পুরুষপশুং ভদ্রকাল্যাঃ পুরত উপবেশয়ামাসুঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—অথ পণয়ঃ (চৌরাঃ) তম্ (আঙ্গিরসসুতং ভরতং) স্ববিধিনা (স্বকল্পিতবিধ্যনুসারেণ) অভিষিচ্য (স্নাপয়িত্বা) অহতেন (নূতনেন অচ্ছিন্নেন বা) বাসসা (বস্ত্রেণ) আচ্ছাদ্য ভূষণালেপস্রক্তিলকাদিভিঃ (পশুযোগ্যালঙ্কারগন্ধচন্দনমাল্যাদিভিঃ) উপস্কৃতম্ (অলঙ্কৃতং কৃত্বা) ভুক্তবন্তং (ভোজয়িত্বা চ) পুরুষপশুং (পুরুষঃ এব পশুঃ তং নরপশুত্বেন কল্পিতং ভরতং) ধূপদীপমাল্যলাজকিশলয়াঙ্কুরফলোপহারোপেতয়া (ধূপাদিতিঃ উপেতয়া যুক্তয়া) বৈশসসংস্থয়া (হিংসাবিধানেন) মহতা গীতস্তুতিমৃদঙ্গপণবঘোষেণ চ (গীতাদিঘোষেণ চ সহ) ভদ্রকাল্যাঃ পুরতঃ (সমীপে অধোবদনং কারয়িত্বা) উপবেশয়ামাসুঃ (স্থাপিতবন্তঃ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর চৌরগণ সেই অঙ্গিরসপুত্র ভরতকে তাহাদের স্বকল্পিত বিধানানুসারে স্নান করাইয়া নূতন বস্ত্র দ্বারা তাঁহার অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া দিল এবং পশুযোগ্য অলঙ্কার, গন্ধ, তিলক, চন্দন, মাল্যাদি দ্বারা বিভূষিত করাইয়া তাঁহাকে ভোজন করাইল। ভোজনান্তে তাহাদের কল্পিত পুরুষ-পশুকে (ভরতকে) ধূপ, দীপ, মাল্য, লাজ, নূতনপত্র, দূর্ব্বাঙ্কুর ও ফলাদি-উপহার দ্বারা হিংসাবিধিবিহিত পূজা সমাপন-পূর্ব্বক উচ্চগীত, স্তুতি এবং মৃদঙ্গ পণবাদির সুমহৎ নির্ঘোষের সহিত ভদ্রকালীর সমীপে (অধোবদন করাইয়া) উপবেশন করাইল ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—পণয়শ্চৌরাণাং পুরোহিতাঃ অহতেন নূতনেন বৈশসসংস্থয়া হিংসাবিধানেন যুক্তম্ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পণয়ঃ'—চৌরদের পুরোহিতগণ। 'অহতেন'—নূতন (বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করাইয়া), 'বৈশস-সংস্থয়া'—হিংসাকালীন বিধান অনুসারে ॥ ১৫ ॥

অথ বৃষলরাজপণিঃপুরুষপশোরসৃগাসবেন দেবীং ভদ্রকালীং যক্ষ্যমাণস্তদভিমন্ত্রিতমসিমতিকরালং নিশিতমুপাদদে ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—অথ বৃষলরাজপণিঃ (বৃষলরাজস্য পণিঃ মুখ্য পুরোহিতত্বেন বর্ত্তমানঃ চৌরঃ) পুরুষপশোঃ (পশুত্বেন উপকল্পিতস্য পশোঃ ভরতস্য) অসৃগাসবেন (অসৃক্ রক্তম্ এব আসবং মদ্যং তেন মাদকরুধিরেণ) দেবীং ভদ্রকালীং যক্ষ্যমাণঃ (তর্পয়িষ্যমাণঃ

তর্পয়িতুমিচ্ছন্) তদভিমন্ত্রিতং (ভদ্রকালীমন্ত্রেণ অভিমন্ত্রিতম্) অতিকরালং (স্বরূপেনাতিভয়ঙ্করং) নিশিতং (শাণিতং, তৈলধৌতম্) অসিং (খড়্গম্) উপাদদে (জগ্রাহ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—তৎপরে দস্যুরাজের মুখ্য পৌরহিত্য-কর্ম্মে যে চৌর নিযুক্ত হইয়াছিল, সে ঐ উপকল্পিত পুরুষপশুর শোণিতাসব দ্বারা ভদ্রকালী দেবীর তর্পণ বিধান-কামনায় ভদ্রকালী-মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া একটি ভীষণ তীক্ষ্ণধার খড়্গ গ্রহণ করিল ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—বৃষলরাজস্য পণিঃ মুখ্যঃ পুরোহিতঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বৃষলরাজ-পণিঃ'—শূদ্র-রাজের মুখ্য পুরোহিত ॥ ১৬ ॥

ইতি তেষাং বৃষলানাং রজস্তমঃপ্রকৃতীনাং ধন-মদরজ-উৎসিক্তমনসাং ভগবৎকলাধীরকুলং কদর্থী-কৃত্যোৎপথেন স্বৈরং বিহরতাং হিংসাবিহারাণাং কর্ম্মাতিদারুণং যদ্‌ব্রহ্মভূতস্য সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মর্ষিসুতস্য নির্ব্বৈরস্য সর্ব্বভূতসুহৃদঃ সূনায়ামপ্যননুমতমালভনং তদুপলভ্য ব্রহ্মতেজসাতিদুর্ব্বিষহেণ দন্দহ্যমানেন বপুষা সহসোচ্চচাট সৈব দেবী ভদ্রকালী ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—ইতি (ইত্যেবং প্রকারং) রজস্তমঃ-প্রকৃতীনাং (রজস্তমোভ্যাং ব্যাপ্তা প্রকৃতিঃ যেষাং তেষাং রজস্তমঃপ্রচুরাণাং) ধনমদরজ-উৎসিক্তমনসাং (ধনমদঃ এব রজঃ তেন উৎসিক্তং ত্যক্তমর্য্যাদং মনঃ যেষাং তেষাং ধনগর্ব্বেণ বিচলিতচিত্তানাং) ভগবৎ-কলাধীরকুলং (ভগবতঃ কলা অংশঃ তদ্‌যুক্তং ধীরাণাং ব্রাহ্মণানাং কুলং) কদর্থীকৃত্য (তুচ্ছীকৃত্য) উৎপথেন (দুর্ম্মার্গেণ) স্বৈরং (স্বেচ্ছয়া) বিহরতাং (প্রবর্ত্তমানানাং) হিংসাবিহারাণাং (হিংসা এব বিহারঃ যেষাং তেষাং হিংসয়া জীবিকানির্ব্বাহং কুর্ব্বতাং) তেষাং বৃষলানাং (বৃষঃ ধর্ম্মঃ লীয়তে নাশ্যতে এভিঃ ইতি বৃষলঃ শূদ্রঃ তেষাং শূদ্রাণাং) সূনায়াম্ (আপৎকালে) অপি অননুমতম্ (অননু-জ্ঞাতং) সর্ব্বসুহৃদঃ (সর্ব্বত্রবন্ধুভাবাপন্নস্য) অত-এব নির্ব্বৈরস্য (শত্রুরহিতস্য) ব্রহ্মভূতস্য (ভগবদ্-গতাত্মনঃ) ব্রহ্মর্ষিসুতস্য (ব্রহ্মর্ষেঃ অঙ্গিরসঃ সুতস্য ভরতস্য) অতিদারুণং (সর্ব্বথা অকর্ত্তব্যং) যৎ আলভনং (ব্রহ্মহিংসাত্মকং ভগবদ্‌বিরোধং) কর্ম্ম তৎ উপলভ্য (জ্ঞাত্বা) সা এব দেবী ভদ্রকালী অতি দুর্ব্বিষহেণ (সোঢ়ুম্ অশক্যেন) ব্রহ্মতেজসা দন্দহ্য-মানেন (অতিতরাং দহ্যমানেন দগ্ধীভূতেন) বপুষা (দেহেন) সহসা (তৎক্ষণাদেব) উচ্চচাট (প্রতিমাং ত্যক্ত্বা বহিঃ নির্গতা বভূব) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—ঐ দস্যুগণের প্রকৃতি রজ ও তমো-গুণে আচ্ছন্ন ছিল এবং উহাদের মন ধনমদে মত্ত হওয়ায় মর্য্যাদাশূন্য হইয়াছিল, সুতরাং উহারা ভগ-বানের অংশযুক্ত ব্রাহ্মণকুলকে তুচ্ছ করিয়া স্বেচ্ছা-চারী হইয়া কুপথে বিচরণ করিতেছিল, হিংসাই তাহাদের ক্রীড়োৎসব হইয়াছিল। এই সকল কারণেই উহারা পূর্ব্বোক্তপ্রকার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। সর্ব্বভূতসুহৃদ্ সুতরাং শত্রুহীন, ভগবদ্‌গতচিত্ত, ব্রহ্মর্ষি-নন্দনের বধ আপৎকালীন লৌকিক হত্যা-বিধিরও অনুমোদিত নহে। সুতরাং দেবী সেই-সকল ধর্ম্মবিলোপ-সাধনপ্রয়াসী শূদ্রগণের অতি দারুণ, সর্ব্বদা অকর্ত্তব্য ব্রহ্মহিংসাত্মক ভগবদ্‌বিরোধের বিষয় বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার দেহ ব্রহ্মতেজো-দ্বারা অতিশয় সন্তপ্ত হইতে থাকিল। তাই তিনি অবিলম্বে প্রতিমা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বহির্গত হইলেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—ভগবতঃ কলানামবতারাণাং বীরাঃ সেনান্যো যে ভক্তাস্তেষাং কুলং কদর্থীকৃত্য দুঃখয়িত্বা স্বৈরং বিহরতাং যৎ কর্ম্ম তদুপলভ্য দেবী উচ্চচাট প্রতিমাং ভিত্ত্বা বহির্নির্জগাম। যদ্বা, সৈব প্রতিমারূপা দেব্যেব উচ্চচাট ভরততেজসা ছিন্নভিন্না বভূব, ন তু তদীয়াসিনা ভরতশ্ছিন্নো বভূব ইত্যেবকারার্থো ব্যক্তঃ। সূনায়ামাপৎকালে স্বরক্ষার্থমনুজ্ঞাতায়ামপি হিংসায়াম-ননুজ্ঞাতং সর্ব্বথৈব নিষিদ্ধমালভনমিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভগবৎকলা-বীরকুলং'—শ্রীভগবানের কলা বলিতে অবতারবৃন্দের মধ্যে যাঁহারা 'বীর', অর্থাৎ সেনানী-স্বরূপ যে ভক্তগণ, তাঁহাদের কুলকে, (এই স্থলে 'ধীরকুলং'—এইরূপ পাঠান্তর আছে।) 'কদর্থীকৃত্য'—দুঃখপ্রদান করতঃ, স্বেচ্ছানুসারে অসৎপথে বিচরণকারী সেই শূদ্রগণের যে কর্ম্ম, তাহা জানিতে পারিয়া দেবী (ভদ্রকালী)

'উচ্চচাট'—প্রতিমা ভেদ করিয়া বহির্গতা হইলেন। অথবা—সেই প্রতিমরূপা দেবীই ভরতের তেজে ছিন্নভিন্না হইলেন, কিন্তু তদীয় অসির দ্বারা ভরত ছিন্ন হন নাই—এইরূপে 'সৈব'—এই স্থলের 'এব'-কারের অর্থ ব্যক্ত হইল। 'সূনায়াম্ অপি'—আপৎকালে স্বরক্ষার্থে অনুমোদিত হিংসাতেও যাহা অননুজ্ঞাত, অর্থাৎ এতাদৃশ মহাপুরুষের হত্যা সর্ব্বপ্রকারেই নিষিদ্ধ—এই অর্থ ॥ ১৭ ॥

— —

ভৃশমমর্ষরোষাবেশরভসবিলসিত-ভ্রূকুটিবিটপকুটিলদংষ্ট্রারুণেক্ষণাটোপাতিভয়ানকবদনা হন্তুকামেবেদং মহাট্টহাসমতিসংরম্ভেণ বিমুঞ্চন্তী তত উৎপত্য পাপীয়সাং দুষ্টানাং বৃষলানাং তেনৈবাসিনা বিবৃক্তশীর্ষ্ণাং গলাৎ স্রবন্তমসৃগাসবমত্যুষ্ণং সহ গণেন নিপীয়াতিপানমদবিহ্বলোচ্চৈস্তরাং স্বপার্ষদৈঃ সহ জগৌ ননর্ত্ত চ বিজহার চ শিরঃকন্দুকলীলয়া ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—ভৃশম্ (অত্যন্তম্) অমর্ষরোষাবেশরভসবিলসিতভ্রূকুটিবিটপকুটিলদংষ্ট্রারুণেক্ষণাটোপাতিভয়ানকবদনা (অমর্ষঃ অপরাধাসহনং, রোষশ্চ বপুষঃ দাহনং তয়োঃ অমর্ষরোষয়োঃ যঃ আবেশঃ, তস্য রভসেন বেগেন বিলসিতঃ উজ্জৃম্ভিতঃ প্রকাশিতঃ যঃ ভ্রূকুটিলক্ষণঃ বিটপঃ শাখা, কুটিলাঃ দংষ্ট্রাশ্চ অরুণানি ঈক্ষণানি চ, তেষাম্ আটোপঃ সম্ভ্রমঃ তেন অতিভয়ানকং বদনং যস্যাঃ সা তথাভূতা সতী) ইদং (বিশ্বং) হন্তুকামা (হন্তুম উদ্যতা) ইব অতিসংরম্ভেণ (অতীব ক্রোধেন মহাট্টহাসং বিমুঞ্চন্তী (মহান্তম্ অট্টহাসং সনাদহাসং কুর্ব্বতী সতী) ততঃ (প্রতিমারূপাৎ স্থানাৎ সহসা) উৎপত্য পাপীয়সাং (পাপিষ্ঠানাং) দুষ্টানাং তেনৈব অসিনা বিবৃক্তশীর্ষ্ণাং (বিবৃক্তানি ছিন্নানি শীর্ষ্ণাণি যেষাং তেষাং ছিন্নমস্তকানাং) বৃষলানাং (তেষাং শূদ্রানাং) গলাৎ স্রবন্তম্ অত্যুষ্ণম্ অসৃগাসবং (রুধিররূপং মদ্যং) সহ গণেন (ডাকিন্যাদিগণেন সহ) নিপীয় (পীত্বা) অতিপানমদবিহ্বলা (অতিশয়শোণিতপানেন যঃ মদঃ তেন বিহ্বলা বিবশা অতিশয় রুধিরপানোন্মত্তা সা ভদ্রকালী তদা) স্বপার্ষদৈঃ ডাকিন্যাদিভিঃ সহ উচ্চৈঃ তরাম্ (অতিশয়েন) জগৌ (গানং কৃতবতী) ননর্ত্ত (নর্ত্তনং কৃতবতী ততঃ) চ ; শিরঃ কন্দুকলীলয়া (তেষাং শিরাংসি এব কন্দুকাণি তেষাং লীলয়া ক্রীড়য়া) বিজহার চ (চিক্রীড়ে চ, বিহারং কৃতবতীত্যর্থঃ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—আত্যন্তিক অসহিষ্ণুতা ও ক্রোধাবেশজনিত বেগে তাঁহার ভ্রূকুটী-শাখা সঞ্চালিত, কুটিলদংষ্ট্রা বহির্গত এবং আরক্তলোচন বিঘূর্ণিত হইতে থাকিল। তাহাতে তাঁহার মুখমণ্ডল ভয়ঙ্কর আকৃতি ধারণ করিল। তিনি যেন এই বিশ্ব সংহার করিবার জন্যই অতীব ক্রোধভরে মহান্ অট্টহাস্য করিতে করিতে প্রতিমা হইতে বহির্গত হইয়া সেই পাপিষ্ঠ দুষ্ট শূদ্রগণের মস্তক তাহাদিগের সেই খড়্গ দ্বারা-ছেদন করিলেন। সেই সকল ছিন্নমস্তক ব্যক্তির গলদেশ হইতে যে রুধিররূপ অত্যুষ্ণ মদ্য নির্গত হইতে লাগিল, ভদ্রকালীদেবী স্বীয় ডাকিনী প্রভৃতি সহচরিগণের সহিত তাহা পান করিলেন। অতিশয় শোণিতপানোন্মত্ত হইয়া দেবী তখন নিজ পার্ষদবর্গের সহিত উচ্চৈঃস্বরে গান ও নৃত্য আরম্ভ করিলেন এবং ঐ সকল দস্যুগণের ছিন্ন মস্তকগুলি লইয়া কন্দুক-ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—অমর্ষোঽপরাধাসহনং তদ্ধেতুকঃ কোপশ্চ তয়োরাবেশস্য যো রভসো বেগস্তেন বিলসিতো বিজৃম্ভিতো ভ্রূকুটিলক্ষণো বিটপঃ শাখা কুটিলা দংষ্ট্রাশ্চ অরুণানীক্ষণানি চ তেষামাটোপেন প্রতাপেন অতিভয়ানকং বদনং যস্যাঃ সা ইদং জগদপি তস্যৈকস্য জগদ্বর্ত্তিনোঽপরাধেনেত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অমর্ষ-রোষাবেশ'—ইত্যাদি, অমর্ষ বলিতে অপরাধ সহ্য করিতে না পারা এবং তজ্জনিত যে কোপ, উভয়ের আবেশের যে বেগ, তাহার দ্বারা 'বিলসিত' অর্থাৎ বিজৃম্ভিত হইয়াছে ভ্রূকুটিরূপ শাখা, কুটিল দন্তরাজি এবং রক্তবর্ণ নেত্রত্রয়, তাহাদের 'আটোপে', অর্থাৎ প্রতাপের দ্বারা অতিশয় ভয়ঙ্কর বদন যাঁহার, সেই দেবী (অর্থাৎ তৎকালে অসহিষ্ণুতা ও ক্রোধের আবেশবেগে বিকট ভ্রূভঙ্গী, কুটিল তীক্ষ্ণ দন্তরাজি এবং রক্তবর্ণ নয়নত্রয়ের সমাবেশে দেবীর মুখমণ্ডল অতি ভয়ঙ্কর হইয়াছিল)।

'হন্তুকামা ইব ইদং'—তিনি যেন এই সমগ্র জগৎও, জগদ্বর্ত্তী এক ভরতের প্রতি অপরাধেই, সংহার করিতে উদ্যতা হইয়াছিলেন—এই অর্থ ॥ ১৮ ।

এবমেবখলু মহদভিচারাতিক্রমঃ কার্ৎস্ন্যেনাত্মনে ফলতি ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—এবমেব (এবম্প্রকারেণ) মহদভিচারাতিক্রমঃ (মহৎসু অভিচাররূপঃ হিংসারূপঃ অতিক্রমঃ অপরাধঃ) খলু (নিশ্চিতং) কার্ৎস্ন্যেন (সর্ব্বথা) আত্মনে (অভিচারিযুক্তানাং নৃণামেব) ফলতি (অনিষ্টং বিদধাতি) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—মহদ্ব্যক্তির প্রতি হিংসারূপ অপরাধ—এই প্রকারে অনিষ্টকর্ত্তার নিজের প্রতিই সর্ব্বতোভাবে ফলিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

ন বা এতদ্বিষ্ণুদত্ত মহদদ্ভুতং যদসম্ভ্রমঃ স্বশিরশ্ছেদ আপতিতেঽপি বিমুক্তদেহাদ্যাত্মভাবসুদৃঢ়হৃদয়গ্রন্থীনাং সর্ব্বসত্ত্বসুহৃদাত্মনাং নির্ব্বৈরাণাং সাক্ষাদ্ভগবতানিমিষারিবরায়ুধেনাপ্রমত্তেন তৈস্তৈর্ভাবৈরভিরক্ষ্যমাণানাং তৎপাদমূলমকুতশ্চিদ্ভয়মুপসৃতানাং ভাগবতপরমহংসানাম্ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে জড়ভরত-চরিতে নবমোঽধ্যায়ঃ

অন্বয়ঃ—(হে) বিষ্ণুদত্ত, (হে পরীক্ষিত,) বিমুক্তদেহাদ্যাত্মভাবসুদৃঢ়হৃদয়গ্রন্থীনাং (বিমুক্তঃ ত্যক্তঃ দেহাদৌ আত্মভাবলক্ষণঃ আত্মাভিমানরূপঃ সুদৃঢ়ঃ হৃদয়গ্রন্থিঃ বাসনাসমূহঃ যৈঃ তেষাং) সর্ব্বসত্ত্বসুহৃদাত্মনাং (সর্ব্বেষু সত্ত্বেষু প্রাণিষু সুহৃৎ মৈত্রীযুক্তঃ উপকারচিন্তকঃ আত্মা অন্তঃকরণং যেষাং তেষাং) নির্ব্বৈরাণাং (কেনাপি সার্দ্ধং শত্রুতাম্ অকুর্ব্বতাম্) অনিমিষারিবরায়ুধেন (অনিমেষঃ সর্ব্বমারকঃ কালঃ অরিবরং সর্ব্বেভ্যঃ অরিভ্যঃ চক্রেভ্যঃ বরং শ্রেষ্ঠং সুদর্শনাখ্যং চক্রং তে দ্বে আয়ুধে যস্য তেন ভক্তরক্ষণে সদৈব অপ্রমত্তেন) সাক্ষাৎ ভগবতা (স্বয়ং কালরূপিণা ভগবতা) তৈঃ তৈঃ ভাবৈঃ (প্রসিদ্ধৈঃ ভক্তবাৎসল্যশিষ্টপালনদুষ্টনিগ্রহাদ্যৈঃ রূপৈঃ) অভিরক্ষমাণানাম্ (অন্তর্য্যামিতয়া পালিতানাম্) অকুতশ্চিদ্ভয়ং (সর্ব্বত্র ভয়রহিতং যৎ) তৎপাদমূলং (ভগবতঃ চরণারবিন্দং তৎ) উপসৃতানাম্ (আশ্রয়বতাং) ভাগবত-পরমহংসানাং (নিষ্কামভক্তানাম্) আপতিতে (সমুপস্থিতে) অপি স্ব শিরশ্ছেদঃ (রূপং) যৎ অসম্ভ্রমঃ (অব্যাকুলতা) এতৎ ন বা মহদদ্ভুতং (নৈব অত্যাশ্চর্য্যং ভগবদ্ভাবপূর্ণত্বাৎ ইতি ভাবঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে বিষ্ণুরাত, যাঁহারা দেহাদিতে আত্মাভিমানরূপ দুশ্ছেদ্য হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিয়াছেন, যাঁহাদিগের হৃদয় সর্ব্বভূতের শুভানুধ্যানে নিযুক্ত, যাঁহারা কাহারও অপকার-চেষ্টা অর্থাৎ শত্রুতা করেন না, সর্ব্বমারক কাল এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অরিস্বরূপসুদর্শন-চক্রধারী ভক্ত-রক্ষণকার্য্যে সর্ব্বদা প্রমত্তভগবান্ বিষ্ণু শিষ্টপালন ও দুষ্টদলনাদি রূপে যাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন, যাঁহারা ভগবানের সর্ব্বত্র ভয়নাশক পাদমূল আশ্রয় করিয়াছেন, সেই সকল ভাগবত পরমহংস যে আপনাদের শিরশ্ছেদনকাল উপস্থিত হইলেও অব্যাকুল থাকিবেন, ইহা কিছু তাঁহাদের পক্ষে অত্যাশ্চর্য্য কথা নহে ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বসংভাবিতমেতদ্যন্মরণেঽপ্যব্যাকুলত্বং মারকেষু ক্রোধাভাবস্তত্রাহ—ন বেতি। হে বিষ্ণুদত্ত, পরীক্ষিৎ, বিমুক্তো দেহাদ্যাত্মভাবলক্ষণঃ সুদৃঢ়ো হৃদয়গ্রন্থির্যৈঃ সর্ব্বেষামেব সত্ত্বানাং স্বহন্তৃণামপি সুহৃৎস্বরূপাণাং, ন বিদ্যতে নিমিষমনবধানং যস্য তাদৃশমরিচক্রং তেন বরায়ুধেন করণেন ভগবতা কর্ত্রাপ্যপ্রমত্তেন তৈস্তৈঃ প্রসিদ্ধৈর্ভাবৈ র্ভক্তবাৎসল্যশিষ্টপালন-দুষ্টনিগ্রহাদ্যৈঃ ॥ ২০ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
পঞ্চমে নবমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, মরণকালেও অব্যাকুলতা এবং মারকগণের প্রতি ক্রোধাভাব—ইহা তো অতিশয় অসম্ভব ব্যাপার ? তাহাতে বলিতেছেন—'ন বা' ইত্যাদি। হে বিষ্ণুদত্ত ! মহারাজ পরীক্ষিৎ ! 'বিমুক্তদেহাদি'—বিমুক্ত (ছিন্ন) হইয়াছে দেহাদিতে আত্মভাবরূপ সুদৃঢ় হৃদয়গ্রন্থি যাঁহাদের, এবং 'সর্ব্বসত্ত্ব-সুহৃদাত্মনাং' — সকল

প্রাণীর, এমন কি নিজ হত্যাকারিগণের প্রতিও সুহৃৎ-স্বরূপ যাঁহারা, তাঁহাদের, 'অনিমিষারি-বরায়ুধেন'—'অনিমিষ' বলিতে যাহার নিমিষ অর্থাৎ অনবধান (অমনোযোগ, উপেক্ষা) নাই, তাদৃশ অরিচক্র (সুদর্শন-চক্র), তদ্রূপ শ্রেষ্ঠ আয়ুধের দ্বারা শ্রীভগবান্ স্বয়ংই অপ্রমত্ত হইয়া, 'তৈঃ তৈঃ ভাবৈঃ'—স্বীয় ভক্তবাৎসল্য, শিষ্টজন পালন ও দুষ্টের নিগ্রহাদি সেই সেই প্রসিদ্ধ ভাবের দ্বারা (সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতেছেন।) ।।২০

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার পঞ্চম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত নবম অধ্যায় সমাপ্ত ।। ৯ ।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের নবম অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ৫।৯ ।।

ইতি অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য ও বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত পঞ্চম-স্কন্ধের নবম অধ্যায়ের গৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

অথ সিন্ধুসৌবীরপতে রহূগণস্য ব্রজতঃ ইক্ষুমত্যাস্তটে তৎকুলপতিনা শিবিকাবাহকপুরুষান্বেষণসময়ে দৈবেনোপসাদিতঃ স দ্বিজবর উপলব্ধঃ, এষ পীবা যুবা সংহননাঙ্গো গোখরবদ্ধুরং বোঢ়ুমলমিতি পূর্ব্ববিষ্টিগৃহীতৈঃ সহ গৃহীতঃ প্রসভমতদর্হ উবাহ শিবিকাং স মহানুভাবঃ ।। ১ ।।

গৌড়ীয় ভাষ্য

দশম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে রাজা রহূগণ-কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক শিবিকাবহনে নিযুক্ত ভরতমুনি রাজার দুর্বাক্যের বাদানুবাদে তাঁহাকে চৈতন্যদান করিলে, রাজা যেরূপে ভরতকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

সিন্ধু ও সৌবীর দেশের রাজা রহূগণের শিবিকা-বহনকার্য্যে একজন বাহকের অভাব হইলে, তাঁহার প্রধান শিবিকাবাহক দৈবক্রমে উপস্থিত দ্বিজবর ভরতকেই বলপূর্ব্বক সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিল। অভিমানশূন্য ভরতও কোনও প্রতিবাদ না করিয়া শিবিকা বহন করিয়াই চলিলেন। কিন্তু, তিনি গমনকালে, পাছে পদপীড়নে প্রাণী হত্যা হয়—এই ভয়ে, অগ্রে কিয়দ্দূর দেখিয়া তবে পাদক্ষেপ করিতেছিলেন বলিয়া, অপর বাহকদের সহিত তাঁহার গতি বিষম হইয়া, শিবিকা আন্দোলিত হইতে লাগিল। তাহাতে রাজা বিরক্ত হইয়া এবং নূতন বাহক ভরতকেই তজ্জন্য দোষী জানিয়া ক্রোধবশে শ্লেষ-বাক্যে তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন। তাহাতেও দেহাভিমানশূন্য, মানাপমানসম দ্বিজবর মৌনী হইয়া, পূর্ব্বের মতই চলিতে থাকিলে, রাজা এবার তাঁহাকে কটুবাক্যে দণ্ড দিবার ভয় দেখাইলেন। এইবার ভরত কথা কহিলেন। রাজার গর্ব্বোক্তির প্রত্যেক বাক্যের প্রতিবাদ করিয়া গভীর তত্ত্বকথা শুনাইলেন। তখন অভিমান-মূঢ় মহীপতির চৈতন্যোদয় হইল। তিনি অজ্ঞানে একজন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের নিকট অপ-রাধী হইয়াছেন জানিয়া, কাতর-বচনে তাঁহার স্তুতি করিলেন ; এবং তাঁহার বাক্যাবলীর নিগূঢ়ার্থ জানি-বার জন্য তৎপ্রতিবাদে সবিনয়ে স্বাভিমত প্রকাশ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ; আর স্বীকার করি-লেন যে, তাদৃশ মহাভাগবতের চরণে অপরাধী হইলে, সেই অপরাধ শূলপাণিসদৃশ শক্তিমান পুরুষকেও সত্বর বিনাশ করে।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—অথ (অনন্তরং) সিন্ধুসৌবীরপতেঃ (সিন্ধুসৌবীরয়োঃ দেশয়োঃ অধি-পতেঃ) ব্রজতঃ (ব্রহ্মবিদ্যাশিক্ষার্থং কপিলাশ্রমং গচ্ছতঃ সতঃ) রহূগণস্য (রহূগণাখ্যস্য রাজ্ঞঃ) ইক্ষুমত্যাঃ

(নদ্যাঃ) তটে (তীরে) তৎকুলপতিনা (তেষাং শিবিকা-বাহকানাং কুলস্য পত্যা নাথেন) শিবিকাবাহক-পুরুষান্বেষণসময়ে (শিবিকায়াঃ আন্দোলিকায়াঃ যে বাহকাঃ বোঢ়ারঃ তেষাম্ অন্বেষণসময়ে) দৈবেন (কেনচিৎ প্রারব্ধেন কর্ম্মণা) উপসাদিতঃ (প্রাপিতঃ) সঃ দ্বিজবরঃ (ভরতঃ) উপলব্ধঃ (প্রাপ্তঃ বভূব। তদা চ) এষঃ পীবা (পুষ্টঃ) যুবা সংহননাঙ্গঃ (কঠিনদেহঃ) গোখরবৎ (এষঃ গৌঃ ইব খরঃ ইব চ) ধুরং (ভারং) বোঢ়ুম্ অলং (সমর্থঃ) ইতি (ধিয়া) পূর্ব্ববিশ্লিষ্টগৃহীতৈঃ (পূর্ব্বং যেন কেনচন বিশ্লিষ্ট্যা বলাৎ গৃহীতাঃ তৈঃ) সহ অতদর্হঃ (শিবিকাবাহকাযোগ্যঃ অপি) সঃ মহানুভাবঃ (পরমভাগবতঃ ভরতঃ) প্রসভং (বলাৎ) গৃহীতঃ (সন্) শিবিকাম্ উবাহ (উঢ়বান্) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—(হে রাজন্,) অনন্তর সিন্ধু ও সৌবীর দেশের রাজা রহূগণ কপিলাশ্রমে গমন করিতেছিলেন। তাঁহার প্রধান শিবিকাবাহক ইক্ষুমতী নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া আর একজন শিবিকাবাহকের অন্বেষণ করিতে করিতে দৈবযোগে উপস্থিত দ্বিজবর ভরতকে তথায় প্রাপ্ত হইল। তখন সে, এই "যুবক স্থূলকায় ও দৃঢ়াঙ্গ, গো-গর্দ্দভের ন্যায় ভারবহনে সমর্থ"—এইরূপ বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক নিয়োজিত পূর্ব্ববাহকগণের সহিত শিবিকাবহনে নিযুক্ত করিল। মহানুভব ভরত যদিও ঐ কার্য্যের উপযুক্ত ছিলেন না, তথাপি তিনি তাহাতে বলপূর্ব্বক নিযুক্ত হইয়া শিবিকা বহন করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

বহন্তং শিবিকাং স্বীয়কটূক্ত্যর্থকৃতং মুনিম্।
জ্ঞাত্বা রাজাবরুহ্যাশু তুষ্টাব দশমে স্ফুটম্ ॥০॥

তদেবং শ্রীভরতঃ কণপিণ্যাকাদিভিঃ স্বপালকেষু ভ্রাত্রাদিষু তৎপ্রতিবেশিতেষু চ কর্ম্মিত্বাদ্রাজসেষ্বপি কৃপাঞ্চকারৈব, যতো বহুকালমপি তেভ্যঃ স্বদর্শনং দদৌ। তথৈব রুষলরাজে দুরাচারসক্তত্বাদতিতামসে স্বঘাতকেঽপি কৃপাঞ্চকারৈব, যতস্তেনাপি প্রকারেণ স্বস্য দেব্যাশ্চ সাক্ষাদ্দর্শনং জন্মান্তরেঽপি তন্মুক্তিকারণং কারয়ামাসৈব। তথৈব রহূগণে জ্ঞানিত্বাৎ সাত্ত্বিকে রাজত্বোচিতরজসা শিবিকাং বাহয়ত্যপি কৃপাঞ্চকারেতি, তত্র রজস্তমসোঃ প্রকাশকত্বাভাবাৎ সত্ত্বস্য তু প্রকাশকত্বাৎ রহূগণ এব ভরতস্য ভক্তি-জ্ঞানাদিপ্রকাশো ন পূর্ব্বয়োরিতি জ্ঞাপয়ন্ তদুপাখ্যানমারভতে—অথেতি। পরমহংসত্বেন সর্ব্বত্র তস্য সাম্যস্যৌচিত্যেঽপি মহাভাগবতত্বাদেব কৃপা ব্যাখ্যেয়া, ভরতস্য ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্যাদিকং ভগবৎকৃপয়া শতগুণীবভূবেতি এতৎ কথং জ্ঞায়েতেত্যেতদর্থং রহূগণোপাখ্যানমিতি চ কেচিদাহুঃ। সিন্ধুসৌবীরদেশয়োর্নৃপস্য তেষাং শিবিকাবাহকানাং কুলপতিনা পীবা পুষ্টাঙ্গঃ সংহননাঙ্গো বলিষ্ঠশ্চ প্রসভং বলাৎকৃতং যথাস্যাত্তথা গৃহীতঃ। অলং সমর্থ ইতি মনসি বিভাব্যেত্যর্থঃ ॥১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দশম অধ্যায়ে স্ব-শিবিকার বহনকারীকে নিজ দুরুক্তির যথার্থতা-নিরূপক মুনি বলিয়া বুঝিতে পারিয়া শীঘ্র শিবিকা হইতে অবতরণপূর্ব্বক রাজা রহূগণ তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

এইরূপভাবে শ্রীভরত কণ-পিণ্যাকাদির দ্বারা প্রতিপালনকারী নিজ ভ্রাতৃগণের এবং তৎপ্রতিবেশিজনের প্রতি, তাহারা কর্ম্মিহেতু রাজস প্রকৃতির হইলেও, কৃপাই করিয়াছিলেন, যেহেতু বহুকাল পর্য্যন্ত তাহাদিগকে নিজ দর্শন প্রদান করিয়াছিলেন। সেইরূপ রুষলরাজে, যিনি দুরাচারে আসক্তহেতু অতিশয় তামসপ্রকৃতির ও নিজ ঘাতক, তাহাকেও কৃপাই করিয়াছিলেন, যেহেতু সেই প্রকারেও নিজের ও দেবীর সাক্ষাৎ দর্শন-দান এবং জন্মান্তরেও তাহাদের মুক্তির কারণ ঘটাইয়াছিলেন। তদ্রূপ রহূগণ নৃপতির প্রতি, জ্ঞানী বলিয়া সাত্ত্বিক-স্বভাববিশিষ্ট এবং রাজোচিত অহঙ্কারে (রজোগুণে) শিবিকা বহন করাইলেও কৃপাই করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে রজঃ এবং তমোগুণের প্রকাশকত্বের অভাবে, কিন্তু সত্ত্বগুণের প্রকাশকত্ব-হেতু রহূগণ নৃপতিতেই শ্রীভরতের ভক্তি ও জ্ঞানাদির প্রকাশ, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দুইজনে নহে—ইহা জ্ঞাপন করাইবার নিমিত্ত তাঁহার উপাখ্যান আরম্ভ করিতেছেন—'অথ' ইত্যাদি। পরমহংস বলিয়া সর্ব্বত্র তাঁহার সাম্য উচিত হইলেও, মহাভাগবত-হেতুই তাঁহার কৃপা—এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ভরতের ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রভৃতি শ্রীভগবানের কৃপাতে শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়া-

ছিল—ইহা কিরূপে জানা যায়, ইহার নিমিত্তই রহূগণ নৃপতির উপাখ্যান—ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। **'সিন্ধু-সৌবীর-পতেঃ'**—সিন্ধু ও সৌবীর দেশের রাজা রহূগণের। সেই শিবিকাবাহকদের নেতার দ্বারা, পুষ্টাঙ্গ ও বলিষ্ঠ বলিয়া বলপূর্ব্বক গৃহীত হইয়াছিল। **'অলম্ ইতি'**—এই ব্যক্তি ভার-বহনে সমর্থ হইবে—এইরূপ মনে মনে বিবেচনা করতঃ, এই অর্থ ॥ ১ ॥

যদা হি দ্বিজবরস্যেষুমাত্রাবলোকানুগতের্ন সমাহিতা পুরুষগতিস্তদা বিষমগতাং স্বশিবিকাং রহূগণ উপধার্য্য পুরুষানধিবহত আহ—হে বোঢ়ারঃ সাধ্বতিক্রামত কিমিতি বিষমমুহ্যতে যানমিতি ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—যদা হি (শিবিকাবাহন-সময়ে) দ্বিজ-বরস্য ভরতস্য ইষুমাত্রাবলোকানুগতেঃ (হিংসাপরি-হারার্থম্ ইষুপরিমিত প্রদেশাবলোকস্য অনুপশ্চাৎ যা গতিঃ তস্যা হেতুভূতায়াঃ) পুরুষগতিঃ (পুরুষাণাং গতিঃ) ন সমাহিতা (ন সম্যক্ আহিতা একরূপা ন অভূৎ।) তদা রহূগণঃ বিষমগতাম্ (আন্দোলিতাং বিষমমুহ্যমানাং) স্বশিবিকাম্ উপধার্য্য (জ্ঞাত্বা) অধি-বহতঃ পুরুষান্ আহ—হে বোঢ়ারঃ, (বাহকাঃ পুরুষাঃ,) কিম্ ইতি (কথং কিমর্থং ভবদ্ভিঃ) যানং (শিবিকাং) বিষমম্ উহ্যতে? সাধু অতিক্রামত (সাধু সুন্দরং যথা ভবতি তথা বহত যূয়মিতি শেষঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ— শিবিকাবহনকালে দ্বিজবর ভরত পাছে প্রাণিহিংসা হয়, এই ভয়ে ইষু অর্থাৎ বাণ-পরিমিতস্থান নিরীক্ষণ করিয়া পশ্চাৎ পাদবিক্ষেপ করিতেছিলেন, তজ্জন্য বাহকদিগের গতি অসমান হওয়ায় শিবিকা আন্দোলিত হইতেছিল, তাহা দেখিয়া রাজা রহূগণ বাহকগণকে কহিলেন—"অরে, এরূপ বিষমভাবে শিবিকা বহন করিতেছিস্ কেন? ভাল করিয়া বহন কর" ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—হিংসাপরিহারার্থমিষুমাত্রপ্রদেশাব-লোকনানন্তরমেব যা গতিস্তস্যা হেতোঃ পুরুষাণাং গতির্ন সমাহিতা ন সম্যগাহিতা একরূপা নাভূৎ ॥২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইষুমাত্রাবলোকানুগতেঃ'—দ্বিজবর ভরত হিংসা পরিহারের জন্য বাণ-পরিমিত (চারি হস্ত) স্থান অবলোকন করতঃ পাদ-বিক্ষেপ করিতেন, এইহেতু বাহকদিগের গতি **'ন সমাহিতা'** —সম্যক্ আহিত, অর্থাৎ একরূপ হইতেছিল না ॥ ২ ॥

অথ ত ঈশ্বরবচঃ সোপালম্ভমুপাকর্ণ্যোপায়াৎ তুরীয়াচ্ছঙ্কিতমনসস্তং বিজ্ঞাপয়াম্বভূবুঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (এতদ্বাক্যশ্রবণানন্তরং) তে (বাহকাঃ) সোপালম্ভং (সাক্ষেপম্) ঈশ্বরবচঃ (ঈশ্বরস্য রাজ্ঞঃ রহূগণস্য বাক্যম্) উপাকর্ণ্য (শ্রুত্বা) তুরীয়াৎ উপায়াৎ (সাম-দান-ভেদ-দণ্ডেষু উপায়েষু মধ্যে চতু-র্থাৎ দণ্ডাদিত্যর্থঃ) শঙ্কিতমনসঃ (শঙ্কিতচিত্তাঃ সন্তঃ) তং (রাজানং রহূনৃপতিং) বিজ্ঞাপয়াম্বভূবুঃ (কথিত-বন্ত) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—বাহকগণ রাজা রহূগণের এইরূপ তিরস্কার-বাক্য শ্রবণে দণ্ডভয়ে ভীত হইয়া রাজাকে নিবেদন করিল।

বিশ্বনাথ—ঈশ্বরস্য রাজ্ঞো বচঃ সোপালম্ভং সাক্ষেপম্। উপায়েষু সাম-দান-ভেদ-দণ্ডেষু মধ্যে তুরীয়াৎ চতুর্থাৎ দণ্ডাৎ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ঈশ্বর-বচঃ'—(ঈশ্বর বলিতে শাসনকর্ত্তা) রাজার তিরস্কারযুক্ত বাক্য। 'উপায়েষু' —সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড—এই চারিটি উপায়ের মধ্যে 'চতুর্থ' অর্থাৎ দণ্ড হইতে (শঙ্কিত হইয়া বাহক-গণ রাজাকে নিবেদন করিল।) ॥ ৩ ॥

ন বয়ং নরদেব প্রমত্তা ভবন্নিয়মানুপথাঃ সাধ্বেব বহামঃ, অয়মধুনৈব নিযুক্তোঽপি ন দ্রুতং ব্রজতি নানেন সহ বোঢ়ুমুহ বয়ং পারয়াম ইতি ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নরদেব, (হে রাজন্), বয়ং ন প্রমত্তাঃ (ন স্বকার্য্যেষু অনবহিতচিত্তাঃ অপি তু) ভবন্নিয়মানু-পথাঃ (ভবদাজ্ঞানুবর্ত্তিনঃ সাবধানচিত্তাঃ সন্তঃ) সাধু এব বহামঃ (সাধু যথা ভবতি তথা এব যানং বহামঃ কিন্তু) অয়ম্ অধুনা এব (ইদানীম্ এব) নিযুক্তঃ (জনঃ) অপি ন দ্রুতং (শীঘ্রং) ব্রজতি

(গচ্ছতি অতঃ) উহ (ভো রাজন্), অনেন (নব-নিযুক্তেন বাহকেন) সহ বয়ং বোঢ়ুং ন পারয়ামঃ (ন শক্নুমঃ) ইতি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, আমরা আমাদের নিজ নিজ কার্য্যে অমনোযোগী নহি ; আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া সুষ্ঠুরূপেই শিবিকা বহন করিতেছি। কিন্তু, সম্প্রতি যে ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়াছে, সে দ্রুত চলিতে পারিতেছে না বলিয়া আমরা ইহার সহিত শিবিকা বহন করিতে পারিতেছি না ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—ন বয়ং প্রমত্তাঃ কিন্তু ভগবদাজ্ঞানুবর্ত্তিন এব ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ন বয়ং প্রমত্তাঃ'—আমরা অনবহিত নহি, কিন্তু আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তীই ॥ ৪ ॥

সাংসর্গিকো দোষ এব নূনমেকস্যাপি সর্ব্বেষাং সাংসর্গিকাণাং ভবিতুমর্হতীতি নিশ্চিত্য নিশম্য কৃপণবচো রাজা রহূগণ উপাসিতবৃদ্ধোঽপি নিসর্গেণ বলাৎকৃত ঈষদুত্থিতমন্যুরবিস্পষ্টব্রহ্মতেজসং জাতবেদসমিব রজসাবৃতমতিরাহ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—রাজা রহূগণঃ কৃপণবচঃ কৃপণানাং দণ্ডভয়াৎ দীনানাং বাহকানাং বচঃ বাক্যং) নিশম্য (শ্রুত্বা) একস্যাপি (জনস্য) সাংসর্গিকঃ (সংসর্গনিমিত্তঃ) দোষঃ এব সর্ব্বেষাং সাংসর্গিকাণাং (তৎসম্বন্ধিভূতানাং পুরুষাণাং) ভবিতুম্ অর্হতি ইতি নিশ্চিত্য উপাসিতবৃদ্ধঃ (উপাসিতাঃ সেবিতাঃ বৃদ্ধাঃ যেন সঃ তাদৃশঃ) অপি নিসর্গেন (রাজস্বভাব-রূপয়া প্রকৃত্যা) বলাৎকৃতঃ (বলাৎ পরবশঃ কৃতঃ বলাৎকারবিষয়ীকৃতঃ ইত্যর্থঃ) ঈষদুত্থিতমন্যুঃ (ঈষৎ উত্থিতঃ মন্যুঃ ক্রোধঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ) রজসাবৃতমতিঃ (রজসা আবৃতা মতিঃ যস্য সঃ তথাভূতঃ রজোগুণব্যাপ্তচিত্তঃ সন্) জাতবেদ সমিব (ভস্মনা আচ্ছন্নম্ অগ্নিম্ ইব স্থিতম্) অবিস্পষ্ট-ব্রহ্মতেজসং (ন বিস্পষ্টং ব্রহ্মতেজঃ যস্মিন্ তং বেশভাবাদিভিঃ প্রচ্ছন্ন-তেজসং ভরতম্) আহ (উবাচ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—রাজা রহূগণ দণ্ডভয়-ভীত বাহকগণের কাতর-বাক্য শ্রবণ করিয়া একের সঙ্গদোষে সকলকেই দোষী হইতে হয়—এইরূপ স্থির করিলেন ; তিনি যদিও আর্য্যগণের সেবাপরায়ণ পরমধার্ম্মিক ছিলেন, তথাপি নিসর্গ অর্থাৎ রাজস্বভাববশতঃ হঠাৎ তাঁহার ঈষৎ ক্রোধের উদ্রেক হইল। রজোগুণাচ্ছন্নমতি রহূগণ ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় প্রচ্ছন্নব্রহ্মতেজঃ সম্পন্ন ভরতকে বলিলেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—নিসর্গেণ রাজত্বাদ্রাজসস্বভাবেন বলাৎকৃতঃ বলাৎকারবিষয়ীকৃতঃ। জাতবেদসমগ্নিং ভস্মাচ্ছাদিতমিব ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিসর্গেণ'—স্বভাবতঃ, অর্থাৎ তিনি রাজা বলিয়া রাজস-স্বভাবের দ্বারা 'বলাৎকৃতঃ'—বশীভূত হওয়ায় (ঈষৎ ক্রোধের সঞ্চার হইল)। 'জাতবেধসম্'—জাতবেদ বলিতে অগ্নি, ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় (প্রচ্ছন্ন ব্রহ্মতেজঃ-সম্পন্ন ভরতকে এরূপ বলিলেন।) ॥ ৫ ॥

অহো কষ্টং ভ্রাতর্ব্যক্তমুরু পরিশ্রান্তো দীর্ঘমধ্বানমেক এব ঊহিবান্ সুচিরং নাতিপীবা ন সংহননাঙ্গো জরসা চোপদ্রুতো ভবান্ সখে নো এবাপর এতে সংঘট্টিন ইতি বহু বিপ্রলব্ধোঽপ্যবিদ্যয়া রচিতদ্রব্যগুণকর্ম্মাশয়ে স্বচরমকলেবরেঽবস্তুনি সংস্থানবিশেষেঽহংমমেত্যনধ্যারোপিতমিথ্যাপ্রত্যয়ো ব্রহ্মভূতস্তূষ্ণীং শিবিকাং পূর্ব্ববদুবাহ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভ্রাতঃ, (হে সখে,) অহো কষ্টং (ইত্যাদ্যাক্ষেপাঃ বিপরীতার্থাঃ বেদিতব্যাঃ) ব্যক্তং (নিশ্চিতম্ অপি তু ত্বম্) উরুপরিশ্রান্তঃ (উরু অধিকং যথা ভবতি তথা পরিশ্রান্তঃ অসি। যতঃ) দীর্ঘমধ্বানম্ (সুদীর্ঘং পন্থানং ত্বম্ প্রাপিতবান্ ; ন কেবলং তৎ অপি তু) একঃ এব (যানম্) ঊহিবান্ সুচিরং (কালং চ যাবৎ ত্বম্ একঃ এব যানম্ ঊহিবান্। পুনশ্চ তত্রাপি) জরসা চ (বৃদ্ধত্বেন চ) উপদ্রুতঃ (ক্লান্তঃ অসি)। সখে, ভবান্ নাতি পীবা (ন স্থূলঃ) ন সংহননাঙ্গঃ (ন বা কঠিনদেহঃ অসি, যথা) নো এব (নৈব) অপরে এতে (সর্ব্বে) সংঘট্টিনঃ (তব সহচরাঃ বাহকাঃ দীর্ঘাধ্বগমনাদিকমকৃত্বৈব সুখিনঃ তিষ্ঠন্তি ?) ইতি (ইত্যেবং) বহুবিপ্রলব্ধঃ (বহু যথা ভবতি তথা বিপ্রলব্ধঃ বিপরীতলক্ষণা-ব্যঙ্গ্যবক্রোক্ত্যা তিরস্কৃতঃ উপহসিতঃ) অপি অবিদ্যয়া

(অহংকারমমকাররূপয়া) রচিতদ্রব্যগুণকর্ম্মাশয়ে (রচিতাঃ পরিণতাঃ দ্রব্যানি পঞ্চমহাভূতানি গুণাঃ শব্দাদয়ঃ জ্ঞানেন্দ্রিয়বিষয়াঃ, কর্ম্মাণি কর্ম্মেন্দ্রিয়বিষয়াঃ পুণ্যপাপানি, আশয়ঃ অন্তকরণং বাসনা বা যস্মিন্ তস্মিন্) স্বচরমকলেবরে (স্বস্য সূক্ষ্মশরীরে অতিনিকৃষ্টকলেবরে বা) অবস্তুনি (বস্তু আত্মা তদ্ভিন্নে পরমার্থবস্ত্বাত্মব্যতিরিক্তে) সংস্থানবিশেষে (হস্তপাদাদ্যবয়ববিন্যাসরূপাকারবিশেষে দেহে) অহং মম ইতি অনধ্যারোপিতমিথ্যাপ্রত্যয়ঃ (অনারোপিতঃ মিথ্যাপ্রত্যয়ঃ জ্ঞানং যেন সঃ তাদৃশঃ ভরতঃ) ব্রহ্মভূতঃ (দেহদ্বয়াবেশ-রহিতঃ সন্ রাজ্ঞঃ তিরস্কারবাক্যম্ অবিগণয্য) তূষ্ণীং পূর্ব্ববৎ (এব) শিবিকাম্ উবাহ (প্রাপিতবান্) ॥ ৬ ।

অনুবাদ—হা কষ্ট ! অহে ভাই, তুমি নিশ্চয়ই অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছ, একাকী অনেকক্ষণ অনেক পথ শিবিকা বহন করিয়া আসিলে ! বৃদ্ধত্বহেতুই অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িলে নাকি ? হে সখে, তোমার শরীর ত স্থূল নহে এবং অঙ্গ সকলও ত দৃঢ় নহে ! এ সকল বাহকও কি তোমার সঙ্গে চলিতেছে না ? রাজা রহূগণ এইরূপ পরিহাসের সহিত তিরস্কার করিলেও, স্থূল ও লিঙ্গদেহে আত্ম-বুদ্ধিরহিত ভরত মৌনী হইয়া পূর্ব্ববৎ শিবিকা বহন করিতে লাগিলেন। যেহেতু তিনি মায়ারচিত দ্রব্য (পঞ্চমহাভূত), গুণ (শব্দাদি), কর্ম (পাপপুণ্যাদি) এবং ,আশয়াত্মক (অর্থাৎ বাসনাময়) সূক্ষ্ম শরীরে অথবা হস্তপদাদি অবয়বযুক্ত, অনাত্ম স্থূলদেহে "আমি আমার"-রূপ মিথ্যাজ্ঞানের আরোপ করেন নাই ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—ভ্রাতরিত্যাক্ষেপাভিপ্রায়ম্। সংঘট্টিনঃ সঙ্গিনঃ। বিপ্রলব্ধঃ বিপরীতলক্ষণয়া উপহসিতঃ। তেন ত্বং ন শ্রান্তোঽসি যতোঽধুনৈবাত্র নিয়োজিতঃ। অতিপীবা ভবসি দৃঢ়াঙ্গশ্চ ভবসি যুবা চাসি, এতে অন্যে তব সঙ্গিনশ্চ। তদপি বিরুদ্ধগত্যা বোঢ়ুং ন শক্নোমীতি ময়ি রাজন্যপি দুষ্টতাং কিং প্রকাশয়সীত্যর্থঃ। বিপ্রলব্ধোঽপি তূষ্ণীমুবাহ। তত্র হেতুঃ, অবিদ্যয়া মায়য়া রচিতা দ্রব্যাদয়ো যস্মিন্ তত্র স্বচরমকলেবরে ন অধ্যারোপিতা মিথ্যাপ্রত্যয়ো যেন তত্র, দ্রব্যাণি ভূতানি গুণা ইন্দ্রিয়াণি কর্ম্মাণি পুণ্যপাপানি আশয়োঽন্তঃকরণং অবস্তুনি, কলেবরস্য প্রাধানিকত্বেন বস্তুত্বেঽপি স্বস্য তৎসম্বন্ধাভাবাদেবেতি ভাবঃ, যতো ব্রহ্মভূতঃ। যদ্যপি ভরতস্য তচ্ছরীরং শুকদেবাদীনামিবাপ্রাকৃতত্বাদনশ্বরং নিত্যমেব, তদপি তস্য তদানীমুৎপন্নপ্রেমত্বাদেব ভগবন্তং বিনা অন্যত্র স্বদেহাদৌ মমত্বাসম্ভবাৎ তদানীং তেন দেহেন সাক্ষাৎসেবা অলাভাদৌৎকণ্ঠ্যবৃদ্ধ্যাতিদৈন্যেনাহংত্বস্যাপ্যনর্পণাৎ সর্ব্বজ্ঞত্বেঽপি তত্র স্বদেহে প্রাকৃতত্বভানমেবাতস্তৎসম্মত্যা শ্রীশুকদেবেনাপি তৎপ্রাকৃতমিব বর্ণিতং; বস্তুতস্তু স্বসম্মত্যা তদপ্রাকৃতমেব ব্যাখ্যাতং, সা ব্যাখ্যা চ যথা অবিদ্যয়া মায়য়া ন বিহিতা দ্রব্যগুণকর্ম্মাশয়া যত্র তথাভূতে স্বস্য চরমেঽবশিষ্টে পূর্ব্বপূর্ব্বেভ্যো নষ্টেভ্যঃ কলেবরেভ্যোঽবশিষ্টেঽনশ্বরে ইত্যর্থঃ। যদ্বা, সুষ্ঠু অচরমে অনিকৃষ্টে কলেবরে কর্ম্মারব্ধত্বাভাবাদ্বস্তুনি পরমসত্যে সম্যগবস্থানবিশেষো বৈকুণ্ঠলোকো যস্য তস্মিন্নপি প্রেমোত্থদৈন্যোদয়াদেব প্রাকৃতদেহ ইব অহং মমেতি ন অধ্যারোপিতো মিথাপ্রত্যয়ো যেন সঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভ্রাতঃ' ইত্যাদি রাজার বাক্য আক্ষেপের (তিরস্কারের) অভিপ্রায়ে উক্ত হইয়াছে। 'সংঘট্টিনঃ'—তোমার সঙ্গী এই বাহকগণ। 'বিপ্রলব্ধঃ'—বিপরীত লক্ষণার দ্বারা উপহসিত হইয়াও। তাহাতে তুমি পরিশ্রান্ত হও নাই, যেহেতু এখনই ভারবাহনকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছ। তুমি স্থূলকায়, সুদৃঢ়াঙ্গ ও যুবক, তোমার এই সঙ্গিগণও তদ্রূপ, তথাপি বিরুদ্ধগতিতে বহন করিতে সক্ষম নই—এরূপ যদি বল, তাহাতে বলিতেছেন—'ময়ি' —আমি রাজা, আমার প্রতিও কি দুষ্টতা প্রকাশ করিতেছ ?—এই অর্থ। এইপ্রকারে তিরস্কৃত হইয়াও নীরবভাবে শিবিকা বহন করিতে লাগিলেন। তাহাতে কারণ—'অবিদ্যয়া' ইত্যাদি, অবিদ্যার বলিতে মায়ার দ্বারা রচিত দ্রব্যাদি যেখানে, তাদৃশ নিজ চরম কলেবরে মিথ্যা-প্রত্যয় আরোপিত হয় নাই যাহা কর্ত্তৃক, সেই দেহে ; দ্রব্য বলিতে পঞ্চভূতসকল, গুণ ইন্দ্রিয়সমূহ, কর্ম্ম—পুণ্যপাপ কর্ম্মসকল, আশয় বলিতে অন্তঃকরণ যেখানে। 'অবস্তুনি' —অবস্তু, অর্থাৎ পরমার্থ বস্তু আত্মা ব্যতিরিক্ত দেহে। কলেবরের প্রাধানিকত্ব—(প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন) বলিয়া বস্তুত্ব হইলেও, নিজের তাহার সহিত

সম্বন্ধের অভাব-বশতঃই—এই ভাব, যেহেতু তিনি 'ব্রহ্মভূতঃ'—ব্রহ্ম-স্বরূপ। (অর্থাৎ তিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া অজ্ঞান বা মায়ারচিত পঞ্চভূত, পঞ্চেন্দ্রিয়, পাপ-পুণ্য ও অন্তঃকরণযুক্ত বাস্তব সত্তা-হীন একটি আকৃতিমাত্রস্বরূপ নিজ দেহে তাঁহার 'আমি, আমার'—এরূপ মিথ্যা ধারণা ছিল না)।

যদিও শ্রীভরতের সেই শরীর শ্রীল শুকদেব প্রভৃতির ন্যায় অপ্রাকৃতত্ব-হেতু অনশ্বর এবং নিত্যই, তথাপি তাঁহার তৎকালে উৎপন্নপ্রেমত্ব-বশতঃই শ্রীভগবান্ ব্যতীত অন্যত্র নিজ দেহাদিতে মমতা না থাকায়, অর্থাৎ তৎকালে সেই দেহের দ্বারা সাক্ষাৎ ভগবানের সেবা লাভ করিতে না পারায় উৎকণ্ঠা-বৃদ্ধিজনিত অতিশয় দৈন্যহেতু অহংতারও অর্পণ না করায়, সর্ব্বজ্ঞ হইলেও সেই নিজ দেহে প্রাকৃতত্ব-ভানই হইয়াছিল, অতএব সেই অনুসারে শ্রীশুকদেব কর্ত্তৃকও তাহা প্রাকৃতের ন্যায় বর্ণনা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ কিন্তু 'স্বসম্মত্যা'—অর্থাৎ শ্রীল শুকদেবের নিজ মতানুযায়ী তাহা অপ্রাকৃতই—এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। সেই ব্যাখ্যা—যথা, অবিদ্যার অর্থাৎ মায়ার দ্বারা বিহিত হয় নাই দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম ও আশয় যেখানে, তথাভূত নিজ চরম বলিতে অব-শিষ্ট, অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব নষ্ট কলেবর হইতে যাহা অবশিষ্ট, অর্থাৎ অনশ্বর, তাদৃশ দেহে—এই অর্থ। অথবা—সুষ্ঠু অচরমে বলিতে অনিকৃষ্ট (উত্তম) কলেবরে, প্রারব্ধ কর্ম্মের অভাব-বশতঃ যাহা বস্তু-স্বরূপ পরমসত্য, তাহাতে, অর্থাৎ সম্যক্ অবস্থান-বিশেষ বৈকুণ্ঠলোক যাহার, তাহাতেও প্রেমোত্থ দৈন্যের উদয়বশতঃই প্রাকৃত দেহের ন্যায় 'আমি, আমার'—এই মিথ্যাপ্রত্যয় যিনি অরোপিত করেন নাই, সেই শ্রীভরত ॥ ৬ ॥

অথ পুনঃ স্বশিবিকায়াং বিষমগতায়াং প্রকুপিত উবাচ রহূগণঃ কিমিদমরে ত্বং জীবন্মতোঽসি মাং কদর্থীকৃত্য ভর্ত্তুঃশাসনমতিচরসি প্রমত্তস্য চ তে করোমি চিকিৎসাং দণ্ডপাণিরিব জনতায়া যথা স্বাং প্রকৃতিং ভজিষ্যসীতি ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (এতদুক্ত্যনন্তরং) পুনঃ (অপি) স্বশিবিকায়াং বিষমগতায়াং (বিষমং নীয়মানায়াং সত্যাং রহূগণঃ প্রকুপিতঃ (সন্) উবাচ,—অরে, (দুষ্ট,) ত্বং ইদং কিং (করোষি? কথং, যৎ যানং বিষমং নয়সি?) ত্বং (কিং) জীবন্মৃতঃ অসি (জীবন্ এব মৃতঃ অসি? অথবা) মাং কদর্থীকৃত্য (অনাদৃত্য) ভর্ত্তুশাসনং (ভর্ত্তুঃ স্বামিনঃ মম শাসনম্ আজ্ঞাম্) অতিচরসি (অতিক্রামসি)? প্রমত্তস্য (মম বাক্যম্ অপালয়তঃ) চ তে (তব, যথা) দণ্ডপাণিঃ (যমঃ) জনতায়াঃ (জনসমূহস্য দণ্ডং করোতি তেন চ জনঃ শুদ্ধঃ ভবতি তদ্বৎ) যথা, (যেন প্রকারেণ) স্বাং প্রকৃতিম্ (অপ্রমত্ততাং) ভজিষ্যসি (সমীচীনাং করিষ্যসি ত্বং তথা) চিকিৎসাং (দণ্ডং) করোমি ইতি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শিবিকা পুনরায় আন্দোলিত হইতেছে দেখিয়া, রাজা রহূগণ অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিতে লাগিলেন,—"অরে দুষ্ট, তুই একি করিতেছিস্? তুই জীবনসত্ত্বেও মৃত না কি? আমি তোর প্রভু, তুই আমাকে অনাদর করিয়া আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছিস? এই আজ্ঞা অপালন জন্য আমি, দণ্ডপাণি যম যেমন জন-সমূহের দণ্ডবিধান করেন, তেমনি তোর শাস্তি বিধান করিতেছি; তাহা হইলে তুই প্রকৃতিস্থ হইবি" ॥ ৭ ॥

এবং বহ্ববদ্ধমভিভাষমাণং নরদেবাভিমানং রজসা তমসানুবিদ্ধেন মদেন তিরস্কৃতাশেষভগবৎপ্রিয়-নিকেতং পণ্ডিতমানিনং স ভগবান্ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মভূতঃ সর্ব্বভূতসুহৃদাত্মা যোগেশ্বরচর্য্যায়াং নাতিব্যুৎপন্ন-মতিং স্ময়মান ইব বিগতস্ময় ইদমাহ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—এবম্ (এবম্প্রকার) বহ্ব অবদ্ধম্ (অসম্বদ্ধম্ অনন্বিতম্) অভিভাষণং (কথয়ন্তং) নরদেবাভিমানং (নরদেবঃ অহম্ ইতি অভিমানঃ যস্য তং তাদৃশম্ অভিমানবন্তং) রজসা (রজোগুণকার্য্যেণ ক্রোধেন) তমসা (চ) অনুবিদ্ধেন (সংবর্দ্ধিতেন) মদেন (তন্মূলভূতমদেন) তিরস্কৃতাশেষভগবৎপ্রিয়-নিকেতং (তিরস্কৃতাঃ অশেষাঃ সম্পূর্ণাঃ ভগবতঃ প্রিয়াঃ নিকেতাঃ আশ্রয়াঃ ভক্তাঃ যেন তং তাদৃশং) পণ্ডিতমানিনম্ (আত্মানং পণ্ডিতং মন্যমানং) যোগে-

শ্বরচর্য্যায়াং) যোগেশ্বরাণাং চর্য্যা জড়াদিবদাচরণং তস্যাং) নাতিব্যুৎপন্নমতিং (ন অত্যন্তং ব্যুৎপন্না পরিমিতা মতিঃ যস্য তং তাদৃশং রাজানং রহূগণং) সর্ব্বভূতসুহৃদাত্মা (সর্ব্বেষাং ভূতানাং সুহৃৎ চ আত্মা চ) সঃ ভগবান্ ব্রাহ্মণঃ (ভরতঃ) বিগতস্ময়ঃ (গতগর্ব্বঃ সন্) স্ময়মানঃ ইব (হসন্ ইব) ইদং (বক্ষ্যমাণং বচনম্) আহ (উক্তবান্) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—নরদেবাভিমানী রহূগণ, রজ ও তমোগুণবর্দ্ধিত মদভরে ভগবানের প্রিয়নিকেতন পরমভাগবত ভরতকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। পণ্ডিতাভিমানী রহূগণ যোগিগণের আচরণ জানিতেন না। সর্ব্বভূত সুহৃদাত্মা, দেহাভিনিবেশরহিত ভগবান্ ভরত নিরহঙ্কারে ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহাকে এই বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—অবদ্ধমনন্বিতম্। অনুবিদ্ধেন গ্রথিতেন তিরস্কৃতঃ অশেষঃ সম্পূর্ণো ভগবতঃ প্রিয়ো নিকেত আশ্রয়ো ভরতাখ্যো যেন তম্। সর্ব্বভূতসুহৃৎস্বরূপঃ স্বাপরাধিন্যপি কৃপালুরিত্যর্থঃ। পণ্ডিতমানিনমিতি তস্য কিঞ্চিন্মাত্রজ্ঞানিত্বং সর্ব্বজ্ঞত্বেনৈব জ্ঞাত্বেত্যর্থঃ। যোগেশ্বরাণাং চর্য্যা জড়াদিবদাচরণং তস্যাং তজ্জ্ঞানেনেত্যর্থঃ। স্ময়মান ইত্যসৌ স্বং জ্ঞানিনং জানাত্যথ চাজ্ঞানিবদুক্তিরিতি। ইবেতি তস্য বহিরনিষ্ক্রমাৎ। বিগতস্ময়ঃ জ্ঞানিত্বগর্ব্বরহিতঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অবদ্ধম্'—অসঙ্গত (অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যিনি বহু অসংলগ্ন কথা বলিতেছিলেন, সেই রাজাকে বলিলেন)। 'অনুবিদ্ধেন'—অনুবিদ্ধ বলিতে গ্রথিত (অর্থাৎ রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা সম্বর্দ্ধিত যে মদ, তাহাতে মত্ত হইয়া রাজা ঐরূপ অনেক অসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ করিতেছিলেন)। 'তিরস্কৃতাশেষ'—ইত্যাদি, তিরস্কৃত বলিতে অবজ্ঞাত হইয়াছে, অশেষ অর্থাৎ পরিপূর্ণ, ভগবানের প্রিয় নিকেতন, অর্থাৎ ভরত নামক আশ্রয় যাহা কর্ত্তৃক, তাঁহাকে (অর্থাৎ ভগবানের পরিপূর্ণ প্রিয় মন্দিরস্বরূপ ভরতের অবজ্ঞাকারী রাজাকে)। 'সর্ব্বভূত-সুহৃদাত্মা'—সকল প্রাণীর সুহৃৎস্বরূপ, অর্থাৎ নিজ অপরাধীর প্রতিও যিনি কৃপালু—এই অর্থ। 'পণ্ডিতমানিনং'—পণ্ডিতাভিমানী রাজাকে, তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞানিত্ব সর্ব্বজ্ঞহেতু জানিয়া, এই অর্থ। 'যোগেশ্বরচর্য্যায়াং'—যোগেশ্বরগণের যে চর্য্যা, অর্থাৎ জড় প্রভৃতির ন্যায় আচরণ, তদ্বিষয়ে রাজা অনভিজ্ঞ—ইহা বুঝিয়া। 'স্ময়মানঃ ইব'—রাজা নিজেকে জ্ঞানী বলিয়া জানেন, অথচ অজ্ঞানীর ন্যায় উক্তি—এইহেতু ঈষৎ হাস্য করিয়াই যেন। এখানে 'ইব'—শব্দ প্রয়োগে সেই হাস্যের বহিঃপ্রকাশ হয় নাই, বুঝিতে হইবে। 'বিগতস্ময়ঃ'—জ্ঞানী, এইরূপ অভিমান-রহিত যিনি, সেই ভরত ॥ ৮ ॥

মধ্ব—অশেষভগবৎ প্রিয়াণাং নিকেতঃ স এব ভরতো মানুষাপেক্ষয়া।

তৎকালস্থিতভক্তেষু মানুষেষ্বৃষভাত্মজঃ।
বরোঽপি ধিক্কৃতো রাজ্ঞা সুহৃদা বৈষ্ণবেষ্বপি।
ইতি গারুড়ে ॥ ৮ ॥

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ।
ত্বয়োদিতঃ ব্যক্তমবিপ্রলব্ধং
ভর্ত্তুঃ স মে স্যাদ্ যদি বীর ভারঃ।
গন্তুর্যদি স্যাদধিগম্যমধ্বা
পীবেতি রাশৌ ন বিদাং প্রবাদঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীব্রাহ্মণঃ উবাচ,— (হে) বীর, ত্বয়া (ভবতা বিপরীতলক্ষণয়া যৎ) উদিতম্ (উক্তং তব শ্রমাদি নাস্তি ইতি তৎ) ব্যক্তং (স্ফুটং লোকদৃষ্ট্যা সত্যম্ এব। অতঃ) অবিপ্রলব্ধং (বিপ্রলম্ভঃ বিরুদ্ধঃ ন ভবতি। যতঃ) ভর্ত্তুঃ (বোঢ়ুঃ দেহস্য যঃ) ভারঃ সঃ যদি মে (মম আত্মনঃ) স্যাৎ (তদা বিপ্রলম্ভঃ বিরুদ্ধঃ স্যাৎ। অহং তু দেহাৎ ভিন্নঃ অতঃ বোঢ়া এব ন ভবামি) গন্তুঃ (গমনকর্ত্তুঃ দেহস্য যৎ) অধিগম্যং (প্রাপ্যং স্থানম্) অধ্বা (মার্গশ্চ তৎ) যদি (মে মম) স্যাৎ (তদা তন্নিমিত্তঃ শ্রম অপি মে স্যাৎ। অতঃ তদভাবাৎ শ্রমঃ এব নাস্তীতি সত্যমেব উক্তং ত্বয়া নোপালম্ভমিতি। ভারস্য বোঢ়ুশ্চ অনিরূপ্যত্বাৎ মম চ তৎসম্বন্ধাভাবাৎ যচ্চোক্তং) পীবা (ত্বম্) (ইতি তদপি ব্যবহারঃ মূর্খাণাং ভবতু যতঃ অয়ং) প্রবাদঃ বিদাম্ (আত্মানাত্মবিবেকবতাং তু জনানাং) রাশৌ (দেহাদি প্রপঞ্চে এব ; ন আত্মনি। যতঃ দেহঃ এবঃ পীনঃ নাহমিতিভাবঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মণবর ভরত কহিলেন,—"হে বীর,

আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য ; আক্ষেপ-বাক্য মাত্র নহে ; যেহেতু, বহনকর্ত্তা দেহের ভার যদি আমার (আত্মার) হয়, তাহা হইলে আপনার ঐ সকল বাক্য বিরুদ্ধ হইতে পারে ; কিন্তু আমি দেহ হইতে ভিন্ন ; অতএব, বাহক নহি। গমনকর্ত্তার গম্যস্থান অথবা মার্গলাভ যদি আমার আত্মারও উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আমার গমন জন্য ক্লেশ হইতে পারে ; কিন্তু আমার সেরূপ কোনও উদ্দেশ্য না থাকায় ক্লেশও নাই। আর আপনি আমাকে "স্থূল নহে" এই যাহা বলিলেন, তাহা মূর্খজনোচিত ব্যবহার মাত্র। ঐরূপ প্রবাদ স্থূলদেহের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু পণ্ডিতগণ ঐরূপ বাক্য আত্মার উদ্দেশে কখনও বলেন না ; অতএব আমার এই দেহটাই স্থূল, আমি স্থূল নহি ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—জ্ঞানিমানিনমেনং জ্ঞানেনৈব পরাস্তীকৃত্য কৃপয়িষ্যামীত্যভিপ্রেত্যাহ—ত্বয়োদিতমিতি। তত্র বিরুদ্ধলক্ষণয়া যদুক্তং ত্বয়া, ত্বং ন শ্রান্তো ন দীর্ঘমধ্বানং আগত ইতি তদবিপ্রলব্ধং যথার্থমেব নত্বাক্ষেপঃ। যতো ভর্ত্তুঃ শিবিকাবাহকস্য ভারো যদি মে মম স্যাত্তদা স বিপ্রলম্ভঃ স্যাদিতি সম্বন্ধঃ। অহং দেহাদ্ভিন্নো বোঢ়ৈব ন ভবামীতি ভাবঃ। এবং গন্তরিত্যাদি অধিগম্যং প্রাপ্যং স্থানাদিকং অধ্বা বা। যত্ত্বয়োক্তং ত্বং পীবা ভবসীতি তৎরাশৌ ভূতানাং রাশিরূপে দেহে বিদাং বিদুষাং প্রবাদো ন ভবতি, কিন্তু সত্যমেব পীবত্বমিত্যর্থঃ। ময়ি চেতনস্বরূপে তু প্রবাদঃ কলঙ্ক এবেতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জ্ঞানাভিমানী এই রাজাকে জ্ঞানের দ্বারাই পরাজিত করিয়া কৃপা করিব—এইরূপ অভিপ্রায় করিয়া বলিতেছেন—'ত্বয়োদিতম্', ইত্যাদি। বিরুদ্ধলক্ষণার দ্বারা তোমা কর্ত্তৃক যাহা উক্ত হইয়াছে—'তুমি পরিশ্রান্ত নও, দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া আস নাই', ইত্যাদি, তাহা 'অবিপ্রলব্ধং'—যথার্থই, কিন্তু আক্ষেপ-বচন নহে। যেহেতু 'ভর্ত্তুঃ'—শিবিকার বহনকারীর (দেহের) ভার যদি আমার হইত, তাহা হইলে তিরস্কার হইতে পারিত, কিন্তু আমি (আত্মা) দেহ হইতে ভিন্ন, বহনকর্ত্তা নহি—এই ভাব। এই প্রকার—'গন্তুঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ পথ যদি গমনকারীর প্রাপ্য হয়, আর উহাও যদি আমার হয়, তাহা হইলে তোমার উক্তি সত্য। আর তুমি যে আমাকে 'স্থূল' ইত্যাদি বলিয়াছ, তাহা ভূতসকলের রাশিভূত দেহে প্রযুক্ত হইতে পারে, উহা বিদ্বদ্গণের মিথ্যা বাক্য নহে, কিন্তু সত্যই দেহাদিরই স্থূলত্ব। কিন্তু চৈতন্যস্বরূপ আমাতে ঐরূপ উক্তি কলঙ্কই—এই ভাব ॥ ৯ ॥

মধ্ব—ভরণাদিকৃদ্ধরিরিতি চিন্তয়ন্নুপমব্রবীদিতি চ ॥ ৯ ॥

স্থৌল্যং কার্শ্যং ব্যাধয় আধয়শ্চ
ক্ষুত্তৃড্ভয়ং কলিরিচ্ছা জরা চ।
নিদ্রা রতির্মন্যুরহংমদঃ শুচো
দেহেন জাতস্য হি মে ন সন্তি ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—স্থৌল্যং (পীনত্বং) কার্শ্যং (দুর্ব্বলত্বং) ব্যাধয়ঃ (শরীরোদ্ভবাঃ রোগাদয়ঃ) আধয়াঃ চ (মনঃপীড়াঃ)ক্ষুত্তৃট্ (ক্ষুত্তৃষৌ প্রাণধর্ম্মৌ) ভয়ম্ (ইষ্টবিঘাতকাঙ্ক্ষীতিঃ) কলিঃ (কলহঃ) ইচ্ছা (বিষয়েষু রাগঃ) জরা চ (বৃদ্ধত্বং) নিদ্রা রতিঃ (বিষয়াসক্তিঃ) মন্যুঃ (ক্রোধঃ) অহং (দেহাদ্য-ধ্যাসঃ অনাত্মনি আত্মত্বাভিমানরূপঃ) মদঃ (মোহঃ) শুচঃ (ইষ্টবিয়োগজাঃ তাপাঃ এতে সর্ব্বে) দেহেন জাতস্য হি (দেহেন তদভিমানেন সহজাতস্য জনস্য ভবন্তি) মে (মম নিরভিমানস্য স্বতঃ) ন সন্তি (যদ্বা দেহে জাতে যঃ জাতঃ তস্যৈব তানি ভবিতুম্ অর্হন্তি। ন মম অজাতস্য উৎপত্ত্যাদি-রহিতস্য তৎ ভবিতুম্ অর্হন্তীতি ভাবঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—স্থূল, কৃশ, আধি (মনঃপীড়া) ব্যাধি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, কলহ, বিষয়-ভোগ-বাসনা, জরা, নিদ্রা, বিষয়াসক্তি, ক্রোধ, দেহাত্মবুদ্ধি, শোক, মোহ—এই সকলই দেহাভিমানের সহিত উৎপন্ন হইয়াছে ; সুতরাং দেহাভিমানী জীবেরই ঐ সকল স্থূলত্ব, কৃশত্বাদি হইয়া থাকে ; কিন্তু আমার দেহাভিমান নাই, সুতরাং আমাতে ঐরূপ স্থূলত্ব, কৃশত্বাদিও নাই ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—ন কেবলং পীবত্বমেব মে নাস্তি, অপি ত্বন্যেপি দেহধর্ম্মা ন বর্ত্তন্ত ইত্যাহ—স্থৌল্যমিতি। দেহেন সহ যো জাত-স্তদভিমানী জীবস্তস্যৈব হি নিশ্চিতং সন্তি, ন তু মে নিরভিমানস্য ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কেবল আমার স্থূলত্বই নাই, ইহা নহে, কিন্তু অন্যান্য দেহধর্ম্মসকলও (কৃশত্ব, ব্যাধি প্রভৃতিও) নাই, ইহা বলিতেছেন—'স্থৌল্যম্' ইত্যাদি। 'দেহেন জাতস্য'—দেহের সহিত (দেহাভিমানের সহিত) যিনি জাত, অর্থাৎ দেহাভিমানী যে জীব, তাহারই 'হি'—নিশ্চিতই, ঐ সকল দেহধর্ম্ম থাকে, কিন্তু নিরভিমানী আমার নাই ॥ ১০ ॥

মধ্ব—দেহেন জাতস্য দেহাভিমানিনঃ। দেহমানী দেহজাতো বিদেহোমানবর্জ্জিতঃ ইতি চ ॥ ১০ ॥

জীবন্মৃতত্বং নিয়মেন রাজ-
ন্নাদ্যন্তবদ্যদ্বিকৃতস্য দৃষ্টম্।
স্বস্বাম্যভাবো ধ্রুব ঈড্য যত্র
তর্হ্যুচ্যতেঽসৌ বিধিকৃত্যযোগঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, (জীবন্মৃত ইতি যদুক্তং তত্র আহ) জীবন্মৃতত্বং (জীবত্বং জীবনং প্রাণযোগেন চেষ্টাবত্ত্বং মৃতত্বং চৈতন্যশূন্যত্বং রতিলক্ষণসুখরাহিত্যং তৎ ন কেবলং মমৈব কিন্তু সর্ব্বস্য) বিকৃতিস্য (পরিণামিনঃ দেহাদেঃ অপি তৎ) নিয়মেন (ময়া) দৃষ্টম্। যৎ (যস্মাৎ সর্ব্বম্ অপি বিকৃতং প্রতিক্ষণম্) আদ্যন্তবৎ (উৎপত্তিবিনাশবৎ সর্ব্বেষাং ভাবানাং প্রতিক্ষণং পরিণামিত্বাৎ ইতি ভাবঃ। যদুক্তং ভর্ত্তৃশাসনমতিচরসীতি তত্রাহ—হে) ঈড্য, হে স্তুত্য, স্বস্বাম্যভাবঃ (স্বং চ ভৃত্যত্বং চ স্বাম্যঞ্চ স্বামিত্বঞ্চ তয়োঃ ভাবঃ সত্তা) যত্র (পক্ষে) ধ্রুবঃ (নিশ্চলঃ এব যদি ব্যবস্থিতঃ স্যাৎ) তর্হি অসৌ বিধিকৃত্যযোগঃ (বিধিকৃত্যে শিবিকাবাহনাদি কর্ম্মণি যোগঃ যদ্বা বিধিঃ নিয়োগঃ, কৃত্যং কর্ম্ম তয়োঃ যোগঃ ধ্রুবঃ উচ্যতে। যদি তু কালবশাৎ তব রাজ্যভ্রংশঃ ভবতি, মম চ রাজ্যলাভঃ স্যাৎ, তদা সর্ব্বম্ এতৎ বিপরীতং স্যাৎ, অতঃ ন তব প্রশাস্তৃত্বং স্বতঃ অস্তি, স্বস্য স্বামিত্ব-বুদ্ধির্ভ্রান্তিরিত্যর্থঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, আপনি যে আমাকে জীবন্মৃত বলিলেন, তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে কেবল আমি জীবন্মৃত নহি, কিন্তু আমি দেখিতেছি পরিণামশীল বস্তু-মাত্রেরই আদি ও অন্ত আছে। আর আপনি আমাকে "স্বামীর আদেশ লঙ্ঘন করিতেছিস্"—এই যাহা বলিলেন, তৎসম্বন্ধেও আমি বলি যে, হে পূজ্য, স্বামী ও ভৃত্যভাব যদি কাহারও পক্ষে নিত্য হইত, তাহা হইলে "শিবিকা-বহন কার্য্যে ইহাকে নিযুক্ত কর" এইরূপ আদেশও অনুচিত হইত না ; কিন্তু যদি কালবশে আপনার রাজ্য নষ্ট হইয়া যায় এবং আমার রাজ্য লাভ হয়, তাহা হইলে সব বিপরীত অর্থাৎ আপনার স্বামীবুদ্ধি ঘুচিয়া ভৃত্যবুদ্ধি ও আমার ভৃত্যবুদ্ধি ঘুচিয়া স্বামীবুদ্ধি হইবে ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—যচ্চোক্তং জীবন্মৃতোঽসীতি তত্রাপ্যাহ—জীবন্মৃতত্বমিতি। যদি ত্বয়া মম দেহাভিমানিত্বমেব নির্দ্ধারিতং তদপি জীবন্মৃতত্বং নিয়মেন মমৈব কেবলং ন, কিন্তু সর্ব্বস্যৈব বিকৃতস্য পরিণামিনো দৃষ্টং প্রত্যক্ষমেব যদযস্মাদ্বিকৃতং প্রতিক্ষণমেবাদ্যন্তবৎ। যচ্চোক্তং ভর্তৃশাসনমতিচরসীতি তত্রাহ—স্বঞ্চ স্বাম্যং স্বামিত্বঞ্চ তয়োর্ভাবো বিদ্যমানত্বং স চ যত্র যদা ধ্রুবঃ স্থিরঃ স্যাত্তর্হি বিধিকৃত্যে শিবিকাবহনাদিকর্ম্মণি যোগঃ অয়ং জনো যুজ্যমিত্যুচ্যতে কথ্যতে উচিতো বা ভবতীতি 'উচ সমবায়' ইত্যস্য রূপম্। যদি তু তব রাজ্যভ্রংশো মম রাজ্যং স্যাত্তর্হি ত্বামপ্যহং শিবিকাং বাহয়ন্ কিমিদমরে ইত্যাদি কথয়েয়মিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তুমি জীবন্মৃত'—ইহা যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাতে বলিতেছেন—জীবন্মৃতত্বম্' ইত্যাদি। যদি তুমি আমাকে দেহাভিমানী বলিয়াই স্থির করিয়া থাক, তাহা হইলেও জীবন্মৃতত্ব কেবল আমারই নহে, কিন্তু 'বিকৃতস্য'—বিকৃত, অর্থাৎ পরিণামশীল বস্তুমাত্রেরই উহা প্রত্যক্ষই দৃষ্ট হয়, যেহেতু যে বস্তু যাহা হইতে বিকৃত (পরিণাম-প্রাপ্ত) হয়, তাহার প্রতিক্ষণেই আদি ও অন্ত আছে। আর 'প্রভুর আদেশ লঙ্ঘন করিতেছ'—ইহা যাহা বলিয়াছ, তাহাতে বক্তব্য—'স্ব-স্বাম্য-ভাবঃ', স্বত্ব ও স্বামিত্ব, তাহাদের যে ভাব (অর্থাৎ এ ব্যক্তি ভৃত্য, এ ব্যক্তি তাহার প্রভু—এরূপ প্রভু-ভৃত্য—সম্বন্ধ) যদি চিরস্থায়ী হয়, তাহা হইলে 'বিধিকৃত্যে'—শিবিকা-বাহনাদি কর্ম্মে এই ব্যক্তিকে নিযুক্ত কর—এইরূপ 'উচ্যতে'—বলা যাইতে পারে, অথবা ঐরূপ ব্যবহার উচিত হয়। এখানে 'উচ্যতে'—ইহা সমবায় অর্থে 'উচ' ধাতুর রূপ। কিন্তু তোমার যদি রাজ্যভ্রষ্ট

হয় এবং আমার যদি রাজ্য হয়, তবে আমি তোমাকেও শিবিকা বহন করাইয়া, 'অরে! ইহা কি করছিস্'—এরূপ বলিতে পারি—এই অর্থ ॥ ১১ ॥

মধ্ব—প্রাণযুক্তেররত্যা চ জড়ং জীবন্মৃতং স্মৃতম্ ইতি চ। স্বামিত্বং তু হরেরেব মুখ্যমন্যত্রভৃত্যতা ॥ ১১ ॥

বিশেষবুদ্ধের্বিবরং মনাক্ চ
পশ্যাম যন্ন ব্যবহারতোঽন্যৎ।
ক ঈশ্বরস্তত্র কিমীশিতব্য-
মথাপি রাজন্ করবাম কিং তে ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু যাবৎ রাজা অহং তাবৎ তব স্বামী ভবামি এব ইতি চেৎ তত্র আহ—) বিশেষবুদ্ধেঃ (ত্বং ভৃত্যঃ অহং স্বামীতি বিশেষঃ রাজভৃত্যাদিভেদঃ তদ্‌বুদ্ধেঃ) বিবরম্ (অবকাশং) যৎ (যদা) ব্যবহারতঃ (উক্তিমাত্রাৎ) অন্যৎ মনাক্ চ (ঈষদপি) ন পশ্যামঃ তত্র (তদা এবং সতি) কঃ ঈশ্বর? (রাজা?) কিং (চ) ঈশিতব্যং? (ভৃত্যাদি ভবেৎ? ন ত্বম্ ঈশ্বরঃ নাহম্ ঈশীতব্য ইতি যদ্যপি পরমার্থতঃ রাজভৃত্যাদিঃ সম্বন্ধঃ, তর্হি হে) রাজন্, অথাপি তে (তব) কিং (কার্য্যং) করবাম (তদ্ ব্রূহি ইতি) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—যদি বলেন—যতদিন আমি রাজা, ততদিন আমি তোমার প্রভু; তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, তাদৃশ 'আমি রাজা' বা 'আমি ভৃত্য' এইরূপ ভেদবুদ্ধির অবকাশ ব্যবহারজনিতই হইয়া থাকে; তদ্ব্যতীত আর অন্য কিছু দেখিতেছি না। এস্থলে রাজাই বা কে আর ভৃত্যই বা কে? তথাপি যদি আপনার এরূপ অভিমান থাকে, তাহা হইলে বলুন, আমি আপনার কি কার্য্য করিব ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—ননু যাবদ্রাজাহং তাবত্তব স্বামী ভবাম্যেবেতি চেত্তত্রাহ—বিশেষো রাজভৃত্যাদিভেদস্তদ্বুদ্ধের্বিবরমবকাশং ব্যবহারাদন্যৎ ন পশ্যামি। মনাক্ ঈষদপি, তথাপি তবায়মভিমানশ্চেত্তর্হি ব্রূহি কিন্তে করবামেতি ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—যতক্ষণ আমি রাজা, ততক্ষণ আমি তোমার প্রভুই, তাহাতে বলিতেছেন—'বিশেষবুদ্ধেঃ'—বিশেষ অর্থাৎ রাজা ও ভৃত্যাদির ভেদ, এবং তদ্রূপ বুদ্ধির, 'বিবরং'—অবকাশ, ব্যবহার ব্যতীত অন্য কিছু দেখিতেছি না। 'মনাক্'—ঈষৎও, তথাপি তোমার যদি এইরূপ অভিমান হয়, তাহা হইলে বল—আমি তোমার কি কার্য্য করিব? ॥ ১২ ॥

মধ্ব—দেবেষু তন্নিয়ত্যা চ ত্বদাদের্ব্যাবহারিকম্ ॥
মনুষ্যেষু বিশেষঃ কো ব্যবহারমৃতে বদ।
ব্যত্যাসান্নহি দেবেষু ব্যত্যাসঃ স্বামিতাং গতঃ ইতি চ ॥ ১২ ॥

উন্মত্তমত্তজড়বৎ স্বসংস্থাং
গতস্য মে বীর চিকিৎসিতেন।
অর্থঃ কিয়ান্ ভবতা শিক্ষিতেন
স্তব্ধপ্রমত্তস্য চ পিষ্টপেষঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(যদুক্তং প্রমত্তস্য চ তব চিকিৎসাং করোমি যথা স্বাং প্রকৃতিং ভজিষ্যসি ইতি তত্রাহ—হে) বীর, উন্মত্তমত্তজড়বৎ (উন্মত্তাদিবদ্বর্ত্তমানস্য বস্তুতঃ) স্বসংস্থাং (স্বস্মিন্ ব্রহ্মাত্মকে স্বাত্মনি সংস্থাং নিষ্ঠাং স্বরূপভূতব্রহ্মভাবং) গতস্য (প্রাপ্তস্য) মে (মম) ভবতা চিকিৎসিতেন (দণ্ডাদ্যুপায়েন) শিক্ষিতেন বা কিয়ান্ অর্থঃ? (সেৎস্যতি ন কঃ অপি তথা চ ত্বৎকৃতং প্রহরণাদিকং নানিষ্টং স্যাদিত্যর্থঃ। যতঃ মুক্তস্যার্থানর্থয়োঃ অসম্ভবাৎ ইতি ভাবঃ) স্তব্ধ-প্রমত্তস্য চ (যদি পুনঃ অহং তব দৃষ্ট্যা ন মত্তং কিন্তু প্রমত্তঃ স্তব্ধঃ সংসারী এব তথাপি স্তব্ধস্য প্রমত্তস্য মম তত্তু শিক্ষাদিকং পিষ্টপেষঃ (পিষ্টপেষণবৎ ব্যর্থং নিষ্ফলমেব স্যাৎ যতঃ যথা পিষ্টং বস্তু প্রহারেণ অপিষ্টং ন ভবতি, কিন্তু অতিপিষ্টং ভবতি, তথৈব প্রমত্তস্য মম দণ্ডনেন প্রমত্ততা ন শাম্যতি কিন্তু অতি প্রমত্ততা এব স্যাদিতি ভাবঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—(হে রাজন) আপনি যে আমাকে কহিলেন,—"অরে, তুই অতিশয় উন্মত্ত, আমি তোর প্রতিকার করিতেছি, তাহা হইলে তুই স্বীয় স্বভাব প্রাপ্ত হইবি"। এস্থলে বক্তব্য এই যে,—উন্মত্ত, মত্ত অথবা জড়ের ন্যায় অবস্থান করিলেও বস্তুতঃ আমি ব্রহ্মাত্মনিষ্ঠা লাভ করিয়াছি; আমার প্রতি দণ্ডবিধান বা শিক্ষাপ্রদান করিয়া আপনার কি স্বার্থলাভ হইবে?

আপনার দৃষ্টিতে যদি আমি প্রমত্ত ও সংসারীই হই, তাহা হইলে আমার প্রতি আপনার দণ্ডবিধানে পিষ্ট-বস্তু পেষণের ন্যায় বিফল অর্থাৎ পিষ্টবস্তুকে পুনরায় পেষণ করিলে যেমন কোন ফল হয় না, তেমনি প্রমত্তকে দণ্ডপ্রদান করিলে, তাহার প্রমত্ততার উপশম হয় না, বরং আরও বৃদ্ধিই হয় ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—যচ্চোক্তং প্রমত্তস্য তে চিকিৎসাং করোমীতি তত্রাহ—উন্মত্তাদিবদ্বর্ত্তমানস্য বস্তুতস্তু স্বসংস্থাং অন্তর্নিষ্ঠাং গতস্য চিকিৎসিতেন কায়িকেন বাচিকেন বা দণ্ডেন কিয়ানর্থঃ সাধয়িতব্যঃ মুক্তানামর্থানর্থয়োরগ্রহণাৎ। যদি পুনরহং ন মুক্তঃ কিন্তু প্রমত্ত স্তব্ধ এব তদাপি শিক্ষিতেন ত্বদ্দত্তদণ্ডেন পিষ্টপেষ এব ভবতি যথা পিষ্টং বস্তু প্রহারেণ পিষ্টং ন ভবতি কিন্তুতিপিষ্টং ভবতি, তথৈব প্রমত্তস্য দণ্ডনেন প্রমত্ততা ন শাম্যতি কিন্তুতিপ্রমত্ততা স্যাৎ ॥১৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তুমি প্রমত্ত অর্থাৎ অসাবধান বলিয়া আমি তোমার চিকিৎসা করিব, যাহাতে তুমি প্রকৃতিস্থ হও'—রাজার এই পূর্ব্ব উক্তির উত্তরে বলিতেছেন—'উন্মত্ত-মত্ত-জড়বৎ' ইত্যাদি, উন্মত্তাদির ন্যায় বর্ত্তমান আমার, বস্তুতঃ 'স্বসংস্থাং গতস্য'—অন্তর্নিষ্ঠা (ব্রহ্মত্ব) প্রাপ্ত ব্যক্তির কায়িক বা বাচিক দণ্ডের দ্বারা তোমার কি প্রয়োজন সাধিত হইতে পারে? যেহেতু যাঁহারা মুক্ত পুরুষ, তাঁহাদের অর্থ বা অনর্থ (প্রয়োজন বা অপ্রয়োজন) কিছুই নাই। আর যদি আমি মুক্ত না হই, কিন্তু প্রমত্ত বা জড়ই হই, তথাপি তোমার দণ্ড-প্রদানে উহা পিষ্টপোষণই হইবে, যেমন পিষ্ট বস্তু প্রহারের দ্বারা পিষ্ট হয় না, বরং অতিপিষ্টই হয়, তদ্রূপ প্রমত্ত ব্যক্তির দণ্ডদানের দ্বারা প্রমত্ততার উপশম হয় না, কিন্তু অতিশয় প্রমত্ততাই হয় ॥ ১৩ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

এতাবদনুবাদপরিভাষয়া প্রত্যুদীর্য্য স মুনিবর উপশমশীল উপরতানাত্ম্যনিমিত্ত উপভোগেন কর্ম্মারব্ধং ব্যপনয়ন্ রাজযানমপি তথৈবোবাহ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—অনুবাদপরিভাষয়া (রাজোক্তানুবাদরূপয়া পরিভাষয়া ভাষণেন) এতাবৎ প্রত্যু-দীর্য্য (রাজানং প্রত্যুত্তরং দত্ত্বা) উপশমশীলঃ (উপশমঃ অক্রোধাদি এব শীলং যস্য সঃ শান্তচিত্তঃ) উপরতানাত্ম্য-নিমিত্তঃ (উপরতং নিবৃত্তম্ অনাত্ম্যে দেহাত্মত্বে নিমিত্তম্ অবিদ্যালক্ষণং যস্য সঃ তাদৃশঃ) উপভোগেন (শিবিকা-ভারোদ্বহনাদিনা) আরব্ধং (প্রারব্ধং) কর্ম্ম ব্যপনয়ন্ (ক্ষপয়ন্) সঃ মুনিবরঃ (ভরতঃ) রাজযানং (শিবিকান্) অপি (পুনঃ) তথা এব (পূর্ব্ববৎ এব) উবাহ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্, রাজা রহূগণ পরম ভাগবতকে যে সকল তিরস্কার-বাক্য বলিয়াছিলেন, শান্তচিত্ত মুনিবর ভরত সেই সকল বাক্যের বিশেষার্থদ্বারা যথাযথ উত্তর প্রদান করিলেন। দেহে আত্মবুদ্ধির কারণ অবিদ্যা; তাহা তাঁহার ছিল না। তিনি দৈন্য-বশতঃ 'আমি ভক্ত' এরূপ অভিমান করিতেন না; তাই সাধারণ জীবের মত "আমি শিবিকাবাহনাদিরূপ ভোগের দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মফল ক্ষয় করিতেছি" এইরূপ ভাবিয়াই পূর্ব্ববৎ রাজযান বহন করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—অনুবাদরূপয়া পরিভাষয়া ভাষমাণেন উপরতং অনাত্ম্যস্য দেহাত্মভাবস্য নিমিত্তমবিদ্যা যস্য সঃ। ননু স্বদেহাভিমানং বিনা তদ্বচোঽনুদ্য সোঢ়ুমসমর্থ ইব সমাদধানঃ কথং তথা প্রত্যুক্তবাংস্তত্রাহ—উপভোগেন রাজোচিতৈশ্বর্য্যভোগেন জ্ঞাপিতং যৎ রহূগণস্য প্রারব্ধং কর্ম্ম তদপি ব্যপনয়ন্ ব্যপনেতুং অনুবাদমিষেণ কৃপয়া স্বোপদিষ্টতদনুষ্ঠিতয়া ভক্ত্যৈব তৎপ্রারব্ধমপি দূরীকর্ত্তুমিত্যর্থঃ। যদ্বা, প্রেমোত্থদৈন্যেন স্বস্য ভক্তত্বামননাৎ উপভোগেন শিবিকা-ভারোদ্বহনাদিনা আরব্ধফলং কর্ম্ম ব্যপনয়ন্ ব্যপনয়ামীতি মনসি ভাবয়ন্নিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনুবাদ-পরিভাষয়া'—এইভাবে রাজার উক্তির অনুবাদরূপ কথনের দ্বারা প্রত্যুত্তর প্রদান করতঃ, 'উপরতানাত্ম্য-নিমিত্তঃ'—উপরত অর্থাৎ নিবৃত্ত হইয়াছে 'অনাত্ম্যের' বলিতে দেহাত্মভাবের নিমিত্ত অর্থাৎ অবিদ্যা যাঁহার, তিনি (অর্থাৎ ভরতের দেহে আত্মবুদ্ধির কারণস্বরূপ অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়াছিল)। যদি বলেন—দেখুন, ভরতের নিজ দেহের অভিমান না থাকিলে, রাজার বাক্য সহ্য করিতে অসমর্থের ন্যায় কিজন্য সেইরূপ

প্রত্যুত্তর দিলেন ? তাহাতে বলিতেছেন—'উপভোগেন'—রাজোচিত ঐশ্বর্য্যভোগে জ্ঞাপিত হইয়াছে রহুগণের যে প্রারব্ধ কর্ম্ম, তাহাও অপনোদনের নিমিত্ত, অর্থাৎ অনুবাদ-চ্ছলে কৃপাপূর্ব্বক স্বোপদিষ্ট তদনুষ্ঠিত ভক্তির দ্বারাই তাঁহার প্রারব্ধও দূর করিবার জন্য (তিনি প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন)—এই অর্থ। অথবা—প্রেমোথ দৈন্যবশতঃ নিজেকে ভক্ত বলিয়া মনে না করায়, শিবিকার ভার বহনাদির দ্বারা আমার প্রারব্ধ কর্ম্মফল আমি ক্ষয় করিতেছি—এইরূপ মনে মনে ভাবনা করতঃ (পূর্ব্বের ন্যায় শিবিকা বহন করিতে লাগিলেন।) ॥ ১৪ ॥

স চাপি পাণ্ডবেয় সিন্ধুসৌবীরপতিস্তত্ত্বজিজ্ঞাসায়াং সম্যক্শ্রদ্ধয়াধিকৃতাধিকারস্তদ্হৃদয়গ্রন্থিবিমোচনং দ্বিজবচ আশ্রুত্য বহ্বযোগগ্রন্থসম্মতং ত্বরয়াবরুহ্য শিরসা তৎপাদমূলমুপসৃতঃ ক্ষমাপয়ন্ বিগতনৃপদেবস্ময় উবাচ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) পাণ্ডবেয়, (তদনন্তরং) স চাপি সিন্ধুসৌবীরপতিঃ (রহূগণ অপি) সম্যক্শ্রদ্ধয়া (সম্যক্ ইন্দ্রিয়নিগ্রহাদিপূর্ব্বিকা যা শ্রদ্ধা তয়া এব) তত্ত্বজিজ্ঞাসায়াং (তত্ত্ববিচারে) অধিকৃতাধিকারঃ (অধিকৃতঃ প্রাপ্তঃ অধিকারঃ যেন সঃ তাদৃশঃ সন্) বহ্বযোগগ্রন্থসম্মতং (বহুষু যোগগ্রন্থেষু শ্রেষ্ঠত্বেন সম্মতং) হৃদয়গ্রন্থিবিমোচনম্ (অজ্ঞানবিমোচনং) তৎ দ্বিজবচঃ (ভরতবাক্যম্) আশ্রুত্য (শ্রুত্বা) বিগতনৃপ-দেবস্ময়ঃ (বিগতঃ নৃপাণাং দেবঃ অধিরাজঃ পূজ্যশ্চ অহম্ ইতি স্ময়ঃ গর্ব্বঃ যস্যাঃ সঃ তাদৃশঃ) ত্বরয়া (শিবিকাতঃ) অবরুহ্য (অবতীর্য্য) শিরসা (মস্তকেন) তৎপাদমূলম্ (ভরতপাদ-মূলম্ প্রতি) উপসৃতঃ (কৃতদণ্ডবৎ প্রণতঃ সন্) ক্ষমাপয়ন্ (ক্ষমাম্ আপ্নোতি ক্ষমাপঃ তাদৃশং কুর্ব্বন্) উবাচ ॥ ১৫ ॥

আনুবাদ—হে পাণ্ডবেয়, সম্যক্ শ্রদ্ধা উৎপন্ন হওয়ায় সিন্ধুসৌবীরপতি রহূগণও তত্ত্ববিচারে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দ্বিজবর, ভরতের বহ্বযোগশাস্ত্রসম্মত ও হৃদয়গ্রন্থিছেদক বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহার রাজাভিমান বিদূরিত হইল। তিনি শীঘ্র শিবিকা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক মস্তকের দ্বারা ভরতের পাদমূলে প্রণত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—অধিকৃতঃ প্রাপ্তোঽধিকারো যেন সঃ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অধিকৃতঃ'—প্রাপ্ত হইয়াছে অধিকার যাঁহা কর্ত্তৃক, তিনি (অর্থাৎ রাজা রহূগণ পূর্ব্বেই তত্ত্বজিজ্ঞাসার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন।) ॥ ১৫ ॥

কস্ত্বং নিগূঢ়শ্চরসি দ্বিজানাং
বিভর্ষি সূত্রং কতমোঽবধূতঃ।
কস্যাসি কুত্রত্য ইহাপি কস্মাৎ
ক্ষেমায় নশ্চেদসি নোত শুল্কঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—নিগূঢ় (প্রচ্ছন্নঃ অলক্ষিতবর্ণাশ্রমাচারঃ সন্) ত্বং কঃ (অস্মিন্ সংসারে) চরসি ? (বিচরসি ?) দ্বিজানাং (দত্তাত্রেয়াদীনাং মধ্যে ত্বং) কতমঃ অবধূতঃ ? (সর্ব্বৈঃ পরিভাব্যবেষঃ জ্ঞাননিষ্ঠঃ ?) (যদি উচ্যতে নাহং দ্বিজঃ তদপি ন যতঃ) সূত্রম্ (উপবীতং) বিভর্ষি (ধারয়সি অতঃ ব্রূহি ত্বং) কস্য (মহাত্মনঃ পুত্র শিষ্যঃ বা) অসি ? কুত্রত্যঃ (কুত্র ভবঃ কিং দেশবাসী অপি অসি ? এবম্) ইহ (অস্মিন্ স্থানে) অপি কস্মাৎ (হেতোঃ আগতঃ অসি ?) চেৎ (যদি) নঃ (অস্মাকং) ক্ষেমায় (মঙ্গলায় ইহ প্রাপ্তঃ) অসি ? (তর্হি কিং) শুল্কঃ (শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তিঃ কপিলঃ ত্বম্ ?) উত ন (অন্যঃ ভবসি ? তৎ কথয়) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—(হে ব্রহ্মন্) প্রচ্ছন্নভাবে এই সংসারে বিচরণ করিতেছেন, আপনি কে ? আপনি কি ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহ ? কেননা আপনি যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়াছেন, অথবা আপনি কি দত্তাত্রেয়াদির মধ্যে কোন অবধূত (জ্ঞাননিষ্ঠপুরুষ) ? আপনি কোন্ মহাত্মার শিষ্য, কোথায় অবস্থান করেন ? এখানেই বা কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন ? যদি আমাদের মঙ্গলের নিমিত্তই আপনার আগমন হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি বিশুদ্ধসত্ত্বময় মূর্ত্তি নারায়ণাবতার কপিল নাকি ? ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—দ্বিজানাং মধ্যে ত্বং কতমঃ ? যতস্ত্বং

সূত্রং বিভর্ষি। অবধূতঃ কিং দত্তাত্রেয়োঽসি ? কস্য পুত্রোঽসি ? কুত্রত্যঃ কিং দেশজন্মাসি ? নোঽস্মাকং ক্ষেমায় প্রাপ্তশ্চেৎ শুক্লো নারায়ণো নাসি উত তদবতারঃ কপিলো নাসি ? ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দ্বিজানাং' — ব্রাহ্মণগণের মধ্যে আপনি কে ? যেহেতু আপনি যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়াছেন। আপনি কি অবধূত দত্তাত্রেয় ? আপনি কাহার পুত্র ? 'কুত্রত্যঃ'—কোন্ দেশে আপনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ? আমাদের মঙ্গলের নিমিত্তই যদি আপনি আসিয়া থাকেন, তবে 'শুক্লঃ'—আপনি শ্রীনারায়ণ নহেন ত ? অথবা তাঁহার অবতার কপিল মুনি নহেন কি ? ॥ ১৬ ॥

নাহং বিশঙ্কে সুররাজবজ্রা-
ন্ন ব্র্যক্ষশূলান্ন যমস্য দণ্ডাৎ।
নাগ্ন্যর্কসোমানিলবিত্তপাস্ত্রা-
চ্ছঙ্কে ভৃশং ব্রহ্মকুলাবমানাৎ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—সুররাজবজ্রাৎ (সুররাজস্য ইন্দ্রস্য বজ্রাৎ) অহং ন বিশঙ্কে (ন বিভেমি, তথা) ব্র্যক্ষশূলাৎ (ব্র্যক্ষস্য রুদস্য শূলাৎ) ন (বিভেমি,) যমস্য দণ্ডাৎ (অপি) ন (বিভেমি, তথা) অগ্ন্যর্কসোমানিলবিত্তপাস্ত্রাৎ (অগ্নেঃ অর্কস্য সূর্য্যস্য, সোমস্য চন্দ্রস্য, অনিলস্য, পবনস্য, বিত্তপস্য কুবেরস্য অস্ত্রাৎ) ন (বিভেমি অর্থাৎ বজ্রাদিপ্রহারাৎ ন বিভেমি ইত্যর্থঃ ; কিন্তু) ব্রহ্মকুলাবমানাৎ (ব্রহ্মকুলস্য ব্রাহ্মণকুলস্য অবমানাৎ অপরাধাৎ) ভৃশম্ (অত্যন্তং) শঙ্কে (বিভেমি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—আমি দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্রভয়ে ভীত নহি, শূলপাণির শূল হইতেও আমার ভয় হয় না। যমের দণ্ড, অথবা অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু ও কুবেরের অস্ত্র হইতেও আমার ভয় উৎপন্ন হয় না। কিন্তু আমি ব্রহ্মকুলের অবমাননারূপ অপরাধকে অত্যন্ত ভয় করি ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—ননু শিবিকারূঢ়স্য তব কিমনেন বিচারেণ ইত্যত আহ—নাহমিতি। সুররাজাদয়ো বজ্রাদিভির্যুধি মাং হন্তুং যদি প্রযতন্তে তদপি ত্বস্য বীরত্বস্বভাবাৎ ন শঙ্কে প্রত্যুতোৎসাহসুখমেব প্রাপ্নোমীতি ভাবঃ। যদ্বা, সুররাজাদিষু জাতাপরাধোঽহং তেষাং কুপিতানাং বজ্রাদি-প্রহারাদপি ন শঙ্কে ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—আপনি শিবিকার আরোহী, আপনার ঐরূপ বিবেচনা করার কি প্রয়োজন ? তাহাতে বলিতেছেন—'নাহম্' ইত্যাদি। ইন্দ্রাদি দেবগণ বজ্র প্রভৃতির দ্বারা যুদ্ধে আমাকে হত্যা করিতে যদি চেষ্টা করেন, তাহা হইলেও আমি বীর বলিয়া কোন শঙ্কা করি না, অধিকন্তু উৎসাহ-জনিত সুখই অনুভব করিয়া থাকি—এইভাব। অথবা—ইন্দ্রাদির প্রতি অপরাধ করিলেও ক্রুদ্ধ তাঁহাদের বজ্রাদি প্রহার হইতেও আমি ভয় করি না—এই অর্থ ॥ ১৭ ॥

তদ্ব্রূহ্যসঙ্গো জড়বন্নিগূঢ়-
বিজ্ঞানবীর্য্যো বিচরস্যপারঃ।
বচাংসি যোগগ্রথিতানি সাধো
ন নঃ ক্ষমন্তে মনসাপি ভেত্তুম্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—(যস্মাৎ এবং শঙ্কে) তৎ (তস্মাৎ) নিগূঢ়বিজ্ঞানবীর্য্যঃ (নিগূঢ়ম্ অপ্রকাশিতং বিজ্ঞানং বিশিষ্টং জ্ঞানং বীর্য্যং প্রভাবঃ চ যেন সঃ তাদৃশঃ) অসঙ্গঃ (সর্ব্বজনসঙ্গরহিতঃ বস্তুতঃ) অপারঃ (অচিন্ত্যানন্তমহিমাসম্পন্নঃ ত্বং) জড়বৎ (কঃ) বিচরসি ? তৎ ব্রূহি (কথয়, হে) সাধো, যোগগ্রথিতানি (যোগে অধ্যাত্মবিষয়ে গ্রথিতানি সম্বদ্ধানি যুক্তিসহিতানি তব) বচাংসি (ত্বদ্বচনানি) নঃ (অস্মাকং) মনসাপি ভেত্তুং (ভেদেন তদর্থবিবেকেন ধারয়িতুং) ন ক্ষমন্তে (ন ক্ষমাণি ন শক্যানীত্যর্থঃ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—আপনার বিজ্ঞানবীর্য্য অর্থাৎ বিজ্ঞানসমন্বিত জ্ঞানের প্রভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে ; বস্তুত আপনি সর্ব্বজনসঙ্গ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অচিন্ত্য ও অনন্তমহিমাবিশিষ্ট হইয়াও কেন জড়ের ন্যায় বিচরণ করিতেছেন, তাহা কৃপাপূর্ব্বক বলুন। হে সাধো, আপনি যোগগ্রথিত যে সকল বাক্য বলিলেন, আমরা মনের দ্বারা সে সকল বাক্যের অর্থ অবধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—তত্তস্মাদ্ব্রূহি কস্ত্বমিত্যর্থঃ। ত্বচ্ছিবিকাবাহকোঽহমীতি চেদলমতঃ পরমপি মদ্বিড়ম্ব-

নৈস্ত্রামহং কমপি মহাযোগীন্দ্রমজ্ঞাসিষমেবেত্যাহ—বচাংসীতি। যতো যোগগ্রথিতানি তে বচাংসি নোহস্মাকং মনসাপি ভেত্তুং ন ক্ষমং ন ক্ষমাণি ন শক্যানি ইত্যর্থঃ। যদ্বা, বচাংসি যোগৈর্গ্রথিতান্যপি যোগেশ্বরাণামুপদেশবাক্যানি কর্ত্তৃণি নোহস্মানতিকঠোরান্ ভেত্তুং ছিন্নসংশয়ীকর্ত্তুং ন ক্ষমন্তে ন শক্নুবন্তি। কীদৃশান্ মনসাপি সহিতান্ অবহিতমনসোঽপ্যবাদিত্বেন তানি জিঘৃক্ষূনপীত্যর্থঃ। তব ত্বেতাবতাপি প্রতিবচনেনৈব ছিন্নসংশয়োঽস্মি সংবৃত্ত ইতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তদ্ ব্রূহি'—অতএব আপনি বলুন, আপনি কে?—এই অর্থ। 'আমি আপনার শিবিকার বাহক'—এইরূপ বলিয়া আর আমার বিড়ম্বনা করিবেন না, আমি আপনাকে কোনও মহাযোগীন্দ্র বলিয়াই বুঝিতেছি, ইহা বলিতেছেন—'বচাংসি' ইত্যাদি। যেহেতু যোগতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় আপনার বাক্যসকল আমাদের মনের দ্বারাও ভেদ করিতে সমর্থ নয়—এই অর্থ। অথবা—যোগের দ্বারা গ্রথিত (যুক্তিসহিত) হইলেও যোগেশ্বরগণের উপদেশ বাক্যসকল (কর্ত্তা) অতিকঠোর আমাদিগকে ছিন্নসংশয় করিতে পারে না। কেমন আমাদিগকে? তাহাতে বলিতেছেন—'মনসা অপি', অবহিত মনের সহিত নির্ব্বিবাদে ঐ সকল গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক আমাদিগকেও—এই অর্থ। কিন্তু আপনার এতটুকু প্রতিবচনের দ্বারাই আমি ছিন্ন-সংশয় হইয়াছি—এই ভাব ॥ ১৮ ॥

অহঞ্চ যোগেশ্বরমাত্মতত্ত্ব-
বিদাং মুনীনাং প্রবরং গুরুং বৈ।
প্রষ্টুং প্রবৃত্তঃ কিমিহারণং যৎ
সাক্ষাদ্ধরিং জ্ঞানকলাবতীর্ণম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—অহং চ (অপি) যোগেশ্বরং (যোগিশ্রেষ্ঠম্) আত্মতত্ত্ববিদাম্ (আত্মজ্ঞানিনাং) মুনীনাম্ (অপি) প্রবরং (শ্রেষ্ঠং) গুরুং বৈ জ্ঞানকলাবতীর্ণং (জ্ঞানকলয়া অবতীর্ণং, জ্ঞানস্য কলায়ৈ জ্ঞাপনায় অবতীর্ণং বা) সাক্ষাৎ হরিং (শ্রীকপিলদেবং) ইহ (সংসারে) যৎ (জীবানাম্) অরণং (শরণং তৎ কিম্ ইতি) প্রষ্টুং প্রবৃত্তঃ (অস্মি) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—আমি আপনাকে যোগেশ্বর, আত্মতত্ত্বজ্ঞ, মুনিগণেরও পরমগুরু, জ্ঞানপ্রদানের জন্য জগতে অবতীর্ণ, সাক্ষাৎ ভগবদবতার কপিলদেব জানিয়া ইহসংসারে জীবের অবলম্বন কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—যোগেশ্বরাণামতিমুখ্য এব মৎসংশয়ং ছেত্তুং সমর্থ ইতি দ্যোতয়ন্নাহ—অহঞ্চেতি। সাক্ষাদ্ধরিং শ্রীকপিলদেবং জ্ঞানস্য কলায়ৈ জ্ঞাপনায় অবতীর্ণম্ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যোগেশ্বরগণের মধ্যে যিনি অতিপ্রধান, তিনিই আমার সংশয় ছেদন করিতে সমর্থ—ইহা প্রকাশিত করিবার জন্য বলিতেছেন—'অহং চ' ইত্যাদি। 'সাক্ষাৎ হরিম্'—সাক্ষাৎ হরিস্বরূপ শ্রীকপিলদেবকে, যিনি জ্ঞান জানাইবার জন্য অবতীর্ণ (তাঁহাকে, এ সংসারে আশ্রয় কি—তাহা জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।) ॥ ১৯ ॥

স বৈ ভবান্ লোকনিরীক্ষণার্থ-
মব্যক্তলিঙ্গো বিচরত্যপিস্বিৎ।
যোগেশ্বরাণাং গতিমন্ধবুদ্ধিঃ
কথং বিচক্ষীত গৃহানুবদ্ধঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ বৈ (ভগবান্ কপিলঃ এব) অব্যক্তলিঙ্গঃ (অলক্ষিতস্বরূপঃ সন্) ভবান্ লোকনিরীক্ষণার্থং (সাধ্বসাধুজনপরীক্ষার্থং) বিচরতি? অপিস্বিৎ (কিং যদ্যেবং তর্হি) অন্ধবুদ্ধিঃ (বিবেকরহিতঃ) গৃহানুবদ্ধঃ (গৃহে গৃহোপলক্ষিতে লৌকিকে বৈদিকে চ কর্ম্মণি অনুবদ্ধঃ অভিনিবেশঃ যস্য সঃ মাদৃক্ জনঃ) যোগেশ্বরাণাং (যোগিশ্রেষ্ঠানাং যুষ্মাকং) গতিম্ (আচরণং) কথং (কেন প্রকারেণ) বিচক্ষীত (জানীয়াৎ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—আপনি সেই ভগবদবতার কপিলদেব হইয়াও সাধু ও অসাধু পরীক্ষা করিবার জন্যই কি আপনার চিহ্ন সংগোপন করিয়া এই প্রকারে বিচরণ করিতেছেন? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে মাদৃশ বিবেকরহিত গৃহাসক্ত ব্যক্তি ভবাদৃশ যোগেশ্বরদিগের আচরণ কি প্রকারে জানিতে পারিবে? ২০ ॥

বিশ্বনাথ—স এব ভবান্ কিং স্বিদেবং বিচরতি, অন্ধবুদ্ধির্মদ্বিধঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনিই কি সেই কপিলদেব, এরূপে ছদ্মবেশে বিচরণ করিতেছেন ? 'অন্ধবুদ্ধিঃ'—আমার ন্যায় গৃহাসক্ত মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তি (কিরূপে যোগেশ্বরগণের গতি অবগত হইবে ?) ॥২০॥

দৃষ্টঃ শ্রমঃ কর্ম্মত আত্মনো বৈ
ভর্ত্তুর্গন্তুর্ভবতশ্চানুমন্যে ।
যথাসতোদাননয়নাদ্যভাবাৎ
সমূল ইষ্টো ব্যবহারমার্গঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—(যদুক্তং মম শ্রমঃ নাস্তীতি তত্রাহ—) আত্মনঃ (দেহাদন্যত্বে অপি দেহযোগাৎ আত্মনঃ মম) কর্ম্মতঃ (যুদ্ধাদিকর্ম্মণা) শ্রমঃ দৃষ্টঃ (এব, অতঃ) বৈ (নিশ্চিতং) ভর্ত্তুঃ (ভারবোঢ়ুঃ) গন্তুঃ (গমনশীলস্য) ভবতঃ চ (শ্রমম্) অনুমন্যে (অনুমিমে, ননু ইদং ব্যবহারমাত্রং ন তু সত্যং, তত্রাহ—) অসতা (ঘটাদিনা) উদাননয়নাদ্যভাবাৎ (উদকাহরণাদ্যভাবদর্শনাৎ সতা তু দর্শনাচ্চ অয়ং) ব্যবহারমার্গঃ (প্রপঞ্চঃ) সমূলঃ (প্রমাণমূলকঃ এব) ইষ্টঃ । (অত্রায়ং প্রয়োগঃ প্রপঞ্চঃ সত্যঃ অর্থক্রিয়াকারিত্বাৎ যঃ পুনঃ অসত্যঃ নাসৌ অর্থক্রিয়াকারী যথা যুক্তিরজতাদিরিতি) ॥২১

অনুবাদ—(হে প্রভো,) আপনি বলিলেন যে, "আমার শ্রম নাই" ; কিন্তু, আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন হইলেও দেহযোগে যুদ্ধাদিকর্ম্মজনিত শ্রম আত্মায় লক্ষিত হয়, অতএব আপনি যখন ভার লইয়া গমন করিতেছেন, তখন আপনার নিশ্চয়ই শ্রম হইতেছে, ইহাই অনুমান হয়। আবার আপনি বলিলেন, "রাজা ও ভৃত্যাদি ভেদবুদ্ধি ব্যবহার মাত্র, সত্য নয়" ; কিন্তু, ঘটাদি ব্যবহারিক অর্থাৎ প্রাপঞ্চিক দ্রব্যসকল মিথ্যা হইলে তদ্দ্বারা জলগ্রহণাদি কার্য্য কিরূপে হইতে পারে ? অতএব ব্যবহার মার্গ সত্য বলিয়াই সপ্রমাণ হয় ।

বিশ্বনাথ—কপিলদেবং প্রষ্টুং প্রবৃত্তোঽহমধ্বন্যেব তমিমং প্রাপ্তস্তদেতদ্দত্তোত্তরাণ্যেব প্রথমমাক্ষিপন্ সর্ব্বমেব স্বজিজ্ঞাস্যমাবিষ্করিষ্যামীতি মনসি বিচারয়ন্ যদুক্তং মম শ্রমোনাস্তীতি তত্রাহ—দৃষ্ট ইতি । আত্মনো মে অনুমন্যে অনুমিমে অনুমানঞ্চৈবং ভবান্ ভারবাহাদিনা শ্রান্তঃ কর্ত্তৃত্বাৎ, যঃ কর্ত্তা স শ্রাম্যতি যথাহং যুদ্ধাদিকর্ত্তেতি । নচেদং ব্যবহারিকা এবং জল্পন্তি ন তু পারমার্থিকা ইতি বাচ্যং, ব্যবহারমার্গস্যাপি নির্ম্মূলীকর্ত্তুমশক্যত্বাদিত্যাহ—যথেতি ঘটাদিকরণকজলাদিকমাহরেত্যুক্তে অসতা ঘটাদিনা উদকানয়নাদেরদৃষ্টত্বাৎ ব্যবহারমার্গঃ প্রপঞ্চঃ সমূলঃ সপ্রমাণক এবেষ্টঃ । যথা যথাবৎ । এবং প্রয়োগঃ, প্রপঞ্চঃ সত্যঃ অর্থ-ক্রিয়াকারিত্বাৎ যঃ পুনরসত্যঃ নাসাবর্থ-ক্রিয়াকারী যথা মিথ্যাঘটাদিরিতি ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমি কপিলদেবকে জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া পথিমধ্যেই তাঁহাকে এইরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব ইঁহার প্রদত্ত উত্তরসমূহেরই প্রথমতঃ আক্ষেপপূর্ব্বক (দোষোদ্ঘাটনপূর্ব্বক) সমস্ত নিজের জিজ্ঞাস্য আবিষ্কার করিব—ইহা মনে বিচার করিয়া, তিনি (ভরত) যে বলিয়াছেন 'আমার শ্রম নাই'—এই বিষয়ে বলিতেছেন—'দৃষ্টঃ শ্রমঃ' ইত্যাদি, আমার যুদ্ধাদি কার্য্যে শ্রম দেখিতেছি, অতএব আপনারও শ্রম আছে—ইহা 'অনুমন্যে'—অনুমান করিতেছি। অনুমানের প্রকার এইরূপ—আপনি ভার বহনাদির দ্বারা শ্রান্ত কর্ত্তৃ-হেতু, যিনি কর্ত্তা তিনি পরিশ্রান্ত হন, যেরূপ আমি যুদ্ধাদির কর্ত্তা। ব্যবহারিক জনই এইরূপ জল্পনা করে, কিন্তু পারমার্থিক নহে—এরূপ বলিতে পারেন না, যেহেতু ব্যবহার-মার্গও নির্ম্মূল করা অশক্য—ইহা বলিতেছেন—'যথা' ইত্যাদি। ঘটাদির দ্বারা জল আনয়ন কর—এইরূপ বলিলে, অসৎ ঘটাদির দ্বারা জল আনয়নাদি কার্য্য কখন দৃষ্ট হয় না, অতএব 'ব্যবহারমার্গ' অর্থাৎ প্রপঞ্চ প্রমাণসিদ্ধ যথার্থ বলিয়াই স্বীকার্য্য। 'যথা'—বলিতে যেরূপ। এই প্রকার (অনুমান) প্রয়োগ—প্রপঞ্চ সত্য, অর্থ ও ক্রিয়াকারিত্ব-হেতু, যাহা অসত্য, তাহা অর্থ ও ক্রিয়াকারী নহে, যেমন মিথ্যা ঘটাদি, (অর্থাৎ ব্যবহারমার্গ মিথ্যা (সত্তাহীন) হইলে ইহা দ্বারা কোন কার্য্যসাধন হইত না। ঘট যদি অসৎ অর্থাৎ সত্তাহীন পদার্থ হইত, তবে তদ্দ্বারা জল আনয়নাদি কার্য্য সম্ভবপর হইত না—এই অর্থ।) ॥ ২১ ॥

স্থাল্যগ্নিতাপাৎ পয়সোঽপি তাপ-
স্তত্তাপতস্তণ্ডুলগর্ভরন্ধ্রিঃ।
দেহেন্দ্রিয়াস্বাশয়সন্নিকর্ষাৎ
তৎসংসৃতিঃ পুরুষস্যানুরোধাৎ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—(যদুক্তম্ উপাধিধর্ম্মাঃ স্থৌল্যাদয়ঃ মে মম বস্তুতঃ ন সন্তি ইতি তন্ন যুক্তং যতঃ তত্র ঔপাধিকত্বে অপি সত্যত্বং কিং নস্যাৎ ? যথা) স্থাল্যগ্নিতাপাৎ (স্থাল্যাম্ অগ্নিনা তাপাৎ তন্মধ্যবর্ত্তিনঃ) পয়সঃ (ক্ষীরস্য) অপি তাপঃ (ভবতি) তত্তাপতঃ (তস্য ক্ষীরস্য তাপাৎ) তণ্ডুলগর্ভরন্ধ্রিঃ (তণ্ডুলানাং বহির্ভাগস্য তাপাৎ তদ্গর্ভগতস্য কণস্য রন্ধ্রিঃ পাক, ভবতি ন চ অত্র কিঞ্চিন্মিথ্যা তথা) দেহেন্দ্রিয়াস্বাশয়সন্নিকর্ষাৎ (দেহেন্দ্রিয়াদিভিঃ সন্নিকর্ষাৎ সম্বন্ধাৎ) তৎসংসৃতিঃ (তন্নিমিত্তা দেহাদিগতা অপি সংসৃতিঃ শ্রমাদিদুঃখসন্ততিঃ) পুরুষস্য (আত্মনঃ তব মম বা অন্যস্য সর্ব্বস্য অপি স্যাৎ এব) অনুরোধাৎ (উপাধিধর্ম্মানুবৃত্তেশ্চ এতন্ন অযুক্তং যতঃ নিদাঘাদিনা দেহে তপ্তে ইন্দ্রিয়াণাম্ অপিতাপঃ ভবতি, ততঃ প্রাণানাং, ততঃ মনসঃ এবং প্রকৃতে অপি পূর্ব্ব শিবিকাদিভারেণ দেহস্য শ্রমঃ ততঃ ইন্দ্রিয়াণাং, ততঃ প্রাণানাং, ততঃ মনসঃ, ততঃ জীবস্য ইতি ভাবঃ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—আপনি কহিলেন, "স্থূলত্বাদি ঔপাধিক ধর্ম্ম আমার নাই"। কেন, ঔপাধিক ধর্ম্ম কি মিথ্যা ? অগ্নির তাপে স্থালী (মাটীর হাঁড়ি) ও তন্মধ্যগত দুগ্ধ উত্তপ্ত হয় ; দুগ্ধ উত্তপ্ত হইলে, তন্মধ্যস্থ তণ্ডুলাদির বহির্ভাগ উত্তপ্ত হয়, বহির্ভাগের উত্তাপে অন্তবর্ত্তী তণ্ডুলকণার পাক হইয়া থাকে, এই স্থলে ইহার কোন অংশই মিথ্যা নহে। অগ্নি সম্বন্ধ দ্বারা যেরূপ তণ্ডুলাদি পাক হয়, সেইরূপ সকল জীবেরই দেহাদি ইন্দ্রিয়সম্বন্ধজনিত শ্রমাদি ক্লেশ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ, তাহা ঔপাধিক ধর্ম্মবশতঃই হয় ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—ভারোদ্বহনাদিনা দেহেন্দ্রিয়াদেঃ শ্রান্ত্যা আত্মাপি শ্রান্তো ভবতীতি তত্র দৃষ্টান্তমাহ—স্থাল্যা অগ্নিনা তাপাৎ তন্মধ্যবর্ত্তিনঃ পয়সস্তাপঃ ; তস্য তাপাৎ তণ্ডুলানাং বহির্ভাগস্য তাপঃ ; ততস্তদ্গর্ভস্য রন্ধ্রিঃ পাকো যথা, তথৈব দেহাদিভিঃ সন্নিকর্ষাৎ সম্বন্ধাৎ তৎসংসৃতি-স্তন্নিমিত্তকঃ সংসারঃ পুরুষস্য ভবতি। অসবঃ প্রাণাঃ, আশয়ো মনঃ। অনুরোধাদুপাধিধর্ম্মানুবৃত্তেঃ। যথা নিদাঘাদিনা দেহে তপ্তে ইন্দ্রিয়াণাং তাপঃ, ততঃ প্রাণস্য ততো মনসস্তত আত্মন ইতি ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভার বহনাদির দ্বারা দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির শ্রান্তিবশতঃ আত্মাও শ্রান্ত হয়, এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—'স্থাল্যগ্নি-তাপাৎ' ইত্যাদি, স্থালী (পাকভাণ্ড) অগ্নির দ্বারা উত্তপ্ত হইলে, তাহার তাপে ভাণ্ডমধ্যস্থিত জল উত্তপ্ত হয়, আবার জলের তাপে তন্মধ্যস্থিত তণ্ডুলের বহির্ভাগ তপ্ত হয়, তারপর তাহার তাপে তণ্ডুলের মধ্যভাগের পাক হইয়া থাকে, এইরূপ 'দেহাদিভিঃ'—দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মনের সহিত 'সন্নিকর্ষাৎ'—সম্বন্ধহেতু, 'তৎসংসৃতিঃ'—পুরুষের (অর্থাৎ আত্মার) সংসারভাব সম্ভবপর হয়। 'অসবঃ' বলিতে প্রাণ, 'আশয়'—মন। 'অনুরোধাৎ'—উপাধিধর্ম্মের অনুবৃত্তিহেতু (অর্থাৎ উপাধিগত ধর্ম্মসমূহের পর পর সংক্রমণ দ্বারা) ; যেরূপ সূর্য্যতাপে দেহ উত্তপ্ত হইলে, ইন্দ্রিয়সকলের তাপ, তারপর প্রাণের, তারপর মনের এবং তারপর আত্মার তাপ সম্ভব ॥ ২২ ॥

শাস্তাভিগোপ্তা নৃপতিঃ প্রজানাং
যঃ কিঙ্করো বৈ ন পিনষ্টি পিষ্টম্।
স্বধর্ম্মমারাধনমচ্যুতস্য
যদীহমানো বিজহাত্যঘৌঘম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—(যদুক্তং স্বস্বাম্যভাবঃ অধ্রুব ইতি তত্রাহ— অধ্রুবত্বে অপি যদা যো) নৃপতিঃ (বর্ত্ততে তদা সঃ) প্রজানাং (উৎপথগামিনাং জনানাং) শাস্তা অভিগোপ্তা (শাস্তা, সন্মার্গস্থান্ সর্ব্বতঃ গোপ্তা চ ভবতি) (যচ্চোক্তং স্বধর্ম্মাদেঃ শিক্ষা পিষ্টপেষ ইতি তত্রাহ—) যঃ অচ্যুতস্য কিঙ্করঃ (আজ্ঞানুবর্ত্তী) (সঃ) বৈ পিষ্টং ন পিনষ্টি (নিষ্ফলং কিমপি ন করোতি যতঃ স্বধর্ম্মত্বাদ্যনপগমে অপি শাস্তুরীশ্বরস্য আজ্ঞা সম্পাদনেন এব ফলবত্ত্বাৎ তদাহ—) যৎ (যতঃ) স্বধর্ম্ম অচ্যুতস্য আরাধনং ঈহমানঃ (কুর্ব্বন্ জনঃ) অঘৌঘং (দোষসমূহং) বিজহাতি (বিধুনোতি) ॥

অনুবাদ—আপনি বলেন, রাজা ও ভৃত্যাদিভাব নিত্য নহে ; কিন্তু অনিত্য হইলেও যখন যে ব্যক্তি

রাজা হন, তখন তিনি উৎপথগামী প্রজাদিগের শাসন ও পালন করিয়া থাকেন ; আবার আপনি বলিলেন, স্তব্ধ ব্যক্তিকে শিক্ষাদেওয়া পিষ্টবস্তু পেষণের ন্যায় বিফল ; কিন্তু যে ব্যক্তি ভগবান্ অচ্যুতের দাস, তিনি কখনও বিফল কর্ম্ম করেন না। অর্থাৎ স্তব্ধ ব্যক্তিকে শিক্ষা দিয়া তাহার স্তব্ধত্ব দূর করিতে না পারিলেও সর্ব্বশাস্তা ভগবদাদেশ পালন জন্য তাঁহার চেষ্টা বৃথা হয় না। ভগবান্ অচ্যুতের আরাধনাই স্বধর্ম ; তদর্থে সচেষ্ট ব্যক্তি যাবতীয় পাপরাশি ধ্বংস করিয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—যদুক্তং স্বস্বাম্যভাবো ধ্রুব ইতি তত্রাহ—শাস্তেতি। অধ্রুবত্বেপি যদা যো নৃপতিঃ স প্রজানাং শাস্তা গোপ্তা চ ভবত্যেব। যচ্চোক্তং স্তব্ধাদেঃ শিক্ষা পিষ্টপেষ ইতি তত্রাহ—যোঽচ্যুতস্য কিঙ্করো মদ্বিধঃ স পিষ্টং ন পিনষ্টি, যতস্তব্ধত্বাদ্যনপগমেঽপি শাস্তুরীশ্বরস্যাজ্ঞা-সম্পাদনেনৈব ফলবত্ত্বাত্তদাহ—প্রজা-শাসনলক্ষণং স্বধর্ম্মরূপমচ্যুতস্যারাধনং নৃপ ঈহমানঃ কুর্ব্বন্ স্বস্যাঘৌঘং প্রত্যাবায়সমূহং জহাতি ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্ব-স্বাম্যভাব যদি ধ্রুব হইত' —ইহা যাহা উক্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে বলিতেছেন—'শাস্তা' ইত্যাদি। স্বত্ব-স্বামিত্বভাব অস্থায়ী হইলেও যখন যিনি নৃপতি হন, তখন তিনিই প্রজাগণের শাসন ও রক্ষণকর্ত্তা হইয়া থাকেন। আর যে বলিয়াছেন—'স্তব্ধাদির শিক্ষা পিষ্টপেষণ' (অর্থাৎ জড় ও উন্মত্তকে শিক্ষাদান অনর্থক)—ইহার উত্তরে বলিতেছেন—যিনি ভগবান্ অচ্যুতের 'কিঙ্কর'—আমার ন্যায় আজ্ঞাপালক ভৃত্য, তিনি কখনও পিষ্ট-পেষণ করেন না (অর্থাৎ তাহার কোন কর্ম্মই অন-র্থক নহে) ; যেহেতু স্তব্ধত্বাদি অপগত না হইলেও শাসক ঈশ্বরের আজ্ঞা-প্রতিপালনের দ্বারাই উহার ফলবত্তা, ইহা বলিতেছেন—'স্বধর্ম্মম্', ইত্যাদি, রাজা প্রজাগণের শাসনরূপ নিজ ধর্ম্ম পালন করিলে, উহাই শ্রীভগবানের আরাধনা হয়, এবং ইহা হইতেই তিনি 'অঘৌঘং'—প্রত্যবায়সমূহ (পাপসকল) বিধ্বংস করিয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥

তন্মে ভবান্ নরদেবাভিমান-
মদেন তুচ্ছীকৃতসত্তমস্য।
কৃষীষ্ট মৈত্রীদৃশমার্ত্তবন্ধো
যয়া তরে সদবধ্যানমংহঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(যস্মাৎ ত্বদুক্তং মম সর্ব্বং বিপরীতং প্রতিভাতি তত্রাহ—হে) আর্ত্তবন্ধো, (শরণাগতরক্ষক,) তৎ (তস্মাৎ) নরদেবাভিমানমদেন (নরদেবঃ অহম্ ইত্যভিমানেন যঃ মদঃ তেনঃ) তুচ্ছীকৃতসত্তমস্য (তুচ্ছীকৃত্যাঃ তিরস্কৃতাঃ সত্তমাঃ শ্রেষ্ঠাঃ ভবাদৃশাঃ মহাভাগবতাঃ যেন তস্য তাদৃশস্য অত্যন্তাপরাধিনঃ অপি) মে (মম) ভবান্ মৈত্রীদৃশং স্নেহ-যুক্তাং দৃষ্টিং) কৃষীষ্ট (করোতু) যয়া স্নেহযুক্তয়া কৃপয়া) সদ-বধ্যানমংহঃ (সত্যং ভবতাং ভগবদ্ভক্তানাম্ অবধ্যানম্ অবজ্ঞানরূপমংহঃ পাপম্ অহং) তরে (তরিষ্যামি) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—আপনি যাহা বলিলেন, সে সকল আমার নিকট বিপরীত বলিয়া বোধ হইতেছে। হে আর্ত্তবন্ধো, আমি নরদেবাভিমানে মত্ত হইয়া আপনার ন্যায় পরম ভাগবতকে তিরস্কার করিয়াছি! আমি অত্যন্ত অপরাধী হইলেও আপনি আমার প্রতি স্নেহ-দৃষ্টিপাত করুন। আপনি কৃপাদৃষ্টি করিলে আমি সাধুগণের অবমাননা জন্য পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিব ॥ ২৪ ।

বিশ্বনাথ—যস্মাদেবং মম ত্বদুক্তং বিপরীতং বিভাতি, তস্মান্নরদেবোঽহমিত্যভিমানেন যো মদো বিজ্ঞন্মন্যত্বাদি মিথ্যাগর্ব্বস্তেন তুচ্ছীকৃতা ইমে কিং জানন্তীত্যনাদৃতাঃ সত্তমাঃ ভবাদৃশা যেন তস্য মে দুর্জীবোঽয়ং নরকেঽপি পতিষ্যতীতি বিভাব্য মৈত্রী-দৃশং স্নেহযুক্তাং দৃষ্টিং কৃষীষ্ট করোতু, যয়া সতাম-বজ্ঞারূপমঙ্ঘস্তরিষ্যামি ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যেহেতু এই প্রকারে আপনার উক্তি আমার নিকট বিপরীত বলিয়া বোধ হইতেছে, অতএব 'নরদেবাভিমান-মদেন'—আমি রাজা এই অভিমান-জনিত যে মদ, অর্থাৎ বিজ্ঞন্মন্যত্বাদি মিথ্যা-গর্ব্ব, তাহাতে 'তুচ্ছীকৃত-সত্তমস্য'—তুচ্ছীকৃত, অর্থাৎ এই সকল লোক কি জানে—এইভাবে অনাদৃত হইয়াছে আপনাদের ন্যায় সাধু মহাপুরুষ যাহা কর্ত্তৃক, সেই আমার ; এই দুষ্ট জীব নরকেও পতিত হইবে—এইরূপ বিবেচনা করিয়া, 'মৈত্রীদৃশং'—আপনি আমার প্রতি স্নেহদৃষ্টি দান করুন, যাহাতে

সাধুজনের অবজ্ঞারূপ পাপ হইতে আমি পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি ॥ ২৪ ॥

ন বিক্রিয়া বিশ্বসুহৃৎসখস্য
সাম্যেন বীতাভিমতেস্তবাপি।
মহদ্বিমানাৎ স্বকৃতাদ্ধি মাদৃঙ্-
নঙ্ক্ষ্যত্যদূরাদপি শূলপাণিঃ ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে জড়ভরতরহূগণসংবাদে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥

অন্বয়ঃ—বিশ্বসুহৃৎসখস্য (বিশ্বস্য সুহৃচ্চ ঈশ্বরঃ অসৌ সখা যস্য অতএব সর্ব্বত্র) সাম্যেন (সর্ব্বস্য ব্রহ্মাত্মকত্বভাবেন স্বদেহে অপি) বীতাভিমতেঃ (বীতা নিরস্তা অভিমতিঃ দেহাত্মাভিমতিঃ যস্য তস্য বিগত-দেহাভিমানস্য) তব অপি (যদ্যপি) বিক্রিয়া ন (মৎকৃতাৎ অবজ্ঞানাৎ বিকারঃ নাস্তি, তথাপি) স্বকৃতাৎ হি মহদ্বিমানাৎ (মহতাং ভগবদ্ভক্তানাং বিমানাৎ অনাদরাৎ) মাদৃক্ (মাদৃশঃ জনঃ) শূল-পাণিঃ (রুদ্রঃ ইব অতিসমর্থঃ) অপি অদূরাৎ (ক্ষিপ্রং) নঙ্ক্ষ্যতি (বিনঙ্ক্ষ্যতি) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, বিশ্ব-সুহৃদ্ ভগবান্ আপনার সখা ; আপনি সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন বলিয়া নিজ দেহেও আপনার আত্মবুদ্ধি নাই। আমি যে আপনার অপমান করিয়াছি, তাহাতে যদিও আপনার কোন বিকার হয় নাই, তথাপি মহতের অবমাননা করাতে, সেই স্বকৃত অবমাননার ফলে, মাদৃশ ব্যক্তি শূলপাণির ন্যায় বিশেষ সমর্থপুরুষ হইলেও অচিরেই বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ত্বৎকৃতেন তিরস্কারেণাস্মাদৃশাং দুঃখং নোৎপদ্যতে কুতস্তবাংহস্তন্ত্রাহ—নেতি। তথাপি তব যদ্যপীত্যর্থঃ। তদপি মাদৃক্ বিনঙ্ক্ষ্যতি শূল-পাণি-সদৃশোঽপি। যদুক্তং—'সের্ষ্যং মহাপূরুষপাদ-পাংশুভির্নিরস্ততেজঃস্বিত্যাদি ॥ ২৫ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
পঞ্চমে দশমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥৫।৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—তোমার দ্বারা কৃত তিরস্কার বাক্যে আমাদের ন্যায় জনগণের কোন দুঃখই উৎপন্ন হয় না, তাহাতে তোমার পাপ কোথায়? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'ন বিক্রিয়া' ইত্যাদি, যদিও তাহাতে আপনার কোনরূপ বিকার ঘটে নাই, তথাপি আমার ন্যায় ব্যক্তি শূলপাণি শঙ্করের সদৃশ হইলেও (মহাপুরুষের অবমাননা করিলে সত্বরই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে)। যেমন দক্ষযজ্ঞে দেবীর উক্তি —"সের্ষ্যং মহাপূরুষ-" (৪।৪।১৩), অর্থাৎ যদিও সাধু ব্যক্তিরা আত্মনিন্দন সহ্য করেন, তথাপি তাঁহাদের পাদরেণু তাহা সহ্য করিতে সমর্থ হয় না, তাঁহাদের চরণধূলি ঐ সকল ব্যক্তির তেজঃ নিরস্ত করিয়া দেয়, ইত্যাদি ॥ ২৫ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার পঞ্চম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের দশম অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫।১০ ॥

মধ্ব—স্বতো মহদবজ্ঞানাদ্রুদ্রোঽপ্যাত্মানমাদহেৎ।
ইতি চ ॥ ২৫ ॥

তথ্য – শূলপাণি-সম যদি ভক্তনিন্দা করে।
ভাগবত প্রমাণ—তথাপি শীঘ্র মরে ॥
হেন বৈষ্ণবেরে নিন্দে সর্ব্বজ্ঞ হই।
সে জনের অধঃপাত সর্ব্বশাস্ত্রে কই ॥
—চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩শ।
বৈষ্ণবের নিন্দা করিবেক যার গণ।
তার রক্ষা সামর্থ্য নাহিক কোন জন ॥
শূলপাণি-সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে।
তথাপিহ নাশ যায়—কহে শাস্ত্রবৃন্দে ॥
ইহা না মানিয়া যে সুজন নিন্দা করে।
জন্ম জন্ম সে পাপিষ্ঠ দৈবদোষে মরে।
—চৈঃ ভাঃ মধ্য ২২শ ॥ ২৫ ॥

ইতি অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য ও বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-পঞ্চম স্কন্ধের দশম অধ্যায়ের গৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত।

একাদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ—
অকোবিদঃ কোবিদবাদবাদান্
বদস্যথো নাতিবিদাং বরিষ্ঠঃ।
ন সূরয়ো হি ব্যবহারমেতং
তত্ত্বাবমর্শেন সহামনন্তি ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

একাদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে রাজা রহূগণের প্রতি ভরতমুনির পরম জ্ঞানোপদেশ বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিজবর ভরত রাজা রহূগণকে বলিতেছেন—তিনি অবিজ্ঞ হইয়াও বিজ্ঞের মত কথা কহিয়া, আপনার অভাবেরই পরিচয় দিতেছেন—বিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁহার মত লোকব্যবহার-বিষয়কে বহুমানন করেন না। লোকধর্ম্ম প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ডীয় যজ্ঞবিষয়ক বেদ-বচনে বিশুদ্ধ তত্ত্ববাদ প্রকাশ পায় না; মায়িক জীবের মন সত্ত্বাদি গুণের বশে শুভাশুভ কর্ম্মেই বদ্ধ থাকে। এইরূপে এই ইন্দ্রিয়াধিপতি মনই নানাভাবে জীবকে নানাযোনিতে নিক্ষেপ করে, এবং সংসারে সহস্র সুখদুঃখের সৃষ্টি করে। এই মনোধর্ম্মের বশে জীব লোক-ব্যবহার লইয়াই ব্যস্ত থাকে। মনের এই বিষয়াসক্তি হইতেই বন্ধন, এবং তাহাতে অনাসক্তি জন্মিলেই মুক্তিলাভ হয়। মনের বৃত্তি একাদশ প্রকার; কেহ দ্বাদশও বলেন। এই একাদশ চিত্ত-বিকার আবার শত সহস্ররূপে প্রকাশ পায়। সর্ব্বশক্তিমান শ্রীভগবানের মায়াশক্তিই তাহার কারণ। ভগবদ্বিমুখ জীবের মনই মায়ার বশে বিবিধ অবস্থায় এই সকল বিকারে অধীন হয়। মায়ামুক্ত (ক্ষেত্রজ্ঞ) শুদ্ধ জীব এ সকল প্রত্যক্ষ করে। জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভেদে ক্ষেত্রজ্ঞ দ্বিবিধ। পরমাত্মাই পূর্ণতত্ত্ব—বাসুদেব। তিনিই সর্ব্বভূতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সকলকে নিয়ন্ত্রিত করেন। তিনিই সর্ব্বজীবের আশ্রয়। অসৎসঙ্গবর্জ্জিত ও বিজিতেন্দ্রিয় জীবই মায়ামুক্ত হইয়া তাঁহাকে অবগত হইতে ও সংসার-সিন্ধু অতিক্রম করিতে পারে। বহির্বিষয়াকৃষ্ট এই মনই সংসার-তাপের মূল। এই মহাশত্রু মনকে জয় করিতে না পারিলে, কদাচ তাপ দূর হয় না। ইহা অবাস্তব হইলেও ইহার প্রভাব অসামান্য। ইহাকে উপেক্ষা করিলেই অর্থাৎ প্রশ্রয় দিলেই, ইহা মহাবল ধারণ করিয়া জীবের স্বরূপকে ঢাকিয়া ফেলে; 'আমি কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণসেবাই আমার ধর্ম্ম' এ কথা সে সম্পূর্ণ ভুলিয়া যায় এবং বিষয় সেবাতেই নিঃশেষে নিমগ্ন হয়। হরিগুরুচরণ সেবারূপ নিশিত খড়্গই এই মহাশত্রু সংহারে সতত সমর্থ।

অন্বয়ঃ—শ্রীব্রাহ্মণঃ উবাচ, — অকোবিদঃ (অবিদ্বান্ অপি ত্বং) কোবিদবাদবাদন্ (কোবিদানাং বিবেকিনাং যে বাদাঃ উদ্গ্রহণিকাঃ যথার্থবচনানি তত্তুল্যান্ যুক্ত্যাভাসমানাম্ অপি অযথার্থান্ ব্যবহারযথার্থত্ব-পরান্ বাদান্) বদসি। অথো (অতঃ) অতিবিদাম্ (অত্যন্তবিদুষাং মধ্যে) বরিষ্ঠঃ (শ্রেষ্ঠঃ) ন (ভবসি।) হি (যস্মাৎ) সূরয়ঃ (বিবেকিনঃ) এতম্ (অহন্তা-মমতাপূর্ব্বকস্বামিভৃত্যসুখদুঃখাদিব্যবহারং) তত্ত্বাবমর্শেন (তত্ত্ববিচারেণ) সহ ন আমনন্তি (ন বদন্তি কিন্তু অবিচারসুন্দরং বদন্তি, অতঃ ন সত্যঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মণ কহিলেন,—তুমি বিজ্ঞ নহ, অথচ বিজ্ঞের ন্যায় কথা বলিতেছ: অতএব তুমি বিজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নহ। যেহেতু, বিবেকিগণ তত্ত্ববিচার দ্বারা 'স্বামী-ভৃত্য', 'সুখ-দুঃখ' প্রভৃতি লৌকিক ব্যবহারকে বহুমানন করেন না ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

মনসৈব হি সংসারো যদ্বশীনামনন্ততা।
একাদশেঽত্র তেনৈব মোক্ষো ভক্তিযুজোদিতঃ ॥০

ত্বং কোবিদো ন ভবসি অথচ কোবিদানাং যে বাদা উদ্গ্রাহাস্তত্তুল্যানেব বাদান্ বদসি, অথো অতএব অত্যন্তং বিদুষাং মধ্যে শ্রেষ্ঠো ন ভবসি। যতঃ সূরয়ঃ কোবিদা এতং ব্যবহারং ব্যবহারিকং বস্তু চ। তত্ত্বাবমর্শেন তত্ত্ববিচারেণ তত্ত্ববস্তুনা চ সহ ন আমনন্তি দৃষ্টান্তাদিনা নাভ্যস্যন্তি, তয়োঃ পরস্পরাতিবৈধর্ম্ম্যাৎ। তথা হি স্থালীতাপাৎ পয়সস্তাপ-স্তত্তাপাত্তণ্ডুলতাপ ইতি তণ্ডুলস্য জড়স্য স্থাল্যাদিভির্জড়ৈ র্বহ্নিনাপি জড়েন যথা সংসর্গস্তথা দেহেন্দ্রিয়াদিভি র্জড়ৈর্মুক্তজীবস্য চিদ্বস্তুনঃ সংসর্গাভাবাদেব দেহাদিশ্রমৈর্ন শ্রমঃ সিদ্ধ্যতি। বদ্ধ-

জীবস্য তু জড়দেহাধ্যাসাজ্জড়ত্বেন তৈর্ভবত্যেব শ্রম ইতি বদ্ধজীবৈর্যুষ্মাভির্মুক্তজীবানামস্মাকং সাদৃশ্যাসম্ভবাদনুমানং ন ঘটত ইতি ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই একাদশ অধ্যায়ে মনের দ্বারাই জীবের (জন্ম-মরণরূপ) সংসার, যে মনের অনন্ত বৃত্তি ; আবার ভক্তিযুক্ত হইলে সেই মনের দ্বারাই মোক্ষ লাভ হয়—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

তুমি বিজ্ঞ নও, অথচ বিদ্বদ্‌গণের যে 'বাদ'—অর্থাৎ উদ্‌গ্রাহ (তর্ক-নিবন্ধ), তত্তুল্যই কথা বলিতেছ, অতএব তুমি বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের মধ্যে অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইতে পার না। যেহেতু বিবেকিগণ এই লৌকিক ব্যবহার এবং ব্যবহারিক বস্তু, তত্ত্ব-বিচারের এবং তত্ত্ব-বস্তুর সহিত দৃষ্টান্তাদির দ্বারা বলেন না, কারণ উভয়ে পরস্পর বৈধর্ম্ম-বিশিষ্ট। যেমন অগ্নিসংযোগে স্থালীর তাপে তন্মধ্যস্থ জলের তাপ সেই তপ্ত জলের তাপে তন্মধ্যস্থ তণ্ডুলের তাপ—ইত্যাদি যে দৃষ্টান্ত দিয়াছ, সেই স্থলে জড় স্থালী প্রভৃতির জড় বহ্নির দ্বারা যেমন সংসর্গ, সেইরূপ জড় দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির দ্বারা মুক্তজীবের, অর্থাৎ চিদ্বস্তুর সংসর্গের অভাববশতঃই দেহাদির শ্রমের দ্বারা শ্রম সিদ্ধ হয় না। কিন্তু বদ্ধ জীবের জড় দেহাদিতে অধ্যাসহেতুই জড়ত্বরূপে তাহাদের সংসর্গে শ্রম হইবেই। তোমাদের ন্যায় বদ্ধ জীবের সহিত মুক্তজীব আমাদের সাদৃশ্য অসম্ভব বলিয়া এই স্থলে অনুমান ঘটিতে পারে না—এই ভাব ॥ ১ ॥

তথৈব রাজন্নুরুগার্হমেধ-
বিতানবিদ্যোরুবিজৃম্ভিতেষু।
ন বেদবাদেষু হি তত্ত্ববাদঃ
প্রায়েণ শুদ্ধো নু চকাস্তি সাধুঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—হে রাজন্ (যথা রাজভৃত্যাদিব্যবহারঃ) তথা এব হি উরুগার্হমেধবিতানবিদ্যোরুবিজৃম্ভিতেষু (উরবঃ গার্হাঃ গৃহসম্বন্ধিনঃ যে মেধাঃ যজ্ঞাঃ তেষাং বিতানঃ বিস্তারঃ তদ্বিষয়াসু বিদ্যাসু উরু অধিকং বিজৃম্ভিতেষু বিলসিতেষু) বেদবাদেষু ("অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি," ইত্যাদিরূপার্থবাদেষু যঃ) তত্ত্ববাদঃ (সঃ) প্রায়েণ শুদ্ধঃ (হিংসাদি দোষশূন্যঃ) সাধুঃ (রাগাদিশূন্য যথার্থশ্চ) নু (নিশ্চিতং) ন চকাস্তি (ন প্রকাশতে। "তদ্‌যথেহ কর্ম্মজিতঃ লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবমুত্র পুণ্যজিতঃ লোকঃ ক্ষীয়তে" ইত্যাদি তর্কানুগৃহীতশ্রুতিবিরোধেন সুকৃতস্য তজ্জন্য সুখস্য চ অক্ষয়ত্বাসম্ভবাৎ ভগবদর্পিতকর্ম্মণাং পরমপুরুষার্থহেতুত্বাৎ তদ্ব্যাবৃত্ত্যর্থং প্রায়গ্রহণম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, প্রভু ভৃত্যাদি লৌকিক ব্যবহারে, তথা ভূরি ভূরি গৃহসম্বন্ধীয় যজ্ঞবিষয়িণী বিদ্যায় অধিক বিলসিত বেদবাক্যে, রাগাদিরহিত শুদ্ধতত্ত্ববাদ নিশ্চিতরূপে প্রায় প্রকাশ প্রায় না ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—ননু মীমাংসকাঃ কর্ম্মফলাৎ স্বর্গসুখাদতিরিক্তং পুরুষার্থং ন মন্যন্ত ইত্যতঃ কিং তত্ত্ববাদেনেতি চেৎ, সত্যং তেষ্বজ্ঞেষ্বনধিকারিষু তত্ত্বোপদেশো নৈব সমুচিত ইত্যাহ—তথৈবেতি। যথৈব ভবদ্বিধানাং দৃষ্টফলেষু ব্যবহার-কর্ম্মসু তথৈব উরবো গার্হা গৃহসম্বন্ধিনো মেধা যজ্ঞাস্তেষাং বিতানো বিস্তারস্তদ্বিষয়াসু বিদ্যাসু উরু অধিকং বিজৃম্ভিতেষু বিলসিতেষু বেদবাদেষ্বদৃষ্টফলেষ্বপি কর্ম্মসু নু নিশ্চিতং তত্ত্ববাদো ন চকাস্তি ন প্রকাশতে, কুতঃ ? শুদ্ধো হিংসাদিশূন্যঃ সাধুঃ রাগাদিশূন্যশ্চেতি সাজাত্যাভাবাদেবেত্যর্থঃ। প্রায়েণেতি ঈশ্বরার্পিতনিষ্কামকর্ম্মণাং জ্ঞানবৈরাগ্যদ্বারা পরমার্থফলত্বাভিপ্রায়েণোক্তম্ ॥২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, মীমাংসকগণ কর্ম্মফল-জনিত স্বর্গসুখ হইতে অতিরিক্ত কোন পুরুষার্থ মনে করেন না, অতএব তত্ত্ববিচারের কি প্রয়োজন ? তাহার উত্তরে—সত্য, সেই সকল অজ্ঞ অনধিকারীর নিকট তত্ত্বোপদেশ কখনই সমুচিত হয় না—ইহা বলিতেছেন—'তথৈব' ইত্যাদি। যেরূপ তোমাদের ন্যায় ব্যক্তিগণের দৃষ্টফল ব্যবহারিক কর্ম্মসকলে, সেইরূপ 'উরু-গার্হমেধ'—ইত্যাদি, 'উরু' (ভূরি ভূরি), গৃহস্থজনের জন্য যে মেধা বলিতে যজ্ঞসকল রহিয়াছে, তাহাদের যে বিস্তার, তদ্বিষয়ক বিদ্যাতে, 'উরু' অর্থাৎ অধিকরূপে, বিলসিত বেদবাদ-সমূহে, তাহার ফল অদৃষ্ট হইলেও, সেই সকল কর্ম্মে (অর্থাৎ তোমাদের দৃষ্টফল ব্যবহারিক কর্ম্মের ন্যায় অদৃষ্টফল বৈদিক কর্ম্মসকলেও) নিশ্চিতই তত্ত্ববাদ প্রকাশিত হয় না। কিজন্য ?

তাহাতে বলিতেছেন—তত্ত্ববাদ 'শুদ্ধঃ'—হিংসাদি—শূন্য এবং 'সাধুঃ'—রাগাদিশূন্য, উভয়ের সাজাত্যের অভাব-বশতঃই—এই অর্থ (অর্থাৎ বেদবাক্যসমূহ সাধারণতঃ হিংসাত্মক ও আসক্তিমূলক বলিয়া প্রায়শঃ শুভফল প্রদান করে না, কিন্তু তত্ত্ববাদ হিংসারহিত ও আসক্তিশূন্য)। এখানে 'প্রায়েণ'—প্রায়শঃ, এই পদটি ঈশ্বরে অর্পিত নিষ্কাম কর্ম্মসকলের জ্ঞান ও বৈরাগ্য দ্বারা পরমার্থ ফললাভ হয় (অর্থাৎ হিংসাদি-শূন্য যে সকল বৈদিক কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পিত হয়, তাহা পরমার্থ ফল দান করে)—এই অভিপ্রায়ে উক্ত হইয়াছে ॥ ২ ॥

মধ্ব—ন বেদেষ্বল্পবুদ্ধীনাং ব্রহ্মতত্ত্বং সমীক্ষ্যতে।
মহাবুদ্ধিস্তু বেদেষু পশ্যেদ্ব্রহ্মৈব কেবলম্ ॥ ২ ॥

ন তস্য তত্ত্বগ্রহণায় সাক্ষাদ্-
বরীয়সীরপি বাচঃ সমাসন্।
স্বপ্নে নিরুক্ত্যা গৃহমেধিসৌখ্যং
ন যস্য হেয়ানুমিতং স্বয়ং স্যাৎ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—স্বপ্নে নিরুক্ত্যা (যা নিরুক্তিঃ দৃষ্টান্তঃ তথা) যস্য (পুরুষস্য) গৃহমেধিসৌখ্যং (গৃহসম্বন্ধি-যজ্ঞাদিকর্ম্মজন্যং সুখং) স্বয়ম্ (এব) হেয়ানুমিতং (হেয়াত্বেন অনুমিতং) ন স্যাৎ বরীয়সীঃ (বরীয়স্যঃ) অপি বাচঃ (সর্ব্বপ্রমাণশ্রেষ্ঠাঃ অপি বেদবাচঃ) তস্য (পুরুষস্য) সাক্ষাৎ (যথাবৎ) তত্ত্বগ্রহণায় ন সমাসন্ (ন সম্যক্ আসন্ বভূবুঃ।) (অতঃ যঃ স্বপ্ন-দৃষ্টান্তেন কর্ম্মজন্যং সুখং হেয়ং নিশ্চিনোতি তস্যৈব বেদবাচঃ অপি তত্ত্বগ্রহণায় ইতি) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—স্বপ্নদৃষ্টান্তদ্বারা অর্থাৎ ভোগ্য বস্তুর মিথ্যাত্ব যেমন স্বতঃই অনুভূত হয়, সেইরূপ গৃহ-মেধিসুখকে যাহার আপনা হইতেই তুচ্ছ বলিয়া বোধ না হয়, তাহার যথাযথ তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ বেদবাক্য-সকলও যথেষ্ট নহে ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—ননু কর্ম্মিণস্তাংস্তত্ত্বং গ্রাহয়িতুং কাচিদ্বো যুক্তিরস্তি কিম্বা তান্নোপদিশাম ইতি কেবলং প্রৌঢ়ি-বাদ এবেত্যত আহ—নেতি। তস্য জনস্য সাক্ষাদ্‌যথা-বত্তত্ত্বগ্রহণার্থং বরীয়স্যোঽপি বেদান্তবাচঃ ন সম্যগা-সন্ ন সমর্থা বভূবুঃ। স্বপ্নে ভোগানাং স্বল্পকালমাত্র-স্থায়িত্বং স্বপ্নস্য স্বতো বিনাশিত্বং মিথ্যাত্বঞ্চেতি যা নিরুক্তিস্তয়া স্বপ্নদৃষ্টান্তেনেত্যর্থঃ। স্বয়মেব হেয়ত্বে-নানুমিতং যস্য ন স্যাৎ। কর্ম্মিণাং নশ্বরমসার্ব্ব-কালিকং ক্ষুদ্রং বৈষয়িকমেব সুখং তথা বৈষয়িকেণ সুখেনাত্মনো বস্তুতঃ সম্বন্ধাভাবাৎ তৎ সুখামাত্মনঃ শশস্য শৃঙ্গমিব মিথ্যাভূতঞ্চ। জ্ঞানিনান্ত্বনশ্বরং সর্ব্ব-কালিকং মহদ্ব্রাহ্মসুখমিতি বহ্বেবান্তরমিত্যেষৈব তত্ত্ব-গ্রহণ যুক্তিরিতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, ঐ কর্ম্মি-গণকে তত্ত্ব জানাইবার জন্য আপনাদের কোন যুক্তি আছে, কিম্বা তাহাদিগকে উপদেশ করিব না—এই-রূপ কেবল প্রৌঢ়িবাদই? তাহার উত্তরে বলিতে-ছেন—'ন তস্য', ঐ সকল জনের সাক্ষাৎ যথার্থরূপে তত্ত্বগ্রহণের নিমিত্ত অত্যুত্তম বেদান্তবাক্যসমূহও সমর্থ হয় না। 'স্বপ্নে নিরুক্ত্যা'—স্বপ্নে ভোগ-সকলের স্বল্পকাল-মাত্র স্থায়িত্ব, স্বপ্নেরও স্বতঃই বিনাশিত্ব এবং মিথ্যাত্ব—এই 'নিরুক্তি' বলিতে দৃষ্টান্ত, তাহার দ্বারা, অর্থাৎ স্বপ্ন-দৃষ্টান্তের দ্বারা—এই অর্থ। 'স্বয়ং'—আপনা হইতেই হেয়ত্বরূপে অনুমিত যাহার হয় নাই (অর্থাৎ স্বপ্নলব্ধ সুখ মিথ্যা বলিয়া যেরূপ হেয় হয়, তদ্রূপ স্বপ্নদৃষ্টান্তানুসারে গৃহস্থগণের প্রাপ্য ঐহিক ও পারলৌকিক সুখমাত্রকেই যে ব্যক্তি হেয় বলিয়া স্বয়ং অনুমান করিতে পারে না, উত্তম বেদান্ত-বাক্যসকল সে ব্যক্তির যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদনে সক্ষম হয় না)। কর্ম্মিগণের সুখ নশ্বর, ক্ষণিক (অসার্ব্বকালিক) এবং ক্ষুদ্র বিষয়সম্বন্ধীয়ই, তাদৃশ বৈষয়িক সুখের সহিত আত্মার বস্তুতঃ সম্বন্ধের অভাবহেতু সেই সুখ আত্মার নিকট শশকের শৃঙ্গের ন্যায় মিথ্যাভূত। আর জ্ঞানিগণের সার্ব্বকালিক মহৎ ব্রাহ্ম-(ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয়ে) সুখ—এইরূপে উভয়ের বহু পার্থক্য বিদ্যমান—ইহাই তত্ত্বগ্রহণে যুক্তি—এই ভাব ॥ ৩ ॥

যাবন্মনো রজসা পুরুষস্য
সত্ত্বেন বা তমসা বানুরুদ্ধম্
চেতোভিরাকূতিভিরাতনোতি
নিরঙ্কুশং কুশলঞ্চেতরং বা ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—যাবৎ পুরুষস্য মনঃ রজসা বা সত্ত্বেন তমসা বা (গুণৈঃ) অনুবিদ্ধং (বশীকৃতং ভবতি। তাবৎ তন্মনঃ) নিরঙ্কুশং (মত্তমতঙ্গজোপমং স্বতন্ত্রং সৎ) চেতোভিঃ (জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ) আকৃতিভিঃ (কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈশ্চ) কুশলং (ধর্ম্মম্) ইতরং বা (অধর্ম্মং বা চকারাৎ উভয়মিশ্রং বা কর্ম্ম) আতনোতি (বিস্তারয়ত্যেব) ॥ ৪॥

অনুবাদ—যাবৎ পুরুষের মন সত্ত্বরজঃতমোগুণের অধীন থাকে, তাবৎ তাহার মন মত্তমাতঙ্গের ন্যায় স্বতন্ত্র হইয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা পাপ, পুণ্য বা মিশ্রকর্ম্মের বিস্তার করে ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বেবং সদ্ভিঃ প্রবোধিতা অপি প্রায়ঃ সর্ব্বে জনা বৈষয়িকে সুখ এব প্রবর্ত্তমানাঃ কথং দৃশ্যন্তে তত্রাহ—যাবন্মনো রজ আদিভিরনুরুদ্ধং সংবদ্ধং ভবতি তাবত্তন্মনো নিরঙ্কুশমত্তমতঙ্গজোপমং সৎ পুরুষস্য কুশলং ধর্ম্মমিতরমধর্ম্মং বা আতনোতি, কৈঃ ? চেতোঽভির্জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ আকৃতিভিঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈশ্চ গুণময়ং মন এব বলাদ্বিবেকাদিকমপি নিগীর্য্য পুণ্যপাপকর্ম্মণোঃ প্রবর্ত্তয়তি, পুরুষস্য কো দোষ ইতি ভাবঃ ।: ৪ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—এইরূপই যদি হয়, তাহা হইলে সাধুগণের দ্বারা প্রবোধিত হইয়াও প্রায় সমস্ত লোকই বৈষয়িক সুখেই প্রবর্ত্তিত হইতেছে—কিজন্য দেখা যায় ? তাহাতে বলিতেছেন—'যাবন্মনো' ইত্যাদি, জীবের মন যতকাল রজঃ প্রভৃতি গুণের দ্বারা 'অনুরুদ্ধ'—সম্যক্‌রূপে বদ্ধ হয়, ততকাল মন নিরঙ্কুশ মত্ত হস্তীর ন্যায় পুরুষের 'কুশল' অর্থাৎ ধর্ম্ম, অথবা 'ইতর' অর্থাৎ অধর্ম্ম বিস্তার করিয়া থাকে। কি প্রকারে ? তাহাতে বলিতেছেন—'চেতোভিঃ'—জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং 'আকৃতিভিঃ'—কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহযোগে গুণময় মনই বলপূর্ব্বক বিবেকাদিও হরণপূর্ব্বক পুণ্য ও পাপ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে, ইহাতে পুরুষের কি দোষ ?—এই ভাব ॥ ৪ ॥

স বাসনাত্মা বিষয়োপরক্তো
গুণপ্রবাহো বিকৃতঃ ষোড়শাত্মা।
বিভ্রৎ পৃথঙ্‌নামভি রূপভেদ-
মন্তর্ব্বহিষ্ট্বঞ্চ পুরৈস্তনোতি ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (মনঃ সঃ ইতি পুংস্ত্বমাত্মশব্দবিশেষণত্বেন তন্মনঃ ইত্যর্থঃ) বাসনাত্মা (ধর্ম্মাধর্ম্মাদিবাসনাযুক্তঃ আত্মা আত্মোপাধিত্বাৎ বাসনাত্মা) বিকৃতঃ (কামাদিপরিণামবান্) বিষয়োপরক্তঃ (বিষয়ৈঃ অনুরক্তঃ অনুবিদ্ধঃ) গুণপ্রবাহঃ (গুণৈঃ রজঃ আদিভিঃ ইতস্ততঃ চাল্যমানঃ, গুণৈঃ বশীকৃতঃ ইত্যর্থঃ) ষোড়শাত্মা (ষোড়শ কলাসু পঞ্চমহাভূতৈকাদশেন্দ্রিয়রূপাসু আত্মা মুখ্যঃ) পৃথঙ্‌নামভিঃ (সহ) রূপভেদং দেব-তির্য্যগাদিরূপভেদং) বিভ্রৎ (দেহত্যাগসময়ে দেবাদিদেহান্ চিন্তয়ন্, চিন্তয়া প্রাপ্তৈঃ) পুরৈঃ (তৈঃ এব দেহৈঃ হেতুভূতৈঃ) অন্তর্বহিষ্ট্বম্ (উৎকৃষ্টত্বং নিকৃষ্টত্বঞ্চ) তনোতি ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—পাপ-পুণ্যাদি কামনাপূর্ণ বলিয়াই সেই মন কাম-ক্রোধাদি বিকারগ্রস্ত হইয়া, বিষয়ে আসক্ত ও মায়িক সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ-দ্বারা চালিত হয়। একাদশেন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত—এই ষোড়শ কলার মধ্যে মন প্রধান ; এই মনই পৃথক্ পৃথক্ নামের সহিত দেব-তির্য্যগাদি বিভিন্ন দেহ ধারণ করে। দেহধারণজন্যই তাহার উৎকৃষ্টত্ব ও নিকৃষ্টত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ স বাসনাত্মা পুণ্যপাপবাসনাযুক্ত আত্মা মনঃ বিষয়ৈরুপরক্তোঽনুবিদ্ধঃ অতএব গুণপ্রবাহঃ গুণৈরিতস্ততশ্চাল্যমানঃ অতএব বিকৃতঃ কামাদিবিকারবান্ ষোড়শেষু ভূতেন্দ্রিয়েষু মুখ্যঃ রূপভেদং দেবতির্য্যগাদিশরীরভেদং বিভ্রৎ দধৎ পুরৈস্তৈরেব শরীরৈর্হেতুভিঃ অন্তর্বহিষ্ট্বম্ উৎকৃষ্টত্বং নিকৃষ্টত্বঞ্চ তনোতি। নামভিরিতি রেফলোপে দীর্ঘাভাব আর্ষঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর সেই 'বাসনাত্মা'—অর্থাৎ পুণ্য-পাপ-বাসনাযুক্ত আত্মা বলিতে মন, বিষয়ের দ্বারা অনুবিদ্ধ হয়, অতএব 'গুণপ্রবাহঃ'—সত্ত্ব প্রভৃতি গুণ-দ্বারা ইতঃস্ততঃ চালিত হইয়া 'বিকৃতঃ'—কামাদি পরিণামযুক্ত হয়। 'ষোড়শাত্মা'—ভূতেন্দ্রিয়সকলের মধ্যে মুখ্য যে মন (অর্থাৎ ষোড়শ কলা বলিতে পঞ্চভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন—ইহাদের মধ্যে মনই প্রধান বলিয়া সেই মনই) 'রূপভেদং'—রূপ-বিশেষ, অর্থাৎ দেব, তির্য্যগাদি শরীরভেদ ধারণপূর্ব্বক সেই সেই দেহের উৎকৃষ্টত্ব

ও নিকৃষ্টত্বহেতু আত্মার উৎকৃষ্টত্ব ও নিকৃষ্টত্ব প্রকাশ করে। 'নামভিঃ'—এই স্থলে বিসর্গের লোপ হইয়াও দীর্ঘের অভাব—আর্ষপ্রয়োগ। ['রো রে লোপ্যঃ পূর্ব্বশ্চ ত্রিবিক্রমঃ (শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের) - এই সূত্র অনুযায়ী রকার পরে থাকিলে বিসর্গের লোপ হয় এবং উহার পূর্ব্ববর্ত্তী হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয়, এই সন্ধির নিয়মে 'নামভী রূপভেদঃ'—হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আর্ষ-প্রয়োগ বলিয়া এখানে 'নামভি'—দীর্ঘ হয় নাই।] ॥ ৫ ॥

———

দুঃখং সুখং ব্যতিরিক্তঞ্চ তীব্রং
কালোপপন্নং ফলমাব্যনক্তি।
আলিঙ্গ্য মায়ারচিতান্তরাত্মা
স্বদেহিনং সংসৃতিচক্রকূটঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—মায়ারচিতান্তরাত্মা (মায়য়া রচিতঃ অন্তরাত্মা জীবোপাধিঃ মনঃ) স্বদেহিনং (জীবম্) আলিঙ্গ্য সংসৃতি চক্রকূটঃ (সংসৃতিচক্রে সংসারসমূহে কূটয়তি ছলয়তীতি তথাভূতঃ সন্) দুঃখং (পাপফলং) সুখং (পুণ্যফলং) ব্যতিরিক্তং (মোহং) চ তীব্রং (ভোগমন্তরেণ উপায়ান্তরেণ দুর্নিবারং) কালোপপন্নং (ধর্ম্মাধর্ম্মাদিবিপাকহেতুনা কালেন প্রাপ্তং) ফলম্ আব্যনক্তি (আ সর্ব্বতঃ সৃজতি) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—মায়ারচিত মন দেহী জীবকে আলিঙ্গন করিয়া সংসারচক্রে নিষ্পেষিত করে এবং সুখ, দুঃখ, মোহ ও পাপ-পুণ্যাদি কর্ম্মের কালোচিত দুর্নিবার ফলসমূহকে সর্ব্বতোভাবে সৃষ্টি করিয়া থাকে ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—ফলঞ্চ তদনুরূপং সৃজতীত্যাহ—দুঃখং সুখং ব্যতিরিক্তং মোহঞ্চ তীব্রং দুর্নিবারং ব্যনক্তি সৃজতি। ননু জড়ঃ কথং সৃজতি তত্রাহ—স্বদেহিনং জীবাত্মানমালিঙ্গ্য; আলিঙ্গনে কারণমাহ—মায়য়া রচিতঃ অন্তরাত্মা জীবোপাধিঃ, উপাধিতামাহ—সংসৃতিচক্রে কূটয়তি ছলয়তীতি তথা; যথা গ্রামকূটক ইতি ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ফলও তাহার অনুরূপই সৃষ্টি করে, ইহা বলিতেছেন—'দুঃখং' ইত্যাদি, দুঃখ, সুখ এবং 'ব্যতিরিক্ত' বলিতে মোহ, 'তীব্রং'—দুর্নিবার ফল সৃষ্টি করিয়া থাকে। দেখুন জড় (মন) কি করিয়া সৃষ্টি করে? তাহাতে বলিতেছেন—'স্বদেহিনং', জীবাত্মাকে আলিঙ্গন করিয়া। আলিঙ্গনে কারণ বলিতেছেন—'মায়া-রচিতান্তরাত্মা', মায়ার দ্বারা রচিত 'অন্তরাত্মা' বলিতে জীবের উপাধি (অর্থাৎ দেহাদি)। উপাধিতা (ছলনা) বলিতেছেন—'সংসৃতিচক্রকূটঃ—সংসারচক্রে ছলনাকারী (এই মন), যেমন 'গ্রামকূটক' বলিতে গ্রামের প্রতারক ব্যক্তি। (অর্থাৎ সংসারচক্রে প্রবঞ্চনাকারী এই মনই মায়া দ্বারা জীবের উপাধি দেহাদি রচনা করিয়া, সেই উপাধির সম্পর্কযুক্ত দেহী অর্থাৎ জীবকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কালপ্রাপ্ত দুঃখ, সুখ ও মোহরূপ দুর্নিবার ফল সৃষ্টি করিয়া থাকে।) ॥ ৬ ॥

মধ্ব—সঃ মায়ারচিত অন্তরাত্মা মনঃ ॥ ৬ ॥

———

তাবানয়ং ব্যবহারঃ সদাবিঃ
ক্ষেত্রজ্ঞসাক্ষ্যো ভবতি স্থূলসূক্ষ্মঃ।
তস্মান্মনো লিঙ্গমদো বদন্তি
গুণাগুণত্বস্য পরাবরস্য ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(যাবন্মনঃ সংসারে পুরুষং ভ্রময়তি) তাবান্ (এব) অয়ং ক্ষেত্রজ্ঞসাক্ষ্যঃ (সাক্ষিণঃ ভাবঃ সাক্ষ্যং, ক্ষেত্রজ্ঞস্য সাক্ষ্যং যত্র সঃ ক্ষেত্রজ্ঞস্য জীবস্য, দৃশ্যঃ জীবভোগ্য ইত্যর্থঃ) স্থূলসূক্ষ্মঃ ব্যবহারঃ (ব্যবহারস্য স্থূলত্বং সূক্ষ্মত্বং চ দেবোঽহং মনুষ্যোঽহমিত্যাদি বাহ্যাকারবিষয়ঃ) সদা আবিঃ (প্রকাশমানঃ) ভবতি। (যস্মাদেবং) তস্মাৎ পরাবরস্য উৎকৃষ্টাপকৃষ্টযোনি সম্বন্ধস্য) গুণাগুণত্বস্য (গুণত্বং গুণাভিমানিত্বম্, অগুণত্বং তদ্রাহিত্যং তস্য গুণাগুণতস্য বন্ধমোক্ষয়োঃ চ) অদঃ মনঃ (এব) লিঙ্গং (কারণং ইতি বিবেকিনঃ) বদন্তি (কথয়ন্তি) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—যাবৎ মন জীবকে এই সংসারে ভ্রমণ করায়, তাবৎ এই জীবভোগ্য ব্যবহারসমূহ স্থূল ও সূক্ষ্মভাবে (অর্থাৎ আমি মনুষ্য, আমি দেবতা প্রভৃতি বহুবিধ স্থূল ও সূক্ষ্মদেহে আত্মাভিমানরূপে) সর্ব্বদা প্রকাশ পাইয়া থাকে। তজ্জন্য পণ্ডিতগণ উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মলাভ, তথা বন্ধ ও মোক্ষপ্রাপ্তির হেতুরূপে একমাত্র মনকেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—এবময়ং মনোনিবন্ধনঃ সংসার এব ব্যবহারপদবাচ্য ইত্যাহ—তাবানিতি। আবিঃ প্রকাশমানঃ। সদা ক্ষেত্রজ্ঞস্য সাক্ষ্যো দৃশ্যঃ। স্থূলো জাগরঃ সূক্ষ্মঃ স্বপ্নশ্চ তত্ত্বপদবাচ্যমাত্মমুখমপি মনোনিবন্ধনমেবেত্যাহ—তস্মাদদো মন এব লিঙ্গং কারণং; কস্য গুণস্য সংসারস্য অগুণত্বস্য মোক্ষস্য চ, তৌ চ সংসারমোক্ষৌ কস্য স্যাতামিত্যত আহ—পরাবরস্য উৎকৃষ্টনিকৃষ্টজনসঙ্ঘস্য। পাঠক্রমো নাত্র বিবক্ষিতঃ; নিকৃষ্টস্য সংসারো ভবতি উৎকৃষ্টস্য তু মোক্ষ ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপে এই মনোনিবন্ধন সংসারই 'ব্যবহার'—শব্দের দ্বারা বলা হয়, ইহা বলিতেছেন—'তাবান্' ইত্যাদি। 'আবিঃ'—বলিতে প্রকাশমান, সদা ক্ষেত্রজ্ঞের সাক্ষ্য অর্থাৎ দৃশ্য হয়। 'স্থূল' বলিতে জাগ্রৎ এবং 'সূক্ষ্ম' অর্থাৎ স্বপ্ন। (অর্থাৎ যতকাল পর্য্যন্ত মনের সহিত জীবের সম্বন্ধ থাকে, ততকালই সর্ব্বদা জাগ্রৎ ও স্বপ্নরূপ ব্যবহার প্রকাশিত হয়।) তত্ত্ব-পদের দ্বারা যাহা বাচ্য, সেই আত্মসুখও মনোনিবন্ধনই—ইহা বলিতেছেন—'তস্মাৎ', অতএব ঐ মনই লিঙ্গ অর্থাৎ কারণ। কাহার কারণ? তাহাতে বলিতেছেন—'গুণাগুণত্বস্য', গুণের বলিতে সংসারের এবং অগুণত্বের অর্থাৎ মোক্ষেরও কারণ হয়। সেই সংসার ও মোক্ষ কাহার হয়? তাহাতে বলিতেছেন—'পরাবরস্য', পর বলিতে উৎকৃষ্ট এবং অবর নিকৃষ্ট জনসমূহের। এখানে পাঠক্রম বিবক্ষিত হয় নাই, অর্থাৎ নিকৃষ্টের সংসার এবং উৎকৃষ্টের মোক্ষ হইয়া থাকে—এই অর্থ। (অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞগণ এই মনকেই জীবের নির্গুণত্ব ও সগুণত্বরূপ উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট অবস্থার কারণ বলিয়া নির্ণয় করিয়া থাকেন।) ॥ ৭ ॥

মধ্ব—ক্ষেত্রবিত্তু, হরিঃ প্রাণঃ সাক্ষী তাভ্যাং পুমাংশ্চরেৎ। ইতি চ ॥ ৭ ॥

গুণানুরক্তং ব্যসনায় জন্তোঃ
ক্ষেমায় নৈর্গুণ্যমথো মনঃ স্যাৎ।
যথা প্রদীপো ঘৃতবর্ত্তিমশ্নন্
শিখাঃ সধূমা ভজতি হ্যন্যদা স্বম্।
পদং তথা গুণকর্ম্মানুবদ্ধং
বৃত্তীর্মনঃ শ্রয়তেঽন্যত্র তত্ত্বম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—জন্তোঃ (জীবস্য) মনঃ (যদা) গুণানুরক্তং (বিষয়াসক্তং তদা তস্য) ব্যসনায় (উক্তপ্রকারেণ সংসার-দুঃখায় ভবতি) অথো (যদি তু) নৈর্গুণ্যং (নির্গুণং বিষয়বিমুখং ভবতি তদা তু তস্য) ক্ষেমায় (মোক্ষায় ভবতি) যথা প্রদীপঃ ঘৃতবর্ত্তিম্ অশ্নন্ সধূমাঃ শিখাঃ (জ্বালাঃ) ভজতি। অন্যদা হি (ঘৃতাদ্যভাবকালে তু) স্বং পদং (স্বরূপং শুক্লভাস্বররূপং মহাভূতাত্মত্বং বা) ভজতি; তথা মনঃ (অপি) গুণকর্ম্মানুবদ্ধং (গুণেষু বিষয়েষু কর্ম্মসু তদনুকূলক্রিয়াসু চ অনুবদ্ধম্ আসক্তং) বৃত্তীঃ (নানাবৃত্তীঃ) শ্রয়তে (তদ্রূপেণ পরিণমতে) অন্যত্র (বিষয়াদিকং বিহায় ভগবতি স্থিতিকালে তু) তত্ত্বং (স্ব-স্বভাবং শ্রয়তে) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—জীবের মন বিষয়ে আসক্ত হইলেই তাহা তাহার সংসার-ক্লেশের কারণ হইয়া থাকে। আবার ভোগে অনাসক্তিই তাহার মুক্তির হেতু হয়। দীপাগ্নি যখন ঘৃতবর্ত্তি দগ্ধ করে, তখন সধূম্র অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ শিখা ধারণ করে; কিন্তু অন্য সময় স্ব-স্বরূপ শুভ্রদীপ্তিতেই প্রকাশিত হয়। মনও সেইরূপ গুণকর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া নানাবৃত্তি আশ্রয় করে, অন্যথা স্ব-স্বভাবকেই অবলম্বন করিয়া থাকে ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—কথমেকমেব বিলক্ষণয়োঃ কারণং অবস্থাভেদাদিত্যাহ—গুণেতি সার্দ্ধেন। নৈর্গুণ্যং নির্গুণং, অন্যদা ঘৃতক্ষয়ে সতি নির্ব্বাণো ভূত্বা স্বংপদং মহাভূতাত্মত্বং ভজতি অন্যত্র অন্যদা। যদ্বা, ঘৃতবর্ত্তিমশ্নন্নেবাগ্নিঃ সধূমাঃ শিখা ভজতি অন্যদা কাঞ্চনপিণ্ডমশ্নংস্তু স্বপদং নির্ধূমতেজঃস্বরূপং, তথৈব মনোঽপি তত্ত্বং ভগবন্মাধুর্য্যাস্বাদম্ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কি প্রকারে একই মন পরস্পর বিলক্ষণের (সংসার ও মোক্ষের) কারণ অবস্থাভেদে হইয়া থাকে, তাহা বলিতেছেন—'গুণ' ইত্যাদি সার্দ্ধ শ্লোকে। 'নৈর্গুণ্যং'—বলিতে নির্গুণ। 'অন্যদা'—অন্য সময়, অর্থাৎ ঘৃত ক্ষয় হইলে, নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া 'স্বপদং'—বলিতে মহাভূতাত্মত্ব লাভ করে, 'অন্যত্র'—অন্য সময়। অথবা—যেরূপ অগ্নি 'ঘৃতবর্ত্তি'—ঘৃতযুক্ত বর্ত্তি বা পলতার সহিত

সম্বন্ধযুক্ত থাকাকালে ধূমযুক্ত শিখা ধারণ করে, অন্য সময় কাঞ্চন পিণ্ড ভোগকালে 'স্বপদং'—নিজস্বরূপ বলিতে নির্ধূম তেজঃস্বরূপ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ মনও (গুণকর্ম্মের সম্বন্ধযুক্ত হইলে বিভিন্ন বৃত্তি আশ্রয় করে, আর গুণকর্ম্মের সম্বন্ধ হইতে রহিত হইলে) যথার্থ তত্ত্ব, অর্থাৎ শ্রীভগবানের মাধুর্য্যের আস্বাদন লাভ করে ॥ ৮ ॥

মধ্ব—পদবিষয়ম্ ॥ ৮ ॥

একাদশাসন্ মনসো হি বৃত্তয়
আকূতয়ঃ পঞ্চধিয়োঽভিমানঃ।
মাত্রাণি কর্ম্মাণি পুরঞ্চ তাসাং
বদন্তি হৈকাদশ বীর ভূমীঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—মনসঃ বৃত্তয়ঃ হি আকূতয়ঃ (ক্রিয়াকারাঃ পঞ্চ) পঞ্চধিয়ঃ (পঞ্চজ্ঞানাকারাঃ) অভিমানঃ (অহঙ্কারঃ চ) একাদশ আসন্। (হে) বীর, মাত্রাণি (গন্ধাদীনি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং) কর্ম্মাণি (বিসর্গাদীনি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং) পুরং (দেহ-গেহাদ্যেকং অভিমানস্যেত্যেকাদশ) চ তাসাং (বৃত্তীনাং) একাদশ এব ভূমীঃ (বিষয়ান্ বিজ্ঞাঃ) বদন্তি ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও অহঙ্কারভেদে মনের বৃত্তি একাদশ প্রকার। হে জ্ঞানবীর, শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়; বিসর্গাদি পঞ্চব্যাপার কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় এবং দেহ-গেহাদি আত্মবুদ্ধি অভিমানের বিষয়; পণ্ডিতগণ এই একাদশ প্রকার বৃত্তির কথাই বলিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—বৃত্তীর্দর্শয়তি একাদশবৃত্তয়ঃ ইন্দ্রিয়রূপাঃ তত্র পঞ্চ আকূতয়ঃ কর্ম্মাকারাঃ পঞ্চধিয়ঃ জ্ঞানাকারাঃ। একোঽভিমানোঽহঙ্কারঃ ইত্যেবমেকাদশ। তাসাং বৃত্তীনাং ভূমীর্বিষয়ানপ্যেকাদশৈব বদন্তি; বীর, হে জ্ঞানবীর, রাজন্, মাত্রাণি গন্ধাদয়ঃ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণাম্। বিসর্গাদি কর্ম্মাণি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাম্। পুরং দেহগেহাদ্যেকং অভিমানস্যেত্যেকাদশ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বৃত্তিসকল দেখাইতেছেন—'একাদশাসন্' ইত্যাদি, অর্থাৎ মনের ইন্দ্রিয়রূপ বৃত্তিসকল একাদশ প্রকার, তন্মধ্যে পাঁচটি 'আকূতয়ঃ' বলিতে ক্রিয়াস্বরূপ, পাঁচটি জ্ঞানস্বরূপ এবং একটি 'অভিমানঃ'-অর্থাৎ অহঙ্কার-স্বরূপ—এই একাদশ প্রকার। সেইসকল বৃত্তির 'ভূমি' বলিতে বিষয়-সকলও একাদশ প্রকার বলিতেছেন। 'বীর'—হে জ্ঞানবীর রাজন্! 'মাত্রাণি'—গন্ধ প্রভৃতি (গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ) পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের, বিসর্গাদি কর্ম্মসকল (অর্থাৎ বাক্যের উচ্চারণ, গ্রহণ, গমন, মলমূত্রাদি ত্যাগ ও আনন্দ উৎপাদন) পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের এবং 'পুরং'—দেহ, গেহাদি একটি অভিমানের বিষয়—এই একাদশ প্রকার বৃত্তির বিষয় ॥ ৯ ॥

মধ্ব—একাদশেন্দ্রিয়দ্বারা স্যুরেকাদশবৃত্তয়ঃ।
শব্দাদ্যাস্তদভিমানাস্তদিচ্ছা সৈব পঞ্চশঃ ॥
স্পর্শান্তভাবতঃ কর্ম্ম স্বানাং নৈব পৃথগ্‌গতিঃ।
একাদশৈব চেষ্টা স্যুরিন্দ্রিয়াণাং পৃথক্ পৃথক্ ॥
গোলোকাস্তদধিষ্ঠানং চৈকাদশ নিগদ্যতে ॥ ৯ ॥

গন্ধাকৃতিস্পর্শরসশ্রবাংসি
বিসর্গরত্যর্ত্ত্যভিজল্পশিল্পাঃ।
একাদশং স্বীকরণং মমেতি
শয্যামহং দ্বাদশমেক আহুঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—গন্ধাকৃতিস্পর্শরসশ্রবাংসি (গন্ধঃ চ আকৃতিঃ রূপং চ স্পর্শশ্চ, রসশ্চ, শ্রবঃ শব্দশ্চ তানি পঞ্চতন্মাত্রশব্দবাচ্যানি ঘ্রাণাদীন্দ্রিয়দ্বারা ধীবৃত্তীনাং বিষয়াঃ) বিসর্গরত্যর্ত্ত্যভিজল্পশিল্পাঃ (বিসর্গঃ মলত্যাগঃ, রতিঃ স্ত্রীসম্ভোগঃ, অর্ত্তিঃ গতিঃ, অভিজল্পঃ ভাষণং, শিল্পঃ হস্তকার্য্যং তে কর্ম্মশব্দবাচ্যাঃ পায্বাদিপঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা ক্রিয়াকারবৃত্তীনাং বিষয়াঃ) মম ইতি (অভিমানেন) স্বীকরণং (স্বীক্রিয়তে ইতি স্বীকরণং, শরীরগেহাদি) একাদশম্, অহমিতি শয্যাং (দেহং) দ্বাদশম্ (অহঙ্কারস্য বিষয়ম্) একে (কেচিৎ) আহুঃ। (অয়ং ভাবঃ। শরীরাদিঃ অভিমানস্য গন্ধাদিবৎ ন জ্ঞেয়তয়া বিষয়ঃ, নাপি বিসর্গাদিবৎ কার্য্যতয়া তদ্বিষয়ঃ, কিন্তু ভোগসাধনত্বেন মম ইতি স্বীকার্য্যতয়া তদ্বিষয়ঃ ইতি। একে তু আত্মানাত্মবিবেকরূপতর্কবতাম্ এব শরীরং মমত্বাভিমানবিষয়ঃ অতঃ বিবেকিনাং তথা অস্তু। অবিবেকিনাং তু অহঙ্কারং দ্বাদশং বৃত্ত্যন্তরং তস্য শরীরম্ এব শয্যা-

সংজ্ঞং দ্বাদশং বিষয়ম্ আহুঃ। শরীরে হি জীবঃ অহঙ্কারেণ শেতে ইতি তস্য শয্যাপদবাচ্যত্বং বোধ্যম্। অতএব পুরী দেহে শয়নাৎ জীবস্যাপি পুরুষপদবাচ্যত্বং জ্ঞেয়ম্) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বারা "জ্ঞানাকার-বৃত্তি"র বিষয় হয়; প্রজল্প, শিল্প, গতি, মলত্যাগ ও স্ত্রীসম্ভোগ—এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা "কার্য্যাকার-বৃত্তি"র বিষয় হয়। "আমার" বলিয়া স্বীকৃত দেহ-গেহাদি অভিমানরূপ একাদশ বৃত্তির বিষয় হয়। অহঙ্কারকে (দেহ আমি—এই বুদ্ধিকে) কেহ কেহ দ্বাদশতম বৃত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সেই অহঙ্কাররূপ দ্বাদশতমবৃত্তির বিষয়—শয্যা অর্থাৎ দেহ। তাঁহাদের মতে শয্যা-(অর্থাৎ অহঙ্কারের সহিত শয়ন করেন বলিয়া শয্যা) সংজ্ঞক দেহ দ্বাদশ বৃত্তির বিষয় হয় ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—মাত্রাদীনি বিবৃণোতি। গন্ধেতি পঞ্চ নাসিকাদীনাং জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং বিষয়াঃ আকৃতিঃ রূপং বিসর্গাদয়ঃ পঞ্চ পায়্বাদীনাং কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং এবং দশ। অত্তির্গমনম্। স্বীক্রিয়ত ইতি স্বীকরণং একাদশং পুরং অভিমানস্য বিষয়মাহুঃ। একে আচার্য্যাঃ অভিমানস্য দ্বৈবিধ্যাৎ মমেতি মমকারস্য শয্যাং বিষয়ং গেহাদিকমেকাদশং, অহমিতি অহঙ্কারস্য শয্যাং দেহং দ্বাদশমাহুঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিষয়সকল বিবৃত করিতেছেন—'গন্ধ'—ইত্যাদি। গন্ধ প্রভৃতি পাঁচটি নাসিকাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়। 'আকৃতিঃ'—বলিতে রূপ। বিসর্গ (মল, মূত্রত্যাগ) প্রভৃতি পাঁচটি পায়ু প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয়, এই প্রকারে দশটি। 'অত্তি'—বলিতে গমন। যাহা স্বীকার করা হয়, তাহা 'স্বীকরণ'—উহা একাদশ পুর (দেহ) অভিমানের বিষয় (অর্থাৎ একাদশ স্থানীয় দেহটি 'ইহা আমার'—এইরূপ স্বীকৃতিহেতু অভিমানের বিষয়রূপে জ্ঞাতব্য)। 'একে'—কোন কোন আচার্য্যগণ, অভিমানের দ্বৈবিধ্য-হেতু 'মমেতি'—'আমার ইহা', এই বুদ্ধিতে মমাকারের 'শয্যা' বলিতে বিষয় গৃহাদি—একাদশ অভিমানের বিষয় বলিয়া থাকেন। অপরে 'অহম্ ইতি'—'আমি দেহ', এই বুদ্ধিতে অহঙ্কারের আশ্রয় জীবের শয্যারূপ দেহকে দ্বাদশস্থানীয় বৃত্তি বলেন ॥ ১০ ॥

মধ্ব—

এষ সংসৃতিসংভারো দ্বাদশৈবাথবা ভবেৎ।
দশকং বিষয়াণাং চ মমাহমিতি চ দ্বয়ম্।
দ্বয়মেব মমাহং বা সংসৃতিস্ত্বহমেব বা ॥১০॥

দ্রব্যস্বভাবাশয়কর্ম্মকালৈ-
রেকাদশামী মনসো বিকারাঃ।
সহস্রশঃ শতশঃ কোটিশশ্চ
ক্ষেত্রজ্ঞতো ন মিথো ন স্বতঃ স্যুঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়— দ্রব্যস্বভাবাশয়কর্ম্মকালৈঃ (দ্রব্যাণি বিষয়াঃ, স্বভাবঃ পরিণামহেতুঃ, আশয়ঃ সংস্কারঃ, কর্ম্ম অদৃষ্টং, কালঃ ক্ষোভকঃ এতৈঃ নিমিত্তভূতৈঃ) অমী একাদশ মনসঃ বিকারাঃ (বৃত্তয়ঃ এব প্রথময়ং) শতশঃ (ততঃ) সহস্রশঃ (ততঃ লক্ষশঃ ততঃ চ) কোটিশঃ চ স্যুঃ দ্রব্যাণাং বিষয়ানাং চন্দনস্বর্ণাদীনাম্ আনন্ত্যাৎ।) ন মিথঃ ন স্বতঃ (মিথঃ পরস্পরং স্বতঃ স্বয়ংবান্ কিন্তু) ক্ষেত্রজ্ঞতঃ (পরমেশ্বরাৎ। তস্য চ অনন্তশক্তিত্বাৎ অনন্তাঃ স্যুঃ ইতি ভাবঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—দ্রব্য অর্থাৎ বিষয়, স্বভাব অর্থাৎ পরিণামহেতু, আশয় অর্থাৎ সংস্কার, কর্ম্ম অর্থাৎ অদৃষ্ট এবং গুণ-ক্ষোভক কাল,—ইহারা নিমিত্তকারণ; ইহাদের দ্বারাই ঐ একাদশ প্রকার চিত্ত-বিকার প্রথমে শত প্রকার, পরে সহস্র প্রকার, তারপর কোটী প্রকার হইয়া থাকে। কিন্তু ঐগুলি শত সহস্র প্রকার হইলেও তাহা আপনা হইতে অথবা পরস্পর হইতে হয় না, পরমেশ্বরের অনন্ত শক্তি হইতেই হয় ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—তাসাং বৃত্তীনাং অবান্তরভেদৈরানন্ত্যমাহ—দ্রব্যাদিভির্ভেদৈরমী বিকারাঃ বৃত্তিরূপাঃ প্রথমং শতশঃ ততঃ সহস্রশঃ লক্ষশঃ কোটীশশ্চ স্যুঃ। দ্রব্যাণাং চন্দনকস্তুরীকুঙ্কুমাদীনাং স্বর্ণরজতপ্রবালাদীনাঞ্চানন্ত্যাৎ কোঽপি গন্ধরূপাদিঃ কস্যৈচিৎ রোচত ইতি স্বভাবানন্ত্যাৎ, আশয়োঽন্তঃকরণং তস্য শিষ্টতাদুষ্টতাভ্যাং কর্ম্ম অদৃষ্টং তদ্বশাদপি কালো বাল্যযৌবনাদিস্তদ্বশাদপি প্রত্যেকমনন্তা এব গন্ধাদয়ঃ

স্যুরিত্যর্থঃ। ন তু মিথঃ স্যুর্নাপি স্বতঃ স্যুঃ, কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞতঃ পরমেশ্বরাৎ তস্য চানন্তশক্তিত্বাদনন্তাঃ স্যুরিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঐ বৃত্তিসমূহের অবান্তর ভেদের দ্বারা অনন্ত ভেদ বলিতেছেন—'দ্রব্য-স্বভাব' ইত্যাদি, দ্রব্য, স্বভাব প্রভৃতি ভেদের দ্বারা ঐ একাদশ প্রকার মনের বিকাররূপ বৃত্তিসকল প্রথমতঃ শত প্রকার, তারপর সহস্র, লক্ষ ও কোটি প্রকার হইয়া থাকে। চন্দন, কুঙ্কুমাদি এবং স্বর্ণ, রজত, প্রবাল প্রভৃতি দ্রব্যসকলের আনন্ত্য-হেতু, আবার কোন গন্ধ, রূপাদি কাহারও রুচিপ্রদ বলিয়া স্বভাবের অনন্ততা-বশতঃ, 'আশয়'—বলিতে অন্তঃকরণ, তাহার শিষ্টতা ও দুষ্টতাভেদে কর্ম্ম অর্থাৎ অদৃষ্ট হইয়া থাকে এবং সেই কর্ম্মের অধীনেই বাল্য, যৌবনাদি কাল, তদ্বশেও প্রত্যেকে অনন্ত গন্ধাদি হইয়া থাকে—এই অর্থ। পরন্তু উহারা মিলিত হইয়াও হয় না, কিম্বা স্বভা-বতঃও হয় না, কিন্তু 'ক্ষেত্রজ্ঞতঃ'—ক্ষেত্রজ্ঞ পরমেশ্বর হইতেই, তাঁহার অনন্ত শক্তি বলিয়াই অনন্ত হইয়া থাকে—এই অর্থ ॥ ১১ ॥

মধ্ব—দ্রব্যং দেহাদি। স্বভাবো যোগ্যতা। জীবস্য ক্ষেত্রজ্ঞতঃ স্যুঃ মিথঃ স্বতশ্চ ন স্যুঃ ॥ ১১ ॥

ক্ষেত্রজ্ঞ এতা মনসো বিভূতী-
র্জীবস্য মায়ারচিতস্য নিত্যাঃ।
আবিহিতাঃ ক্বাপি তিরোহিতাশ্চ
শুদ্ধো বিচষ্টে হ্যবিশুদ্ধকর্ত্তুঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—অবিশুদ্ধকর্ত্তুঃ (ভগদ্বহির্ম্মুখং কর্ম্ম কর্ত্তুঃ) মায়ারচিতস্য (মায়য়া রচিতস্য অহং মম ইত্যধ্যাসেন স্থিতস্য) জীবস্য (জীবোপাধেঃ) মনসঃ এতাঃ (অনন্তরোক্তাঃ) নিত্যাঃ (অনাদিত এবানুগতাঃ) আবিহিতাঃ (জাগ্রৎস্বপ্নয়োঃ আবির্ভূতাঃ) ক্বাপি (সুপ্তিসমাধ্যাদৌ) তিরোহিতাঃ (তিরোভূতাঃ চ) বিভূতীঃ শুদ্ধঃ (সংসারান্মুক্তঃ) ক্ষেত্রজ্ঞঃ (অবস্থাত্রয়-সাক্ষী কেবলঃ) বিচষ্টে (পশ্যতি। সঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ এব আত্মতত্ত্বমিত্যর্থঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—ভগবদ্বিমুখ কর্ম্মকর্ত্তা, মায়ারচিত জীবোপাধিক মনের অনন্ত বিভূতি আছে; ঐ সকল অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান। উহারা জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় আবির্ভূত হয়, এবং সুষুপ্তি ও সমাধি-অবস্থায় তিরোহিত হয়; সংসার-মুক্ত ক্ষেত্রজ্ঞ জীব ঐ সকলের দ্রষ্টা ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—ক্ষেত্রজ্ঞো হি দ্বিবিধঃ পরমাত্মা জীবাত্মা চ, তয়োঃ প্রথমঃ পূর্ব্বশ্লোকে উদ্দিষ্ট উত্তরশ্লোকে বক্ষ্যতে চ। দ্বিতীয়শ্চ দ্বিবিধঃ বদ্ধো মুক্তশ্চ, তত্র মনসা আলিঙ্গিতঃ তদভিমানী বদ্ধঃ, তেন অনালিঙ্গিতো নিরভিমানী মুক্তঃ। তয়োঃ পূর্ব্বো জ্ঞায়ত এব উত্তরঃ কীদৃশঃ স্যাদিত্যপেক্ষায়ামাহ—ক্ষেত্রজ্ঞঃ এতা মনসো বিভূতীর্বিচষ্টে পশ্যতি জানাতি কেবলং ন তু তদভি-মানী সন্ ভুঙক্তে। অতএব শুদ্ধঃ সংসারান্মুক্তঃ অন্যস্ত্বশুদ্ধঃ সংসারীত্যর্থঃ। মনসঃ কীদৃশস্য জীবস্য জীবোপাধেঃ যতো মায়য়া রচিতস্য অতএবাবিশুদ্ধং ভগবদ্বহির্ম্মুখং কর্ম্ম করোতীতি তস্য। বিভূতীঃ কীদৃশীঃ নিত্যাঃ, অনাদিত এবানুগতাঃ। কথং তর্হি সদা ন দৃশ্যন্ত? ইত্যত আহ—আবির্হিতাঃ ক্বাপি জাগ্রৎস্বপ্নয়োঃ, তিরোহিতাঃ ক্বাপি সুষুপ্তি-প্রলয়য়োঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ক্ষেত্রজ্ঞ দ্বিবিধ—পরমাত্মা ও জীবাত্মা, তন্মধ্যে প্রথম পরমাত্মা পূর্ব্বশ্লোকে উদ্দিষ্ট হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী শ্লোকেও বলিবেন। দ্বিতীয় জীবাত্মাও দুই প্রকার—বদ্ধ ও মুক্ত, তন্মধ্যে মনের দ্বারা আলিঙ্গিত তদভিমানী বদ্ধ জীব, আর তাহার দ্বারা অনালিঙ্গিত নিরভিমানী মুক্ত জীব। তন্মধ্যে পূর্ব্ব অর্থাৎ বদ্ধ জীব জ্ঞাতই রহিয়াছে, পরবর্ত্তী মুক্ত জীব কি প্রকার? —ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'ক্ষেত্রজ্ঞ এতা' ইত্যাদি, ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ মুক্ত জীব মনের অনন্ত বিভূতি 'বিচষ্টে'—দেখেন অর্থাৎ কেবল উহা জানেনই, কিন্তু তদভিমানী হইয়া (বদ্ধ জীবের ন্যায়) ভোগ করেন না। অতএব তিনি শুদ্ধ অর্থাৎ সংসার হইতে মুক্ত, আর অন্য অশুদ্ধ (বদ্ধ জীব) সংসারী—এই অর্থ। 'মনসঃ কীদৃশস্য'—কিপ্রকার মনের? তাহাতে বলিতেছেন—মায়া কর্ত্তৃক রচিত এই অবিশুদ্ধ মন জীবের উপাধি-স্বরূপ, অতএব 'অবিশুদ্ধ', অর্থাৎ ভগবদ্ বহির্ম্মুখ কর্ম্ম করে যে মন, তাহার। 'বিভূতীঃ'—ঐ মনের বিভূতি, অর্থাৎ বৃত্তি-সকল কেমন? তাহাতে বলিতেছেন—নিত্য, অনাদি

কাল হইতেই নিরবচ্ছিন্নরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহা হইলে সর্ব্বদা দৃশ্য হয় না কেন? তাহাতে বলিতেছেন—'আবির্ভূতাঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ জীব মনের এই বিভূতিসমূহকে জাগ্রৎ ও স্বপ্নদশায় আবির্ভূত এবং সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে তিরোহিত হইতে দেখেন ॥ ১২ ॥

ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ
সাক্ষাৎ স্বয়ংজ্যোতিরজঃ পরেশঃ।
নারায়ণো ভগবান্ বাসুদেবঃ
স্বমায়য়াত্মন্যবধীয়মানঃ ॥ ১৩ ॥
যথানিলঃ স্থাবরজঙ্গমানা-
মাত্মস্বরূপেণ নিবিষ্ট ঈশেৎ।
এবং পরো ভগবান্ বাসুদেবঃ
ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মেদমনুপ্রবিষ্টঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—ক্ষেত্রজ্ঞঃ আত্মা (ব্যাপী) পুরাণঃ (জগৎ-কারণভূতঃ) পুরুষঃ (পূর্ণঃ) সাক্ষাৎ (অপরোক্ষঃ) স্বয়ংজ্যোতিঃ (স্বপ্রকাশকঃ) অজঃ (নিত্যঃ) পরেশঃ (পরেষাম্ ব্রহ্মাদীনাম্ অপি ঈশঃ) নারায়ণঃ (নারঃ জীবসমূহঃ, সঃ অয়নং যস্য সঃ) ভগবান্ (ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্‌গুণবান্) বাসুদেবঃ (সর্ব্বভূতানাম্ আশ্রয়ঃ) স্বমায়য়া (স্বাধীনমায়য়া) আত্মনি (জীবে) অবধীয়মানঃ (অবস্থাপ্যমানঃ, তন্নিয়ন্তৃত্বেন বর্ত্তমানঃ।) অনিলঃ (পবনঃ) যথা (বহিঃস্থিতঃ অপি) আত্মস্বরূপেণ (প্রাণস্বরূপেণ) স্থাবরজঙ্গমানাং নিবিষ্টঃ (অন্তঃ নিবিষ্টঃ সন্) ঈশেৎ (ঈশীত তান্ নিয়ময়তি।) এবং পরঃ ভগবান্ বাসুদেবঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ (সাক্ষী), আত্মা, (ব্যাপকশ্চ) ইদং (বিশ্বম্) অনুপ্রবিষ্টঃ ঈশেৎ (নিয়ময়তি) ॥ ১৩-১৪ ॥

অনুবাদ—(জীবাত্মা ও পরমাত্মাভেদে ক্ষেত্রজ্ঞ দ্বিবিধ, তন্মধ্যে জীবাত্মার কথা বলিয়া এখন পরমাত্মস্বরূপ বর্ণন করিতেছেন—) তিনি আত্মা অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী, জগৎকারণ, পূর্ণ, অপরোক্ষ, স্বতঃপ্রকাশ, জন্মাদিরহিত এবং ব্রহ্মাদিরও ঈশ্বর। আবার, তিনি নারায়ণ, অর্থাৎ সর্ব্বজীবের আশ্রয়, ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ ভগবান্ ও সর্ব্বভূতের আবাস বাসুদেব; তিনিই স্বীয় মায়াদ্বারা জীবাত্মাতে তাহার নিয়ন্তৃরূপে বর্ত্তমান থাকেন। বায়ু যেমন প্রাণরূপে স্থাবর-জঙ্গমাদি সর্ব্বভূতের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে নিয়মিত করে, সেইরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা, পরমপুরুষ বাসুদেবও এই বিশ্বপ্রপঞ্চে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার উপর আধিপত্য করেন ॥ ১৩-১৪ ॥

বিশ্বনাথ—বদ্ধজীবস্য ব্যবহার এব সদৈবাবধানবিষয়ো যথা, তথা মুক্তজীবস্যাবধানবিষয়ঃ ক ইত্যপেক্ষায়ামাহ—ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেত্রস্য কার্ৎস্নেন জ্ঞাতা পরমাত্মেত্যর্থঃ। আত্মা ব্যাপকঃ পুরাণো জগৎকারণভূতঃ পুরুষঃ পুরুষাকারঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ স্বপ্রকাশঃ অজো মায়িকজন্মাদি-শূন্যঃ পরেষাং ব্রহ্মাদীনামপীশঃ নারায়ণঃ কারণার্ণবশায়ী ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণো বৈকুণ্ঠনাথঃ বাসুদেবো বসুদেবনন্দনঃ শ্রীমথুরাদ্যধিপতিঃ। সুষ্ঠু অমায়য়া হেতুনা আত্মনি অবধীয়মানঃ মুক্তজীবেন আত্মনি মনসি অবধানবিষয়ীক্রিয়মাণঃ। যদ্বা, স্বমায়য়া স্বরূপশক্ত্যা কৃপয়া বা সহিতঃ; স চ ভগবান্ মুক্তজীবেন সুলভ এবেতি সদৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। আত্মস্বরূপেণ প্রাণরূপেণ ঈশেৎ ঈশীত ইদং বিশ্বম্ ॥ ১৩-১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বদ্ধজীবের যেমন ব্যবহারই (সাংসারিক কার্য্যই) সর্ব্বদা অবধানের (মনোযোগের) বিষয়, তদ্রূপ মুক্তজীবের অবধানের বিষয় কি (অর্থাৎ মুক্ত জীব কাহাকে নিরন্তর হৃদয়ে ধারণ করেন)?—ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'ক্ষেত্রজ্ঞঃ', যিনি ক্ষেত্রের সমগ্ররূপে জ্ঞাতা, অর্থাৎ পরমাত্মা, এই অর্থ। তিনি 'আত্মা' অর্থাৎ ব্যাপক, 'পুরাণ' বলিতে অখিল জগতের কারণস্বরূপ, পুরুষ—পুরুষ আকৃতিবিশিষ্ট, 'স্বয়ংজ্যোতিঃ', অর্থাৎ স্বপ্রকাশ, অজ—মায়িক জন্মাদি শূন্য, 'পরেশঃ'—পর বলিতে ব্রহ্মাদিরও ঈশ্বর কারণার্ণবশায়ী নারায়ণ, ভগবান্ বলিতে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ বৈকুণ্ঠনাথ, বাসুদেব—বসুদেবনন্দন শ্রীমথুরাদির অধিপতি। 'স্বমায়য়া'—সুষ্ঠু অমায়য়া, অর্থাৎ নিষ্কপটে মুক্ত জীব যাঁহাকে নিজ মনে অবধানের বিষয়ীভূত করিয়া থাকেন। অথবা—'স্বমায়য়া' বলিতে নিজ স্বরূপ শক্তি বা কৃপার সহিত যিনি (ভক্তহৃদয়ে বিরাজমান)। সেই ভগবান্ মুক্তজীবের সুলভই, ইহা দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন—'যথা' ইত্যাদি, 'আত্মস্বরূপেণ'—বলিতে প্রাণরূপে,

'ঈশেৎ'-ঈশীত (ঈশ ধাতু আত্মনেপদী), এই বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন (অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী বায়ু যেরূপ প্রাণরূপে স্থাবর জঙ্গম সকল পদার্থে প্রবিষ্ট হইয়া সকলের নিয়ন্ত্রণ করে, সেরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পরম-পুরুষ ভগবান্ বাসুদেব এই বিশ্বমধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সকলের নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন) ॥ ১৩-১৪ ॥

মধ্ব—

স্বমায়য়া আত্মনি অবধীয়মানঃ স্বেচ্ছয়া
স্বস্মিন্নেব তিরোহিতত্বেনাবস্থিতত্বে স্থিতঃ।
স্বাত্মাধারঃ স্বেচ্ছয়ৈব জীবদৃষ্টেস্তিরোহিতঃ
ক্ষেত্রজ্ঞেত্যুচ্যতে বিষ্ণুর্জীবস্থঃ পুরুষোত্তমঃ ॥১৩॥
তথ্য—গীঃ ১৩।১-২ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ১৩-১৪ ॥

ন যাবদেতাং তনুভৃন্নরেন্দ্র
বিধূয় মায়াং বয়ুনোদয়েন।
বিমুক্তসঙ্গো জিতষট্‌সপত্নো
বেদাত্মতত্ত্বং ভ্রমতীহ তাবৎ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নরেন্দ্র, বিমুক্তসঙ্গঃ (সঙ্গরহিতঃ) জিতষট্‌সপত্নঃ (জিতাঃ ষট্ জ্ঞানেন্দ্রিয়মনোরূপাঃ সপত্নাঃ শত্রবঃ যেন সঃ) তনুভৃৎ (দেহী) বয়ুনোদয়েন (শাস্ত্রশ্রবণাদিনা জ্ঞানোৎপত্ত্যা) এতাম্ (আত্মাবরণ-ভূতাহং মমধ্যাসকারণভূতাং) মায়াম্ (অবিদ্যাং) বিধূয় (নিরস্য) যাবৎ আত্মতত্ত্বং ন বেদ (সাক্ষাৎ-কারং ন কুর্য্যাৎ) তাবৎ ইহ (সংসারে) ভ্রমতি ॥১৫॥

অনুবাদ—হে নরনাথ, দেহধারী জীব যতদিন অসৎসঙ্গরহিত ও ষড়্‌রিপুজয়ী হইয়া, জ্ঞানোদ্রেকের দ্বারা মায়া নিরসন-পূর্ব্বক আত্মতত্ত্ব অবগত হইতে না পারে, ততদিন সে এই সংসারচক্রে ভ্রমণ করে ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—এবমবিদ্যোত্তীর্ণানাং ভগবদবধান-লক্ষণং জ্ঞানং শাশ্বতিকমেবেত্যুক্তম্। অবিদ্যাপতি-তানাং জীবানামপ্যবিদ্যোত্তারণে এতদেব সাধন-মিত্যাহ—নেতি। বয়ুনোদয়েন উক্তলক্ষণজ্ঞানোৎ-পত্ত্যা বিমুক্তসঙ্গঃ সন্ যাবন্মায়াং বিধূয়াত্মতত্ত্বং ন বেদ তাবদিহ ভ্রমতি ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপে অবিদ্যা হইতে উত্তীর্ণ মুক্ত জীবগণের ভগবদবধানরূপ জ্ঞান শাশ্বতি-কই (নিত্যই)—ইহা উক্ত হইল। আর অবিদ্যা-পতিত জীবগণেরও অবিদ্যা হইতে উত্তারণের ইহাই সাধন, ইহা বলিতেছেন—'ন যাবদ্' ইত্যাদি। 'বয়ুনোদয়েন'—উক্তরূপ জ্ঞানোৎপত্তির দ্বারা বিমুক্ত-সঙ্গ হইয়া যে পর্য্যন্ত মায়াকে দূর করিয়া আত্মতত্ত্ব অবগত না হয়, ততকাল জীব 'ইহ'—এই সংসার-চক্রে ভ্রমণ করে ॥ ১৫ ॥

মধ্ব—অভিমানাদেব সংসারোঽন্যথা নেতি পরি-হারঃ ॥ ১৫ ॥

ন যাবদেতন্মন আত্মলিঙ্গং
সংসারতাপাবপনং জনস্য।
যচ্ছোকমোহাময়রাগলোভ-
বৈরানুবন্ধং মমতাং বিধত্তে ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—আত্মলিঙ্গম্ (আত্মনঃ লিঙ্গম্ উপাধি-ভূতম্ এতৎ) মনঃ জনস্য (প্রাণিনঃ) সংসারতাপা-বপনং (সংসারতাপানাম্ আবপনং ক্ষেত্রং কারণম্ ইতি) যাবৎ ন বেদ (তাবৎ বিষয়বিরক্ত্যভাবাৎ ইহ সংসারে ভ্রমতি।) যৎ (মনঃ) শোকমোহাময়-রাগলোভবৈরানুবন্ধং (শোকমোহাদীনাম্ অনুবন্ধম্ অনুবৃত্তিং) মমতাঞ্চ বিধত্তে ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—আত্মোপাধি মন জীবের সংসারতাপের মূল,—জীব যাবৎ তাহা জানিতে না পারে, তাবৎ সংসারে ভ্রমণ করিতে থাকে; যেহেতু, মন, রোগ, মোহ, রাগ, লোভ ও বৈর এই সকলে সংযুক্ত হইয়া বন্ধন ও মমতাকে উৎপাদন করে ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—মায়াবিধূননঞ্চ সম্যক্‌তয়া কথং জ্ঞাত-ব্যমিতি চেৎ যাবদ্বিষয়ানুরক্তং মন-স্তাবন্মায়াবিধূনন-মাত্মতত্ত্বজ্ঞানঞ্চ ন স্যাদিত্যাহ—নেতি। আত্মনো লিঙ্গমুপাধিভূতং মনঃ যাবন্মমতাং বিধত্তে, তাবদাত্ম-তত্ত্বং ন বেদেত্যনুষঙ্গঃ। কীদৃশং সংসারতাপানামা-বপনং ক্ষেত্রং, তাপানেবাহ—মদ্যতঃ শোকাদীন্যনু-বধ্নাতীতি তত্তদেবং মনঃ শ্রয়তে। 'অন্যত্র তত্ত্বমি'তি যদুক্তং 'তৎ ক্ষেত্রজ্ঞ এতা' ইত্যাদিশ্লোকপঞ্চকেন প্রপঞ্চিতম্ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মায়া-নিরসন সম্যক্‌রূপে কি প্রকারে জানা যাইতে পারে? এইরূপ জিজ্ঞাসা

করিলে, যতক্ষণ মন বিষয়ের প্রতি অনুরক্ত, তাবৎ-কাল পর্য্যন্ত মায়ার দূরীকরণ ও আত্মতত্ত্বের জ্ঞান হইতে পারে না—ইহা বলিতেছেন—'ন যাবৎ' ইত্যাদি। 'আত্মলিঙ্গং'—আত্মার উপাধিরূপে বর্ত্তমান এই মন, যে পর্য্যন্ত 'মমতাং বিধত্তে'—মমতা উৎপাদন করে, ততক্ষণ—আত্মতত্ত্ব অবগত হইতে পারে না—এই অন্বয়। কি প্রকার মন? তাহাতে বলিতেছেন—সংসার-তাপের ক্ষেত্র-স্বরূপ। তাপসমূহ বলিতেছেন—'যচ্ছোক-মোহ'—ইত্যাদি, যে যে স্থান হইতে শোকাদি উৎপন্ন হয়, তাহাই মন আশ্রয় করে। 'অন্যত্র তত্ত্বম্' (৮ম শ্লোক), ইত্যাদি বাক্যে যাহা 'তত্ত্ব' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, 'তৎ ক্ষেত্রজ্ঞ এতাঃ' (১২-১৬ অঙ্ক-ধৃত)—এই পাঁচটি শ্লোকে সেই (পরমাত্ম) তত্ত্বের কথা প্রপঞ্চিত করিলেন ॥ ১৬ ॥

ভ্রাতৃব্যমেতং তদদভ্রবীর্য্য-
মুপেক্ষয়াধ্যেধিতমপ্রমত্তঃ।
গুরোর্হরেশ্চরণোপাসনাস্ত্রো
জহি ব্যলীকং স্বয়মাত্মমোষম্ ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে ব্রাহ্মণ-রহূগণসংবাদে একাদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—অদভ্রবীর্য্যং (মহাবলম্) উপেক্ষয়া অধ্যেধিতং (সংবৃদ্ধং) ব্যলীকং (মিথ্যাভূতম্) আত্মমোষং (তথাপি আত্মানং মুষ্ণাতি ইতি স্বরূপাচ্ছাদকম্) এতং (মনোলক্ষণং) ভ্রাতৃব্যং (শত্রুং) গুরোঃ হরেশ্চ চরণোপাসনাস্ত্রঃ (গুরুঃ এব হরিঃ তস্য চরণোপাসনম্ এব অস্ত্রং যস্য তথাভূতঃ ত্বং) স্বয়ম্ অপ্রমত্তঃ (সন্) জহি (নাশয়) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—এই শত্রু অত্যন্ত প্রবল; ইহাকে উপেক্ষা করিলে ইহার পরাক্রম বাড়িয়া উঠে, ইহা অবাস্তব হইলেও জীবের স্বরূপকে আচ্ছাদিত করে। হে রাজন্, হরিগুরুচরণোপাসনা-রূপ অস্ত্রদ্বারা সতর্কতার সহিত আপনি স্বয়ং ইহাকে বিনাশ করুন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মান্মন এব নিগৃহীতব্যমিত্যাহ—ভ্রাতৃব্যং শত্রুম্। উপেক্ষয়ৈব জহি নিগৃহাণ, তদুপেক্ষণমেব তদ্বধ ইতি ভাবঃ। ন তু তদিষ্টবিষয়-ভোগপ্রদানলক্ষণয়া অপেক্ষয়া অনুগৃহাণেত্যর্থঃ। সর্ব্বথৈব তদ্বধস্তুনভিপ্রেত এব, 'তস্মান্মনোলিঙ্গমদো বদন্তি গুণাগুণত্বস্য পরাবরস্যে'তি শ্রূয়তে, 'অন্যত্র তত্ত্বমি'তি চ পূর্ব্বোক্তেঃ, দৃষ্টান্তে চ ভ্রাতুষ্পুত্রস্যাবধ্যত্বাৎ। মনঃ কীদৃশং অধিকমেধিতং স্ববৃত্তীঃ সংশ্রিত্য সংবৃদ্ধম্। ননু বলবন্তমিমং দুর্ব্বলোঽহং কথং নিগৃহ্নামীত্যত আহ—গুরোঃ সকাশাৎ প্রাপ্তস্য মন্ত্ররূপস্য হরেশ্চরণয়োরুপাসনা শ্রবণাদি-নববিধ-ভক্তিরেবাস্ত্রং যস্য সঃ। যদ্বা, গুরুরেব হরিস্তস্য চরণোপাসনমেবাস্ত্রং যস্য সঃ। ব্যলীকমপ্রিয়ং, যতঃ স্ববৃত্তি-সন্দর্শনয়া সংমোহ্য আত্মানং পরমাত্মরূপং সর্ব্বস্বমেব মুষ্ণাতীতি তং মহাচৌরমিত্যর্থঃ। "ভক্ত্যস্ত্রেণ ত্যাজয়িত্বা বিষয়ান্ স্বমনো যতিঃ। ধ্বস্তাবিদ্যোঽবধত্তে যঃ কৃষ্ণং মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ভক্ত্যভাবান্মনোবৃত্তীরাশ্রয়দ্বাসনাময়ম্। অবিদ্যাং যস্য পুষ্ণাতি স পুমান্ বদ্ধ উচ্যতে" ॥ ১৭ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশঃ পঞ্চমস্য সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব মনকেই নিগৃহীত করিতে হইবে—ইহা বলিতেছেন—'ভ্রাতৃব্যং' ইত্যাদি, অর্থাৎ মনরূপ শত্রুকে উপেক্ষার দ্বারাই 'জহি'—নিগৃহীত করুন, তাহার উপেক্ষাই তাহার বধ—এই ভাব। কিন্তু মনের অভিলষিত বিষয়ভোগ প্রদানরূপ অপেক্ষার দ্বারা তাহাকে অনুগৃহীত করিবেন না এই অর্থ। এখানে সর্ব্বতোভাবে সেই মনের বধ (বিনাশ) অনভিপ্রেতই, যেহেতু পূর্ব্বে 'তস্মান্মনো লিঙ্গম্' (৭ম শ্লোক) এবং 'অন্যত্র তত্ত্বম্' (৮ম শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যে এই মনই গুণ ও অগুণত্বের সম্পর্কে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট দেহ প্রাপ্ত করায় এবং এই মনই সাধুসঙ্গে যথার্থ তত্ত্ব শ্রীভগবন্মাধুর্য্য আস্বাদন করায়—ইহা বলা হইয়াছে এবং এখানে দৃষ্টান্তেও 'ভ্রাতৃব্য' বলায় ভ্রাতুষ্পুত্র অবধ্যই—ইহা জ্ঞাপিত হইয়াছে। কেমন সেই মন? তাহাতে বলিতেছেন—'অধ্যেধিতং', স্ববৃত্তিসকলকে আশ্রয় করতঃ প্রবলভাবে বর্দ্ধিত মন। যদি বলেন—দেখুন, বলবান্ এই মনকে, দুর্ব্বল আমি কিপ্রকারে নিগৃহীত করিব? তাহাতে বলিতেছেন—'গুরোঃ' ইত্যাদি, শ্রীগুরুপাদ-

পদ্মের নিকট হইতে প্রাপ্ত মন্ত্ররূপ শ্রীহরির শ্রীচরণ-যুগলের যে উপাসনা, অর্থাৎ শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি নব-বিধা ভক্তি, তাহাই অস্ত্র যাহার, তদ্রূপ হইয়া। অথবা—শ্রীগুরুদেবই সাক্ষাৎ শ্রীহরি, তাঁহার চরণোপাসনাই অস্ত্র যাহার, তাদৃশ হইয়া। 'ব্যলীকং'—সেই মন কপটী, অপ্রিয়, যেহেতু নিজের বৃত্তি সন্দর্শনের দ্বারা সম্মোহিত করিয়া 'আত্মানং'—পরমাত্মরূপ সর্ব্বস্বই অপহরণ করে, অতএব সেই মহাচৌর মনকে নিগৃহীত কর—এই অর্থ।

যে যোগী (ভক্তযোগী) ভক্তিরূপ অস্ত্রের দ্বারা নিজ মনকে বিষয় ত্যাগ করাইয়া, অবিদ্যা বিনাশপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকেই স্বহৃদয়ে ধারণ করেন, তিনি মুক্ত বলিয়া কথিত হন। আর, ভক্তির অভাব-বশতঃ বাসনাময় মনোবৃত্তি আশ্রয় করায় অবিদ্যা যাহার পরিপুষ্টি লাভ করে, তাহাকে বদ্ধ জীব বলা হয় ॥ ১৭ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার পঞ্চম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫।১১ ॥

ইতি অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য ও বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চম-স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীরহূগণ উবাচ—
নমো নমঃ কারণবিগ্রহায়
স্বরূপতুচ্ছীকৃতবিগ্রহায়।
নমোঽবধূত দ্বিজবন্ধুলিঙ্গ-
নিগূঢ়নিত্যানুভবায় তুভ্যম্ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

দ্বাদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে রাজা রহূগণ সন্দিহান হইয়া মহর্ষি ভরতকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলে ভরত-কর্ত্তৃক রহূগণের সন্দেহভঞ্জন বর্ণিত হইয়াছে।

রাজা রহূগণ কপটবেশধারী মহাত্মা ভরতের প্রভাব অবগত হইয়া তাঁহার শ্রীপদে প্রণত হইলেন এবং আত্মকৃত অপরাধে অনুতপ্ত হইয়া কহিলেন,—তাঁহার (রাজার) অভিমানরূপ সর্পবিষে বিনষ্টপ্রায় বিবেক তদীয় বাক্যামৃতে রক্ষা পাইয়াছে। পরে, বহু বিষয়ে সন্দিহান নরপতি, তাঁহার যে জিজ্ঞাস্য বিষয় অনেক আছে এবং সে সকল বিষয় তিনি যে পশ্চাতে প্রশ্ন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা তৎসকাশে জ্ঞাপন করিয়া, সম্প্রতি তদুক্ত দুর্ব্বোধ অধ্যাত্মযোগ-গ্রথিত বাক্যসকল পুনর্ব্বার সরলভাবে বলিতে প্রার্থনা করিলেন। ভরতের গভীর-তত্ত্বপূর্ণ বাক্যের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া মহারাজের মনঃক্ষোভ ঘটিয়াছিল। ব্রহ্মজ্ঞ ভরত আবার বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—ভূপৃষ্ঠে স্থাবর বা জঙ্গম যাবতীয় বস্তু পার্থিব বিকার মাত্র। রাজাও তদীয় দেহরূপ একটি পার্থিক বিকারকেই 'আমি রাজা'—এই অভিমান করিতেছেন। তিনি তাঁহার শিবিকাবাহকদিগকে বল-পূর্ব্বক নিযুক্ত করিয়া তাহাদের প্রতি অত্যন্ত নির্দ্দয় ব্যবহার করিতেছেন; তিনি প্রজারক্ষক রাজা নামের যোগ্য নহেন; আত্মানাত্মবিবেকিজনের মধ্যে গণ্য হইবার উপযুক্ত নহেন; তিনি অত্যন্ত অজ্ঞান। পৃথিবীর সমস্ত বস্তু পার্থিব বিকার, পরিণামশীল এবং নামে মাত্র ভিন্ন। সকলই অতি সূক্ষ্ম পরমাণুতে লয় হয়; কিছুই নিত্য নহে। বিভিন্ন দ্রব্যসমূহের যে ভেদ কল্পিত হয়, তাহা মায়া মাত্র। অদ্বয়-জ্ঞানই মায়াতীত—সত্য। এই জ্ঞান—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই তিন রূপে প্রতীত হন। তাহার পরি-

পূর্ণ প্রতীতিই ভগবান্; তিনি ভক্তগণের উপাস্য বাসুদেব। সেই ভক্তপদরজে অভিষিক্ত না হইলে কোনও উপায়ে কাহারও ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। অতঃপর ভরতমুনি রাজাকে সংক্ষেপে তাঁহার পূর্ব্বাপর পরিচয় দিয়া কহিলেন যে, শ্রীহরির অর্চ্চনপ্রভাবে তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি অক্ষুণ্ণ আছে, তাই তিনি এবার দুঃসঙ্গের ভয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন। সঙ্গের প্রভাব অপরিসীম। সাধুসঙ্গপ্রভাবে এই জন্মেই জীব ভগবল্লীলা-কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা সংসার উত্তীর্ণ হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীরহূগণঃ উবাচ,—(হে) অবধূত, (যোগেশ্বর,) কারণবিগ্রহায় (কারণম্ ঋষভাদি-পরমহংসমূর্ত্তি বিষ্ণুস্তস্যৈব বিগ্রহঃ দেহঃ যস্য তস্মৈ) স্বরূপতুচ্ছীকৃতবিগ্রহায় (তথা স্বরূপেণ পরমানন্দ-প্রকাশেন তুচ্ছীকৃতঃ নিরস্তঃ বিগ্রহাঃ শাস্ত্রকৃতাং বিবাদাঃ যেন তস্মৈ তাদৃশায়) তুভ্যং নমঃ নমঃ। দ্বিজবন্ধুলিঙ্গনিগূঢ়নিত্যানুভবায় (দ্বিজবন্ধোঃ লিঙ্গেন বেশেন নিগূঢ়ঃ আচ্ছাদিতঃ নিত্যঃ স্বানন্দানুভবঃ যেন তস্মৈ তাদৃশায়) নমঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীরহূগণ কহিলেন,—হে অবধূত, আপনি ঈশ্বর হইতে অভিন্ন-বিগ্রহ, আপনার পরমানন্দময় স্বরূপের প্রভাবে যাবতীয় শাস্ত্র-বিবাদ তুচ্ছীকৃত হইয়াছে, ব্রাহ্মণাপসদের বেশদ্বারা আপনি কেবল স্বীয় স্বানন্দানুভব গোপন করিয়া রাখিয়াছেন; আমি আপনাকে প্রণাম করি ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

মিথ্যাত্বেঽপ্যস্য বিশ্বস্য সত্যাঃ কৃষ্ণস্য ষড়্গুণাঃ।
দ্বাদশে কথিতা ধাম ভক্ত্যাদ্যা অপি তে ততঃ ॥০॥

কারণমীশ্বরস্তস্যৈব লোকরক্ষণার্থো নিত্যো বিগ্রহো দেহো যস্য তস্মৈ। স্বরূপেণ স্বানন্দানুভবেন তুচ্ছীকৃতবিগ্রহাঃ শাস্ত্রকৃতাং বিবাদা যেন তস্মৈ। হে অবধূত ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই বিশ্বের মিথ্যাত্ব হইলেও শ্রীকৃষ্ণের ষড়্গুণ (ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছয় গুণ) এবং তাঁহার ধাম ও ভক্তি প্রভৃতি সত্য—এই দ্বাদশ অধ্যায়ে ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'কারণ-বিগ্রহায়'—কারণ বলিতে ঈশ্বর, তাঁহার ন্যায় লোকরক্ষণের নিমিত্ত নিত্য শ্রীবিগ্রহ যাঁহার, তাঁহাকে (অর্থাৎ যিনি ঈশ্বরের ন্যায় কেবলমাত্র লোকরক্ষার জন্যই দেহ ধারণ করিয়াছেন, সেই আপনাকে নমস্কার)। 'স্বরূপ'—ইত্যাদি, যিনি স্বানন্দ অনুভবের দ্বারা শাস্ত্রকারগণের বিবাদ তুচ্ছীকৃত করিয়াছেন, সেই আপনাকে, হে অবধূত! (প্রণাম করি) ॥ ১ ॥

জ্বরাময়ার্ত্তস্য যথাগদং সন্
নিদাঘদগ্ধস্য যথা হিমাম্ভঃ।
কুদেহমানাহিবিদষ্টদৃষ্টে-
র্ব্রহ্মন্ বচস্তেঽমৃতমৌষধং মে ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্, জ্বরাময়ার্ত্তস্য (জ্বরঃ এব আময়ঃ রোগঃ তেন আর্ত্তস্য পীড়িতস্য জনস্য) যথা (যদ্বৎ) সৎ (স্বাদু) অগদম্ (ঔষধং পীড়া-নিবর্ত্তকং যথা চ) নিদাঘদগ্ধস্য (নিদাঘেন গ্রীষ্ম-তাপেন দগ্ধস্য সন্তপ্তস্য জনস্য) হিমাম্ভঃ (শীতলম্ উদকং শান্তিকরং তথা) কুদেহমানাহিবিদষ্টদৃষ্টেঃ (কুৎসিতে বিষ্ঠাদিপূর্ণে দেহে যঃ মানঃ অহঙ্কারঃ সঃ এব অহিঃ সর্পঃ তেন বিশেষেণ দষ্টা—দৃষ্টিঃ বিবেকলক্ষণা যস্য তস্য তাদৃশস্য) মে (মম) তে (তব ইদং) বচঃ (বাক্যম্) অমৃতম্ (অমৃত-তুল্যম্) ঔষধং (ভবতি) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্, বিষ্ঠাদিপূর্ণ দেহে অভিমানরূপ সর্প আমার বিবেককে দংশন করিয়াছিল; এই অবস্থায়, আপনার বাক্য জ্বররোগপীড়িত ব্যক্তির সুস্বাদ ঔষধ, এবং নিদাঘ পীড়িত ব্যক্তির সুশীতল জলের ন্যায় অমৃততুল্য ঔষধ-স্বরূপ হইল ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—কুৎসিতে দেহে অভিমান এবাহিস্তেন বিশেষতো দষ্টা দৃষ্টির্যস্য তস্য মম; হে ব্রহ্মন্, তে বচঃ অগদমৌষধং তত্র দৃষ্টান্তঃ জ্বরেতি। কুচিত্তদ্ব্যভিচারতর্কাৎ পুনর্দৃষ্টান্ত নিদাঘেতি। তত্রাপ্যপরিতোষাৎ অমৃতং অমৃতমিবেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কুদেহ'—ইত্যাদি, কুৎসিত দেহে অভিমানরূপ সর্পের দ্বারা 'বিদষ্ট'—বিশেষরূপে দংশিত হইয়াছে, দৃষ্টি যাহার, সেই আমার (অর্থাৎ এই কুৎসিত দেহবিষয়ক অহঙ্কাররূপ সর্প

আমার বিবেক-দৃষ্টিকে দংশন করিয়াছে)। হে ব্রহ্মন্! আপনার বাক্য আমার পক্ষে ঔষধ-স্বরূপ। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'জ্বরামর্ত্তস্য' ইতি, (অর্থাৎ জ্বর-রোগীর পক্ষে স্বাদু ঔষধের ন্যায় আপনার বাক্য)। কোন স্থলে তাহার ব্যভিচারহেতু (অর্থাৎ ঔষধ পানেও কোথাও আরোগ্য না হওয়ায়)—অপর দৃষ্টান্ত দিতেছেন—'নিদাঘ' ইতি (গ্রীষ্ম-সন্তপ্ত ব্যক্তির পক্ষে সুশীতল জলের ন্যায়)। তাহাতেও পরিতুষ্টি না হওয়ায় বলিতেছেন—'অমৃতম্', অমৃতের ন্যায় (অর্থাৎ আমার পক্ষে আপনার এই বাক্য অমৃত-তুল্য মহৌষধ।) ॥ ২ ॥

তস্মাদ্ভবন্তং মম সংশয়ার্থং
প্রক্ষ্যামি পশ্চাদধুনা সুবোধম্।
অধ্যাত্মযোগগ্রথিতং তবোক্ত-
মাখ্যাহি কৌতূহলচেতসো মে ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(যস্মাদ্ভবদ্বচনামৃতং সংসারাখ্যরোগোন্মূলনকরং) তস্মাদ্ ভবন্তং (সর্ব্বজ্ঞং প্রতি) মম সংশয়ার্থং (সংশয়বিষয়ম্ অর্থং সংশয়নিবৃত্ত্যর্থং বাক্যং) পশ্চাৎ প্রক্ষ্যামি (বক্ষ্যামি)। অধুনা (তু) অধ্যাত্মযোগগ্রথিতম্ (অধ্যাত্মযোগেন পরমাত্মযোগেন গ্রথিতং বদ্ধং) তবোক্তং (বচঃ) সুবোধং (যথা স্যাৎ তথা) কৌতূহলচেতসঃ (কৌতূহলযুক্তং চেতঃ যস্য তস্য তাদৃশস্য) মে (মম) আখ্যাহি (ব্রূহি) ॥৩॥

অনুবাদ—আমার যে যে বিষয়ে সন্দেহ আছে, তাহা আমি পরে আপনার নিকট বলিব। সম্প্রতি আপনি অধ্যাত্মযোগ-গ্রথিত যে সকল বাক্য বলিলেন, তাহা অতিশয় দুর্ব্বোধ; সেগুলি যাহাতে সুন্দররূপে বোধগম্য হয়, সেই প্রকারে বলুন; আমার চিত্ত অতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—মম সংশয়বিষয়নর্থং পশ্চাৎ প্রক্ষ্যামি। অধুনা তাবৎ তদুক্তং বচঃ অধ্যাত্মযোগেন গ্রথিতং দুর্ব্বোধং, সুবোধং যথা ভবত্যেবং ব্যাখ্যা হি কৌতূহল-যুক্তমনসো মম কৃতে ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মম সংশয়ার্থং'—আমার যে সকল বিষয়ে সন্দেহ রহিয়াছে, তাহা আমি পরে জিজ্ঞাসা করিব। সম্প্রতি 'অধ্যাত্ম-যোগ-গ্রথিতং'—আপনার কথিত আধ্যাত্মিক যোগতত্ত্ব-সমন্বিত যে সকল দুর্ব্বোধ্য বাক্য, তাহা যাহাতে সুখবোধ্য হয়, সেইভাবে বলুন, উহা কৌতূহলযুক্ত-চিত্ত আমার নিমিত্তই ॥ ৩ ॥

যদাহ যোগেশ্বর দৃশ্যমানং
ক্রিয়াফলং সদ্ব্যবহারমূলম্।
ন হ্যঞ্জসা তত্ত্ববিমর্শনায়
ভবানমুস্মিন্ ভ্রমতে মনো মে ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) যোগেশ্বর, ভবান্ দৃশ্যমানং (প্রত্যক্ষাদিভিঃ প্রমাণৈঃ জ্ঞায়মানং যৎ) ক্রিয়াফলং (দূরগমনাদিক্রিয়াজনিতং খেদশ্রমাদিরূপং লৌকিকং ফলম্ উপলক্ষণেন বৈদিকং ফলং চ) সদ্ব্যবহারমূলম্ ('উরুপরিশ্রান্তঃ অসি' ইতি অবাধিতাভিজ্ঞাদিব্যবহারস্য মূলং কারণং তৎ) ন হি অঞ্জসা (যাথার্থ্যেন) তত্ত্ববিমর্শনায় (তত্ত্ববিচারায় ক্ষমঃ ভবতীতি) যৎ (যাদৃশং বাক্যম্) আহ (কথিতবান্) অমুস্মিন্ (তত্র বচসি) মে (মম) মনঃ ভ্রমতে (ভ্রাম্যতি। অস্য বচনস্য অর্থঃ অয়ম্ এব নান্যঃ ইতি স্থিরস্থিতিং ন লভতে অতএব সা যথা স্যাত্তথা কথয় ইতি ভাবঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হে যোগেশ্বর, আপনি বলিলেন—দূরগমনাদি ক্রিয়ার ফল যে শ্রমাদি—তাহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা অবগত হওয়া যায়, কিন্তু তাহাদের অস্তিত্ব ব্যবহারমূলক, তাহা প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ নহে; আপনার এই বাক্যে আমার চিত্ত চঞ্চল হইতেছে ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—হে যোগেশ্বর, যত্তবানাহ - দৃষ্টঃ শ্রমঃ কর্ম্মত ইত্যাদি-মদুক্তৌ ভারবহনাদিক্রিয়া তৎফলঞ্চ শ্রমাদি প্রত্যক্ষাদিভির্দৃশ্যমানং সৎ বিদ্যমানং ব্যবহার-মাত্রমূলং তত্ত্ববিমর্শনায় দৃষ্টান্তাদিনাপি তত্ত্বজ্ঞানমুপ-কর্ত্তুং ন ক্ষমমিতি। অমুস্মিন্ ত্বদ্বচনে ভ্রমতে স্পষ্টস্যাভিপ্রায়স্যাপ্রাপ্ত্যা মনো ভ্রমতি ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে যোগেশ্বর! 'কর্ম্ম করিলে শ্রম দৃষ্ট হয়'—এইরূপ আমার কথার প্রত্যুত্তরে আপনি যে বলিয়াছেন—'ভারবহনাদি ক্রিয়া এবং তাহার ফল পরিশ্রম, বাস্তব ব্যবহারের কারণরূপে

প্রত্যক্ষাদির দ্বারা দৃশ্যমান হইলেও, উহা 'তত্ত্ব-বিমর্শনায়'—দৃষ্টান্তাদির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান নির্ণয় করিতে সমর্থ নহে'—আপনার এই বাক্যে, স্পষ্ট অভিপ্রায়ের অপ্রাপ্তি-হেতু আমার মন ভ্রমণ করিতেছে (অর্থাৎ আপনার বাক্যের অভিপ্রায় স্পষ্টতঃ বুঝিতে না পারায় আমার মনে ভ্রম জন্মিয়াছে।) ॥ ৪ ॥

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ —

অয়ং জনো নাম চলন্ পৃথিব্যাং
যঃ পার্থিবঃ পার্থিব কস্য হেতোঃ।
তস্যাপি চাঙ্ঘ্র্যোরধি গুল্ফজঙ্ঘা-
জানূরুমধ্যোরশিরোধরাংসাঃ ॥ ৫ ॥
অংসেঽধি দার্ব্বী শিবিকা চ যস্যাং
সৌবীররাজেত্যপদেশ আস্তে।
যস্মিন্ ভবান্ রূঢ়নিজাভিমানো
রাজাস্মি সিন্ধুষ্বিতি দুর্ম্মদান্ধঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীব্রাহ্মণঃ উবাচ,—(হে) পার্থিব, যঃ পার্থিবঃ (পৃথিবীবিকারঃ সঃ এব) কস্য হেতোঃ (কুতশ্চিৎ কারণাৎ) পৃথিব্যাং চলন্ অয়ং (ভারবাহকাদিঃ) জনঃ নাম (প্রসিদ্ধঃ ভবতি যশ্চ ন চলতি সঃ পাষাণাদিঃ ইত্যেতাবান্ এব ভেদঃ।) তস্যাপি চ (পৃথিবী বিকারস্যাপি চ) অঙ্ঘ্র্যোঃ (চরণয়োঃ) অধি (উপরি) গুল্ফজঙ্ঘাজানূরুমধ্যোরশিরোধরাং সাঃ (গুল্ফাদয়ঃ অবয়বাঃ সন্তি) অংসে (স্কন্ধে) চ দার্ব্বী (কাষ্ঠময়ী) শিবিকা অধি (অধিষ্ঠিতা অস্তি।) যস্যাং (শিবিকায়াং) সৌবীররাজেত্যপদেশঃ (সৌবীরাণাং রাজা ইতি অপদেশঃ নামমাত্রং ব্যবহারঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্ ভবান্) আস্তে (বর্ত্ততে)। যস্মিন্ (সৌবীররাজব্যপদেশে মাংসপিণ্ডবিশেষ দেহে) সিন্ধুষু (সিন্ধুদেশেষু অহং) রাজা অস্মি ইতি (ইত্যেবং) দুর্ম্মদান্ধঃ (দুঃ দুষ্টঃ মদঃ তেন অন্ধঃ সন্) ভবান্ রূঢ়নিজাভিমানঃ (রূঢ়ঃ বদ্ধমূলঃ নিজত্বেন দেহে অভিমানঃ যস্য সঃ তথাভূতঃ এব বর্ত্ততে। অনেন আত্মনি রাজত্ববুদ্ধিঃ ভ্রান্তিরিত্যর্থঃ) ॥ ৫-৬ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মজ্ঞ ভরত কহিলেন,—পার্থিব বিকারসমূহের মধ্যে যাহা কোন কারণে ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করে, তাহাই এই ভারবাহকাদি নামে প্রসিদ্ধ হয়, (আর যাহা চলা ফেরা করে না, তাহাই পাষাণাদি নামে খ্যাত হয়।) ঐ সকল সচল পার্থিব বিকৃতির চরণদ্বয়ের উপরিভাগে ক্রমশঃ গুল্‌ফ, জঙ্ঘা, জানু, উরু, মধ্যদেশ, বক্ষঃস্থল, গলদেশ ও স্কন্ধ,—এই সকল রহিয়াছে। আবার স্কন্ধের উপর দারুময়ী শিবিকা এবং শিবিকার মধ্যে "সৌবীররাজ" নামে প্রসিদ্ধ আর একটি পার্থিব বিকার বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেই বিকারময় দেহেই আপনি "আমি সিন্ধুদেশের রাজা" এই দুরভিমানে অন্ধ হইতেছেন ॥ ৫-৬ ॥

বিশ্বনাথ—পূর্ব্বং স্বমতেন ভঙ্গ্যা দত্তমপ্যুত্তরমবুদ্ধ্যৈব পুনঃ পৃচ্ছন্তং রাজানমবজানন্নিব ভো রাজংস্তব ব্যবহারোঽয়মপ্রমাণ এবেতি মতান্তরমাশ্রিত্য পুনঃ প্রত্যাহ—অয়ং জনো ভারবাহকঃ নাম প্রসিদ্ধঃ পার্থিবঃ পৃথিব্যা বিকারঃ কস্যাপি হেতোশ্চলন্ ভবতি, যস্তু ন চলতি স তু পাষাণাদিরিত্যেতাবানেব ভেদঃ। তস্যাপি পার্থিবস্য অঙ্ঘ্রী পৃথিব্যা উপরিস্থৌ অঙ্ঘ্র্যোরধি উপর্য্যুপরি গুল্‌ফাদয়ঃ। উরসঃ সলোপ আর্ষঃ। অংসে স্কন্ধে দার্ব্বী দারুবিকারঃ শিবিকা যস্যাং সৌবীররাজঃ ইত্যপদেশো নাম মাত্রং যস্য সঃ। পার্থিবো বিকার আস্তে যস্মিন্ ভবান্ রাজাস্মীত্যভিমানেনৈবাস্তে ন তু বস্তুতঃ। অত্র পৃথিব্যাদীনাং শিবিকান্তানাং ভারবহনাৎ কিং সর্ব্বেষাং শ্রমঃ উত কস্যচিৎ কস্যচিৎ, ন তাবৎ সর্ব্বেষাং পৃথিব্যাঃ শিবিকায়াশ্চ শ্রমাদর্শনাৎ অঙ্ঘ্রাদীনাং শ্রম উপলভ্যতে ইতি চেন্ন শিবিকায়া অভাবে গুল্‌ফাদিভারবাহিনামপি তেষাং শ্রমানুপলব্ধেঃ, অঙ্ঘ্র্যাদ্যবয়বিনঃ শিবিকাবহনাৎ শ্রম ইতি চেৎ অবয়বেভ্যঃ পৃথগবয়বিনঃ শ্রমাশ্রয়স্যানিরূপণাৎ। নন্বস্তু নাস্তু বা অবয়বী, ভারবাহিনঃ শ্রমদুঃখমনুভূয়ত এবেতি চেদেতদপি নৈকান্তিকম্, অতিসুকুমার্য্যা অপি রত্নালঙ্কারান্ বহন্ত্যাঃ স্ববালকং চ বহন্ত্যাঃ শ্রমদুঃখানুপলব্ধেস্তস্মাদভিমানবিশেষেনৈব দুঃখং সুখং চ; যথা রাজাস্মীতি দুর্ম্মদেন দুরভিমানমত্ততয়া অন্ধঃ কিমপি ন পশ্যসীত্যেতদেব তব সুখং, নিরভিমানানান্তু ন তে দুঃখসুখে ইতি ভাবঃ ॥ ৫-৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বে স্বমতে ভঙ্গিপূর্ব্বক উত্তর প্রদান করিলেও, তাহা না বুঝিয়াই পুনরায় প্রশ্নকারী রাজাকে অবজ্ঞা করিয়াই যেন—'হে

রাজন্! তোমার এই ব্যবহার-মার্গ অপ্রমাণই'—ইহা মতান্তর আশ্রয় করতঃ পুনরায় প্রত্যুত্তর দিতেছেন—'অয়ং জনঃ' ইত্যাদি, এই যে ভারবাহক নামক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, ইনি 'পার্থিবঃ'—পৃথিবীর বিকারই, কোন কারণবশতঃ চলমান হইতেছে, কিন্তু যে চলে না, সে পাষাণাদি (জড়)—এই মাত্র ভেদ। সেই পার্থিব (ভারবাহক নামক) পদার্থটিরও পদদ্বয় পৃথিবীর উপরে স্থিত এবং পদদ্বয়ের উপরে পর পর গুল্‌ফাদি অবয়বসকল রহিয়াছে। এখানে উরস্-শব্দে স-লোপ আর্ষ-প্রয়োগ। আবার স্কন্ধের উপরে দারুর বিকার (অর্থাৎ কাষ্ঠ-নির্মিত) একটি শিবিকা (তাহাও কতকগুলি অবয়বের সমষ্টিমাত্র, অবয়বগুলিকে বাদ দিলে, সেখানেও কোন পৃথক্ অবয়বী-পদার্থের সত্তা উপলব্ধি হয় না,) আর এই শিবিকার মধ্যে 'সৌবীররাজ'—এই নামমাত্র ধারণ করিয়া যে পার্থিব বিকার আছে, যাহাতে আপনি 'আমি রাজা'—এই অভিমান-বশতঃই অবস্থান করিতেছেন, কিন্তু বস্তুতঃ নহে।

এখানে জিজ্ঞাস্য—পৃথিব্যাদি হইতে শিবিকা পর্য্যন্ত সকলেরই কি ভারবহন-হেতু শ্রম? অথবা কাহার, কাহারও? সকলেরই শ্রম নাই, যেহেতু পৃথিবী ও শিবিকার শ্রম দৃষ্ট হয় না। পদ প্রভৃতির শ্রম উপলব্ধি হয়—এইরূপ যদি বল, তাহার উত্তরে—না, শিবিকার অভাবে গুল্‌ফাদির ভার বহনকারী পদ প্রভৃতির শ্রম দেখা যায় না। অঙ্ঘ্রি প্রভৃতি অবয়বসকলের শিবিকা-বহনজনিত শ্রম—ইহা যদি বল, তাহাও নহে, যেহেতু অবয়বগুলি বাদ দিয়া পরিশ্রমের আশ্রয়রূপে কোন অবয়বী পদার্থ নিরূপণ করা যায় না। দেখুন—অবয়বী থাকুন বা না থাকুন, ভারবাহীর শ্রমজনিত দুঃখ অনুভূত হইয়াই থাকে, এইরূপ বলিলে, তাহাতে বলিতেছেন—না, উহাও ঐকান্তিক নহে, কারণ অতি সুকুমারীরও রত্নালঙ্কার বহনকালে এবং নিজপুত্রকে বহনকালে শ্রমজনিত দুঃখের উপলব্ধি হয় না। অতএব অভিমান-বিশেষের দ্বারাই দুঃখ ও সুখ অনুভূত হইয়া থাকে, যেমন 'আমি রাজা'—এইরূপ 'দুর্ম্মদান্ধঃ'—দুরন্ত অভিমানে মত্ততাবশতঃ তুমি অন্ধ হইয়া কিছুই দেখিতেছ না (অর্থাৎ বিবেচনা করিতেছ না)—ইহাই তোমার সুখ। কিন্তু নিরভিমানিগণের সেই দুঃখ বা সুখ কিছুই নাই—এই ভাব ॥ ৫-৬ ॥

মধ্ব—যস্মান্মূলকারণভূতো বিষ্ণুরেব। অতো মুখ্যং সর্ব্বকারণত্বং তস্যৈব। মূলাশ্রয়বিবক্ষা যদি ন স্যাৎ কুতঃ পৃথিব্যাং চলতীতি ব্যবহারঃ যতো বান্তরাশ্রয়া বহবঃ সন্ত্যন্ধ্রাদ্যাঃ ॥ ৫-৬ ॥

শোচ্যানিমাংস্ত্বং হ্যধিকষ্টদীনান্
বিষ্ট্যা নিগৃহ্ন্ নিরনুগ্রহোঽসি।
জনস্য গোপ্তাস্মি বিকত্থমানো
ন শোভসে বৃদ্ধসভাসু ধৃষ্টঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—অধিককষ্টদীনান্ (অধিকেন অত্যন্তেন কষ্টেন বহনাদিজনিতদুঃখেন দীনান্) শোচ্যান্ ইমান্ বিষ্ট্যা (বলাৎকারেণ) নিগৃহ্ন্ (পীড়য়ন্) ত্বং নিরনুগ্রহঃ (দয়ারহিতঃ নিষ্কৃপঃ) অসি (ভবসি, এবং) জনস্য গোপ্তা (রক্ষকঃ, অহং) অস্মি (ইতি) বিকত্থমানঃ (শ্লাঘমানঃ ত্বম্ অতীব) ধৃষ্টঃ (অজ্ঞানান্ধঃ অতঃ) বৃদ্ধসভাসু (বিদ্বৎসভাসু আত্মানাত্মবিবেকিষু) ন শোভসে (শ্লাঘ্যঃ ন ভবসি) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—এই সকল দীন ব্যক্তিদিগের শিবিকাবহনজন্য অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে; ইহাদের অবস্থা শোচনীয়, আপনি ইহাদিগকে বল-পূর্ব্বক বিনা বেতনে শিবিকাবহন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া নিগ্রহ করিতেছেন, সুতরাং আপনি অতিশয় নির্দ্দয়; 'আমি সকলের রক্ষক' বলিয়া আপনি যে আত্মশ্লাঘা করিতেছেন, তাহা মিথ্যা; আপনি অত্যন্ত অজ্ঞান, আত্মানাত্ম বিবেকিগণের সভায় শোভা পাইবার যোগ্য নহেন॥৭॥

বিশ্বনাথ—জ্ঞানাভাবেঽপি রাজ্ঞঃ প্রজাশাসনং ধর্ম্ম এবেতি যদুক্তং তত্রাহ—শোচ্যানিতি। বিষ্ট্যা নিগৃহ্ন্নিতি ঈদৃশমেব নির্দ্দয়স্য তব প্রজাশাসনমধর্ম্ম এব, ধৃষ্ট ইতি তদপ্যচ্যুতস্য কিঙ্করোঽস্মীতি জিজ্ঞাসুরস্মীতি কত্থস ইতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জ্ঞানাভাবেও রাজার প্রজাশাসন ধর্ম্মই—ইহা যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে বলিতেছেন—'শোচ্যান্' (অর্থাৎ অতিশয় কষ্টপীড়িত ও শোচনীয় এই বাহকগণকে), 'বিষ্ট্যা'—বিনা বেতনে

কাজ করাইয়া অধিকতর পীড়াদান করিতেছ। নির্দ্দয় তোমার এই প্রকার প্রজাশাসন অধর্ম্মই। 'ধৃষ্টঃ'—তুমি ধৃষ্ট, তাহাতেও আবার 'আমি অচ্যুতের কিঙ্কর' এবং 'আমি তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু'—এইরূপ আত্মশ্লাঘা করিতেছ?—এই ভাব ॥ ৭ ॥

মধ্ব—এবং মূল গোপ্তৃত্বং বিষ্ণোরেব ॥ ৭ ॥

যদা ক্ষিতাবেব চরাচরস্য
বিদাম নিষ্ঠাং প্রভবঞ্চ নিত্যম্
তন্নামতোঽন্যদ্ব্যবহারমূলং
নিরূপ্যতাং সৎক্রিয়য়ানুমেয়ম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—যদা (যস্মাৎ) চরাচরস্য (কার্য্যজাতস্য দেহস্য) ক্ষিতৌ (পৃথিব্যাম্) এব নিষ্ঠাং (নাশং) প্রভবং চ (উৎপত্তিং স্থিরত্বং চ) নিত্যং (নিয়মেন) বিদাম (বয়ং পশ্যামঃ) তৎ (তস্মাৎ সর্ব্বেষাং বিকারাণাং ক্ষিতিভিন্নত্বা ভাবাৎ) নামতঃ (নামমাত্রাৎ এব) অন্যৎব্যবহারমূলং (ব্যবহারস্য মূলং কারণং) সৎক্রিয়য়া (অর্থক্রিয়য়া অবাধিতব্যবহারেণ) অনুমেয়ং (অনুমেয়ব্যবহারস্য আত্মনি রাজত্বাদি-ব্যবহারস্য মূলং) নিরূপ্যতাম্ (বিচার্য্যতাম্) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—আমরা যখন পৃথিবীতেই স্থাবরজঙ্গমের নাশ ও উৎপত্তি সর্ব্বদা দেখিতেছি, তখন পৃথিবী ভিন্ন অন্য কাহারও বিকার নাই। অন্য যাবতীয় পরিণামশীল বস্তু নাম মাত্র ভিন্ন, যেহেতু সে সকল পৃথিবী হইতে অপৃথক্। অর্থ ক্রিয়া অর্থাৎ জল আনয়নাদি কার্য্যের দ্বারা যাহা সত্য বলিয়া অনুমিত হয়, সে সকল ব্যবহারের কারণ পৃথিবী ছাড়া আর কি হইতে পারে তাহা আপনি নির্ণয় করুন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বভিমানশূন্যস্য মুক্তস্যাপি প্রারব্ধসুখদুঃখভোগশ্রবণাৎ তবাপি ভারবহনক্রিয়াফলস্য শ্রমস্য প্রত্যক্ষাদিভির্দৃশ্যমানত্বেনাবাধিতত্বাদ্ব্যবহারস্যাপ্রামাণ্যং ত্বদুক্তং ন ঘটত ইতি চেৎ, সত্যং, মুক্তানাং মাদৃশানাং বাধিতানুবৃত্ত্যৈব দুঃখসুখাভাসৌ, যথা স্বপ্নাৎ প্রবুদ্ধস্য জনস্য স্বপ্নদৃষ্টসর্পস্য মিথ্যাত্বজ্ঞানেঽপি কিয়ৎক্ষণপর্য্যন্তং ভয়কম্পাবকিঞ্চিৎকরাবেব; অপ্রবুদ্ধানান্তু স্বাপ্নিকঃ সর্পঃ সত্য এব ভাতি, যথা যুষ্মাকং ব্যবহারস্তদপি ব্যবহারস্যাসত্যত্বং যুক্ত্যা দর্শয়ামি শৃণ্বিত্যাহ—যদেতি। চরাচরস্য জগতঃ ক্ষিতাবেব নিষ্ঠাং নাশং প্রভবমুৎপত্তিঞ্চ বিদাম বিদ্মস্ততস্মাৎ সর্ব্বেষাং বিকারাণাং ক্ষিতিভিন্নত্বাভাবাৎ নামমাত্রাদন্যদ্ব্যবহারস্য মূলং কারণং অর্থক্রিয়য়া সদেত্যনুমেয়ং নিরূপ্যতাং যদি তে যুক্তিঃ প্রতিভাতীতি ভাবঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—"বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" ইতি ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন দেখুন, অভিমানশূন্য মুক্ত ব্যক্তিরও প্রারব্ধজনিত সুখ ও দুঃখ ভোগ শ্রবণ করায়, আপনারও ভার-বহনরূপ কার্য্যের যে শ্রম, তাহা প্রত্যক্ষাদির দ্বারা দৃশ্যমানরূপে অবাধিত বলিয়া, 'ব্যবহার-মার্গের 'অপ্রামাণ্য'—আপনার এই উক্তি সম্ভব নহে। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্য, আমাদের ন্যায় মুক্ত পুরুষগণের বাধিতানুবৃত্তিতেই দুঃখ ও সুখের আভাস রহিয়াছে, যেমন স্বপ্ন হইতে জাগ্রত জনের স্বপ্নকালে দৃষ্ট সর্পের মিথ্যাত্ব জ্ঞান থাকিলেও, কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত ভয় ও কম্প অকিঞ্চিৎকরই, কিন্তু নিদ্রিত ব্যক্তির নিকট স্বাপ্নিক সর্প সত্যরূপেই প্রতিভাত হয়, যেমন তোমাদের ব্যবহার-মার্গ। তথাপি ব্যবহার-মার্গের অসত্যত্ব যুক্তির দ্বারা দেখাইতেছি, শ্রবণ কর, ইহা বলিতেছেন—'যদা', যেহেতু পৃথিবী হইতেই চরাচর সকল পদার্থের উৎপত্তি এবং পৃথিবীতেই তাহাদের লয় সর্ব্বদা লক্ষ্য করিতেছি, সেইহেতু সমস্ত বিকার পদার্থের পৃথিবী-ভিন্নত্ব না হওয়ায় (অর্থাৎ পৃথিবী ভিন্ন ঘট প্রভৃতি অন্য কোন বিকার পদার্থ না থাকায়) নামমাত্র ভেদ ব্যতীত অন্য কোন ব্যবহারের মূল (কারণ), অর্থ-ক্রিয়ার দ্বারা নিরূপণ কর, যদি তোমার বুদ্ধি প্রকাশিত হয়—এই ভাব। (অর্থাৎ ঘট প্রভৃতি পদার্থ কেবলমাত্র জলানয়ন প্রভৃতি ক্রিয়াদ্বারাই 'সৎ' বলিয়া অনুমিত হয়—ইহা তুমি অবধারণ কর। বস্তুতঃ মৃত্তিকাকে বাদ দিলে ঘটাদির কোন সত্তাই থাকে না বলিয়া ব্যবহারক্ষেত্রে ঘটাদিকে 'সৎ' বলিলেও, তাহা সৎ নহে)। শ্রুতিতেও সেইরূপ উক্ত হইয়াছে—"বাচারম্ভণং বিকারো," ইত্যাদি (ছান্দোগ্য ৬।১।৪), অর্থাৎ হে সৌম্য! একটি মৃৎপিণ্ড জানিলেই সমুদয় মৃণ্ময় বস্তু জানা যায়, বিকার 'বাচা আরম্ভণম্'—বাক্যের অবলম্বন মাত্র, কেবল

একটি নাম। মৃত্তিকাই সত্য, অর্থাৎ মৃণ্ময় বস্তু মৃত্তিকারই বিকার, কিন্তু এই বিকার আর কিছুই নহে, উহা কেবল শব্দাত্মক ॥ ৮ ॥

তথ্য—তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ (ব্রঃ সূঃ ২।১।১৪)। চিজ্জড়াত্মক ব্রহ্মই সমস্ত জগতের উপাদান; সেই জন্য ব্রহ্ম হইতে জগৎ ভিন্ন নহে; —হৃদয়ে এই প্রকার বিনিশ্চয় করিয়া উপাদানভূত ব্রহ্মকে জানিলেই সমস্ত জগৎকে জানিতে পারা যায়। একমাত্র মৃৎপিণ্ডকে জানিলেই সেই মৃৎপিণ্ডরূপ উপাদান হইতে সমুদ্ভূত ঘটাদি সমুদায় পদার্থকে জানিতে পারা যায়। ইহার কারণ এই—মৃৎপিণ্ড ও ঘট উভয়ের কোনরূপ অতিরিক্ততা নাই। তদ্রূপ সকলের উপাদানভূত ব্রহ্মকে জানিলেই তাঁহার উপাদেয় সমস্ত জগতকেও জানিতে পারা যায়। মৃৎপিণ্ডের কম্বুগ্রীবাদিরূপ সংস্থান-সম্বন্ধ সংঘটিত হইলে বাক্‌পূর্ব্বক ব্যবহারের জন্য তাহার বিকার-নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—"ঘটদ্বারা জল আনয়ন কর" ইত্যাদি বাক্‌পূর্ব্বক ব্যবহার-সিদ্ধির জন্য মৃদ্‌দ্রব্যই সংস্থান-বিশেষে পরিণত হইয়া ঘটাদি নাম ধারণ করে। এইরূপ ঘটাদি অবস্থায় নীত হইলেও তাহার নাম সেই মৃত্তিকা, ইহা সর্ব্বথা প্রামাণিক। আবার তাহা হইতে সমুদ্ভূত সেই ঘটাদিও যে মৃদ্‌দ্রব্য, অন্য পদার্থ নহে, ইহাও প্রমাণসিদ্ধ। এইরূপই উপাদান হইতে উপাদেয় অভিন্ন। (গোবিন্দভাষ্য)।

যথা সৌম্যেকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্। (ছান্দোগ্য ৬।১।৪)।

অর্থাৎ হে সৌম্য, একমাত্র মৃত্তিকার বিষয় জানিতে পারিলেই তাহা হইতে উৎপন্ন ঘট প্রভৃতি মাটীর পাত্রগুলির বিষয় জানা যায়; যেহেতু ঐ পদার্থগুলি মৃত্তিকারই রূপান্তর, নাম মাত্র ভিন্ন। শ্রুতি আরও বলিয়াছেন—"এবং চাব্বিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং ভবতি" (ছাঃ ৬।১।৩), একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং ভবতি (পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন), অর্থাৎ একের বিষয় অবগত হইলেও সকল বিষয় জানা যায়; ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—কার্য্যের মূল কারণ অবগত হইলে তৎকার্য্যেরও উপলব্ধি আপনা হইতেই হইয়া থাকে; যেমন মৃৎপিণ্ডের জ্ঞানে তজ্জাত দ্রব্যের উপলব্ধি হয়, সেইরূপ সর্ব্বকারণকারণ ভগবানের বিষয় জানিতে পারিলে আর কোন বিষয়ের অজ্ঞানতা থাকে না; অতএব ভগবজ্‌জ্ঞানই একমাত্র সত্য, ইহাই পরমভাগবত ভরতমুনি অষ্টম হইতে একাদশ শ্লোকে কীর্ত্তন করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে অধিক জানিতে ইচ্ছা করিলে পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন আলোচ্য ॥ ৮-১১ ॥

এবং নিরুক্তং ক্ষিতিশব্দবৃত্ত-
মসন্নিধানাৎ পরমাণবো যে।
অবিদ্যয়া মনসা কল্পিতাস্তে
যেষাং সমূহেন কৃতো বিশেষঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(তর্হি ক্ষিতেঃ সত্যত্বং স্যাৎ? তত্রাহ—) অসন্নিধানাৎ (অসৎসু অতিসূক্ষ্মেষু স্বকারণভূতেষু পরমাণুষু ক্ষিতেঃ নিধানাৎ লয়াৎ হেতোঃ) ক্ষিতিশব্দবৃত্তং (ক্ষিতিশব্দস্য বৃত্তং বর্ত্তনং সত্তা ক্ষিতিশব্দবাচ্যং সর্ব্বমপি) এবম্ (এবম্প্রকারেণ) নিরুক্তং (সত্যত্বং বিনৈব কেবলং মিথ্যাত্বেন নিরূপ্যমানং নামমাত্রং ভবতি যতঃ পরমাণুব্যতিরেকেণ ক্ষিতেঃ অভাবাৎ। যদ্যেবং তর্হি পরমাণবঃ সত্যাঃ স্যুঃ তত্রাহ—) যে পরমাণবঃ তে (অপি) মনসা (কার্য্যানুপপত্ত্যা বাদিভিঃ) কল্পিতাঃ (প্রপঞ্চস্য ভগবন্মায়াসৃষ্টত্বাৎ এতে পরমাণবঃ ইতি কল্পনয়া স্থিরীকৃতাঃ) যেষাং (পরমাণুনাং) সমূহেন (সমষ্ট্যা) বিশেষঃ (ঘটঃ পটঃ পৃথ্বীপ্রভৃতিশ্চ) কৃতঃ (রচিতঃ অতঃ তে অপি ন নিত্যাঃ ইতি ভাবঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—তাহা হইলে পৃথিবীর সত্যতা হইতে পারে? ক্ষিতিশব্দবাচ্য যাবতীয় পার্থিব বস্তু নামমাত্রসত্য হইলেও মিথ্যা বলিয়াই নিরূপিত হয়। যেহেতু তাহা অতি সূক্ষ্ম পরমাণুতে লয় পাইয়া থাকে। আবার পৃথিবীর কারণ পরমাণুসকলও নিত্য নহে; কার্য্যের অনুপপত্তি হয় বলিয়া, বাদিগণ অজ্ঞতাবশতঃ মনের দ্বারা ঐ সকল পরমাণু কল্পনা করিয়াছেন; অতএব, পরমাণু সমষ্টিরচিত ঘট-পটাদিও নিত্য নহে ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—তর্হি ক্ষিতেঃ সত্যতা স্যাত্তত্রাহ—এবং ক্ষিতিশব্দস্যাপি বৃত্তং বর্ত্তনং সত্তা নামমাত্রত এবেত্যর্থঃ। কুতঃ? অসৎসু সূক্ষ্মেষু পরমাণুষু স্বকার-

ণেষু নিধানাদন্বয়াৎ। ততঃ পরমাণুব্যতিরেকেণ ক্ষিতির্নাস্তীত্যর্থঃ। পরমাণবস্তর্হি সত্যাঃ স্যুস্তত্রাহ—অবিদ্যয়া অজ্ঞানেনৈব হেতুনা মনসা তে কার্য্যানুপপত্ত্যা কল্পিতা বাদিভিরতোঽসত্যা এবেত্যর্থঃ। কল্পনাবীজমাহ—যেষাং সমূহেন বিশেষঃ পৃথিবীশব্দবাচ্যোঽর্থঃ কৃতঃ। অবয়বিনো নিরস্তত্বাৎ সমূহগ্রহণম্ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলে পৃথিবীরই সত্যতা হউক—ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'এবং' ইত্যাদি। 'ক্ষিতিশব্দ-বৃত্তং'—পৃথিবী শব্দেরও 'বৃত্ত' অর্থাৎ সত্তা, উহাও নামমাত্রেই (সত্য)—এই অর্থ। কি প্রকারে ? তাহাতে বলিতেছেন—'অসৎ নিধানাৎ'—অসৎ বলিতে অতিসূক্ষ্ম পরমাণু-সকলে, যাহা পৃথিবীর নিজ কারণ, তাহাতে লয় প্রাপ্ত হয় বলিয়া (অর্থাৎ অবয়ব ব্যতিরিক্ত দেহের ন্যায় পৃথিবীও বিনাশকালে নিজ কারণরূপ সূক্ষ্ম পরমাণু-সমূহের মধ্যে লয়প্রাপ্ত হয় বলিয়া) পরমাণু ব্যতীত 'পৃথিবী' শব্দ-বাচ্য দৃশ্য পদার্থটির কোন সত্তা নাই—এই অর্থ। তাহা হইলে পরমাণুসকলকে সত্য বলা হউক, ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'অবিদ্যয়া', অজ্ঞানবশতঃই কার্য্যের অনুপপত্তির নিমিত্ত বাদিগণ মনের দ্বারাই উহাদের কল্পনা করিয়াছেন, বাস্তবিক পক্ষে উহারা অসত্যই—এই অর্থ। (অর্থাৎ পরমাণু নামক সূক্ষ্ম পদার্থগুলি অদৃশ্য হইলেও, উহাদিগকে স্বীকার না করিলে পৃথিবী প্রভৃতি স্থূল কার্য্য পদার্থ সিদ্ধ হয় না বলিয়াই বৈশেষিক প্রভৃতি বাদিগণ মনদ্বারাই উহাদের কল্পনা করিয়াছেন, কিন্তু উহারাও নিত্য নহে)। কল্পনার বীজ বলিতেছেন—'তেষাং সমূহেন'—যাহাদের সমষ্টির দ্বারা 'বিশেষ' বলিতে পৃথিবীশব্দ-বাচ্য একটি স্থূল পদার্থ রচিত হইয়াছে (তাহারাই পরমাণু নামক সূক্ষ্ম পদার্থ)। 'অবয়বিনো নিরস্তত্বাৎ'—এখানে অবয়বীর নিরস্তত্বহেতু (অর্থাৎ পৃথিবী মিথ্যা বলিয়া নিরূপিত হওয়ায়), 'সমূহ' (সমষ্টি) পদ গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ৯ ॥

মধ্ব—আশ্রয়ত্বাৎ ক্ষিতিরিতিনির্ব্বচনে ক্ষিতিশব্দোঽপি তস্মিন্নেব। পরমাণুমাত্রায়াঃ পৃথিব্যা অযুক্তত্বাৎ পরমাণবোঽপি অস্যাবিদ্যয়ৈবাধারত্বেন কল্পিতাঃ ॥৯॥

এবং কৃশং স্থূলমণুর্বৃহদ্ য-
দসচ্চ সজ্জীবমজীবমন্যৎ।
দ্রব্যস্বভাবাশয়কালকর্ম্ম-
নাম্নাজয়াবেহি কৃতং দ্বিতীয়ম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—এবং (পৃথিবীবৎ) অন্যৎ (যৎ অপি) কৃশং (হ্রস্বং) স্থূলম্ অণুঃ বৃহৎ সৎ অসৎ চ জীবং (চেতনম্) অজীবং (জড়ং তৎ সর্ব্বম্ অপি কৃশত্বাদি-ধর্ম্মকং বুদ্ধ্যা এব প্রতীতং ভবতি তচ্চ) দ্বিতীয়ং (দ্বৈতং) দ্রব্যস্বভাবাশয়কালকর্ম্মনাম্না (তদ্দ্রব্যাদিনাম্না উপলক্ষিতয়া) অজয়া (মায়য়া) কৃতম্ আবেহি (জানীহি) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—এই প্রকার পৃথিবীর ন্যায় অন্য বস্তুতেও স্থূল, কৃশ, ক্ষুদ্র, বৃহৎ, কার্য্য, কারণ, চেতন, অচেতন প্রভৃতি ভেদ কল্পিত হয়; তাহা দ্রব্য, স্বভাব, আশয়, কাল ও কর্ম্ম নামে প্রসিদ্ধ; মায়ার দ্বারাই হইয়া থাকে জানিবেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—এবমন্যদপি কৃশত্বাদিধর্ম্মকং দ্বিতীয়ং দ্বৈতং দ্রব্যাদিনাম্নোপলক্ষিতয়াঽজয়া মায়য়া কৃতমবেহি। তত্র কৃশং সূক্ষ্মং, অণুরতিসূক্ষ্মং, বৃহৎ অতিস্থূলং, অসৎ কারণং, সৎ কার্য্যং, জীবং সচেতনং, অজীবমচেতনম্ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এবম্' ইত্যাদি, এইরূপ পৃথিবীর ন্যায় অন্যও যাহা কৃশত্বাদি-ধর্ম্মক দ্বৈত প্রপঞ্চ, তাহা দ্রব্যাদি নামে উপলক্ষিত মায়ার দ্বারাই রচিত বলিয়া জানিবে। (অর্থাৎ এই মায়াই দ্রব্য, স্বভাব, আশয়, কাল ও কর্ম্ম ইত্যাদি বিবিধ নাম দ্বারা উপলক্ষিত হয়)। তন্মধ্যে 'কৃশ' বলিতে সূক্ষ্ম, 'অণু'—অতিসূক্ষ্ম, 'বৃহৎ'—অতিস্থূল, 'অসৎ'—বলিতে কারণ, 'সৎ'—কার্য্য, 'জীব'—সচেতন এবং 'অজীব' বলিতে অচেতন (প্রভৃতি ভেদ কল্পিত হইয়াছে) ॥১০॥

মধ্ব—এবং সর্ব্বং তথা প্রকৃত্বয়ৈ কল্পিতং বিষ্ণোরন্যৎ। এবং প্রকৃত্যাধারঃ স্বয়মনন্যাধারোবিষ্ণুরের। অতঃ সর্ব্বশব্দাশ্চ তস্মিন্নেব।

রাজাগোপ্তাশ্রয়োভূমিঃ শরণং চেতি লৌকিকঃ।
ব্যবহারো ন তৎ সত্যং তয়োর্ব্রহ্মাশ্রয়ো বিভুঃ ॥
গোপ্ত্রী চ তস্য প্রকৃতিস্তস্যা বিষ্ণুঃ স্বয়ং প্রভুঃ।
তব গোপ্ত্রী তু পৃথিবী ন ত্বং গোপ্তা ক্ষিতেঃ স্মৃতঃ ॥

অতঃ সর্ব্বাশ্রয়শ্চৈব গোপ্তা চ হরিরীশ্বরঃ।
সর্ব্বশব্দাভিধেয়শ্চ শব্দবৃত্তেহি কারণম্।
সর্ব্বান্তরঃ সর্ব্ববহিরেক এব জনার্দ্দনঃ॥
শিরসোধারতা যদ্বদ্গ্রীবায়াস্তদ্বদেব তু।
আশ্রয়ত্বং চ গোপ্তৃত্বমন্যেষামুপচারতঃ॥ ১০॥

জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেক-
মনন্তরন্ত্ববহির্ব্রহ্ম সত্যম্।
প্রত্যক্ প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং
যদ্বাসুদেবং কবয়ো বদন্তি॥ ১১॥

অন্বয়ঃ—(তর্হি কিং সত্যং তত্রাহ —) জ্ঞানং সত্যং (কীদৃশং) বিশুদ্ধং (গুণাতীতং) পরমার্থং (পরমঃ অর্থঃ মোক্ষাদিকঃ যস্মাৎ তৎ) একম্ (অদ্বয়ম্) অনন্তরং তু অবহিঃ (বাহ্যাভ্যন্তরশূন্যং ব্যাপকম্ ইত্যর্থঃ) (তচ্চ জ্ঞানং) ব্রহ্ম (ইতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যত ইত্যুক্তবদেবাহ—ব্রহ্ম ব্রহ্মশব্দবাচ্যং নির্ব্বিকল্পকং জ্ঞানিনাম্ উপাস্যং) প্রত্যক্ প্রশান্তং (পরমাত্মশব্দবাচ্যং যোগিনাম্ উপাস্যং প্রশান্তম্ ইতি জীবাত্মব্যাবৃত্ত্যর্থং) ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং (ভগবৎশব্দঃ সংজ্ঞা যস্য তৎ ভক্তানাম্ উপাস্যং) যৎ (ত্রিরূপম্ ইদমপি) বাসুদেবং (বসুদেবনন্দনং) কবয়ঃ বদন্তি (কথয়ন্তি) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—তাহা হইলে সত্য কি? তদুত্তরে বলিতেছেন,—অদ্বয়জ্ঞানই সত্য, সেই জ্ঞান বিশুদ্ধ (গুণাতীত), পরমার্থ (মোক্ষপ্রদ), এক (অদ্বিতীয়), সর্ব্বব্যাপক ও নির্ব্বিকল্প। (ইহার দ্বারা অদ্বয়জ্ঞানের প্রথম প্রতীতি ব্রহ্ম লক্ষিত হইতেছেন), এবং প্রত্যক্ (সর্ব্বজীবের অন্তরে বিরাজমান্) ও প্রশান্ত (ক্ষোভশূন্য), (ইহার দ্বারা অদ্বয়জ্ঞানের দ্বিতীয় প্রতীতি 'পরমাত্মা' লক্ষিত হইতেছেন); এবং সেই জ্ঞানের পূর্ণপ্রতীতির নাম ভগবান্; কবিগণ তাঁহাকেই 'বাসুদেব' বলেন। (তিনিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, আশ্রয়, পরমাত্মার অংশী এবং ভক্তগণের উপাস্য বস্তু) ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—তর্হি কিং সত্যমিতি চেৎ পূর্ব্বোক্তং তত্ত্বমেব শব্দপ্রমাণবেদ্যং তচ্চ তত্ত্বং "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়মিতি" প্রথমস্কন্ধোক্তবদেবাহ—

জ্ঞানং সত্যং, কীদৃশং? বিশুদ্ধং গুণাতীতং, পরমোহর্থো মোক্ষাদিকো যস্মাত্তৎ একমদ্বয়ং অনন্তরমবহির্বাহ্যাভ্যন্তরশূন্যং ব্যাপকমিত্যর্থঃ। তচ্চ জ্ঞানং "ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যত" ইত্যুক্তবদেবাহ—ব্রহ্ম ব্রহ্মশব্দবাচ্যং নির্ব্বিকল্পকং জ্ঞানিনামুপাস্যং, প্রত্যক্ প্রশান্তং পরমাত্মশব্দবাচ্যং যোগিনামুপাস্যং, প্রশান্তমিতি জীবাত্মব্যাবৃত্ত্যর্থম্। ভগবচ্ছব্দঃ সংজ্ঞা যস্য তদ্ভক্তানামুপাস্যং, যন্ত্রিরূপং ইদমপি বাসুদেবং বসুদেবনন্দনং বদন্তি। পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনমিতি, কৃষ্ণায় পরমাত্মনে ইতি, ততস্তু ভগবান্ কৃষ্ণ ইত্যাদিভ্যঃ, তত্রাপি ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমিতি, বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগদিতি, বাসুদেবো ভগবতামিত্যাদিভ্যো বসুদেবনন্দনস্যৈব পরমপূর্ণত্বম্। অত্র ভগশব্দস্যৈশ্বর্য্যবাচিত্বাদৈশ্বর্য্যস্য চেশিতব্যাপেক্ষিতত্বাদীশিতব্যানাং মায়িকানাঞ্চোক্তযুক্ত্যা মিথ্যাত্বাত্তদ্ভক্তাস্তদ্ধামবাসিন এব ঈশিতব্যা নিত্যা অবগতাস্তেষাং তদ্ধামশ্চ নিত্যসত্যত্বং ভগবত ইব শব্দপ্রমাণসিদ্ধমেব প্রথমস্কন্ধাদৌ প্রপঞ্চিতমেব, তথৈব মৎসেবায়াস্তু নির্গুণেতি, মন্নিকেতন্তু নির্গুণমিত্যাদিভিরেকাদশে ভক্তিসম্বন্ধিবস্তুমাত্রস্যৈব নিত্যসত্যত্বং প্রপঞ্চয়িষ্যতে চ। প্রকরণাভিপ্রায়শ্চায়ং ভো রাজন্, যুষ্মাকং প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণসিদ্ধস্যাপি ব্যবহারস্য মায়াজীবস্য মায়ারচিতস্য নিত্যাঃ 'আবির্হিতাঃ ক্বাপি তিরোহিতা'শ্চেত্যনেন স্বমতেন কালদেশাদিপরিচ্ছিন্নত্বান্নশ্বরত্বমঙ্গীকুর্ব্বতা কালদেশাদ্যপরিচ্ছিন্নে তত্ত্বে চিদ্ঘনবস্তুনি ব্যবহারো বৈজাত্যাদেব নাশ্রীয়তে ইত্যুক্তম্। তদপি ব্যবহারমেব পুনঃ পুনরুত্থাপয়সি চেদেনমন্যে বাদিনো মিথ্যৈবাচক্ষত ইতি তন্মতমুদাহৃতম্। শব্দপ্রমাণসিদ্ধে তত্ত্বে তু তেঽপি ন বিপ্রতিপদ্যন্ত ইত্যন্তে জ্ঞানং বিশুদ্ধমিতি পদ্যমুক্তমিতি। ননু, দেহেন্দ্রিয়াদিব্যাপারঃ শ্রীকৃষ্ণস্যৈকনিষ্ঠো ভক্তিরিতি ভক্তির্লক্ষিতা। তস্যাশ্চ 'লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্যোত্যুদাহৃতমিতি' ভগবদুক্তের্নির্গুণত্বমবসীয়তে তচ্চ পরিণামবাদে কার্য্যস্য সত্ত্বাৎ, প্রাকৃতদেহেন্দ্রিয়াদীনামেব ভক্তিসংসর্গেণাপ্রাকৃতত্বং স্পর্শমণিন্যায়েনৈব সাধু বুদ্ধ্যামহে। বিবর্ত্তবাদে তু কার্য্যমাত্রস্যৈবাসত্ত্বাৎ দেহেন্দ্রিয়াদীনাং মিথ্যাভূতত্বাদ্ভক্তেঃ স্থিতিরেব নাস্তি কুতস্তস্যা নির্গুণত্বং ঘটতাং, তথা হি নির্গুণাং ভক্তিময়মুপদেষ্টব্য ইতি

গুরূপদেশকালে উপদেষ্টব্যজনস্য মিথ্যাভূতত্বাদাকাশক্ষেত্রে বীজবপনমিব গুরূপদেশ এব তাবন্ন ভবেৎ। কুতঃ কৃষ্ণভক্তিঃ, কুতস্তরাং তদভ্যাসেন প্রেমোদয়ঃ, কুতস্তমাং তেন ভগবদ্বশীকার ইতি; সত্যং মহাচিন্ত্যশক্তৌ ভগবতি কাপ্যসংভাবনা ন ভাবনীয়া। যদুক্তং স্বয়ং ভগবতৈব—"এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্মনীষা চ মনীষিণাম্। যৎ সত্যমনৃতেনেহ মর্ত্ত্যেনাপ্নোতি মামৃতম্" ইতি। অস্যার্থঃ—যৎ যতঃ-অনৃতেন মিথ্যাভূতেনাপি মর্ত্ত্যেন মর্ত্ত্যশরীরেণ মাং ঋতং সত্যং পরমসত্যং এতি প্রাপ্নোতি। যদ্বা, মা মাং অমৃতং পরমানন্দস্বরূপং সত্যং অনৃতেনাপি মর্ত্ত্যেন মরণধর্ম্মবতা দেহেন্দ্রিয়প্রাণাদিনা পত্র-পুষ্প-গন্ধ-ধূপ-দীপ-বিবিধ-নৈবেদ্য-ছত্রচামরাদ্যুপচারেণ চ যদাপ্নোতি, এষৈব বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিরেষৈব মনীষিণাং পরমপরামর্শবতাং মনীষা বিচার ইতি। প্রাপ্তিপ্রকারশ্চ স্বয়ং ভগবতৈবোক্তো যথা "মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে। তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥" অস্যার্থঃ—যদা মর্ত্ত্যস্ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা গুরূপদেশকালে ত্যক্তসমস্তবর্ণাশ্রমধর্ম্মকামনঃ ময়ি শ্রীগুরুরূপে নিবেদিতৌ আত্মানৌ অহন্তাস্পদমমতাস্পদে যেন সঃ। যোঽহং মমাস্তি যৎ কিঞ্চিদিহলোকে পরত্র চ, তৎ সর্ব্বং ভবতো নাথ চরণেষু সমর্পিতমিতি ব্যবসায়বান্ ভবতি, তদা স জনো মিথ্যাভূতোঽপি মে ময়া বিচিকীর্ষিতঃ স্যাৎ বিশিষ্টঃ কর্ত্তুমিষ্টঃ স্যাৎ, 'নির্গুণো মদপাশ্রয়' ইতি মদুক্তেঃ নিস্ত্রৈগুণ্য এব স্যাদিত্যর্থঃ। স হি মায়াকার্য্যত্বান্ন নশ্বরঃ সত্যঃ, নাপ্যজ্ঞানকার্য্যত্বান্মিথ্যাভূতঃ, কিন্তু স্বরূপভূতো মৎকার্য্যত্বান্নির্গুণ এব স্যাৎ। কিঞ্চ ময়া বিশিষ্টঃ কৃতঃ স্যাদিত্যপ্রযুজ্য বিচিকীর্ষিত ইতি 'সন্'-প্রত্যয়প্রয়োগান্নির্গুণঃ কর্ত্তুমারভ্যমান এব স শনৈঃ শনৈর্ভক্ত্যাভ্যাসবান্ নিষ্ঠারুচ্যাসক্তিরতিভূমিকারূঢ় এব সম্যঙ্নির্গুণঃ স্যাত্ততো মিথ্যাভূতবস্তুভিঃ সহ তস্য ব্যবহারো ন স্যাৎ, তৎপূর্ব্বন্তু যথাযোগং ব্যবহারস্তৈশ্চ সহ লভ্যতে। অয়মর্থঃ—অচিন্ত্যশক্ত্যা ভক্ত্যুপদেশকাল এব তস্য গুণাতীতানি দেহেন্দ্রিয়মনাংসি ময়া ভক্তিমাহাত্ম্যদর্শনার্থমলক্ষিতমেব সৃজ্যন্তে, মিথ্যাভূতানি তান্যত্যলক্ষিতমেব লয়ং যান্তি। যথা "নৈবম্বিধঃ পুরুষকার উরুক্রমস্য পুংসাং তদভ্যিঘ্ররজসা জিতষড়্গুণানাম্। চিত্রং বিদূরবিগতঃ সকৃদাদীত যন্নামধেয়মধুনা স জহাতি তন্বম্॥" ইতি। অস্যার্থঃ—এবম্বিধঃ প্রিয়ব্রতকর্ত্তৃকঃ সপ্তসমুদ্রনির্ম্মাণপ্রপঞ্চ ইব পুরুষকারো ন চিত্রং, চিত্রং খল্বেতদেব যদ্বিদূরবিগতোঽন্ত্যজোঽপি যস্যোরুক্রমস্য নামধেয়ং সকৃদপ্যাদদীত অধুনা তৎক্ষণ এব তন্বং তনুং বিজহাতীতি তদানীং তনোর্দ্দৃশ্যমানত্বেঽপি প্রারব্ধকর্ম্মসংবলিত-তনুত্যাগো অলক্ষিত এবেত্যর্থঃ। ততশ্চ তদা অমৃতত্বং মরণধর্ম্মাভাবং প্রতিপদ্যমানঃ তদানীমেব প্রাগ্বন্ ময়া সহ আত্মভূয়ায় আত্মভাবায় আত্মনঃ স্বস্য স্থিত্যৈ কল্পতে, যত্রাহং তিষ্ঠামি তত্রৈব সোঽপি মৎসেবার্থং তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। এবঞ্চ জগত্যস্মিন্ যানি যানি বস্তূনি মিথ্যাভূত্যান্যুপলভ্যন্তে, তেষামেব ভক্তিসম্পর্কান্মিথ্যাভূতত্বং প্রবিলাপ্য ভগবতা স্বভক্তেচ্ছানুকূলেন পরমসত্যত্বমেব তৎক্ষণ এব সৃজ্যতে, কিমশক্যমচিন্ত্যশক্তের্ভগবত ইত্যত এব 'মৎসেবায়াস্তু নির্গুণেতি' 'মন্নিকেতন্তু নির্গুণমি'ত্যাদিকানি ভগবদ্বাক্যানি সঙ্গচ্ছন্তে। "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥" ইত্যুদ্যমপর্ব্ববচনং ভাষ্যকারেণাপি ধৃতম্। তত্র ভাবা ইতি বহুবচনেনাদ্বৈতভঙ্গো ন ধ্যেয়স্তেষামৈক্যাদিতি সর্ব্বমবদাতম্॥১১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—তাহা হইলে সত্য বস্তু কি? ইহার উত্তরে—পূর্ব্বোক্ত শব্দপ্রমাণবেদ্য তত্ত্বই এবং সেই তত্ত্ব 'বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং' (১।২।১১), অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ অদ্বয় জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলেন, ইত্যাদি প্রথম স্কন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহার ন্যায়ই এখানে বলিতেছেন, 'জ্ঞানং'—জ্ঞানই সত্য বস্তু। কি প্রকার জ্ঞান? তাহাতে বলিতেছেন—'বিশুদ্ধং', উহা বিশুদ্ধ বলিতে মায়িক সত্ত্বাদি গুণের অতীত। 'পরমার্থং'—পরমার্থ, অর্থাৎ পরম (উৎকৃষ্ট) অর্থ বলিতে প্রয়োজন, মোক্ষাদি যাহা হইতে সাধিত হয়, সেই জ্ঞান। 'একম্'—এক-স্বরূপ, অর্থাৎ অদ্বয়। 'অনন্তরম্ অবহিঃ'—বাহ্য ও অভ্যন্তর-শূন্য, অর্থাৎ ব্যাপক—এই অর্থ। এবং সেই জ্ঞান 'ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্ বলিয়া কথিত হন' (১।২।১১)—এই প্রথম স্কন্ধের উক্তি অনুসারেই বলিতেছেন, 'ব্রহ্ম'—তাহা ব্রহ্ম শব্দের দ্বারা বাচ্য,

নির্ব্বিকল্পক স্বরূপ, যাহা জ্ঞানিগণের উপাস্য, 'প্রত্যক্ প্রশান্তং'—সর্ব্বজীবের অন্তরে বিরাজমান ও জন্ম-মরণাদি ক্ষোভ-বর্জ্জিত পরমাত্ম-শব্দ বাচ্য, যিনি যোগিগণের উপাস্য, এখানে জীবাত্মার ব্যাবৃত্তির নিমিত্ত প্রশান্ত শব্দ উক্ত হইয়াছে। 'ভগবচ্ছব্দ-সংজ্ঞং' —ভগবান্, এই শব্দ যাঁহার সংজ্ঞা, তিনি ভক্তগণের উপাস্য। এই যে ত্রিবিধ রূপ, ইঁহাকেই 'বাসুদেব', অর্থাৎ বসুদেব-নন্দন বলিয়া পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন (অর্থাৎ বাসুদেবকেই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ বলেন)। 'পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্' (১০।২৪।৩২), অর্থাৎ পূর্ণ সনাতন ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ, যিনি নন্দব্রজ গোপ-গণের পরম মিত্র ইত্যাদি, 'কৃষ্ণায় পরমাত্মনে'—পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার, 'ততস্তু ভগবান্ কৃষ্ণঃ' (১০।৮।২৭), তারপর ভগবান্ কৃষ্ণ, শ্রীবলরাম ও বয়স্য ব্রজবালকগণের সহিত ব্রজ-স্ত্রীগণের আনন্দ-বর্দ্ধন করতঃ ক্রীড়া করিয়াছিলেন, ইত্যাদি শ্রীমদ্ ভাগবতে এবং শ্রীগীতাতে 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহহম্" (১৪।২৭), আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়), 'বিষ্ট-ভ্যাহং' (১১।৪২)—এই সমগ্র জগৎ আমার একাংশের দ্বারা বিধৃত হইয়াছে, এবং 'বাসুদেবো ভগবতাম্' (ভাঃ ১১।১৬।২৯), ভগবৎ-শব্দ বাচ্যের মধ্যে আমি বাসুদেব—ইত্যাদি বহু প্রমাণের দ্বারা বসুদেব-নন্দন শ্রীকৃষ্ণেরই পরমপূর্ণত্ব (নির্ণীত হইয়াছে)।

এখানে 'ভগ'—শব্দের ঐশ্বর্য্যবাচিত্ব-হেতু এবং ঐশ্বর্য্যের ঈশিতব্যত্ব (যাহাকে শাসন করিতে হইবে, তাহা) অপেক্ষা থাকায়, এবং ঈশিতব্য মায়িক জীব-গণের পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে মিথ্যাত্ব প্রমাণিত হওয়ায়, তাঁহার ধামে নিবাসকারী ভক্তগণই নিত্য তাঁহার 'ঈশিতব্য' (পালনীয়)—ইহা অবগত হওয়া যায়। সেই ভক্তগণের এবং তদীয় ধামের নিত্য সত্যত্ব শ্রীভগবানের ন্যায় শব্দপ্রমাণসিদ্ধই—ইহা প্রথম স্কন্ধাদিতে প্রপঞ্চিত হইয়াছে। সেইরূপ 'যৎসেবায়াস্তু নির্গুণাঃ'—আমার সেবাতেই ভক্তগণ নির্গুণ হন, 'মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্'—আমার ধাম নির্গুণ (মায়িক গুণ-রহিত), ইত্যাদির দ্বারা একাদশ স্কন্ধে ভক্তি-সম্বন্ধি বস্তুমাত্রেরই নিত্য-সত্যত্ব বিবৃত করিবেন। এখানে প্রকরণগত অভিপ্রায় এইরূপ—হে রাজন্! তোমাদের ব্যবহার-মার্গ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হইলেও, উহা মায়ারচিত জীবোপাধি মনের অনন্ত বিভূতিরূপ নিত্য (চিরকালই) বর্ত্তমান রহিয়াছে, উহারা জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় আবির্ভূত, এবং সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে তিরোহিত হয় (৫।১১।১২ শ্লোক)—ইহার দ্বারা স্বমতে কাল ও দেশাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন-হেতু উহাদের নশ্বরত্ব স্বীকার করায়, কালদেশাদির অপরিচ্ছিন্ন তত্ত্ব চিদ্ঘনবস্তুতে ব্যবহার-মার্গ বৈজাত্য-হেতুই আশ্রয় লাভ করে না—ইহা উক্ত হইয়াছে। তথাপি ব্যবহার-মার্গই যদি পুনঃ পুনঃ উত্থাপন কর, তাহাতে অন্যান্য (অদ্বৈতাদি) বাদিগণ এই ব্যবহারকে মিথ্যাই বলিয়া থাকেন—এইরূপে তাঁহাদের মতও উদাহৃত হইয়াছে। কিন্তু শব্দপ্রমাণসিদ্ধ তত্ত্বে তাঁহা-রাও প্রতিবাদ করেন না—এইজন্য পরিশেষে 'জ্ঞানং বিশুদ্ধং', ইত্যাদি পদ্য উক্ত হইল।

যদি বলেন—দেখুন, দেহেন্দ্রিয়াদির ব্যাপার শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে একনিষ্ঠ হইলে ভক্তি হয় ('হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে')—এইরূপে ভক্তি লক্ষিতা হইয়াছেন। 'লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণ-স্যেত্যুদাহৃতম্' (৩।২৯।২২)—অর্থাৎ নির্গুণ ভক্তি-যোগের লক্ষণ (স্বরূপ) উক্ত হইল—ইত্যাদি ভগবান্ কপিলদেবের উক্তি অনুসারে সেই ভক্তির নির্গুণত্বই পর্য্যবসিত হয় এবং সেই নির্গুণত্ব পরিণামবাদে কার্য্যের সত্ত্বা-হেতু, প্রাকৃত দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিরই, স্পর্শমণির দৃষ্টান্ত অনুসারেই ভক্তির সংসর্গে অপ্রা-কৃতত্ব—ইহা উত্তমরূপে বোধগম্য হইতেছে। কিন্তু বিবর্ত্তবাদে কার্য্যমাত্রেরই অসত্ত্বা-হেতু দেহেন্দ্রিয়াদির মিথ্যাভূততত্ত্ব বলিয়া ভক্তিরই স্থিতি নাই, আর সেই ভক্তির নির্গুণত্ব কিপ্রকারে হইতে পারে? সেইরূপ 'এই ব্যক্তিকে নির্গুণা ভক্তি উপদেশ করিতে হইবে' —ইত্যাদি স্থলে শ্রীগুরুদেবের উপদেশকালে উপ-দেষ্টব্য (যাহাকে উপদেশ করিতে হইবে) ব্যক্তির মিথ্যাভূততত্ত্ব হওয়ায়, আকাশক্ষেত্রে বীজ বপনের ন্যায় গুরূপদেশই সম্ভব নহে। আর কিপ্রকারে কৃষ্ণভক্তি, কেমন করিয়া তাহার অভ্যাসের (ভক্তির অনুশীলনের) দ্বারা প্রেমোদয়, এবং কি করিয়াই বা তাহার দ্বারা ভগবদ্বশীকার সম্ভব?

তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্য, মহা অচিন্ত্য-শক্তিবিশিষ্ট শ্রীভগবানে কোনও অসম্ভাবনা ভাবনা

করিতে হইবে না। যেমন একাদশ স্কন্ধে উদ্ধবকে স্বয়ং শ্রীভগবানই বলিয়াছেন—"এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ" (১১।২৯।২২) ইত্যাদি। ইহার অর্থ—যেহেতু মিথ্যারূপ হইলেও মর্ত্যশরীরের দ্বারা 'মামৃতং'—মাম্ ঋতং, আমাকে পরম সত্যরূপে প্রাপ্ত হয়। অথবা—'মাম্ অমৃতং', পরমানন্দ-স্বরূপ আমাকে সত্যই মিথ্যাভূত 'মর্ত্যেন'—মরণধর্ম্মযুক্ত দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণাদির দ্বারা, এবং পত্র, পুষ্প, গন্ধ, ধূপ, দীপ, বিবিধ নৈবেদ্য, ছত্র, চামরাদি উপচারের দ্বারা যে প্রাপ্ত হয়, ইহাই বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি, ইহাই মনীষিগণের অর্থাৎ পরমার্থ পর্য্যালোচনাকারিগণের মনীষা অর্থাৎ বিচার। প্রাপ্তির প্রকারও স্বয়ং শ্রীভগবানই বলিয়াছেন, যেমন—"মর্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা" (১১।২৯।৩৪) ইত্যাদি। ইহার অর্থ—যখন মরণশীল জীব সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের উপদেশ প্রদানকালে সকল প্রকার বর্ণ ও আশ্রমোচিত ধর্ম্মের কামনা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক 'ময়ি'—শ্রীগুরুরূপ আমাতে, নিবেদিতাত্মা'—নিবেদিত হইয়াছে অহন্তাস্পদ (দেহাদি) এবং মমতাস্পদ (স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদি) যাহা কর্ত্তৃক, তিনি, অর্থাৎ ইহলোকে ও পরলোকে আমার যাহা কিছু আছে, সে সমস্তই হে নাথ! তোমার শ্রীচরণে সমর্পিত হইল—এইরূপে যিনি স্থিরচিত্ত হন, তখন সেই ব্যক্তি মিথ্যাভূত হইলেও আমি তাহাকে 'বিচিকীর্ষিতঃ'—বিশিষ্ট করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকি। 'নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ', অর্থাৎ সকামভাবেও আমাকে আশ্রয় করিলে তিনি নির্গুণ (মায়ার গুণরহিত) হন—আমার এই উক্তি অনুসারে, সেই ব্যক্তি নিস্ত্রৈগুণ্যই হইবে—এই অর্থ। সে ব্যক্তি মায়ার কার্য্য বলিয়া নশ্বর নহে, সত্য, এবং অজ্ঞানের কার্য্য বলিয়া মিথ্যাভূতও নহে, কিন্তু স্বরূপভূত, অর্থাৎ আমার কার্য্যত্বহেতু নির্গুণই হইবেন। আরও, আমি বিশিষ্টরূপে পরিণত করিয়াছি—ইহা না বলিয়া, 'বিচিকীর্ষিতঃ'—আমি বিশিষ্টরূপ করিতে ইচ্ছা করিতেছি—এইরূপ 'সন্'—প্রত্যয়ের প্রয়োগহেতু, তাহাকে নির্গুণ করিতে আরম্ভ করা হইয়াছে, ক্রমে ক্রমে ভক্তির অনুশীলন-পরায়ণ হইয়া নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও রতিভূমিকায় আরূঢ় হইয়াই সম্যক্‌প্রকারে (সেই ভক্ত) নির্গুণ হইবে। তারপর মিথ্যাভূত বস্তুর সহিত তাহার আর ব্যবহার থাকে না, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে ঐ সকলের সহিত যথাযোগ্য ব্যবহার থাকে।

ইহার এইরূপ তাৎপর্য্যার্থ—আমার অচিন্ত্যশক্তিবলে ভক্তির উপদেশকালেই তাহার দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনসকলকে গুণাতীতরূপে আমিই ভক্তির মাহাত্ম্য প্রদর্শনের নিমিত্ত অলক্ষিতভাবেই সৃষ্টি করিয়া থাকি, আর তাহার মিথ্যাভূত দেহেন্দ্রিয়াদি অলক্ষিতরূপেই লয় প্রাপ্ত হয়। যেমন পঞ্চম স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—"নৈবম্বিধঃ পুরুষকারঃ" (৫।১।৩৫) ইত্যাদি। ইহার অর্থ এইরূপ—প্রিয়ব্রত কর্ত্তৃক সপ্ত সমুদ্র নির্ম্মাণ প্রপঞ্চের ন্যায় ঐপ্রকার পুরুষকার কোন বিচিত্র নহে, কিন্তু বিচিত্র ইহাই যে—অন্ত্যজও (নিম্নজাতি চণ্ডালও) যে উরুক্রম ভগবানের নাম একবারমাত্রও গ্রহণ করে, সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তনু ত্যাগ করে, অর্থাৎ তৎকালে তাহার দেহ দৃশ্যমান হইলেও, প্রারব্ধ কর্ম্মজনিত তনুর ত্যাগ অলক্ষিতরূপেই হইয়া থাকে—এই অর্থ। তারপর 'তদা অমৃতত্বং'—তৎকালেই অমৃতত্ব বলিতে মরণধর্ম্মাভাব প্রাপ্ত হইবার জন্য আমার সহিত 'আত্মভূয়ায়'—আত্মভাব অর্থাৎ নিজের স্থিতির নিমিত্ত যোগ্য হইয়া থাকে, যেখানে আমি অবস্থান করি, সেখানেই সেই ভক্তও আমার সেবার জন্য অবস্থান করে—এই অর্থ। এই প্রকারে এই জগতে যে যে বস্তু মিথ্যাভূত বলিয়া উপলব্ধ হয়, তাহাদেরই ভক্তির সম্পর্কবশতঃ মিথ্যাভূতত্বের বিলোপসাধন করিয়া শ্রীভগবান্ স্বভক্তের ইচ্ছানুকূলে পরম সত্যত্বই তৎক্ষণাৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। অচিন্ত্য শক্তিবিশিষ্ট শ্রীভগবানের অশক্য কি আছে? অতএব 'আমার সেবাতে ভক্ত নির্গুণ হয়' এবং 'আমার ধাম নির্গুণ'—ইত্যাদি ভগবদ্‌বাক্য সঙ্গত হইতেছে। "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ"—ইত্যাদি, অর্থাৎ যে ভাবগুলি অচিন্ত্য, তাহাদিগকে তর্কের সহিত যোজনা করিবে না। যাহা প্রকৃতির পর বস্তু (অর্থাৎ মায়াতীত), তাহাই অচিন্ত্যের লক্ষণ—শ্রীমহাভারতের উদ্যম পর্ব্বের এই বচন ভাষ্যকারও (শঙ্করাচার্য্যও) গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে 'ভাবাঃ' ভাবসকল, এই বহুবচনের দ্বারা ভাবসকলের ঐক্য-

হেতু অদ্বৈতবাদের ভঙ্গ হইল বলা চলে না। এই-রূপে সকল দিকের সামঞ্জস্য হইল ॥ ১১ ॥

রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্‌গৃহাদ্বা।
ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্‌ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রহূগণ, এতৎ (আত্মপরমাত্ম্য-যাথাত্ম্যজ্ঞানং) মহৎপাদরজোঽভিষেকং (মহতাং ভাগবতানাং পাদরজসা যঃ আত্মনঃ অভিষেকঃ স্নানং তদ্‌) বিনা (কেবলেন) তপসা (বানপ্রস্থ-ধর্ম্মেণ জনঃ) ন যাতি (ন লভতে) ইজ্যয়া চ (দেবার্চ্চনেন চ) ন (ন প্রাপ্নোতি) নির্ব্বপণাৎ (সন্ন্যাসাৎ) গৃহাৎ বা (গার্হস্থেন বা) ন ছন্দসা (ব্রহ্মচর্য্যেণ) জলাগ্নিসূর্য্যৈঃ (জলাগ্ন্যাদিভিঃ উপাসিতৈঃ চ) নৈব (নৈব লভতে ইত্যর্থঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—হে রহূগণ, মহাভাগবতগণের পদ-রেণুতে আত্মার অভিষেক ব্যতীত ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস অথবা জল, অগ্নি ও সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাদের উপাসনা-দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হয় না ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—এতৎপ্রাপ্তিশ্চ মহৎকৃপাবির্ভূতয়া ভক্ত্যা বিনা ন ভবতীত্যাহ—দ্বাভ্যাম্‌। হে রহূগণ, এতদুক্ত-লক্ষণং ত্রিবিধং জ্ঞানং তপআদিভির্ন প্রাপ্নোতি। তত্র তপশ্চিত্তৈকাগ্র্যং ইজ্যা বৈদিকং কর্ম্ম নির্ব্বপণমন্না-দিসংবিভাগঃ, গৃহং তন্নিমিত্তপরোপকারাদি, ছন্দো বেদাভ্যাসঃ, জলাগ্নিসূর্য্যা-স্তৎকরণক-তপশ্চরণানি ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান লাভও মহতের কৃপাবশতঃ আবির্ভূতা ভক্তি ব্যতীত হয় না —ইহা বলিতেছেন দুইটি শ্লোকে। হে রহূগণ! 'এতৎ'—পূর্ব্বোক্তরূপ ত্রিবিধ জ্ঞান তপস্যা প্রভৃতির দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তন্মধ্যে 'তপঃ'—হই-তেছে চিত্তের একাগ্রতা, 'ইজ্যা'—বলিতে যজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম্ম, 'নির্ব্বপণং'—অন্নাদির যথাযোগ্য বিত-রণ, 'গৃহং'—গৃহস্থোচিত পরোপকারাদি, 'ছন্দঃ'—বেদ-অভ্যাস। 'জলাগ্নিসূর্য্যৈঃ'—জল, অগ্নি ও সূর্য্যের সহযোগে তপস্যার আচরণ ॥ ১২ ॥

যত্রোত্তমঃশ্লোক-গুণানুবাদঃ
প্রস্তূয়তে গ্রাম্যকথাবিঘাতঃ।
নিষেব্যমাণোঽনুদিনং মুমুক্ষো-
র্মতিং সতীং যচ্ছতি বাসুদেবে ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—যত্র (যেষাং মহতাং সকাশঃ) গ্রাম্যকথা-বিঘাতঃ (গ্রাম্যানাং যা কথা শিশ্নোদরনিমিত্তা বার্ত্তা তস্যাঃ বিঘাতঃ যস্মাৎ সঃ তথাভূতঃ, বিষয়বার্ত্তা-প্রসঙ্গনাশন বা ইত্যর্থঃ) উত্তমঃশ্লোক-গুণানুবাদঃ (উত্তমঃশ্লোকস্য হরেঃ গুণানুবাদঃ লীলাকথা) প্রস্তূয়তে (প্রকর্ষেণ স্তূয়তে) অনুদিনং (নিরন্তরং) নিষেব্য-মাণঃ (আদরপূর্ব্বকং শ্রূয়মাণঃ গুণানুবাদঃ) বাসু-দেবে (ভগবতি) মুমুক্ষোঃ (মোক্ষকামস্যাপি) সতীং (মোক্ষেচ্ছারাহিত্যেন শুদ্ধাং) মতিং (ভক্তিং) যচ্ছতি (সম্পাদয়তি) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—যে সকল মহাভাগবতগণের সভায় বিষয়-বার্ত্তা-প্রসঙ্গ-নাশন, ভগবদ্‌গুণানুকীর্ত্তন প্রকৃষ্ট-রূপে কীর্ত্তিত হয়, তাঁহাদের মুখোদগীর্ণ সেই সকল কথা সতত আদর-পূর্ব্বক শ্রবণ করিতে করিতে মুমুক্ষুগণেরও মোক্ষবাসনা বিদূরিত হইয়া ভগবান্‌ বাসুদেবে শুদ্ধারতির উদয় হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—তে চ মহান্তঃ কৃষ্ণভক্তা এবেত্যভি-ব্যঞ্জয়তি—যত্র মহৎপাদরজোভিষেকে সতি যত্র মহৎসু বা গুণানাং ভক্তবাৎসল্যাদীনাং অনুবাদঃ পুনঃ পুনঃ কথনং, মুমুক্ষোর্ম্মোক্ষকামস্যাপি সতীং মোক্ষেচ্ছারাহিত্যেন শুদ্ধাং মতিং, বাসুদেবে বসুদেব-নন্দনে ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই সকল মহদ্‌গণ শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তই—ইহা অভিব্যক্ত করিতেছেন, 'যত্র'—যেখানে অর্থাৎ মহতের পাদরজের দ্বারা অভিষিক্ত হইলে, অথবা—যে সকল মহদ্‌গণের মধ্যে উত্তমঃশ্লোক ভগ-বান্‌ শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্যাদি গুণসমূহের 'অনুবাদ' —পুনঃ পুনঃ কথন হইয়া থাকে, সেই ভগবদ্‌গুণানু-বাদই 'মুমুক্ষোঃ'—মুক্তিকামী ব্যক্তিগণেরও 'সতীং

মতিং'—মোক্ষবাঞ্ছা তিরোহিত করতঃ বসুদেব-নন্দন শ্রীকৃষ্ণে শুদ্ধা মতির সঞ্চার করিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

অহং পুরা ভরতো নাম রাজা
বিমুক্তদৃষ্টশ্রুতসঙ্গবন্ধঃ ।
আরাধনং ভগবত ঈহমানো
মৃগোঽভবং মৃগসঙ্গাদ্ধতার্থঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—অহং পুরা (পূর্ব্বস্মিন্ জন্মনি) বিমুক্ত-দৃষ্টশ্রুতসঙ্গবন্ধঃ (দৃষ্টে শ্রুতে চ ব্যবহারে সঙ্গবন্ধঃ আসক্তিলক্ষণঃ বন্ধঃ বিমুক্তঃ যেন সঃ তথাভূতঃ) ভরতঃ নাম রাজা (অভবম্ ;) (স চ অহং) ভগবতঃ (বাসুদেবস্য) আরাধনম্ ঈহমানঃ (কুর্ব্বন্ তত্র) মৃগসঙ্গাৎ (মৃগস্য মৃগবালকস্য আসক্তিতঃ) হতার্থঃ (হতঃ বিহতঃ অর্থঃ আরাধনলক্ষণপ্রয়োজনং যস্য সঃ তথাভূতঃ সন্) মৃগঃ অভবম্ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—আমি পূর্ব্বে ভরত নামে রাজা ছিলাম। দৃষ্ট ও শ্রুতবিষয়ে আসক্তিরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ভগবানের আরাধনা করিতাম। দৈবাৎ এক মৃগশিশুতে আসক্ত হইয়া আমার উদ্দেশ্য বিফল হয় এবং আমি মৃগরূপে জন্ম গ্রহণ করি ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—মহ্যং স্বাপরাধিনে মহাপামরায়াপ্যেবং জ্ঞানমুপদিশন্ পরমকৃপালুঃ কো ভবানিত্যপেক্ষায়ামাহ—অহমিতি। দৃষ্টে শ্রুতে চ ব্যবহারে সঙ্গবন্ধঃ আসক্তিলক্ষণো বন্ধো বিমুক্তো যেন সঃ। তদপি দৈবাদসাবধানোঽভবমিত্যাহ—মৃগ ইতি ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনার প্রতি অপরাধী মহাপামর আমাকেও এই প্রকারে জ্ঞান উপদেশকারী পরম কৃপালু আপনি কে ? ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'অহম্' ইত্যাদি। 'বিমুক্ত-দৃষ্ট-শ্রুত-সঙ্গ-বন্ধঃ'—দৃষ্ট ও শ্রুতবিষয়ে আসক্তিরূপ বন্ধন যিনি বিশেষরূপে মুক্ত (ছিন্ন) করিয়াছিলেন, সেই আমি (ভরত নামক রাজা)। তথাপি দৈববশতঃ আমি অসাবধান হইয়াছিলাম, ইহা বলিতেছেন—'মৃগসঙ্গাৎ হতার্থঃ' (অর্থাৎ দৈবাৎ একটি মৃগের সঙ্গবশতঃ পর-জন্মে মৃগ হই এবং ইহাতেই আমার পরমার্থের বিঘাত হয়।) ॥ ১৪ ॥

সা মাং স্মৃতির্মৃগদেহেঽপি বীর
কৃষ্ণার্চ্চনপ্রভবা নো জহাতি ।
অথো অহং জনসঙ্গাদসঙ্গো
বিশঙ্কমানোঽবিবৃতশ্চরামি ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বীর, কৃষ্ণার্চ্চনপ্রভবা (কৃষ্ণার্চ্চনাৎ প্রভবঃ উৎপত্তির্যস্যাঃ সা তথাভূতা) সা (পূর্ব্বজন্ম-বিষয়া) স্মৃতিঃ মৃগদেহে (মৃগশরীরে) অপি মাং নো জহাতি (জহৌ) অথো (তস্মাৎ) অহং জন-সঙ্গাৎ (পুনঃ) বিশঙ্কমানঃ (ভীতঃ) অসঙ্গঃ (একাকী সর্ব্বতঃ) অবিবৃতঃ (অপ্রকটঃ অন্যৈঃ অলক্ষিতঃ ইব) চরামি (ভ্রমামি) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—হে বীর, শ্রীহরির অর্চ্চন-প্রভাবে সেই মৃগশরীরেও আমার পূর্ব্বস্মৃতি আমাকে পরিত্যাগ করে নাই ; তজ্জন্য আমি জনসঙ্গ হইতে ভীত হইয়া একাকী প্রচ্ছন্ন-রূপে বিচরণ করিতেছি ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনং ভ্রষ্টমপ্যুদ্ধরতীত্যাহ—সেতি। জনসঙ্গাদ্বিশঙ্কমানঃ অবিবৃতোঽপ্রকটঃ ॥১৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণার্চ্চন ভ্রষ্ট (পতিত) জনকেও উদ্ধার করে, ইহা বলিতেছেন—'সা' ইত্যাদি। 'জনসঙ্গাৎ' ইত্যাদি, সেইহেতু আমি জনসঙ্গ হইতে শঙ্কিত (ভীত) হইয়া নিঃসঙ্গে, 'অবিবৃতঃ'—অপ্রকট (অর্থাৎ প্রচ্ছন্নরূপে পর্য্যটন করিতেছি) ॥ ১৫ ॥

তস্মান্নরোঽসঙ্গসুসঙ্গজাত-
জ্ঞানাসিনৈবেহ বিবৃক্ণমোহঃ ।
হরিং তদীহাকথনশ্রুতাভ্যাং
লব্ধস্মৃতির্যাত্যতিপারমধ্বনঃ ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে ব্রাহ্মণ-রহূগণসংবাদে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ (হেতোঃ) অসঙ্গসুসঙ্গজাতজ্ঞানা-সিনা (অসঙ্গৈঃ মহদ্ভিঃ ভাগবতশ্রেষ্ঠৈঃ যঃ সুসঙ্গঃ ভক্তং ভগবন্তং প্রতিবিশ্বাসঃ তেন জাতং জ্ঞানম্ এব অসিঃ খড়্গঃ তেন) ইহ (জন্মনি) এব বিবৃক্ণমোহঃ (ছিন্নমোহঃ সন্) তদীহাকথনশ্রুতাভ্যাং (তস্য ভগ-বতঃ যা ঈহা লীলা তাসাং কথনং শ্রুতাভ্যাং কীর্ত্তন-শ্রবণাভ্যাং) লব্ধস্মৃতিঃ (লব্ধা স্মৃতির্যেন সঃ

তাদৃশঃ সন্) নরঃ (পুরুষঃ) অধ্বনঃ (সংসার-মার্গস্য) অতিপারং (অতিশয়িতং শ্রেষ্ঠং পারং হরিং) যাতি (গচ্ছতি) ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-পঞ্চমস্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—মানবগণ ইহজন্মেই পরম ভাগবত-গণের সুসঙ্গজনিত জ্ঞানরূপ অসি-দ্বারা অজ্ঞান ছেদন-পূর্ব্বক ভগবানের গুণকর্ম্মাদি লীলাকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে তদীয় স্মৃতি লাভ করেন এবং সংসারমার্গের পরপারে গমন করিয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-পঞ্চমস্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—অসঙ্গো ব্যবহারানাসক্তিঃ, সুসঙ্গঃ সাধুষ্বাসক্তিস্তাভ্যাং জাতং জ্ঞানমেবাসিঃ তেন ছিন্ন-মোহমতঙ্গজঃ, অধ্বনঃ সংসারমার্গস্য অতিপারং হরিম্ ॥ ১৬ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
পঞ্চমে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অসঙ্গঃ'—ব্যবহার-বিষয়ে অনাসক্তি, 'সুসঙ্গঃ'—বলিতে সাধুজনে আসক্তি, তাহাদের দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞানরূপ অসি, তাহার দ্বারা মতঙ্গজরূপ মোহ ছিন্ন করিয়া মানবগণ, 'অধ্বনঃ'—সংসারমার্গের, 'অতিপারং'—পার অতিক্রমপূর্ব্বক শ্রীহরিকে (লাভ করিতে পারেন।) ॥ ১৬ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার পঞ্চমস্কন্ধের সজ্জন-সম্মত দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ের সারার্থ-দর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫।১২ ॥

ইতি বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য ও বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ—
দুরত্যয়েঽধ্বন্যজয়া নিবেশিতো
রজস্তমঃসত্ত্ববিভক্তকর্ম্মদৃক্।
স এষ সার্থোঽর্থপরঃ পরিভ্রমন্
ভবাটবীং যাতি ন শর্ম্ম বিন্দতে ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে বৈরাগ্য-দৃঢ়তার নিমিত্ত মহর্ষি ভরত ভবাটবী বর্ণন করিতেছেন।

ভরত রাজা রহূগণকে বলিতেছেন,—এই সংসার-অরণ্য অতি দুস্তর। জীব মায়ার বশে তাহাতে বদ্ধ হইয়া কর্ম্মফল ভোগ করে। ঐ অরণ্যে ষড়েন্দ্রিয় দস্যু এবং পুত্রকলত্রাদি মাংস-শোণিতাশী শৃগাল-কুক্কুরাদি তুল্য; তাহারাই জীবের ধন ও মন হরণ করে। তাহাতে কামকর্ম্মময় গৃহ তৃণাচ্ছাদিত গহ্বর-সদৃশ সর্ব্বনাশ-হেতু। তাহার নানা প্রলোভনে জীব মুগ্ধ হইয়া বিপন্ন হয়। অনিত্য ধন-জনাদিতে আত্ম-বুদ্ধি করিয়া, নিত্য বস্তুতে লক্ষ্যহারা হয়। ঐ অরণ্যে পথহারা জীব হিংস্রপশু-পক্ষীতুল্য দুর্জ্জন ব্যক্তিদ্বারা নানারূপে উৎপীড়িত হয়; বিবিধ আকাঙ্ক্ষার বশে ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া বৃথা ক্লেশ ভোগ করে। কখন ক্ষণস্থায়ী সুখে সুখী, কখনও বা দারুণ দুঃখে মগ্ন হইয়া থাকে। কখনও বা দুরাশার বশে কোনও দুষ্কর কর্ম্মে রত হইয়া বিবিধ অভাবে অশান্তিই ভোগ করে। কোন সময় সে নিদ্রারূপা নাগিনীর বিষে বিগত-সংজ্ঞা হইয়া শবের মত পড়িয়া থাকে। কখনও বা অজ্ঞানের অন্ধকূপে মগ্ন হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়। তথায় কেহ বা পরদারাদিরূপ মধুলোভে অন্যায়-পূর্ব্বক অন্যের অধিকারে গিয়া নানারূপ দুঃখদুর্গতি ভোগ করে। রোগ, শোক ও শীত গ্রীষ্মাদিতে এবং পরস্পরের প্রাত্যহিক আদান-প্রদানাদি

ব্যবহারে বহুবিধ অসুখ ও অসুবিধা সহ্য করে। এইরূপে এই সংসার-অরণ্যে ভ্রমণ করিয়া জীব কেবল তাপই প্রাপ্ত হয়। একটি অবলম্বন হারাইয়া আবার নূতন অবলম্বনে ভর করিয়া, একস্থলে হতাশ হইয়া, অন্যের আশ্রয় লইয়া, বৃথা সুখের আশা করে। এই অবস্থায় এই মায়াবদ্ধজীব কোন কালেই এই সংসার পার হইয়া, ভগবানের পরমপদ লাভ করিতে পারে না। সে অনিত্য ধন-জন-বিষয়েই মত্ত হইয়া মৃত্যুর কথা ভুলিয়া থাকে। বহু দুঃখ সহ্য করিয়াও কেবল প্রবৃত্তিমার্গেই পরিভ্রমণ করে; ভগবান্‌কে জানিতে পারে না। রাজা রহূগণেরও আজ এই অবস্থা। ভরতের এই নিগূঢ় তত্ত্বোপদেশে রাজার চৈতন্যোদয় হইল। তিনি বলিলেন,—মায়াবদ্ধ জীব ভবাদৃশ সাধুসঙ্গ হইতেই নির্ম্মল হয়। তিনিও তাদৃশ সাধুসঙ্গে কৃতার্থ হইয়াছেন; তাঁহার মোহ দূর হইয়াছে। অতঃপর তিনি তাঁহার নিকট স্বীয় অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট ভরত-কথিত ভবাটবী বর্ণন করিলে পরীক্ষিৎ উহার সরলার্থ জানিবার জন্য শুকদেবের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীব্রাহ্মণঃ উবাচ,—(অস্মিন্) দুরত্যয়ে (দুরতিক্রমে) অধ্বনি (কর্ম্মমার্গে সংসারে) অজয়া (ভগবন্মায়য়া) নিবেশিতঃ (প্রাপিতঃ) রজস্তমঃসত্ত্ববিভক্তকর্ম্মদৃক্ (রজস্তমঃসত্ত্বৈঃ বিভক্তানি শুভাশুভমিশ্ররূপকর্ম্মাণি কার্য্যতয়া পশ্যতীতি তথা দৃষ্টিমান্ সঃ) এষঃ (প্রসিদ্ধঃ) স্বার্থঃ (জীবসমূহঃ) পরিভ্রমন্ (দেবতির্য্যগাদি যোনিষু গচ্ছন্) অর্থপরঃ (ধর্ম্মাদিপুরুষার্থত্রয়াসক্তঃ সন্ যথা বণিক্ অর্থার্জ্জনায় গচ্ছন্ অটবীং যাতি সুখং চ ন বিন্দতে তদ্বৎ) ভবাটবীং (সংসাররূপম্ অরণ্যং) যাতি (গচ্ছতি পুনঃ কর্ম্মফলং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। কিন্তু তত্র) শর্ম্ম (সুখং) ন বিন্দতে (ন লভেত) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মজ্ঞ ভরত কহিলেন,—(হে রাজন্,) এই সংসার-মার্গ অতি দুস্তর; জীবলোক ভগবানের মায়া দ্বারা তাহাতে অভিনিবিষ্ট হইয়া সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণে বিভক্ত শুভাশুভ ও মিশ্র কর্ম্মসকলকেই কর্ত্তব্য বলিয়া অবলোকন করে, এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গে আসক্ত হইয়া, বণিকের ন্যায় সুখের আশায় চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে ভবাটবীকে লাভ করে (অর্থাৎ কর্ম্মফল প্রাপ্ত হয়,) সুখ লাভ করিতে পারে না ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

ত্রয়োদশে ভবাটব্যাঃ পারং প্রাপয়িতুং নৃপম্।
তাং বর্ণয়িত্বা বৈরাগ্য-হয়মারোহয়ন্মুনিঃ ॥ ০॥

অধ্বনঃ পারমিত্যুক্তম্। স এবাধ্বা অধ্বনীনশ্চ কীদৃশ ইত্যপেক্ষায়ামাহ—দুরত্যয়ে দুস্তরে অধ্বনি প্রবৃত্তিমার্গে অজয়া অবিদ্যয়া রজস্তমঃসত্ত্বৈর্বিভক্তান্যেব কর্ম্মাণি কার্য্যতয়া পশ্যতীতি স তথা। এষ প্রসিদ্ধঃ সার্থঃ, "সার্থো বণিক্‌সমূহে স্যাৎ" ইতি মেদিনী। স ইব অর্থপর এষ জীবলোক ইত্যর্থঃ। এতদাদীনাং ব্যাখ্যা উত্তরাধ্যায় এবাস্তি; তদপি সুখপ্রতিপত্তয়ে কিঞ্চিদ্ব্যাখ্যায়তে ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভবাটবীর পার প্রাপণ করাইবার নিমিত্ত তাহার বর্ণনা করিয়া মুনি (ভরত), রহূগণ নৃপতিকে বৈরাগ্যরূপ অশ্বে আরোহণ করাইলেন (অর্থাৎ তাঁহার বৈরাগ্যোৎপাদনের জন্য রূপকচ্ছলে ভবাটবীর বর্ণন করিলেন) ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষে সংসারমার্গের পার অতিক্রম করার কথা উক্ত হইয়াছে, সেই পথ এবং পথিকই বা কিরূপ, ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'দুরত্যয়ে', দুস্তর এই প্রবৃত্তিমার্গে, 'অজয়া'—অবিদ্যা কর্ত্তৃক রজঃ, তমঃ ও সত্ত্বগুণের দ্বারা বিভক্ত কর্ম্মসকলকে যিনি নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্মরূপে দেখেন, সেই প্রসিদ্ধ সার্থ (জীবলোক)। মেদিনী কোষে উক্ত হইয়াছে—'বণিকসমহ বুঝাইতে সার্থ-শব্দ ব্যবহৃত হয়। 'স এব সার্থ'—সেই বণিকের ন্যায় 'অর্থপরঃ'—অর্থোপার্জ্জনে আসক্ত এই জীবলোক, এই অর্থ। (এখানে সংসারকেই রূপকচ্ছলে অরণ্য বলা হইয়াছে), এই সকলের ব্যাখ্যা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে করা আছে, তথাপি সহজে বোধগমের জন্য কিছু কিছু ব্যাখ্যা করা হইতেছে ॥ ১ ॥

যস্যামিমে ষণ্নরদেব দস্যবঃ
সার্থং বিলুম্পন্তি কুনায়কং বলাৎ।

গোমায়বো যত্র হরন্তি সার্থিকং
প্রমত্তমাবিশ্য যথোরণং বৃকাঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নরদেব, (রহূগণ,) যস্যাং (ভবাটব্যাম্) ইমে (ইন্দ্রিয়নামানং) ষট্ দস্যবঃ (চৌরাঃ দুষ্টজন্তবঃ) কুনায়কং (কুৎসিতঃ সন্মার্গাৎ ভ্রষ্টঃ নায়কঃ সারথিঃ বুদ্ধিলক্ষণঃ যস্য তং তাদৃশং) সার্থং (জীবসমূহং) বলাৎ (অনায়াসেন) বিলুম্পন্তি (ভগবৎসেবার্থবিনিযুক্তম্ উপার্জ্জিতং চ ধনং স্ব-স্ব-বিষয়ভোগার্থং মুষ্ণন্তি) যত্র (যস্যাং ভবাটব্যাং চ) গোমায়বঃ (শৃগালতুল্যাঃ দারাপত্যাদয়ঃ) যথা উরণং (রক্ষমাণমপি মেষং) বৃকাঃ (ব্যাঘ্রাঃ) হরন্তি (তদ্বৎ) সার্থিকং (স্বার্থে স্থিতং স্বার্থভবমন্নবস্ত্রাদি-সম্পুটং) প্রমত্তং (পরমার্থদৃষ্টিবিমুখং তং জনং) আবিশ্য (কুটুম্বাদয়ঃ "ত্বং মে ভর্ত্তা অসি, ত্বং মে পিতা অসি" ইত্যেবং রূপেণ তস্য গৃহে অন্তঃকরণে এব প্রবিশ্য মায়য়া তং বশীকৃত্য চ হরন্তি) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হে রহূগণ, এই সংসারাটবীতে ছয়টী দস্যু আছে; তাহারা ঐ বণিকের সারথিকে সৎপথ হইতে বিচলিত দেখিয়া তাঁহার অর্থসমূহ বল-পূর্ব্বক অপহরণ করে (অর্থাৎ কুবুদ্ধি-বিশিষ্ট মানবগণ উপার্জ্জিত ধনের দ্বারা ভগবানের সেবা না করিয়া ইন্দ্রিয় তর্পণ করে)। আবার বৃকগণ যেমন মেষকে হরণ করে, সেইরূপ ভবাটবীতে শৃগাল-তুল্য পুত্র-কলত্রাদি "তুমি আমার পিতা", "তুমি আমার স্বামী" —এই ভাবে সেই বণিকের গৃহসদৃশ অন্তঃকরণ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, তাহার চিত্তকে অপহরণ করে ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—ইমে ইন্দ্রিয়নামানঃ কুৎসিতো নায়কঃ সারথির্বুদ্ধির্যস্য তং বিলুম্পন্তি ভগবৎসেবার্থবিনি-যুক্তমপি ধনং স্ব-স্ব-বিষয়ভোগার্থং মুষ্ণন্তীত্যর্থঃ। গোমায়বঃ শৃগালতুল্যা দারাপত্যাদয়ঃ, ত্বং মে ভর্ত্তা পিতেত্যেবং সার্থিকং সার্থভবং অন্নবস্ত্রাদিসংপুটং প্রমত্তং পরমার্থদৃষ্টিবিমুখং আবিশ্য তস্য গৃহ ইবান্তঃ-করণেঽপি প্রবিশ্যেত্যর্থঃ। উরণং মেষম্ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইমে'—এই ইন্দ্রিয় নামক ছয়টি দস্যু, 'কু-নায়কং'—কুৎসিত নায়ক অর্থাৎ সারথিরূপ বুদ্ধি যাহার, সেই জীবকে এবং তাহার অর্জ্জিত ধনকে লুণ্ঠন করে (বিলুম্পন্তি)—অর্থাৎ ভগবৎসেবার জন্য রক্ষিত হইলেও, সেই ধন নিজ নিজ বিষয়ভোগের নিমিত্ত অপহরণ করে, এই অর্থ। 'গোমায়বঃ'—শৃগালতুল্য স্ত্রী-পুত্রাদি, 'তুমি আমার স্বামী, পিতা'—এইরূপ বলিয়া, 'সার্থিকং'—সার্থে স্থিত অন্ন-বস্ত্রাদি ধন হরণ করে। 'প্রমত্তং'—পর-মার্থ-দৃষ্টিবিমুখ সেই জীবকে, তাহার গৃহের ন্যায় অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়া—এই অর্থ। 'উরণং'—বলিতে মেষ (নেকড়ে বাঘের দল যেরূপ মেষকে হরণ করে) ॥ ২ ॥

প্রভূতবীরুত্তৃণগুল্মগহ্বরে
কঠোরদংশৈর্মশকৈরুপদ্রুতঃ।
ক্বচিৎ তু গন্ধর্ব্বপুরং প্রপশ্যতি
ক্বচিৎ ক্বচিচ্চাশুরয়োল্মুকগ্রহম্ ॥৩॥

অন্বয়ঃ—(যথা জনঃ তত্র) প্রভূতবীরুত্তৃণগুল্ম-গহ্বরে (প্রভূতৈঃ বহুভিঃ বীরুধঃ লতাঃ তৃণানি গুল্মানি লতাদিজালানি তৈঃ গহ্বরে দুষ্প্রবেশে ক্ষেত্রে বনে) কঠোরদংশৈঃ (কঠোরৈঃ তীব্রৈঃ দংশৈঃ মক্ষিকাবিশেষৈঃ) মশকৈঃ (চ ক্বচিৎ) উপদ্রুতঃ (ভবতি তথা কাম্যকর্ম্মাদিভিঃ অস্মিন্ গহ্বরে গৃহা-শ্রমে বর্ত্তমানঃ জনঃ দুর্জ্জনৈঃ উপদ্রুতঃ ভবতি, যথা বনে) তু ক্বচিৎ (কদাচিৎ) গন্ধর্ব্বপুরং (প্রপশ্যতি তথা অত্রাপি জনঃ গন্ধর্ব্বপুরবৎ অঘটমানম্ অস্থিরং দেহগেহাদিকং) প্রপশ্যতি (প্রত্যেক্ষেণ স্থিরমেবেদ-মিতি পশ্যতি) ক্বচিৎ ক্বচিৎ আশুরয়োল্মুকগ্রহং (যথা আশুরয়ঃ অতি বেগঃ যস্য তং তাদৃশম্ উল্মুকগ্রহম্ উল্কাকারঃ গ্রহঃ পিশাচঃ তং তত্র পশ্যতি তথা অত্রাপি সংসারে তত্তুল্যং সুবর্ণম্ উপাদেয়ত্বেন সংসারাসক্তঃ জনঃ পশ্যতি) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—ঐ বনে অসংখ্য তৃণ, গুল্ম ও লতার দ্বারা আচ্ছন্ন গহ্বর (অর্থাৎ কাম্যকর্ম্মাদি-দ্বারা পরিপূর্ণ গৃহাশ্রম) আছে; বণিগ্‌গণ তুল্য জীব তথায় মশকতুল্য দুর্জ্জনগণের উপদ্রবে অতিশয় পীড়িত হইয়া থাকেন; কখন বা গন্ধর্ব্বপুর-সদৃশ দেহ-গেহাদি অনিত্য বস্তুকেই নিত্য বলিয়া দর্শন করে; কোথাও বা মহাবেগবান্, উল্মুকাকার পিশাচসদৃশ সুবর্ণকেই পরম উপাদেয় বস্তু বলিয়া নিরীক্ষণ করিতে থাকে ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—প্রভূতবীরুদাদিসদৃশৈঃ কামকর্ম্মাদিভির্গহ্বরে গৃহাশ্রমে দংশমশকতুল্যৈর্দুর্জ্জনৈঃ। গন্ধর্ব্বপুরবদঘটমানং দেহগেহাদিকং প্রকর্ষেণ সত্যং স্থিরমেবেদমিতি পশ্যতি, ক্বাপি ক্বাপি আশুরয়ঃ অতিবেগো য উল্মুকাকারো গ্রহঃ পিশাচঃ তং তত্তুল্যং সুবর্ণমুপাদেয়ত্বেন পশ্যতি ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রভূতবীরুদ্'-ইত্যাদি, বহু লতা গুল্মাদি সদৃশ কাম্য কর্ম্মাদির দ্বারা পরিপূর্ণ 'গহ্বরে'—গৃহাশ্রমে, দংশ (ডাঁশ নামক মক্ষিকা) এবং মশক-তুল্য দুর্জ্জনের দ্বারা (জীব উৎপীড়িত হয়)। গন্ধর্ব্ব-পুরীর ন্যায় অনিত্য দেহ, গেহাদিকে, 'প্রপশ্যতি'—প্রকৃষ্টরূপে অর্থাৎ সত্য ইহা নিত্যই—এইরূপ দেখে। কোন কোন স্থলে 'আশুরয়ঃ'—অতিশয় বেগশালী উল্মুকাকার পিশাচের ন্যায় স্বর্ণকে পরম উপাদেয়রূপে দেখিয়া থাকে ॥ ৩ ॥

নিবাসতোয়দ্রবিণাত্মবুদ্ধি-
স্ততস্ততো ধাবতি ভো অটব্যাম্।
ক্বচিচ্চ বাত্যোত্থিতপাংশুধূম্রা
দিশো ন জানাতি রজস্বলাক্ষঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—ভোঃ (রাজন্) অটব্যাং (বনে) নিবাসতোয়দ্রবিণাত্মবুদ্ধিঃ (নিবাসঃ বাসস্থানং তোয়ং জলং দ্রবিণং ধনং তেষু আত্মা আত্মভাবঃ যস্যাঃ সা বুদ্ধিঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ জনঃ) ততঃ ততঃ (ইতস্ততঃ) ধাবতি। ক্বচিচ্চ (কদাচিৎ) রজস্বলাক্ষঃ (রজস্বলে রজোব্যাপ্তে অক্ষিণী যস্য সঃ রজোগুণোপহতজ্ঞানঃ সন্) বাত্যোত্থিতপাংশুধূম্রাঃ (বাত্যা চক্রবাতঃ তস্যাম্ উত্থিতঃ যঃ পাংশুঃ তেন ধূম্রাঃ আবিলাঃ মলিনাঃ) দিশঃ (দিক্সমূহান্ চ) ন জানাতি। (যথা চক্রবাতোত্থিতধূলিব্যাপ্তনেত্রঃ জনঃ প্রাচ্যাদিদিগ্বিভাগান্ ন জানাতি, তদ্বৎ বাত্যা ইব ভ্রময়ন্তী যা স্ত্রী তস্যাম্ উদ্গতৈঃ উত্থিতৈঃ রাগাদিভিঃ অপ্রকাশমানাঃ কর্ম্মসাক্ষিভূতাঃ দিগ্দেবতাঃ ন জানাতীত্যর্থঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, গৃহ-ধন-জন-প্রভৃতিতে আত্মবুদ্ধি করিয়া সেই বণিক এই ভবাটবীতে ইতস্ততঃ ধাবমান হয়। কোথাও তাহার চক্ষু ধূলিকণে ব্যাপ্ত হওয়ায় সে চক্রবাতোত্থিত ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন দিঙ্মণ্ডল জানিতে পারে না (অর্থাৎ চক্রবাতরূপা স্ত্রী এবং তদুত্থিত পাংশুরাশিতুল্য কন্দর্প-বেগে চিত্ত আক্রান্ত হইলে, কামান্ধ ব্যক্তি কিছুই বুঝিতে পারে না) ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—নিবাসাদিষু আত্মনো মমৈবেদমিতি বুদ্ধির্যস্য তথাভূতঃ সন্, ততস্তত-স্তত্র তত্র ধাবতীত্যুভয়ত্র পক্ষে তাবানেবার্থঃ। বাত্যা চক্রবাতরূপা যা স্ত্রী তদুত্থিতৈঃ পাংশুভিঃ কন্দর্পবেগৈর্ধূম্রা আচ্ছন্নীকৃতা দিশঃ দিগ্দেবতাঃ কর্ম্মসাক্ষিভূতা ন জানাতি, রজস্বলাক্ষঃ কামান্ধঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিবাস-তোয়'—ইত্যাদি, নিবাসস্থল, জল প্রভৃতিতে 'আত্মবুদ্ধিঃ'—এগুলি আমারই এইরূপ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া, 'ততস্ততঃ'—সেই সেই স্থানে ধাবমান হয়—উভয় পক্ষেই সমান অর্থ। 'বাত্যা'—চক্রবাতরূপা যে স্ত্রী, তাহার দ্বারা উত্থিত পাংশুরাশির ন্যায় কন্দর্পবেগে আচ্ছন্ন করায়, 'দিশঃ'—কর্ম্মের সাক্ষীভূত দিক্-দেবতাগণকে জানিতে পারে না। 'রজস্বলাক্ষঃ'—কামান্ধ ॥ ৪ ॥

অদৃশ্যঝিল্লীস্বনকর্ণশূল
উলূকবাগ্ভির্ব্যথিতান্তরাত্মা।
অপুণ্যবৃক্ষান্ শ্রয়তে ক্ষুধার্দ্দিতো
মরীচিতোয়ান্যভিধাবতি ক্বচিৎ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—(ক্বচিৎ) অদৃশ্যঝিল্লীস্বনকর্ণশূলঃ (অদৃশ্যানাং ঝিল্লীনাং ভৃঙ্গারকাখ্যানাং কীটবিশেষাণাম্ ইব পরোক্ষম্ অপ্রিয়বক্তৃণাং দুর্জ্জনানাং স্বনৈঃ শব্দৈঃ কর্ণয়োঃ শূলং ব্যথা যস্য সঃ তাদৃশঃ ভবতি। কদাচিৎ) উলূকবাগ্ভিঃ (উলূকানাম্ ইব প্রত্যক্ষম্ অপ্রিয়বাদিনাং জনানাং কটুভাষিতৈঃ বাগ্ভিঃ) ব্যথিতান্তরাত্মা (ব্যথিতঃ বিক্ষোভিতঃ অন্তরাত্মা মনঃ যস্য সঃ তথাভূতঃ ভবতি) ক্ষুধার্দ্দিতঃ (এবং কদাচিৎ ক্ষুধার্ত্তঃ সন্) অপুণ্যবৃক্ষান্ (বিষবৃক্ষসদৃশান্ অধার্ম্মিকলোকান্ ভিক্ষার্থং) শ্রয়তে (সেবতে) ক্বচিৎ (চ) মরীচিতোয়ানি (মরীচিতোয়বৎ নিষ্ফলত্বেন বিজ্ঞাতান্ অপি বিষয়ান্) অভিধাবতি (ভোগবুদ্ধ্যা অন্বেষয়তি। যথা মরীচিকায়াং জলবুদ্ধ্যা গত্বা দুঃখমাপ্নোতি তথা

বিষয়েষু অপি পরমার্থবুদ্ধিমান্ নরঃ দুঃখং লভতে ইত্যর্থঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—কোথাও অদৃশ্য ঝিল্লীর কঠোর শব্দে কর্ণশূল উপস্থিত হয় (অর্থাৎ দুর্জ্জনগণের পরোক্ষ-কটুবাক্যদ্বারা তাহার কর্ণ পীড়িত হইতে থাকে); কোথাও বা পেচকগণের কর্কশ কণ্ঠে তাহার অন্তরাত্মা ব্যথিত হইতে থাকে (অর্থাৎ দুর্ব্বৃত্তগণের সাক্ষাৎ কথিত অপ্রিয় ভাষণে তাহার মর্ম্মপীড়া উপস্থিত হয়); আবার কখনও বা সেই বণিক্ ক্ষুধার্থ হইয়া অধর্ম্ম-বৃক্ষকে আশ্রয় করে (অর্থাৎ জীব ভিক্ষার জন্য অধার্ম্মিক লোকদিগের সেবা করিয়া থাকে); কখনও বা মরীচিকায় জলপান করিবার আশায় তৎপ্রতি ধাবিত হয় (অর্থাৎ যাহারা দরিদ্রকে অন্নাদি দান করে না, তাদৃশ কৃপণ ব্যক্তির নিকট ভিক্ষার্থ গমন করিয়া ক্লেশমাত্রই প্রাপ্ত হয়; ভিক্ষালাভ হয় না) ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—অদৃশ্যানাং ঝিল্লীনাং ভৃঙ্গারিকাখ্য-কীটবিশেষাণামিব পরোক্ষমপ্রিয়বক্তৃণাং স্বনৈঃ কটুভাষণৈঃ কর্ণয়োঃ শূলো ব্যথা যস্য সঃ। উলূকানামিব প্রত্যক্ষমপ্রিয়বক্তৃণাং বাগ্‌ভিঃ কটুভাষিতৈর্ব্যথিতমনাঃ। যেষাং ছায়াপি পাপহেতুস্তান্ অপুণ্যবৃক্ষানিব অধার্ম্মিকলোকান্ ভিক্ষার্থং সেবতে মরীচিতোয়তুল্যান্ অদাতৃলোকানপি কৃচিদ্ভিক্ষার্থং গচ্ছতি ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অদৃশ্য-ঝিল্লীস্বন'—ইত্যাদি, অদৃশ্য ঝিল্লী অর্থাৎ ভৃঙ্গারিকা নামক কীট-বিশেষ (ঝিঁ ঝিঁ পোকা), তাহাদের ন্যায় পরোক্ষে অপ্রিয়-ভাষিগণের কটু ভাষণের দ্বারা কর্ণদ্বয়ের শূল ব্যথা হইয়াছে যাহার, সেই ব্যক্তি। উলূকগণের ন্যায় প্রত্যক্ষে অপ্রিয়বাদিদের কটুবাক্যে ব্যথিতচিত্ত। যাহাদের ছায়াও পাপের হেতু, সেই সকল অপুণ্য বৃক্ষের ন্যায় অধার্ম্মিকগণকে ভিক্ষার নিমিত্ত সেবা করিয়া থাকে। 'মরীচিতোয়ানি'—মরীচিকার জলরাশির ন্যায় নিষ্ফল জানিয়াও, যাহারা কোনদিন দান করে না, সেইরূপ অদাতাগণের নিকট কখন ভিক্ষার জন্য গমন করে ॥ ৫ ॥

কৃচিদ্বিতোয়াঃ সরিতোঽভিযাতি
পরস্পরং বালষতে নিরন্ধঃ।
আসাদ্য দাবং কৃচিদগ্নিতপ্তো
নির্ব্বিদ্যতে কৃ চ যক্ষৈর্হৃতাসুঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—কৃচিৎ (কদাচিৎ) বিতোয়াঃ (জলহীনাঃ) সরিতঃ (নদীঃ প্রতি গত্বা) অভিযাতি (দুঃখম্ আপ্নোতি, যথা বিতোয়াসু সরিৎসু পতিতস্য জনস্য গাত্রভঙ্গাৎ সদ্যঃ দুঃখং ভবতি ন চোদকলাভঃ তদ্বদিহ পরত্র চ দুঃখদান্ নিষ্ফলান্ পাষণ্ডাশ্রয়ান্ অভিযাতি আশ্রয়তে, ন সুখং লভতে; তথা কদাচিৎ) বা নিরন্ধঃ (অন্নহীনঃ সন্) পরস্পরং (দায়াদেভ্যঃ অন্নম্) আলষতে (অভিবাঞ্ছতি) কৃচিৎ দাবং (দাবাগ্নিতুল্যং সন্তাপপ্রদং গৃহম্) আসাদ্য (প্রাপ্য) অগ্নিতপ্তঃ (শোকাগ্নিনা তপ্তঃ সন্) নির্ব্বিদ্যতে (বিষীদতি) কৃ চ (কৃচিৎ) যক্ষৈঃ (যক্ষরাক্ষসতুল্যৈঃ রাজভিঃ) হৃতাসুঃ (হৃতম্ অসুবৎ প্রেষ্ঠং ধনং যস্য সঃ অপহৃত-প্রাণতুল্যধনঃ সন্ মৃৎতুল্যঃ মূর্চ্ছিতঃ ধিক্ মাং ধনরহিতমিতি নির্ব্বিদ্যতে বিষীদতি ইত্যর্থঃ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—কখনও বা জলশূন্য নদীর দিকে ধাবিত হইয়া দুঃখ পাইয়া থাকে (অর্থাৎ জলহীন নদীতে পতিত হইলে যেরূপ অঙ্গভঙ্গজনিত ক্লেশই হইয়া থাকে, জল লাভ হয় না, সেইরূপ সংসারিজীব সুখের জন্য ইহপরকালে দুঃখপ্রদ পাষণ্ড মতকে আশ্রয় করে, তাহাতে দুঃখ ব্যতীত সুখলাভ হয় না); কখন বা অন্নাভাবে দায়াদগণের নিকট অন্নাদি প্রার্থনা করে; আবার কখন দাবাগ্নি-সদৃশ গৃহকে প্রাপ্ত হইয়া শোকানলে সন্তপ্ত ও বিষণ্ণ হইয়া পড়ে। কখন যক্ষসদৃশ রাজগণ তাহার প্রাণতুল্য ধনসমূহ অপহরণ করে; তখন সে দুঃখে ম্রিয়মাণ হয় ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—বিতোয়াসু সরিৎসু পতিতস্য গাত্রভঙ্গাৎ সদ্যো দুঃখং ভবতি ন চোদকলাভস্তদিহ চ পরত্র চ দুঃখদান্ পাষণ্ডানভিযাতি আলষতে অভিলষতি; নিরন্ধানিতি নিরন্নশ্চেতি পাঠদ্বয়ং উভয়ত্র পক্ষে সাম্যম্। দাবং দাবাগ্নিতুল্যং দুঃখদং গৃহং প্রাপ্য শোকাগ্নিনা তপ্তো নির্ব্বিদ্যতে বিষীদতি। যক্ষরাক্ষসতুল্যৈঃ রাজভির্হৃতমসুবৎ প্রেষ্ঠং ধনং যস্য সঃ ধিঙ্মাং ধনরহিতমিতি নির্ব্বিদ্যতে। কদাচিৎ অন্যৈঃ শূরৈঃ সংগ্রামে বিজয়িভিশ্চ হৃতধনঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিতোয়াঃ সরিতঃ'—যেমন

জলহীন নদীতে পতিত ব্যক্তির গাত্রাদি ভঙ্গজনিত সদ্য দুঃখই হয়, কিন্তু জললাভ হয় না, তদ্রূপ ইহকালে ও পরকালে দুঃখপ্রদ পাষণ্ডিগণের নিকট গমন করিয়া পাষণ্ডমত অভিলাষ করে। 'নিরন্ধঃ' এবং 'নিরন্নঃ'—এই উভয় পাঠে, অন্নহীন হইয়া—এই সমান অর্থ। 'দাবং'—দাবাগ্নিতুল্য দুঃখপ্রদ গৃহ প্রাপ্ত হইয়া শোকাগ্নিতে তপ্ত হওয়ায় বিষণ্ণ হয়। কখন বা যক্ষ, রাক্ষসতুল্য রাজগণের দ্বারা প্রাণতুল্য শ্রেষ্ঠ ধন অপহৃত হওয়ায় 'নির্দ্ধন আমাকে ধিক্'—এইরূপ বলিয়া 'নির্ব্বিদ্যতে'—খেদপ্রাপ্ত হয়। আবার কখন সংগ্রামে বিজয়ী বীরগণের দ্বারা ধন হৃত হওয়ায় নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হয় ॥ ৬ ॥

শূরৈর্হৃতস্বঃ ক্ব চ নির্ব্বিণ্ণচেতাঃ
শোচন্ বিমুহ্যন্নুপযাতি কশ্মলম্।
ক্বচিচ্চ গন্ধর্ব্বপুরং প্রবিষ্টঃ
প্রমোদতে নির্ব্বৃতবন্মুহূর্ত্তম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—ক্ব চ (ক্বচিৎ) শূরৈঃ (প্রবলৈঃ পরস্বাপহরণ পটুভিঃ গ্রাম্যাধিপতিভিঃ) হৃতস্বঃ (হৃতং স্বং বিত্তং যস্য সঃ অপহৃতদ্রব্যঃ অতএব) নির্বিণ্ণচেতাঃ (নির্ব্বিণ্ণং বিষণ্ণং চেতঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ দুঃখিতচিত্তঃ সন্) শোচন্ বিমুহ্যন্ (মায়য়া বিমুগ্ধঃ চ সন্) কশ্মলং (মূর্চ্ছাম্) উপযাতি (প্রাপ্নোতি); ক্বচিচ্চ গন্ধর্ব্বপুরম্ (ইব মনোরথোপগতং বস্তুতঃ অস্থিরং সুখাজনকং চ পিতৃপুত্রাদিসমাজং) প্রবিষ্টঃ (সন্) নির্ব্বৃতবৎ (পরমশান্তিম্ আপন্নঃ ইব) মুহূর্ত্তং (মুহূর্ত্তমাত্রং) প্রমোদতে (কিয়ৎকালম্ আনন্দমনুভবতি ইত্যর্থঃ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—কোন স্থানে প্রবল ব্যক্তি তাহার যথাসর্ব্বস্ব হরণ করে, তখন সে অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হয় এবং সেই সকলের জন্য শোক করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে; কোথাও বা গন্ধর্ব্বপুর সদৃশ পিতা-পুত্র-ধন ও ঐশ্বর্য্যাদির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নির্ব্বৃতের ন্যায় মুহূর্ত্তকাল সুখানুভব করে ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—গন্ধর্ব্বপুরমিব মনোরথোপলব্ধং পুত্রকলত্রধনৈশ্বর্য্যং প্রবিষ্টঃ প্রাপ্নুবন্ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গন্ধর্ব্বপুরং'—মনোরথোপলব্ধ (নশ্বর) গন্ধর্ব্বপুরীর ন্যায় পুত্র, কলত্র, ধন ও ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া (মুহূর্ত্তকাল সুখী ব্যক্তির ন্যায় প্রমোদ উপভোগ করে) ॥ ৭ ॥

চলন্ ক্বচিৎ কণ্টকশর্করাঙ্ঘ্রি-
র্নগান্ রুরুক্ষুর্বিমনা ইবাস্তে।
পদে পদেঽভ্যন্তরবহ্নিনাদিতঃ
কৌটুম্বিকঃ ক্রুধ্যতি বৈ জনায় ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—ক্বচিৎ নগান্ রুরুক্ষুঃ (পর্ব্বতারোহণবৎ দুষ্করং শাস্ত্রোদিতকর্ম্মানুষ্ঠাতুমিচ্ছুঃ) চলন্ (গচ্ছন্) কণ্টকশর্করাঙ্ঘ্রিঃ (কণ্টকৈঃ প্রস্তরখণ্ডৈশ্চ শর্করাভিঃ সূক্ষ্মপাষাণৈঃ বিরুদ্ধচরণঃ, যথা পর্ব্বতারোঢুং ন শক্তঃ তথা কণ্টকাদি তুল্যৈঃ গার্হস্থ্যধর্ম্মাদিরূপৈঃ বিঘ্নৈঃ শিথিলক্রিয়ঃ সন্) বিমনা ইব আস্তে (বিষণ্ণঃ ভবতি অথ অয়ং) কৌটুম্বিকঃ (কুটুম্বে মমত্বাক্রান্তঃ জনঃ) অভ্যন্তরবহ্নিনা (জঠরাগ্নিনা) অর্দিতঃ (পীড়িতঃ বুভুক্ষিতঃ সন্) পদে পদে (ক্ষণে ক্ষণে) জনায় (দারপুত্রাদিভ্যঃ) ক্রুধ্যতি বৈ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—কোথাও পর্ব্বতে উঠিতে বাসনা করিয়া চলিতে আরম্ভ করে; তখন পাদুকাদি-অভাবে তাহার পদ কণ্টক-কঙ্করাদি দ্বারা বিদ্ধ হয় এবং তজ্জন্য অত্যন্ত দুঃখ হইয়া থাকে (অর্থাৎ জীব কখনও পর্ব্বতারোহণের ন্যায় শাস্ত্রোদিত সুদুষ্কর কর্ম্ম নুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু সহায় সম্পদের অভাবে সেই সকল কর্ম্ম সম্পাদনে বহু বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তখন সে 'আমি কিরূপে এই কার্য্য সমাধা করিব'—এইরূপ চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া সর্ব্বদা অন্যমনস্ক থাকে)। কখনও কোন কুটুম্বাসক্ত ব্যক্তি জঠরানলে পীড়িত হইয়া অনুক্ষণ স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—নগান্ রুরুক্ষুঃ নগং মহাপর্ব্বতমিব কন্যাপুত্রোদ্বাহাদিকং যশঃ আরুরুক্ষুঃ প্রাপ্তুমিচ্ছুর্বিমনাঃ কথমেতৎ পারং প্রাপ্স্যামীতি ভাবয়ন্নাস্তে। যতঃ পাদুকাসদ্ভাবাৎ কণ্টকাদিবিদ্ধাঙ্ঘ্রিঃ, পক্ষে সহায়াদ্যভাবাৎ বিঘ্নাভিভূতঃ, অভ্যন্তরেণ বহ্নিনা জাঠরেণ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নগান্ রুরুক্ষুঃ'—মহাপর্ব্ব-

তের ন্যায় কন্যা-পুত্রাদির বিবাহরূপ যশঃ লাভের ইচ্ছা করিয়া, 'বিমনাঃ'—কিরূপে ইহা পার হইব—এইরূপ চিন্তাগ্রস্ত হয়। যেহেতু যেমন পাদুকাদির অভাবে কণ্টকাদির দ্বারা (পর্ব্বতারোহী) বিদ্ধাঙ্ঘ্রি (পদে আঘাত প্রাপ্ত) হয়, সেইরূপ সহায়াদির অভাবে (কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তি) বিম্নাভিভূত হইয়া পড়ে। 'অভ্যন্তর-বহ্নিনা'—জঠরাগ্নির জ্বালায় (পীড়িত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে অপরের উপর ক্রুদ্ধ হয়।) ॥ ৮ ॥

কৃচিন্নিগীর্ণোঽজগরাহিনা জনো
নাবৈতি কিঞ্চিদ্বিপিনেঽপবিদ্ধঃ।
দষ্টঃ স্ম শেতে কৃ চ দন্দশূকৈ-
রন্ধোঽন্ধকূপে পতিতস্তমিস্রে ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—কৃচিৎ (অয়ং) জনঃ অজগরাহিনা (অজগরসর্পতুল্যয়া নিদ্রয়া) নিগীর্ণঃ (গিলিতঃ গ্রস্তঃ সন্) ন কিঞ্চিৎ (অপি) অবৈতি (জানাতি।) বিপিনে (বনে) অপবিদ্ধঃ (ত্যক্তঃ শব ইব তিষ্ঠতি) কৃ চ (কৃচিচ্চ) দন্দশূকৈঃ (সর্পতুল্যৈঃ হিংস্রৈঃ দুর্জ্জনৈঃ) দষ্টঃ (পীড়িতঃ) অন্ধঃ (বিবেকরহিতঃ ভূত্বা) তমিস্রে (দুঃখাদিভিঃ ব্যাপ্তে) অন্ধকূপে (মোহে) পতিতঃ (সন্) শেতে স্ম (অবতিষ্ঠতি) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—কখনও বা অজগর সর্প সেই ব্যক্তিকে বিষদংশনে নাশ করে ; তখন সে বনমধ্যে পরিত্যক্ত শবের ন্যায় পড়িয়া থাকে, কিছুই বুঝিতে পারে না (অর্থাৎ অজগর সর্পসদৃশ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া মানব সুখদুঃখাদি কিছু অনুভব করিতে পারে না)। কখন হিংস্র জন্তুগণ তাহাকে দন্তাঘাত করে (অর্থাৎ দুর্জ্জনগণ নানাবিধ পীড়া প্রদান করে) ; তখন সে বিবেকরহিত হইয়া, ঘন-তমসাবৃত অন্ধকূপে পতিত হয় (অর্থাৎ দুঃখাদিপূর্ণ মায়ামোহে নিমগ্ন হয়) ॥৯॥

বিশ্বনাথ—অজগরাহিনা নিদ্রারূপেণ অপবিদ্ধঃ বন্ধুভিরপ্রবোধিতঃ দন্দশূকৈরিব দুর্জ্জনৈঃ পীড়িতঃ অন্ধো বিবেকহীনঃ। অন্ধকূপে মোহে তমিস্রে তমোবৃতে পক্ষে দুঃখময়ে ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অজগরাহিনা'—কখন অজগর সর্পসদৃশ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে ; 'অপবিদ্ধঃ'—বন্ধুগণ কর্ত্তৃক অপ্রবোধিত হওয়ায়, 'দন্দশূকৈঃ'—দংশনকারী হিংস্র জন্তুতুল্য দুর্জ্জনের দ্বারা পীড়িত হইয়া, 'অন্ধ' অর্থাৎ বিবেকহীন হয়। 'অন্ধকূপে'—মোহরূপ অন্ধকূপে নিপতিত হইয়া দুঃখময় অন্ধকারে নিমগ্ন হয় ॥ ৯ ॥

কহিস্মচিৎ ক্ষুদ্ররসান্ বিচিন্বং-
স্তন্মক্ষিকাভির্ব্যথিতো বিমানঃ।
তত্রাতিকৃচ্ছ্রং প্রতিলব্ধমানো
বলাদ্বিলুম্পন্ত্যথ তাংস্ততোঽন্যে ॥ ১০ ॥

অন্বয়—কহিস্মচিৎ (কদাচিৎ) ক্ষুদ্ররসান্ (পক্ষে পরদারাদীন্) বিচিন্বন্ তৎ মক্ষিকাভিঃ (ভ্রমরৈঃ পক্ষে তৎ স্বামিভিঃ রাজভিশ্চ) বিমানঃ (তাড়িতঃ সন্) ব্যথিতঃ (ভবতি) তত্র (যদি) অতিকৃচ্ছ্রম্ (অতিকষ্টেন ধনব্যয়াদিনা) প্রতিলব্ধমানঃ (প্রাপ্তপরদারসম্ভোগঃ ভবতি) অথ (অনন্তরং) ততঃ (তস্মাৎ জনাৎ) অন্যে (বলিনঃ) বলাৎ তান্ (মধুতুল্যান্ পরদারাদীন্) বিলুম্পন্তি (হরন্তি স তু ভোক্তুং ন শক্নোতি ইত্যর্থঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—কেহ কোন স্থানে যৎকিঞ্চিৎ মধু (অর্থাৎ পরদারাদি) অন্বেষণ করিতে গিয়া তথায় মধুমক্ষিকা (অর্থাৎ সেই স্ত্রীগণের স্বামী, শ্বশুর প্রভৃতি আত্মীয়গণ) দ্বারা তাড়িত হইয়া যাতনা ভোগ করে। ধনাদি ব্যয় করিয়া বহু কষ্টে যদিও কিঞ্চিৎ মধু (পরদার-সম্ভোগ) লাভ হয়, তাহা হইলে অন্যে তাহার নিকট হইতে ঐ মধু অপহরণ করে, সে ভোগ করিতে পায় না ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—ক্ষুদ্ররসান্ পরদারান্ তন্মক্ষিকাভিস্তদ্ভর্ত্তৃশ্বশ্রাদিভির্বিমানো বিগতমানঃ কৃতো ব্যথিতো ভবতি। যদি কথঞ্চিত্তত্রাতিক্লেশেন ধনব্যয়াদিনা প্রতিলব্ধমানঃ প্রাপ্তপরদারসম্ভোগস্তদা তান্ দারান্ অন্যে বিলুম্পন্তি ততোঽপ্যধিকবিত্তব্যয়েনান্যোঽপীত্যেবম্ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্ষুদ্ররসান্'—যৎকিঞ্চিৎ মধুতুল্য পরস্ত্রী-সম্ভোগ করিতে গিয়া, 'তন্মক্ষিকাভিঃ'—মক্ষিকাতুল্য তাহার ভর্তা, শাশুড়ী প্রভৃতির দ্বারা, 'বিমানঃ'—অপমানিত হইয়া ব্যথিত হয়। যদি বা কোন প্রকারে অতিক্লেশে ধন-ব্যয়াদির দ্বারা পরদার-

সম্ভোগ প্রাপ্তও হয়, তখন তাহা হইতে অধিক ধন-ব্যয়ে অন্য কোন লোক সেই পরস্ত্রীকে অপহরণ করে, এবং সেই অপহরণ-কারিগণের নিকট হইতেও অন্য লোকেরা ঐ মধু বলপূর্ব্বক আত্মসাৎ করে (কাজেই মধু অন্বেষণকারী বণিকের ন্যায় জীবের আর উহা ভোগ হয় না।) ॥ ১০ ॥

কৃচিচ্চ শীতাতপবাতবর্ষ-
প্রতিক্রিয়াং কর্ত্তুমনীশ আস্তে।
কৃচিন্মিথো বিপণন্ যচ্চ কিঞ্চিদ্-
বিদ্বেষমৃচ্ছত্যুত বিত্তশাঠ্যাৎ ॥ ১১ ॥

অন্বয়—কৃচিচ্চ শীতাতপবাতবর্ষপ্রতিক্রিয়াং শীতাদীনাং প্রতিক্রিয়ানিবারণং) কর্ত্তুম্ (শীতাদিনিবারকবস্ত্রগৃহাদিকং সম্পাদয়িতুম্) অনীশঃ (অসমর্থঃ সন্ দুঃখিত এব) আস্তে (তিষ্ঠতি)। কৃচিৎ (চ) মিথঃ (পরস্পরং) বিপণন্ (ক্রয়বিক্রয়াদিভিঃ ব্যবহরন্) যচ্চ কিঞ্চিৎ উত (স্বল্পমপি ধনমপহরন্) বিত্তশাঠ্যাৎ (ধনবঞ্চনাৎ হেতোঃ) বিদ্বেষং (শত্রুভাবম্) ঋচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—কোথাও কতকগুলি লোক শীত, গ্রীষ্ম, বায়ু, বর্ষা প্রভৃতির প্রতিকার করিতে না পারিয়া দুঃখিতের ন্যায় অবস্থান করে। কেহ বা যৎকিঞ্চিৎ দ্রব্য ক্রয় করিয়া পরস্পর বিনিময় করিয়া থাকে; এবং ধনবঞ্চনাদি জন্য অপরের বিদ্বেষ ভাজন হয় ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—মিথো বিপণন্ বিপণয়ন্ ক্রয়বিক্রয়াদিনা ব্যবহরন্ বিত্তশাঠ্যাৎ ধনবঞ্চনাৎ বিদ্বেষং প্রাপ্নোতি ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মিথো বিপণন্'—কোন স্থানে বা তাহারা পরস্পর ক্রয়-বিক্রয়াদির দ্বারা (ধনাদি সংগ্রহ করিলেও), 'বিত্তশাঠ্যাৎ'—ধনবঞ্চনাদির জন্য অপর সকলের বিদ্বেষভাজন হয় ॥ ১১ ॥

কৃচিৎ কৃচিৎ ক্ষীণধনস্তু তস্মিন্
শয্যাসনস্থানবিহারহীনঃ।
যাবৎ পরাদপ্রতিলব্ধকামঃ
পারক্যদৃষ্টির্লভতেঽবমানম্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—কৃচিৎ কৃচিৎ তু তস্মিন্ (ভবারণ্যে) ক্ষীণধনঃ (ক্ষীণং ধনং যস্য সঃ অতএব) শয্যাসনস্থানবিহারহীনঃ (শেতে অস্যামিতি শয্যা-পর্য্যঙ্কাদি, আস্যতে অস্মিন্ ইত্যাসনং কম্বলাদি, স্থীয়তে অস্মিন্নিতি স্থানং গৃহাদি, বিহরন্তি অনেনেতি বিহারঃ যানাদিঃ, তৈঃ শয্যাদিভিঃ বিহীনঃ সন্ অতঃপরং যাচমানঃ) যাবৎ (যদা) পরাৎ (পরস্মাৎ জনাৎ) অপ্রতিলব্ধকামঃ (অপ্রাপ্তকামঃ তদা) পারক্যদৃষ্টিঃ (পারক্যে পরকীয়ে বস্তুনি দৃষ্টিঃ অভিলাষঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্ সঃ জনঃ ততঃ) অবমানম্ (অবজ্ঞাং) লভতে (প্রাপ্নোতি) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—এই ভবাটবীতে কোন কোন স্থানে ধনহীন দরিদ্র ব্যক্তি শয্যা, আসন, স্থান (গৃহাদি) ও বিহারদ্রব্যের অভাবে অপরের নিকট ভিক্ষা করে; কিন্তু যখন তথায় বাসনা পূর্ণ হয় না, তখন সে পরস্বহরণে ইচ্ছা করে এবং তজ্জন্য অপমানিত হইতে থাকে ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—পরাৎ পরস্মাৎ যাচ্যমানাদপি অপ্রাপ্তধনো ভবেত্তদা পারক্যে পরকীয়ে বস্তুনি দৃষ্টিরভিলাষো যস্য সোঽবমানং প্রাপ্নোতি ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরাদ্ অপ্রতিলব্ধকামঃ'—অপরের নিকট যাচ্ঞা করিয়াও কিছু ধন না পাইলে, তখন 'পারক্য-দৃষ্টিঃ'—পরকীয় বস্তুতে অভিলাষ করে এবং তজ্জন্য অপমানিত হয় ॥ ১২ ॥

অন্যোন্যবিত্তব্যতিষঙ্গরুদ্ধ-
বৈরানুবন্ধো বিবহন্ মিথশ্চ।
অধ্বন্যমুষ্মিন্নুরুকৃচ্ছ্রবিত্ত-
বাধোপসর্গৈর্বিহরন্ বিপন্নঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(অত্র সংসারারণ্যে) অন্যোন্যবিত্তব্যতিষঙ্গরুদ্ধবৈরানুবন্ধঃ (অন্যোঽন্যং বিত্তব্যতিষঙ্গেণ ধনবিনিময়েন রুদ্ধঃ বৈরানুবন্ধঃ যস্য সঃ তথাবিধঃ ভবতি। কৃচিচ্চ) মিথঃ (পরস্পরং) বিবহন্ (বিবাহাদিকং কুর্ব্বন্) অমুষ্মিন্ অধ্বনি (সংসারমার্গে) বিহরন্ (ভ্রমন্) উরুকৃচ্ছ্রবিত্তবাধোপসর্গৈঃ (উরুভিঃ কৃচ্ছ্রৈঃ কষ্টৈঃ বিত্তবাধৈঃ অন্যৈঃ উপসর্গৈঃ রোগা-

দিভিশ্চ) বিপন্নঃ (বিপদং প্রাপ্তঃ সন্ মৃতপ্রায়ঃ ভবতি) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—কেহ বা পরস্পর ধনবিনিময়াদি দ্বারা শত্রুতা বৃদ্ধি করিতে থাকে ; কেহ বা পরস্পরের সহিত বিবাহ প্রভৃতি বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া এই ভবাটবীতে ভ্রমণ করে, এবং কঠোর পরিশ্রম, ধনক্ষয় ও রোগাদি অন্যান্য উপসর্গ দ্বারা বিপদগ্রস্ত হইতে থাকে ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—এবমন্যোহন্যবিত্তস্য ব্যতিষঙ্গেণ পরস্পরাসক্ত্যা পরস্পরজিঘৃক্ষয়া বিরুদ্ধো বৈরানুবন্ধো যস্য তথাবিধোহপি পরস্পরং বিবহন্ বিবাহাদিসম্বন্ধং কুর্ব্বন্। অধ্বনি বিহরন্ ভ্রমন্ উরুভিঃ কৃচ্ছ্রবিত্ত-বাধৈরুপসর্গৈ রোগাদিভিশ্চ বিপন্নো মৃতপ্রায়ো ভবতি ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অন্যোন্য-বিত্ত-ব্যতিষঙ্গ'—ইত্যাদি, এইরূপ সেই অরণ্যপথে (সংসারমার্গে) তাহারা পরস্পর ধন-সম্পত্তির বিনিময় করিতে যাইয়া প্রবল শত্রুতার সৃষ্টি করিলেও, 'মিথঃ বিবহন্'—পরস্পর বিবাহাদি সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়। 'অধ্বনি'—এই সংসারমার্গে পরিভ্রমণ করিতে করিতে, 'কৃচ্ছ্র-বিত্ত'—ইত্যাদি কঠোর শ্রম, অর্থহানি ও রোগাদির দ্বারা 'বিপন্ন', অর্থাৎ মৃতপ্রায় হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

তাংস্তান্ বিপন্নান্ স হি তত্র তত্র
বিহায় জাতং পরিগৃহ্য সার্থঃ।
আবর্ত্ততেহদ্যাপি ন কশ্চিদত্র
বীরাধ্বনঃ পারমুপৈতি যোগম্ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়—(হে) বীর, বিপন্নান্ (নষ্টান্ মৃতান্) তান্ তান্ (পিত্রাদীন্) তত্র তত্র বিহায় (ত্যক্ত্বা) জাতং (জাতং নবীনং পুত্রাদিকং) পরিগৃহ্য (আদায়) স হি সার্থঃ (জীবঃ) অত্র (এব ভবাধ্বনি) আবর্ত্ততে (ভ্রমতি। এবং) কশ্চিৎ (অতিসমর্থঃ অপি জনঃ) যোগং (ভগবদ্ভক্তিলক্ষণং সাধনম্) অধ্বনঃ (সংসারস্য) পারং (হরিং চ) (অদ্যাপি ন উপৈতি) (ন প্রাপ্নোতি) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—হে বীর, লোক মৃত পিত্রাদিকে পরিত্যাগ করিয়া, নবজাত পুত্রাদি লইয়া এই ভবাটবীতে ভ্রমণ করে। এইরূপ কোনও সমর্থ পুরুষও ভগবদ্ভক্তিযোগ ও সংসারাতীত শ্রীহরিকে আজ পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে নাই ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—বিপন্নান্ মৃতান্ বিহায় জাতং জাতং পরিগৃহ্য চলন্নদ্যাপি নাবর্ত্ততে, যতশ্চলিতস্তং পরমেশ্বরং প্রতীত্যর্থঃ। তৎপ্রাপ্তিসাধনযোগমুপায়ং ভক্তি-জ্ঞানাদিকং পারং পারপ্রাপকং ন উপৈতি অত্র সার্থেষু মধ্যে কশ্চিদপি ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিপন্নান্'—মৃত ব্যক্তিদের পরিত্যাগ করিয়া, 'জাতং জাতং'—নূতন নূতন (নব-জাত) সন্তানদের লইয়া চলিতে থাকিলেও আজ পর্য্যন্ত কেহই প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই। কোথায় ? তাহাতে বলিতেছেন—যে স্থান হইতে (নিজ কর্ম্ম-দোষে) চলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই পরমেশ্বরের প্রতি—এই অর্থ। 'অত্র'—সেই সার্থগণের (জীবলোকের) মধ্যে কোন ব্যক্তিও, 'যোগং'—তাঁহার প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ ভক্তি বা জ্ঞানাদি যোগ, যাহা পার-প্রাপক (পারং), তাহা অদ্যাপি লাভ করিতে পারে নাই ॥ ১৪ ॥

মনস্বিনো নির্জ্জিতদিগ্‌গজেন্দ্রা
মমেতি সর্ব্বে ভুবি বদ্ধবৈরাঃ।
মৃধে শয়ীরন্ ন তু তদ্‌ব্রজন্তি
যন্ন্যস্তদণ্ডো গতবৈরোহভিযাতি ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—মনস্বিনঃ (শূরাঃ) নির্জ্জিতদিগ্‌গজেন্দ্রাঃ (নির্জ্জিতাঃ দিগ্‌গজেন্দ্রাঃ যৈঃ তথাভূতা অপি) মম ইতি (মমেয়ং ভূমিঃ মম ইয়ং ভূমিঃ ইতি অভিমান-নিমিত্তভূতায়াং) ভুবি বদ্ধবৈরাঃ (বদ্ধং বৈরাং যৈস্তে তথাভূতাঃ সন্তঃ) সর্ব্বে (অপি) মৃধে (যুদ্ধে কেবলং) শয়ীরন্ (শরীরান্ প্রাণান্ চ ত্যক্তবন্তঃ পরং তু) যৎ (অধ্বনঃ পরং ভগবৎপদং) গতবৈরঃ ন্যস্তদণ্ডঃ (সন্ন্যাসীজনঃ) অভিযাতি (তদ্বিষ্ণোঃ পদং গচ্ছতি) তৎ তু ন ব্রজন্তি ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—যে সকল বলবান্ ব্যক্তি দিগ্‌গজ-দিগকে জয় করিতে পারে, তাহারাও "এই ভূমি আমার" এইরূপ অভিমান-বশতঃ পরস্পরের সহিত শত্রুতা করিয়া যুদ্ধে সকলেই প্রাণত্যাগ করে, সুতরাং

নির্ব্বৈর সন্ন্যাসিগণ ভগবানের যে পরমপদ প্রাপ্ত হ'ন, তাহারা সে পদলাভে সমর্থ হয় না ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবাহ—মনস্বিনঃ শূরা নির্জ্জিত্যেত্যাতি-দূরবর্ত্তিনো দিগ্‌গজেন্দ্রানপি নির্জ্জয়ন্তি স্ম, নত্বতি-নিকটবর্ত্তিনঃ একাদশেন্দ্রিয়ভটানপি ইতি ব্যবহার এব তেষাং শৌর্য্যং ন তু পরমার্থ ইতি ভাবঃ। ততো মমেত্যাদি পরমার্থতঃ শূরমাহ—ন্যস্তেতি। গত-বৈরত্বেন ন্যস্তদণ্ডত্বমেব শৌর্য্যমিতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহাই বলিতেছেন—'মন-স্বিনঃ', বীরগণ 'নির্জ্জিত্য'—অতিদূরবর্ত্তী দিক্‌গজেন্দ্র-দিগকেও পরাজিত করেন, কিন্তু অতিশয় নিকটবর্ত্তী একাদশ (ইন্দ্রিয়রূপ) পদাতিক সৈন্যগণকেও পরা-ভূত করিতে পারেন না, এইরূপ ব্যবহারেই তাহাদের শৌর্য্য, কিন্তু উহা পরমার্থে নহে—এই ভাব। 'ততো মম' ইত্যাদি, অতএব তাহারা 'এই ভূমি আমার'—এইরূপ অভিমানবশতঃ ভূমির জন্য শত্রুতাপরায়ণ হইয়া সংগ্রাম-ক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। পর-মার্থতঃ বীরগণকে বলিতেছেন—'ন্যস্তদণ্ডঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ বৈরভাবহীন সন্ন্যাসিগণের প্রাপ্য যে বিষ্ণুর পরম পদ, তাহা তাহারা লাভ করিতে পারে না। 'গতবৈরত্বেন'—নির্ব্বৈর হইয়া 'ন্যস্তদণ্ডত্ব'—অর্থাৎ সকল প্রাণীর প্রতি অভয়প্রদত্বই শৌর্য্য (বীরত্ব)—এই ভাব ॥ ১৫ ॥

প্রসজ্জতি ক্বাপি লতাভুজাশ্রয়-
স্তদাশ্রয়াব্যক্তপদদ্বিজস্পৃহঃ।
ক্বচিৎ কদাচিদ্ধরিচক্রতস্ত্রসন্
সখ্যং বিধত্তে বককঙ্কগৃধ্রৈঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—ক্বাপি (কদাচিৎ) লতাভুজাশ্রয়ঃ (লতানাং ভুজাঃ শাখাঃ তত্তুল্যসুকুমারস্ত্রীভুজাশ্রয়ঃ সন্) তদাশ্রয়াব্যক্তপদদ্বিজস্পৃহঃ (তদাশ্রয়া কামিনী-লতাশ্রয়া অব্যক্তপদা অস্ফুটাক্ষরাঃ কলভাষিণঃ যে দ্বিজাঃ পক্ষিণঃ তত্তুল্যেষু স্ত্রীসঙ্গপ্রসক্তেষু অপত্যেষু স্পৃহা যস্য সঃ তাদৃশঃ ভবতি)। ক্বচিৎ কদাচিৎ হরিচক্রতঃ (হরিচক্রং সিংহসমূহঃ তত্তুল্যাৎ কাল-চক্রনিমিত্তাৎ জন্মমরণাদেঃ) ত্রসন্ (বিভ্যৎ তৎ পরি-হারায়) বককঙ্কগৃধ্রৈঃ (বকাদিবৎ বঞ্চকৈঃ ক্ষুদ্রৈঃ ক্রূরৈশ্চ পক্ষে পাষণ্ডৈঃ সহ) সখ্যং বিধত্তে (করোতি) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—কোথাও কোন ব্যক্তি ব্রততীর অঙ্গ অবলম্বন করিয়া তদাশ্রিত বিহঙ্গকুলের অস্ফুট কলধ্বনি শ্রবণ করিতে বাসনা করে (অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গ ও তন্মুখ-বাক্য-শ্রবণাদি সুখসম্ভোগ করিতে করিতে পুত্র-মুখ দর্শন করিবার অভিলাষ করে); কখনও বা সে সিংহভয়ে ভীত হইয়া কঙ্ক, গৃধ্র ও বকাদিসহ সখ্য-বিধান করে (অর্থাৎ কালচক্রভয়ে ভীত হইয়া বঞ্চক, কুবুদ্ধি-বিশিষ্ট পাষণ্ডগণের সহিত মিলিত হয়) ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—সিংহাবলোকেন পুনর্ভবাটবীমেবানু-বর্ণয়তি প্রসজ্জতীতি। লতানাং স্ত্রীণাং ভুজান্ স্পর্শসুখানাশ্রয়ত ইতি সঃ। তদাশ্রয়েষু লতাবলম্বিষু সুপ্তত্বাদব্যক্তপদেষু দ্বিজেষু পক্ষিষু স্পৃহা দিদৃক্ষা যস্য সঃ। পক্ষে ভার্য্যোৎসঙ্গবর্ত্তিনি অস্ফুটাক্ষরভাষিণি দ্বাভ্যাং স্ত্রীপুংসাভ্যাং জাতত্বাৎ দ্বিজে বালকে দর্শন-স্পর্শনাদিস্পৃহা যস্য তাদৃশো ভূত্বা কদাচিৎ কালে ক্বাপি দেশে স্বয়মেব বা কথমরে সংসারং তরিষ্যসীতি দৈবাৎ পাষণ্ডানাং বাক্যেন বা হরিচক্রতঃ সিংহসঙ্ঘ-তুল্যাৎ কালচক্রাৎ ত্রসন্ ত্রস্যন্ তৎপরিহারায় তৈরেব পাষণ্ডৈরেবং সুখেন তরিষ্যসীতি প্রলোভিতো বকাদি-বদ্বঞ্চকৈঃ কুবুদ্ধিভিঃ ক্রূরৈস্তৈরেব পাষণ্ডিভিঃ সহ সখ্যং করোতি ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কথার উপসংহার করিয়াও 'সিংহাবলোকন' ন্যায়ে [অর্থাৎ সিংহ যেমন কোন মৃগ বধ করিয়া অগ্রপশ্চাৎ দৃষ্টিপাত করতঃ দেখে অন্য মৃগ আছে কিনা, তদ্রূপ বাক্যের পূর্ব্বে ও পরে অন্বয় স্থলে এই ন্যায়ের প্রবৃত্তি], পুনরায় সংসার অরণ্যেরই বর্ণনা করিতেছেন—'প্রসজ্জতি' ইত্যাদি। 'লতাভুজাশ্রয়ঃ'—লতারূপ স্ত্রীগণের বাহুযুগলের স্পর্শ-সুখ আশ্রয় করিয়াছে যে ব্যক্তি, তিনি। 'তদাশ্রয়া-ব্যক্ত'—ইত্যাদি, অরণ্যমধ্যে বণিকের দল লতা অব-লম্বন করিয়া সুপ্ত হয় তজ্জন্য অব্যক্ত কলরবকারী 'দ্বিজেষু'—পক্ষিগণের প্রতি স্পৃহাযুক্ত হয়, পক্ষে—ভার্য্যার ক্রোড়স্থিত অস্ফুটাক্ষরভাষী 'দ্বিজে'—অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষ দুইজন হইতে জাত বলিয়া 'দ্বিজ'—বলিতে নিজ বালকের প্রতি দর্শন, স্পর্শনাদি স্পৃহা

যাহার, তাদৃশ হইয়া কোন সময়ে কোন দেশে স্বয়ংই, অথবা—'অরে ! কি করিয়া সংসার উত্তীর্ণ হইবি !' এইরূপ দৈবাৎ পাষণ্ডগণের বাক্যে, 'হরি-চক্রতঃ'—সিংহসমূহতুল্য কালচক্র হইতে ভীত হওয়ায় তাহার পরিহারের নিমিত্ত সেই পাষণ্ডগণের দ্বারাই 'এইভাবে সুখে উত্তীর্ণ হইবি'—এই প্রকারে প্রলোভিত হইয়া, বকাদির ন্যায় বঞ্চক, কুবুদ্ধিসম্পন্ন, ক্রূর সেই পাষণ্ডিদিগেরই সহিত সঙ্গ করিয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

তৈর্ব্বঞ্চিতো হংসকুলং সমাবিশ-
ন্নরোচয়ন্ শীলমুপৈতি বানরান্ ।
তজ্জাতিরাসেন সুনির্ব্বৃতেন্দ্রিয়ঃ
পরস্পরোদ্বীক্ষণবিস্মৃতাবধিঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—তৈঃ (পাষণ্ডমার্গীয়ৈঃ) বঞ্চিতঃ (তত্র ফলাভাবং জ্ঞাত্বা) হংসকুলং (হংসানাং ব্রাহ্মণানাং কুলং) সমাবিশন্ (পুনঃ প্রবিশন্ তেষাং) শীলং (প্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বকং পুনরুপনয়নাদ্যাচারম্) অরোচয়ন্ (পূর্ব্বদুর্ব্বাসনয়া অপ্রিয়ং পশ্যন্) বানরান্ (বানরতুল্যান্ ভ্রষ্টাচারান্ শূদ্রপ্রায়ান্ উপৈতি), তজ্জাতিরাসেন (তজ্জাতৌ রাসেন ভোজন-পান-স্ত্রীসঙ্গাদিস্বাচ্ছন্দ্যেন) সুনির্ব্বৃতেন্দ্রিয়ঃ (প্রসন্নমনাঃ সন্) পরস্পরোদ্বীক্ষণবিস্মৃতাবধিঃ (স্ত্রী-পুরুষ-পরস্পরমুখোদ্বীক্ষণেন বিস্মৃতঃ জীবিতাবধিঃ মরণকালঃ যেন সঃ তাদৃক্ ভবতি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—আবার তাহাদের নিকটেও বঞ্চিত হইয়া সে হংসকুলে প্রবিষ্ট হয় (অর্থাৎ পাষণ্ডগণের আশ্রয়ে সুফল লাভের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া সে ব্রাহ্মণকুলে পুনঃ প্রবিষ্ট হয়); কিন্তু তৎপ্রতি তাঁহাদের আচরণও অভীপ্সিত না হওয়ায়, সে বানরগণের নিকটে গিয়া তজ্জাতীয় ক্রীড়াদ্বারা নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ করে এবং পরস্পর মুখাবলোকনাদি বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া মরণকাল বিস্মৃত হয় (অর্থাৎ তৎপ্রতি ব্রাহ্মণদের বিধিব্যবস্থাও তাহার মনোমত না হওয়ায় সে অবশেষে বানরতুল্য ভ্রষ্টাচার শূদ্রপ্রায় জনসমূহের সহিত মিলিত হয় এবং তাহাদের মত বিষয়-ব্যবহারে ব্যাপৃত থাকিয়াই সুখানুভব করে ও মৃত্যুর কথা ভুলিয়া যায়) ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—তৈর্বঞ্চিতস্তত্র ফলাভাবং জ্ঞাত্বা হংসানাং ব্রাহ্মণানাং কুলং প্রবিশন্ তেষাং শীলং প্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বকং পুনরুপনয়নাদ্যাচারং অরোচয়ন্ স্বানভীপ্সিতং জানন্ বানরতুল্যান্ ভ্রষ্টাচারান্ শূদ্রপ্রায়ান্ লিঙ্গিন উপৈতি তজ্জাতৌ রাসেন ভোজন-পান-স্ত্রীসঙ্গাদিস্বাচ্ছন্দ্যেন পরস্পর-মুখোদ্বীক্ষণেন বিস্মৃতো জীবিতাবধির্মরণকালো যেন সঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পাষণ্ডগণের দ্বারা প্রবঞ্চিত হইয়া, সেখানে কোন সুফল লাভের সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া, হংসতুল্য সৌম্য ব্রাহ্মণগণের কুলে প্রবেশ করে, কিন্তু তাঁহাদের 'শীলং'—আচরণ ব্যবস্থা অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বক পুনরায় উপনয়নাদি আচারসকল, 'অরোচয়ন্'—নিজের মনোমত না হওয়ায়, বানরতুল্য ভ্রষ্টাচারী শূদ্রপ্রায় 'লিঙ্গী'দের (জীবিকার্থ জটাদিধারী ধর্ম্মধ্বজিগণের) নিকট উপনীত হয়। সেই জাতিতে ভোজন, পান (মদ্যাদি) ও স্ত্রীসঙ্গাদির স্বাচ্ছন্দ্য-বশতঃ পরস্পর মুখাবলোকনের দ্বারা তৃপ্ত হইয়া মৃত্যুকালের কথা ভুলিয়া যায় ॥ ১৭ ॥

দ্রুমেষু রংস্যন্ সুতদারবৎসলো
ব্যবায়দীনো বিবশঃ স্ববন্ধনে ।
কৃচিৎ প্রমাদাদ্‌গিরিকন্দরে পতন্
বল্লীং গৃহীত্বা গজভীত আস্থিতঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—দ্রুমেষু (দ্রুমবৎ কেবলদৃষ্টার্থেষু গৃহেষু) রংস্যন্ (ক্রীড়িষ্যন্) ব্যবায়দীনঃ (ব্যবায়েন সুরতেচ্ছয়া কৃপণঃ দীনঃ অতএব) সুতদারবৎসলঃ (পুত্রেষু দারেষু চ বৎসলঃ প্রীতিযুক্তঃ) স্ববন্ধনে (স্বস্য যৎ বন্ধনং প্রাপ্তং তস্মিন্) বিবশঃ (পরিহর্ত্তুম্ অশক্তঃ ভবতি ।) কৃচিৎ প্রমাদাৎ (মৃত্যুভয়াৎ) গিরিকন্দরে (গিরিকন্দরবৎ অতি ভয়ানকে রোগাদি দুঃখে) পতন্ (বর্ত্তমানঃ তত্রাপি) গজভীতঃ (কন্দরস্থ-গজতুল্যাৎ ভয়ানকাৎ মৃত্যোঃ ভীতঃ সন্) বল্লীং গৃহীত্বা (বল্লীতুল্যং প্রাচীনং কর্ম্মাবলম্ব্য) আস্থিতঃ (অবস্থিতঃ ভবতি) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—বৃক্ষতুল্য দৃষ্টার্থ বিষয়ে অর্থাৎ গৃহে রমণ করিতে করিতে সম্ভোগেচ্ছা-জন্য স্ত্রীপাদ-দ্বারা তাড়িত এবং নিজবন্ধনে বিবশ অর্থাৎ তাহা মোচন

করিতে অসমর্থ হয়। কেহ বা গিরিকন্দরের ন্যায় অতিশয় ভয়ানক রোগে পতিত হইয়া, তত্রস্থ হস্তী-সদৃশ মৃত্যুর ভয়ে লতাসম প্রাচীন কর্ম্ম অবলম্বন-পূর্ব্বক অবস্থান করে ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—কশ্চিদন্যঃ সার্থো দ্রুমতুল্যেষু কেবল-দৃষ্টার্থেষু গৃহে ব্যবায়দীনঃ সুরতেচ্ছ্বুত্বাৎ স্ত্রিয়া পাদেন তাড্যমানঃ এবং স্বস্য যদ্বন্ধনং প্রাপ্তং তস্মিন্ বিবশঃ পরিহর্ত্তুমশক্তঃ চরন্ বনে ইতি পাঠঃ। গিরিকন্দর-বদিতি-ভয়ানক-রোগাদিষু দুঃখে পতন্ কন্দরস্থ-গজতু-তুল্যান্মৃত্যোর্ভীতঃ সন্ বল্লীতুল্যং প্রাচীনকর্ম্মাবলম্ব্যাব-স্থিতো ভবতি ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কোনও অন্য সার্থ (বণিক্, পক্ষে গৃহাসক্ত জীব), 'দ্রুমেষু রংস্যন্'—দ্রুমতুল্য কেবল দৃষ্টার্থ-বিষয়ে অর্থাৎ গৃহে, 'ব্যবায়-দীনঃ'—সম্ভোগেচ্ছার জন্য স্ত্রীর দ্বারা পাদ-তাড়িত হইয়াও, 'স্ব-বন্ধনে বিবশঃ'—এই প্রকারে নিজের যে বন্ধন লাভ হইয়াছে, তদ্বিষয়ে 'বিবশঃ', অর্থাৎ উহা পরি-হার করিতে অসমর্থ হয়। 'চরন্ বনে'—বনে বিচ-রণ করিতে করিতে, এইরূপ পাঠান্তর রহিয়াছে। আবার কেহ বা পর্ব্বত-গহ্বরের ন্যায় অতিশয় ভয়া-নক রোগাদি দুঃখে পতিত হওয়ায়, গুহাস্থিত গজ-তুল্য মৃত্যু হইতে ভীত হইয়া বল্লীসদৃশ প্রাচীন কর্ম্ম-কেই অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করে ॥ ১৮ ॥

অতঃ কথঞ্চিৎ স বিমুক্ত আপদঃ
পুনশ্চ সার্থং প্রবিশত্যরিন্দম।
অধ্বন্যমুষ্মিন্নজয়া নিবেশিতো
ভ্রমন্ জনোঽদ্যাপি ন বেদ কশ্চন ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অরিন্দম, (তদনন্তরম্) অতঃ আপদঃ (দুঃখাৎ) সঃ (জনঃ) কথঞ্চিৎ (অতিপ্রয়াসেন) বিমুক্তঃ (স্বর্গাদিলোকং গতঃ অপি) পুনশ্চ সার্থং (যথাপূর্ব্বং প্রবৃত্তিমার্গে সংসারে) প্রবিশতি (রমতে।) অমুষ্মিন্ (অস্মিন্) অধ্বনি (প্রবৃত্তিমার্গে) অজয়া (ভগবন্মায়য়া) নিবেশিতঃ জনঃ ভ্রমন্ কশ্চন (অতি-সমর্থঃ অপি) অদ্যাপি (অধ্বনঃ পারং হরিং ন বেদ (ন জানাতি) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে শত্রুসূদন, ঐ পুরুষ বহুকষ্টে বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া আবার পূর্ব্বের ন্যায় প্রবৃত্তিমার্গেই প্রবিষ্ট হয়। এইরূপে ভগবন্মায়া-দ্বারা প্রবৃত্তিমার্গ-প্রবিষ্ট যে সকল ব্যক্তি এই ভবা-টবীতে ভ্রমণ করিতেছে, তাহাদের কেহই অদ্যাপি ভগবানকে জানিতে পারে নাই ॥১৯ ॥

বিশ্বনাথ—পুনশ্চেতি যথাপূর্ব্বং প্রবৃত্তিমার্গে রমতে ন বেদ ন পরমেশ্বরং জানাতি ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুনশ্চ'—কোনরূপে সেই বিপত্তি হইতে মুক্তি পাইলে পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় প্রবৃত্তিমার্গেই বিচরণ করিতে থাকে, 'ন বেদ'—সেই পরমেশ্বরকে কেহই জানে না ॥ ১৯ ॥

রহূগণ ত্বমপি হ্যধ্বনোঽস্য
সন্ন্যস্তদণ্ডঃ কৃতভূতমৈত্রঃ।
অসজ্জিতাত্মা হরিসেবয়া শিতং
জ্ঞানাসিমাদায় তরাতি পারম্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রহূগণ, হি (যস্মাৎ) ত্বম্ অপি (অস্মিন্ অধ্বনি নিবেশিতঃ অতঃ) সংন্যস্তদণ্ডঃ (সংন্যস্তঃ ত্যক্তঃ দণ্ডঃ রাজদণ্ডঃ যেন সঃ) কৃতভূত-মৈত্রঃ কৃতা ভূতেষু মৈত্রী কৃপা যেন সঃ তাদৃশঃ তথা) অসজ্জিতাত্মা (অসজ্জিতঃ বিষয়েষু অনাসক্তঃ আত্মা মনো যস্য সঃ তথাভূতঃ সন্) হরিসেবয়া (ভগবদারাধনেন) শিতং (তীক্ষ্ণীকৃতং) জ্ঞানাসিং (জ্ঞান ভগবদারাধনাত্মকং তদেব অসিং খড়্গম্) আদায় (মায়াং ছিত্ত্বা) অস্য অধ্বনঃ পারং (হরিম্) তরাতি (অতিতর, গচ্ছ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে রহূগণ, আপনিও মায়াদ্বারা এই প্রবৃত্তিমার্গেই প্রবিষ্ট হইয়া আছেন। এখন আপনি দণ্ডপ্রদানাদি রাজ-ব্যবহার ত্যাগ করিয়া, সর্ব্বভূতে মিত্রতা করুন ; এবং বিষয়াভিনিবেশ পরিহার-পূর্ব্বক হরিসেবা দ্বারা শাণিত জ্ঞান-অসির সাহায্যে মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া সংসার-মার্গের পারে গমন করুন ॥২০

বিশ্বনাথ—ত্বমপ্যধ্বনি নিবেশিত ইত্যন্বয়ঃ। অতোঽস্যাধ্বনঃ পারং অতিতর যাহি ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ত্বমপি'—হে রহূগণ! তুমিও (মায়ার পরিচালনায়) সেই প্রবৃত্তি মার্গেই প্রবেশিত

হইয়াছ—এই অন্বয়। অতএব এই পথের পার 'অতিতর'—অতিক্রম করিয়া গমন কর ॥ ২০ ॥

শ্রীরাজোবাচ—

অহো নৃজন্মাখিলজন্মশোভনং
কিং জন্মভিস্ত্বপরৈরপ্যমুষ্মিন্।
ন যদ্ধৃষীকেশযশঃকৃতাত্মনাং
মহাত্মনাং বঃ প্রচুরঃ সমাগমঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—(এবম্বিধং ভরতবাক্যং শ্রুত্বা) শ্রীরাজা (রহূগণঃ) উবাচ,—অহো, নৃজন্ম (মনুষ্যজন্ম) অখিলজন্মশোভনম্ (অখিলেষু জন্মসু শোভনং শ্রেষ্ঠং যস্য ভবতি তস্য) অমুষ্মিন্ (পরলোকে) অপরৈঃ (ন পরং শ্রেষ্ঠং যেভ্যঃ তৈঃ তাদৃশৈঃ দেবাদি জন্মভিঃ) অপি তু কিং (ফলং স্যাৎ। নৈবকিঞ্চিৎ ফলং ভবতীত্যর্থঃ) যৎ (যস্মাৎ যেষু দেবাদিজন্মসু স্বর্গে) হৃষীকেশযশঃকৃতাত্মনাং (হৃষীকেশস্য ভগবতঃ যশসা কৃতঃ শোধিতঃ আত্মা অন্তঃকরণঃ যৈঃ তেষাং) বঃ (যুষ্মাকং) মহাত্মনাং (ভগবদ্ভক্তানাং জনানাং) সমাগমঃ প্রচুরঃ ন (ন ভবতি। তথাচ ভাগবতসঙ্গরহিতৈঃ দেবাদিজন্মভিঃ অপি কিম্? তানি ব্যর্থান্যেবেতি ভাবঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—রাজা রহূগণ কহিলেন,—অহো, এই মনুষ্যজন্ম সর্ব্ব জন্ম হইতে শ্রেষ্ঠ : স্বর্গে দেবজন্মও ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে। স্বর্গে দেবতারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াই বা কি ফল? যেহেতু, তথায় ভগবান্ হৃষীকেশের যশঃ-কীর্ত্তনপ্রভাবে নির্ম্মল-চিত্ত ভবাদৃশ মহাত্মগণের সমাগম অধিক হয় না ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—কথমহমকস্মাদেবং কৃতার্থোঽভূবমিতি সাশ্চর্য্যং সবিতর্কমাহ—অখিলজন্মসু মধ্যে অহোঽদ্ভুতেঽস্মিন্ মর্ত্ত্যলোকে নৃজন্মৈব শোভনং অমুত্র স্বর্গে ন পরং শ্রেষ্ঠং যেভ্যস্তৈর্দেবাদিজন্মভিঃ কিং, যদ্‌যেষু বো মহাত্মনাং সমাগমো ন সম্ভবেৎ। কীদৃশানাং হৃষীকেশস্য স্বভক্তসর্ব্বেন্দ্রিয়াকর্ষকস্য হরের্যশোভিরেব কৃতা নির্ম্মিতা আত্মানো দেহমনোবুদ্ধিপ্রযত্নজীবাত্মানো যেষাম্ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কি প্রকারে আমি অকস্মাৎ এইভাবে কৃতার্থ হইলাম—ইহাতে বিস্মান্বিত হইয়া আলোচনাপূর্ব্বক বলিতেছেন—অখিল জন্মের মধ্যে 'অহো'—অদ্ভুত এই মর্ত্ত্যলোকে মনুষ্যজন্মই শোভন, যে জন্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জন্ম আর নাই বলিয়া মনে করা হয়, স্বর্গলোকে সেই দেবতাদিরূপ অপর জন্ম লাভের প্রয়োজন কি? 'যদ্'—যেহেতু ঐ সকল স্বর্গাদিতে আপনাদের ন্যায় মহাত্মগণের সমাগম (সঙ্গলাভ) সম্ভব নয়। কিপ্রকার মহাত্মাদিগের? তাহাতে বলিতেছেন—'হৃষীকেশ-যশঃ' ইত্যাদি, হৃষীকেশের, অর্থাৎ নিজ ভক্তজনের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের আকর্ষক শ্রীহরির যশের দ্বারাই নির্ম্মিত হইয়াছে আত্মা, অর্থাৎ দেহ, মন, বুদ্ধি, প্রযত্ন ও জীবাত্মা যাঁহাদের, তাদৃশ মহাপুরুষগণের (যথেচ্ছ সঙ্গলাভ স্বর্গলোকে সম্ভব হয় না।) ॥ ২১ ॥

ন হ্যদ্ভুতং ত্বচ্চরণাব্জরেণুভি-
র্হতাংহসো ভক্তিরধোক্ষজেঽমলা।
মৌহূর্ত্তিকাদ্ যস্য সমাগমাচ্চ মে
দুস্তর্কমূলোঽপহতোঽবিবেকঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—(সন্ততম্ উপাসিতৈঃ) ত্বচ্চরণাব্জরেণুভিঃ (যুষ্মচ্চরণধূলিপ্রাপ্তিমাত্রেণৈব) হতাংহসঃ (হতম্ অংহঃ পাপং যস্য তস্য) অধোক্ষজে (ভগবতি) অমলা ভক্তিঃ (ব্রহ্মেন্দ্রাদিভিরপি দুর্ল্লভা অমলাভক্তিঃ ভবতীত্যর্থঃ) (ভবতীতি) ন হি অদ্ভুতং (নৈব আশ্চর্য্যম্) যস্য (তৎ) মৌহূর্ত্তিকাৎ (মুহূর্ত্তমাত্রভবাৎ) সমাগমাৎ চ (সমাগমমাত্রাৎ এব) দুস্তর্কমূলঃ (দুস্তর্কেণ বদ্ধমূলঃ) মে (মম) অবিবেকঃ (সংসারমোহঃ) অপহতঃ (বিনষ্টঃ অভবৎ) ॥২২॥

অনুবাদ—আপনাদের চরণ-ধূলি প্রাপ্তি-মাত্রেই জীব নিষ্পাপ হইয়া ভগবানে ব্রহ্মাদিরও দুর্ল্লভ শুদ্ধভক্তি লাভ করিয়া থাকে, ইহা বিচিত্র নহে। মুহূর্ত্তমাত্র আপনার সঙ্গলাভে আমার কুতর্কের মূল-কারণ অবিবেক অর্থাৎ সংসার-মোহ দূরীভূত হইল ॥২২॥

বিশ্বনাথ—ননু প্রচুর ইত্যুক্ত্যা কিং স্বল্পসঙ্গস্যানর্থকত্বং ব্রূষে? মৈবমত্যৌৎসুক্যযন্ত্রিত এব তথা ব্রবীমীত্যাহ—নহীতি। ব্রহ্মেন্দ্রাদিভিরপি দুর্ল্লভা ভগবত্যমলা ভক্তির্যুষ্মচ্চরণধূলিপ্রাপ্তিমাত্রেণৈব ভবতীত্যেতদপি নাশ্চর্য্যং, আশ্চর্য্যং খল্বেতদেব যন্মদ্বি-

ধানাং জ্ঞানলবদুর্ব্বিদগ্ধানামতিকূটযুক্তিবিপ্লুতধিয়াং চেতঃ ভক্তিযোগোন্মুখীকরণং, তচ্চ মৌহূর্ত্তিকাদেব সমাগমাদ্‌যদ্যভূত্তর্হি প্রচুরস্য সমাগমস্য মাহাত্ম্যং কো বক্তুং ক্ষমতামিতি তত্র ময়া স্বৌৎসুক্যমেব ব্যঞ্জিতমিতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, 'প্রচুর সমাগম'—এইরূপ কথনের দ্বারা কি অল্পসঙ্গের অনর্থকতা বলিতেছ? ইহার উত্তরে—'মৈবং' না, না কখনই ঐরূপ নহে, কিন্তু ঔৎসুক্য-প্রেরিত হইয়াই ঐরূপ বলিয়াছি, ইহা বলিতেছেন—'ন হ্যদ্ভুতং' ইত্যাদি। ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতিরও দুর্ল্লভ শ্রীভগবানে যে অমলা ভক্তি, তাহা আপনাদিগের চরণধূলি প্রাপ্তিমাত্রেই হইয়া থাকে—ইহাও আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু আশ্চর্য্য কেবল ইহাই যে আমাদের ন্যায় জ্ঞানলবে দুর্ব্বিদগ্ধ, অতিকূটযুক্তিতে বিহ্বল-চিত্ত ব্যক্তিদিগের মনকে ভক্তিযোগে উন্মুখীকরণ, তাহা মুহূর্ত্তকাল সমাগমেই যদি হয়, তাহা হইলে প্রচুর সমাগমের মাহাত্ম্য কে বলিতে সক্ষম—এইজন্য আমি নিজ ঔৎসুক্য-বশতঃই ঐরূপ প্রকাশ করিয়াছি—এই ভাব ॥ ২২ ॥

নমো মহদ্ভ্যোঽস্তু নমঃ শিশুভ্যো
নমো যুবভ্যো নম আবটুভ্যঃ।
যে ব্রাহ্মণা গামবধূতলিঙ্গা-
শ্চরন্তি তেভ্যঃ শিবমস্তু রাজ্ঞাম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—(অতঃ) মহদ্ভ্যঃ (বৃদ্ধেভ্যঃ) নমঃ অস্তু। শিশুভ্যঃ (বালেভ্যঃ) নমঃ (অস্তু); যুবভ্যঃ নমঃ (অস্তু); আবটুভ্যঃ (বটুঃ মাণবকঃ ব্রাহ্মণশ্চ তথাচ বটুবৎস্বমাহাত্ম্যানাবিষ্করণশীলপর্য্যন্তেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ) জনেভ্যঃ) নমঃ (অস্তু এবং) যে ব্রাহ্মণাঃ (ব্রহ্মবিদঃ) অবধূতলিঙ্গাঃ (অবধূতবেশেন অন্যৈঃ অলক্ষিতবেশেন অজ্ঞাতস্বরূপাঃ সন্তঃ) গাং (পৃথ্বীং) চরন্তি। তেভ্যঃ (সকাশাৎ) রাজ্ঞাং (মাদৃশানাং কৃতাগসাং) শিবং (কল্যাণম্) অস্তু (ভবতু, মহতাং নিগ্রহঃ মাভূৎ ইতি ভাবঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—(হায়! হায়! আমি আপনকে শিবিকা-বহন করাইয়া অত্যন্ত অপরাধ করিয়াছি; আপনি স্বয়ং যদি আপনাকে জানাইয়া না দিতেন, তাহা হইলে মাদৃশ অপরাধী ব্যক্তির গতি কি হইত, এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজা রহূগণ বলিতে লাগিলেন,—) মহদ্ ব্যক্তিদিগের প্রতি আমার নমস্কার; বালকগণকে নমস্কার; যুবকদিগকে নমস্কার; ক্রীড়ারত বিপ্রবালকগণ এবং যে ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণগণ অবধূতবেশে পৃথিবীতে পর্য্যটন করেন, তাঁহাদের সকলকেই আমার নমস্কার। তাঁহাদের কৃপায় মাদৃশ অপরাধিরাজন্যবর্গদিগের মঙ্গল হউক ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—হন্ত হন্ত শিবিকাং বহৎস্তত্র ভবান্ স্বং যদি নাজ্ঞাপয়িষ্যস্তদা মমাপরাধিনঃ কা গতিরভবিষ্যদিতি সভয়ং প্রণমতি নম ইতি। আবটুভ্যঃ যে বটবঃ ক্রীড়ারতত্বাদশ্রদ্ধেয়মহিমানস্তানপ্যভিব্যাপ্য, স্বদৃষ্টান্তেন রাজ্ঞাং মহদপরাধং সংভাব্যাহ—রাজ্ঞাং শিবমস্ত্বিতি ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হায়! হায়! (আমার) শিবিকা বহন করিতে করিতে তখন যদি আপনি না জানাইতেন, তাহা হইলে অপরাধী আমার কি গতি হইত? এইহেতু সভয়ে প্রণাম করিতেছেন—'নমঃ' ইত্যাদি। 'আ বটুভ্যঃ'—যে ব্রাহ্মণ বালকগণ ক্রীড়ারত বলিয়া যাঁহাদের মহিমা গণ্য করা হয় না, তাঁহাদিগকে পর্য্যন্ত প্রণাম করিতেছি। নিজ দৃষ্টান্তের দ্বারা রাজগণের মহতের প্রতি অপরাধ সম্ভাবনাপূর্ব্বক বলিতেছেন—'রাজন্যবর্গের মঙ্গল হউক' (ইহা প্রার্থনা) ॥ ২৩ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইত্যেবমুত্তরামাতঃ স বৈ ব্রহ্মর্ষিসুতঃ সিন্ধুপতয় আত্মসতত্ত্বং বিগণয়তঃ পরানুভাবঃ পরমকারুণিকতয়োপদিশ্য রহূগণেন সকরুণমভিবন্দিতচরণঃ পূর্ণার্ণব ইব নিভৃতকরণোর্ম্ম্যাশয়ো ধরণিমিমাং বিচচার ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) উত্তরামাতঃ, (উত্তরা মাতা যস্য তৎসম্বোধনং) বিগণয়তঃ (ষষ্ঠী চতুর্থ্যর্থে স্বাবমানং কুর্ব্বাণায় অপি) সিন্ধুপতয়ে (রহূগণায়) ইত্যেবং স বৈ ব্রহ্মর্ষিসুতঃ (ভরতঃ) পরমকারুণিকতয়া (হেতুনা) আত্মসতত্ত্বম্ (আত্মনঃ

সতত্ত্বং স্বরূপং যাথাত্ম্যং প্রকৃত্যাদিভ্যঃ বিলক্ষণত্বং চ) উপদিশ্য (তেন) রহূগণেন সকরুণং (সদৈন্যং যথা ভবতি তথা) অভিবন্দিতচরণঃ (অভিবন্দিতৌ চরণৌ পাদৌ যস্য সঃ) পরানুভাবঃ নিভৃতকরণোর্ম্ম্যাশয়ঃ (নিভৃতাঃ উপশান্তাঃ করণানাম্ ঊর্ম্ময়ঃ ভোগাদয়ঃ যস্মিন্ সঃ আশয়ঃ অন্তঃকরণং যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্) পূর্ণার্ণবঃ (পূর্ণঃ সমুদ্রঃ) ইব ইমাং ধরণীং বিচচার (বভ্রাম) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে উত্তরানন্দন পরীক্ষিৎ, মহানুভব ভরতের মনোমধ্যে ইন্দ্রিয়সমূহের তরঙ্গবেগ শান্ত হওয়ায়, তাঁহার অন্তঃকরণ পূর্ণ সমুদ্রের ন্যায় অক্ষুব্ধ ছিল। সিন্ধু-সৌবীর-দেশের রাজা রহূগণ যদিও তাঁহার অপমান করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি (ভরত) অত্যন্ত কৃপালু বলিয়া তাঁহাকে (রাজা রহূগণকে) আত্মতত্ত্ব উপদেশ করিলেন। পরে মহারাজ রহূগণ দৈন্যের সহিত তাঁহার চরণ বন্দনা করিলে, তিনি পূর্ব্বের মতই পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—হন্ত হন্ত মহাভূরিভাগ এব রহূগণো যত্তাদৃশ-ব্রহ্মতেজসি শিবিকাবাহনাদপরাদ্ধোঽপি তদনুগ্রহামৃতবৃষ্ট্যাভিষিক্তঃ কৃতার্থীবভূব অহমতিমন্দভাগ্যো বিপ্রগলে সর্পার্পণাপরাধাক্ষমাপণাত্তদভিশাপবিষদগ্ধো ন জানে কিমন্ধং তমো যাস্যামীতি বিষীদন্তং রাজানমাশ্বাসয়তি ইত্যেবমিতি। উত্তরা মাতা যস্যেতি ; ভো রাজন্, ত্বন্মাতৃগর্ভে প্রবিশ্য ব্রহ্মতেজসঃ সকাশাৎ ভগবান্ স্বয়মেব ত্বাং ররক্ষ, স্বং দর্শয়ামাস চ পুনরপি সাম্প্রতং ব্রহ্মতেজসো রক্ষিতুং মামেতাংশ্চ নারদাদিমহামুনীন্ প্রের্য্য ত্বদন্তিকমানীয় এতেষামপারকৃপামৃতেন ত্বামভিষিচ্য ভাগবতামৃতং মদ্দ্বারা পায়য়ন্ স এব প্রভুর্ব্রহ্মতেজোঽপি ব্যর্থীচকার ইতি রহূগণাত্তস্মাত্তরাচ্চ মত্তশ্চ এতেভ্যো মহামুনিভ্যশ্চ ত্বদীয়ং সৌভাগ্যমতিমহত্তমং ব্যঞ্জয়ামাস তদপি কিং বিষীদসীতি ভাবঃ। বিগণয়তঃ তিরস্কুর্ব্বতোঽপি পরোঽনুভাবো যস্মাৎ সঃ। সিন্ধুপতয়ে তস্মৈ আত্মতত্ত্বমুপদিশ্য সকরুণং সরোদনং, নিভৃতাঃ শান্তাঃ করণানামূর্ম্ময়ো যস্মিন্ স আশয়ো যস্য সঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হায়! হায়! মহাভাগ্যবান্ এই রহূগণ নৃপতিই,যেহেতু তাদৃশ ব্রহ্মতেজস্বীর প্রতি শিবিকা বহন করাইয়া অপরাধী হইলেও, তাঁহার করুণামৃত বর্ষণে অভিষিক্ত হইয়া কৃতার্থ হইলেন, আর আমি অতিশয় মন্দভাগ্য, বিপ্রগলে (মৃত) সর্প অর্পণের অপরাধ ক্ষমাপণের অভাবে অভিশাপরূপ বিষে দগ্ধ হইয়া, না জানি কোন্ অন্ধতম নরকে গমন করিব—এইরূপ বিষাদপ্রাপ্ত রাজা পরীক্ষিৎকে শ্রীল শুকদেব আশ্বাস প্রদান করিতেছেন—'ইত্যেবম্' ইত্যাদি। 'হে উত্তরামাতঃ!'—উত্তরা মাতা যাঁহার, তৎসম্বোধনে, 'হে রাজন্'! তোমার জননীর গর্ভে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মতেজ হইতে শ্রীভগবান্ নিজেই তোমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং নিজেকেও দেখাইয়াছিলেন, পুনরায়ও সম্প্রতি ব্রহ্মতেজ হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমাকে এবং এই সকল নারদাদি মহামুনিগণকে প্রেরণপূর্ব্বক তোমার সমীপে আনয়ন করতঃ, ইঁহাদের অপার করুণামৃতের দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করিয়া, আমার দ্বারা ভাগবতামৃত পান করাইয়া সেই প্রভুই ব্রহ্মতেজও ব্যর্থ করিয়াছেন—ইহাতে রহূগণ হইতে, সেই ভরত হইতে, আমা হইতে এবং এই সকল মুনিগণ হইতেও তোমার সৌভাগ্য অতিশয় মহত্তম—ইহা প্রকাশিত করিলেন, তবুও কিজন্য বিষণ্ণ হইতেছ?—এই ভাব।

'বিগণয়তঃ' — নিজেকে তিরস্কার করিলেও, 'পরানুভাবঃ'—শ্রেষ্ঠ অনুভাব (প্রভাব) যাহা হইতে, সেই মহাপ্রভাবশালী ভরত, 'সিন্ধুপতয়ে'—সিন্ধুপতি রহূগণকে আত্মতত্ত্ব উপদেশ করিয়া এবং তৎকর্ত্তৃক কাতরভাবে অভিবন্দিত হইয়া, 'নিভৃতকরণোর্ম্ম্যাশয়ঃ' —নিভৃত অর্থাৎ শান্ত হইয়াছে ইন্দ্রিয়সকলের তরঙ্গসমূহ যাহাতে, তাদৃশ আশয় বলিতে অন্তঃকরণ যাঁহার, সেই মহামুনি ভরত (পুনরায় এই ধরণী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন।) ॥ ২৪ ॥

সৌবীরপতিরপি সুজনসমবগতপরমাত্মসতত্ত্ব আত্মন্যবিদ্যাধ্যারোপিতাঞ্চ দেহাত্মমতিং বিসসর্জ্জ। এবং হি নৃপ ভগবদাশ্রিতাশ্রিতানুভাবঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—সৌবীরপতিঃ (রহূগণঃ) অপি সুজনসমবগতপরমাত্মসতত্ত্বঃ (সুজনাৎ তস্মাৎ ব্রহ্মর্ষিসুতাৎ ভরতাৎ সম্যক্ অবগতং পরস্য আত্মনঃ সতত্ত্বং

যাথাত্ম্যং যেন তথাভূতঃ সন্ তদানীমেব) আত্মনি অবিদ্যাধ্যারোপিতাং চ (অবিদ্যয়া অধ্যারোপিতাং চ) দেহাত্মমতিং (দেহে আত্মমতিঞ্চ) বিসসর্জ্জ (তত্যাজ, হে) নৃপ, ভগবদাশ্রিতাশ্রিতানুভাবঃ (ভগবদাশ্রিতাঃ ভাগবতাঃ তান্ আশ্রিতাঃ ভগবদ্দাসানুদাসাঃ তেষাং প্রভাবঃ) এবং হি (এবম্ভূতঃ সদ্যঃ দেহাহঙ্কারনাশকঃ ভবতি) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—সৌবীরপতি রাজা রহূগণ পরমভাগবত ভরতের নিকট পরমাত্মতত্ত্ব সম্যক্‌রূপ অবগত হইয়া অবিদ্যাকল্পিত দেহে আত্ম-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিলেন। হে নৃপ, ভগবদাশ্রিত ভক্তের চরণাশ্রয়-মহিমাই এইরূপ যে তাহা হইতেই জীবের দেহাভিমান সদ্য বিনষ্ট হয় ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—সুজনাৎ শ্রীমদ্ভরতাৎ আত্মনি স্বস্মিন্ যা অবিদ্যা অনাদিত এব প্রবৃত্তা তয়া অধ্যারোপিতাং দেহে আত্মমতিম্ আত্মবুদ্ধিম্। ভগবদাশ্রিতো ভরতস্তদাশ্রিতো রহূগণঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সুজন'—ইত্যাদি, সুজন হইতে অর্থাৎ শ্রীমদ্ ভরতের নিকট হইতে (তত্ত্বের সহিত আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া রাজা রহূগণ), 'আত্মনি'—নিজেতে যে অবিদ্যা অনাদি কাল হইতেই প্রবৃত্তা, তাহার দ্বারা অধ্যারোপিত দেহে আত্মবুদ্ধি (পরিত্যাগ করিলেন)। 'ভগবদাশ্রিতাশ্রিতানুভাবঃ' — শ্রীভগবানের আশ্রিত ভরত, তাঁহার আশ্রিত রহূগণ, (অর্থাৎ যিনি ভগবানের আশ্রিত মহাপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহার প্রভাব এইরূপই হইয়া থাকে।) ॥২৫

শ্রীরাজোবাচ—

যো হ বা ইহ বহুবিদা মহাভাগবত ত্বয়াভিহিতঃ পারোক্ষেণ বচসা জীবলোক-ভবাধ্বা স হ্যার্য্যমনীষয়া কল্পিতবিষয়ো নাঞ্জসাব্যুৎপন্নলোকসমধিগমঃ। অথ তদেবৈতদ্ দুরধিগমং সমবেতানুকল্পেন নির্দ্দিশ্যতামিতি ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে ব্রাহ্মণ-রহূগণসংবাদে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা,—উবাচ,—(হে) মহাভাগবত, বহুবিদা (সর্ব্বজ্ঞেন) ত্বয়া ইহ (ভরত-রহূগণসংবাদে) পারোক্ষেণ বচসা (বণিক্ সার্থরূপকেন বাক্যেন) যঃ জীবলোক-ভবাধ্বা (জীবলোকস্য ভবাধ্বা সংসারমার্গঃ) অভিহিতঃ (কথিতঃ) সঃ হি আর্য্যমনীষয়া (আর্য্যাণাং বিবেকিনাং মনীষয়া বুদ্ধ্যা) কল্পিতবিষয়ঃ (দস্যুস্থানীয়ানি ইন্দ্রিয়াদীনীত্যেবং কল্পিতঃ বিষয়ঃ বিষয়জ্ঞানং যস্য সঃ) অব্যুৎপন্নলোকসমধিগমঃ (অব্যুৎপন্নস্য কল্পনাশক্তিরহিতস্য লোকস্য জনস্য সমধিগমঃ সম্যক্ অধিগমঃ) অঞ্জসা (সাক্ষাৎ ব্যাখ্যানং বিনা) ন (ভবতি)। অথ (তস্মাৎ) তৎ এতৎ এব দুরধিগমং (ভবাধ্বরূপং) সমবেতানুকল্পেন (প্রস্তুতে তদনুরূপার্থোপকল্পনেন) নির্দ্দিশ্যতাং (নিরূপ্যতাম্) ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন,—হে ভাগবতশ্রেষ্ঠ, আপনি সর্ব্বজ্ঞ ; বণিকদিগের সহিত রূপকবাক্যে জীবগণের যে সংসারমার্গ কীর্ত্তন করিলেন, তাহা হইতে বিবেকিগণ বুদ্ধিবলে ইন্দ্রিয়সকলকে দস্যুবৎ, এবং পুত্রকলত্রাদিকে শৃগালাদির ন্যায় বোধ করিতে পারেন ; কিন্তু তাদৃশ বোধোদয় হওয়া শক্তিরহিত অব্যুৎপন্ন লোকের পক্ষে সহজ নহে ; ইহা অতিশয় দুর্ব্বোধ, অতএব আপনি (তাহাদের হিতার্থে) ইহার প্রকৃত অর্থ আবিষ্কার করিয়া নির্দ্দেশ করুন্ ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—আর্য্যস্যাতিবিদুষ এব মনীষয়া উত্তমবুদ্ধ্যা কল্পিতবিষয়দস্যুস্থানীয়েন্দ্রিয়-গোমায়ুস্থানীয়াপত্যাদয়ো যস্য সঃ। দুরধিগমং দার্ষ্টান্তানামনুক্তত্বাৎ। সমবেতেন সমুচিতেন অনুকল্পেন দার্ষ্টান্তবাচকশব্দেন ॥ ২৬ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ত্রয়োদশঃ পঞ্চমস্য সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ — 'আর্য্য-মনীষয়া' — আর্য্য বলিতে অতি বিদ্বদ্গণেরই মনীষা অর্থাৎ উত্তম বুদ্ধির দ্বারা, 'কল্পিত-বিষয়ঃ' — দস্যুস্থানীয় ইন্দ্রিয়গণ, গোমায়ুস্থানীয় অপত্যাদি কল্পিত বিষয় যাঁহার, তিনি (অর্থাৎ আপনি রূপকচ্ছলে জীবলোকের যে সংসার

পথের বর্ণনা করিলেন, বিবেকিগণের বুদ্ধির দ্বারাই উহার বিষয়সমূহ কল্পনা করা সম্ভবপর, কিন্তু) 'দুরধিগমং'—দৃষ্টান্তযুক্ত শব্দের দ্বারা উক্ত হয় নাই বলিয়া উহা সহজে বোধগম্য নহে। 'সমবেতানুকল্পেন'—সমুচিত দার্ষ্টান্ত-বাচক (দৃষ্টান্তিক) শব্দের দ্বারা (নির্দ্দেশ করিয়া বলুন) ॥ ২৬ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার পঞ্চম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫।১৩ ॥

ইতি বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য ও বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চম-স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ

স হোবাচ —

স এষ দেহাত্মমানিনাং সত্ত্বাদিগুণবিশেষবিকল্পিত-কুশলাকুশল-সমবহার-বিনির্ম্মিত-বিবিধ-দেহাবলিভি-র্বিয়োগসংযোগাদ্যনাদিসংসারানুভবস্য দ্বারভূতেন ষড়িন্দ্রিয়বর্গেণ তস্মিন্ দুর্গাধ্ববদসুগমেঽন্ধন্যাপতিত ঈশ্বরস্য ভগবতো বিষ্ণোর্ব্বশবর্ত্তিন্যা মায়য়া জীব-লোকোঽয়ং যথা বণিক্সার্থোঽর্থপরঃ স্বদেহনিষ্পাদিত-কর্ম্মানুভবঃ শ্মশানবদশিবতমায়াং সংসারাটব্যাং গতো নাদ্যাপি বিফলবহুপ্রতিযোগেহন্তত্তাপোপশমনীং হরিগুরুচরণারবিন্দমধুকরানুপদবীমবরুন্ধে ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে রূপকভাবে বর্ণিত ভবাটবীর প্রকৃত অর্থ কথিত হইয়াছে।

বণিগ্‌গণ অর্থলাভের নিমিত্ত যেমন দুর্গম পথে চলিতে চলিতে ঘোরতর কাননে গিয়া পড়ে, জীবও সেইরূপ প্রবৃত্তিমার্গে চালিত হইয়া ভবাটবীকে লাভ করে এবং শুভাশুভ কর্ম্মফলানুসারে দেবতির্য্যগাদি নানাযোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে সুখ-দুঃখাদি কর্ম্মফল ভোগ করিতে থাকে, আত্যন্তিক ক্লেশ নিবৃত্তির উপায়স্বরূপ ভগবদ্ভক্তি লাভ করিতে পারে না। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন—এই ছয়টী সংসারানুভূতির দ্বার-স্বরূপ। উহারা দস্যুর ন্যায় অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে বিষয়ভোগ করাইয়া ভগবানের আরাধনালক্ষণ পরম-ধর্ম্মরূপ ধনকে অপহরণ করে। কুটুম্বগণ বৃকশৃগালাদির ন্যায় পুরুষের যত্নে সংরক্ষিত দ্রব্যসমূহ অপহরণ করে। এই গৃহাশ্রম কর্ম্মক্ষেত্রস্বরূপ। ইহাতে কর্ম্মবীজ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় না। নীচ ব্যক্তিগণ দংশ ও মশকসদৃশ এবং দস্যুগণ মূষিকের তুল্য; তাহারা গৃহাসক্ত ব্যক্তিকে অত্যন্ত ক্লেশ দিয়া তাহার ধন-সম্পত্তি হরণ করে। তথাপি সে অবিদ্যাবশতঃ কাম্যকর্ম্মে রত থাকিয়া গৃহ পরিত্যাগ করে না, ভগবৎপাদপদ্ম বিস্মৃত হইয়া ইন্দ্রিয়তর্পণে রত হয় এবং অসত্য বস্তুকে সত্য বলিয়া মনে করে। তখন সে তাৎকালিক ইন্দ্রিয়সুখে প্রমত্ত হইয়া অসৎ কর্ম্মে রত হয়, তাহার কর্ম্মের সাক্ষিস্বরূপ যে চন্দ্রসূর্য্যাদি দেবতাগণ বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তাহা সে মোহান্ধ চক্ষে দেখিতে পায় না। কখনও বা সেই গৃহাসক্ত ব্যক্তির ক্ষণিক বৈরাগ্যের উদয় হয়; কিন্তু দেহে অভিমান থাকাতে তাহার সেই বৈরাগ্য নষ্ট হইয়া যায়।

শত্রুকুল ও রাজগণের ভর্ৎসনা উলূক ও ঝিল্লীগণের শব্দের ন্যায় অত্যন্ত কঠোর, তাহাতে তাহার (গৃহাসক্ত ব্যক্তির) হৃদয়-বেদনা উপস্থিত হয়। অসৎসঙ্গে জীবের বুদ্ধি নষ্ট হয়; তখন সে পাষণ্ড-মতকে আশ্রয় করিয়া ইহকালে ও পরকালে কষ্ট পাইতে থাকে। এই সংসারে অর্থের নিমিত্ত জীব আত্মীয়-স্বজনকেও ক্লেশ দিতে ত্রুটি করে না। গৃহ